

শব্দে শব্দে আল কুরআন

ষষ্ঠ খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শব্দে শব্দে আল কুরআন

ষষ্ঠ খণ্ড

সূরা ইউসুফ, আর রা'দ, ইবরাহীম, আল হিজর, আন নাহল

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়

এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার

পরিচালক

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রকাশনী

২৫ শিরিশদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

স্বত্ব : আধুনিক প্রকাশনীর

আঃ প্রঃ ৪০০

১ম প্রকাশ

শাবান ১৪২৮

ভাদ্র ১৪১৪

আগস্ট ২০০৭

বিনিময় মূল্য : ১৬৫.০০ টাকা

মুদ্রণে

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রেস

২৫ শিরিশদাস লেন,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 6th Volume by Moulana Mohammad Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.

25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 165.00 Only

কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

“আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী?”—সূরা আল ক্বামার : ১৭

সূতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সজ্জব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকূ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকূ'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে : (১) আল কুরআনুল করীম—

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন ; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত ।

কুরআন মাজীদেব এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ।

এ সংকলনের ষষ্ঠ খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য আল্লাহর দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি ।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তাহলো, মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয় । আমাদের এ অনন্য দুর্লভ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ দীনী বিদ্যমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন । আমীন ।

বিনীত
—প্রকাশক

সূরা

	পৃষ্ঠা
১. সূরা ইউসুফ	১১
১ রুকু'	১৩
২ রুকু'	১৭
৩ রুকু'	২৪
৪ রুকু'	৩১
৫ রুকু'	৩৬
৬ রুকু'	৪২
৭ রুকু'	৪৬
৮ রুকু'	৫২
৯ রুকু'	৫৯
১০ রুকু'	৬৬
১১ রুকু'	৭৩
১২ রুকু'	৮০
২. সূরা আর রা'দ	৮৬
১ রুকু'	৮৭
২ রুকু'	৯৬
৩ রুকু'	১০৭
৪ রুকু'	১১৩
৫ রুকু'	১১৮
৬ রুকু'	১২৩
৩. সূরা ইবরাহীম	১২৭
১ রুকু'	১২৮
২ রুকু'	১৩৪
৩ রুকু'	১৪০
৪ রুকু'	১৪৬
৫ রুকু'	১৫২
৬ রুকু'	১৫৬
৭ রুকু'	১৬১

৩. সূরা আল হিজর	১৬৬
১ রুকু'	১৬৭
২ রুকু'	১৭২
৩ রুকু'	১৭৭
৪ রুকু'	১৮৩
৫ রুকু'	১৮৮
৬ রুকু'	১৯৩
৩. সূরা আন নাহল	১৯৯
১ রুকু'	২০১
২ রুকু'	২০৭
৩ রুকু'	২১৫
৪ রুকু'	২১৮
৫ রুকু'	২২৪
৬ রুকু'	২২৯
৭ রুকু'	২৩৫
৮ রুকু'	২৪০
৯ রুকু'	২৪৪
১০ রুকু'	২৪৮
১১ রুকু'	২৫৩
১২ রুকু'	২৫৯
১৩ রুকু'	২৬৪
১৪ রুকু'	২৭৪
১৫ রুকু'	২৮১
১৬ রুকু'	২৮৭

সূরা ইউসুফ-মাক্কী

আয়াত : ১১১

রুকু' : ১২

নাযিলের সময়কাল

আলোচিত বিষয়ের আলোকে এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলেই জানা যায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী জীবনের শেষ দিকে কুরাইশ কাফিররা চিন্তা-ভাবনা করছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করা, দেশ থেকে বিতাড়ন বা বন্দী করে রাখা এ তিনটির যে কোনো একটি করতেই হবে। ঠিক এমন সময়েই সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

কুরআন মাজীদে একমাত্র এ সূরাতেই হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী ধারাবাহিক-ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনে আর কোথাও এর পুনরালোচনা হয়নি। এটা একমাত্র হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীর-ই বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য নবীদের কাহিনী ও ঘটনাবলী সমগ্র কুরআনেই প্রাসঙ্গিকভাবে খণ্ড খণ্ড ভাবে বারবারই আলোচনা করা হয়েছে।

মক্কার কাফিররা নবী করীম (স)-এর নিকট বনী ইসরাঈলের মিসরে যাওয়ার কারণ জানতে চেয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল তিনি এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারবেন না। কারণ, একে তো তিনি নিরক্ষর তাছাড়া আরবদের মধ্যে এ সম্পর্কে কোনো কিসসা কাহিনী বা ইতিহাস প্রচলিত ছিল না। এ সম্পর্কে যা কিছু তাওরাতে উল্লিখিত ছিল তা ইয়াহুদীরাই জানতো। তাই কুরাইশ কাফিররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে পরীক্ষা করার জন্য এটা তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল। যাতে নবী (স)-কে অপমান করার একটা সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর পুরো ঘটনাটি তাঁর নবীর মুখে প্রকাশ করে দিয়ে তাদের গোপন অভিলাষ ব্যর্থ করে দিলেন। তৎসঙ্গে তাদেরকে এটাও জানিয়ে দিলেন যে,

১. নবী করীম (স) যে সত্যিকার নবী তা তোমাদের নিজেদের মুখে চাওয়া বিষয় দ্বারাই প্রমাণ করে দেয়া হলো। তাঁর নিকট যে ওহী আসে সে ওহীর ভিত্তিতেই তোমাদের প্রস্তাবিত বিষয় তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। কারো নিকট থেকে শোনা কথা তিনি বলেন না।

তাদেরকে আরও জানিয়ে দেয়া হলো যে, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা তাঁর সাথে যে ধরনের আচরণ করেছে, তোমরাও তোমাদের এক ভাই মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে একই ধরনের আচরণ করছো। তোমাদের জেনে রাখা উচিত—ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা যেমন শেষ পর্যন্ত তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়েছিল, তোমরাও অবশেষে মুহাম্মাদ (স)-এর পদতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য হবে।

হিজরতের পরবর্তী ১০ বছরে এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

কুরআন মাজীদ ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীর মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ (আলাই হিমুস সালাম)-এর দীন এবং মুহাম্মাদ (স)-এর দীনের মূলকথা একই। অতীতের নবী রাসূলগণ যে দীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন, মুহাম্মাদ (স)-ও সেই একই দীনের দিকেই মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন।

কুরআন মাজীদ হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে যে মূল বিষয়টি মানুষের মনে বদ্ধমূল করে দিতে চেয়েছে তা হলো—আল্লাহ তা'আলা যেটা করতে চান, তা যে কোনো অবস্থায়ই হোকনা কেন অবশ্যই পূর্ণ করবেন। এতে মানুষের কোনো চেষ্টা-প্রচেষ্টা বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। আল্লাহর পরিকল্পনাকে বাধা দেয়া বা বদলে দেয়ার মানুষের চেষ্টা কখনো সফল হতে পারে না।



क्र.सू. : १२

• ১২. সূরা ইউসুফ-মাক্কী

আয়াত : ১১১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① الرَّفِ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ٦ إِنْ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

১. আলিফ, লাম, রা ; এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত ।

২. আমিই এটা আরবীতে কুরআনরূপে' নাযিল করেছি

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٥﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

যাতে তোমরা বুঝতে পারো^২। ৩. আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি উত্তম কাহিনী

① الزَّ- (আলিফ, লা-ম, রা-) -এ বিচ্ছিন্ন হরফগুলোর অর্থ একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন ;
 -ائًا ② (সুস্পষ্ট (আল+মবিন)-المبين; কিতাবের-الكتب; আয়াত-آيت; এগুলো-تلك;
 -عربياً; কুরআনরূপে-قُرْءْنَا; এটা নাযিল করেছি-انزلنَا (+হ)-انزلنَا; আর্মিই;
 -نحنُ ⑤ (আমি-تَعْمَلُونَ; তোমরা বুঝতে পারো-تَعْمَلُونَ; যাতে তোমরা-لَعَلَّكُمْ;
 -القَصص-কাহিনী; উত্তম-أَحْسَنَ; আপনার নিকট-عَلَيْكَ; বর্ণনা করছি-نَقُصُّ

১. 'কুরআন' অর্থ 'পাঠ করা'। আল্লাহ কর্তৃক তাঁর রাসূল (স)-এর প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের নাম। অন্য কোনো আসমানী কিতাবের নাম 'কুরআন' নয়। এরূপ নামকরণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ কিতাব সকলের পাঠ্য এবং বেশী বেশী পঠিতব্য।

২. এর অর্থ এটা নয় যে, যেহেতু এই কুরআন আরবী ভাষায় নাখিল হয়েছে অতএব এটা শুধুমাত্র আরবদের জন্যই নাখিল হয়েছে। বরং এর অর্থ হলো—হে আরববাসী, কুরআনতো তোমাদের মাতৃভাষায়-ই নাখিল হয়েছে ; সুতরাং এর মর্ম বুঝা এবং এ মহান কিতাবের অনন্য বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যাবলী অবগত না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

আর আরবী কুরআন দ্বারা অন্য ভাষাভাষি লোকদের তথা দুনিয়ার অন্য মানুষদের হিদায়াত লাভের ব্যাপারে যারা সংশয় প্রকাশ করেন তাঁদের ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, আসমানী কিতাব যেহেতু মানুষের হিদায়াত তথা পথ দেখানোর জন্য নাখিল হয়ে থাকে। অতএব সেটা মানুষের কোনো না কোনো ভাষায় নাখিল করতেই হতো। যার মাধ্যমে আসমানী কিতাব মানুষের নিকট পাঠানো হবে, তাঁর ভাষায় কিতাব নাখিল করাইতো যুক্তিযুক্ত। যাতে করে তিনি তাঁর জাতিকে সহজেই কিতাবের মূল বক্তব্য ও বিধানাবলী বুঝিয়ে দিতে পারেন। অতপর এ জাতি-ই তা দুনিয়ার অন্যান্য জাতির নিকট পৌঁছে দেবে। কোনো আদর্শ আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তার ও প্রসার করার মূলত এটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি।

يٰۤاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْآنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ

যা আমি এই কুরআনরূপে ওহীযোগে আপনার নিকট পাঠিয়েছি ;
যদিও আপনি ইতিপূর্বে ছিলেন

لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ

অনবহিতদের শামিল^৩। ৪. (স্বরণীয়) ইউসুফ যখন তাঁর পিতাকে বললেন—হে
আমার পিতা ! আমি নিশ্চিত দেখেছি স্বপ্নে

اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَّ الْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ۝

এগারটি তারকা ও সূর্য এবং চন্দ্রকে, আমি তাদেরকে
আমার প্রতি সিজদারত দেখেছি।

۝ قَالَ يَبْنٰى لَا تَقْصُصْ رُءُۤىَاكَ عَلٰى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۖ

৫. তিনি (পিতা) বললেন—হে আমার বৎস ! তুমি তোমার স্বপ্নের কথা তোমার
ভাইদের নিকট বলো না, তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠবে^৪ ;

- الْقُرْآنَ - এই ; هٰذَا - আপনার নিকট ; اَوْحَيْنَا - ওহীযোগে পাঠিয়েছি ; يٰۤاَوْحَيْنَا - যা - কুরআনরূপে ; اِنْ - যদিও ; كُنْتَ - আপনি ছিলেন ; مِنْ قَبْلِهٖ - (মন+قبل+)-ইতিপূর্বে ; لَمِنَ - শামিল ; الْغٰفِلِيْنَ - অনবহিতদের। ৪. (স্বরণীয়) যখন ; قَالَ - বললেন ; يُوْسُفُ - ইউসুফ ; اَبِيْهِ - (আ+বিতী)-হে আমার পিতা ; يٰۤاَبَتِ - (আ+বিতী)-হে আমার পিতা ; اِنِّىْ - আমি নিশ্চিত ; رَاَيْتُ - স্বপ্নে দেখেছি ; عَشَرَ - এগারটি ; كَوْكَبًا - তারকা ; اَحَدَ - একটি ; الشَّمْسَ - সূর্য ; الْقَمَرَ - চন্দ্রকে ; رَاَيْتُهُمْ - (আ+বিতী)-আমি তাদেরকে দেখেছি ; سٰجِدِيْنَ - আমার প্রতি সিজদারত ; قَالَ ৫. তিনি (পিতা) বললেন ; يَبْنٰى - (আ+বিতী)-হে আমার বৎস ; لَا تَقْصُصْ - তুমি বলো না ; رُءُۤىَاكَ - (আ+বিতী)-হে আমার বৎস ; عَلٰى اِخْوَتِكَ - তোমার ভাইদের ; فَيَكِيْدُوْا - (ফ+যিকিদা)-তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠবে ; لَكَ - তোমার বিরুদ্ধে ; كَيْدًا - ষড়যন্ত্রের মতো ;

৩. এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সন্মোদন করে ইরশাদ করছেন যে, এসব ঘটনাতো আপনি অবগত ছিলেন না। আমিইতো ওহীর মাধ্যমে এসব ঘটনা আপনাকে জানিয়েছি। এখানে বাহ্যত নবী করীম (স)-কে সন্মোদন করা হলেও মূলত এর লক্ষ্য যে বিরোধীরা তা অনুধাবন করা যায়। কারণ তারা বিশ্বাস করতোনা যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জ্ঞান লাভের মাধ্যম ওহী।

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ

নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের জন্য প্রকাশ্য শত্রু । ৬. আর এভাবেই তোমার
প্রতিপালক তোমাকে বাছাই করে নেবেন

وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

এবং তোমাকে শিখিয়ে দেবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞান, আর পূর্ণ করবেন যেন
তার অনুগ্রহ তোমার প্রতি এবং

عَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّ عَلَىٰ أَبِيكَ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّكَ أَتَمُّ وَاسْخَقُ

ইয়াকূবের পরিবার-পরিজনের প্রতি যেভাবে ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম
ও ইসহাকের প্রতি তা পূর্ণ করেছিলেন ;

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ সুবিজ্ঞ ।

শত্রু-عَدُوٌّ ; মানুষের জন্য (ال+আল+ইনসান)-لِلْإِنْسَانِ ; শয়তান-الشَّيْطَانُ ; নিশ্চয়ই-إِنَّ ; তোমাকে বাছাই করে নেবেন-يَجْتَبِيكَ (ك)- ; এভাবেই-كَذَلِكَ ; আর-و- ১০ ; প্রকাশ্য-مُبِينٌ ; তোমাকে (يعلم+ক)-يُعَلِّمُكَ ; এবং-و- ; তোমার প্রতিপালক-رَبُّكَ ; তোমার প্রতি-عَلَيْكَ ; তার অনুগ্রহ-نِعْمَتُهُ (হ)-نِعْمَتُهُ ; পূর্ণ করবেন-يُتِمُّ ; আর-و- ; তোমার প্রতি-عَلَيْكَ ; ইয়াকূবের-يَعْقُوبَ ; যেভাবে-كَمَا ; তোমার (أبوك)-أَبِيكَ ; প্রতি-عَلَىٰ ; তা পূর্ণ করেছিলেন-أَتَمَّ (হা)-أَتَمُّ ; পিতৃপুরুষ-إِسْحَاقُ ; ও-و- ; ইতিপূর্বে-مِنْ قَبْلُ ; ইবরাহীম-إِبْرَاهِيمَ ; নিশ্চয়ই-إِنَّ ; সর্বজ্ঞ-عَلِيمٌ ; সুবিজ্ঞ-حَكِيمٌ ; তোমার প্রতিপালক-رَبُّكَ ;

৪. হযরত ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নের তা'বীর ছিল—সূর্য দ্বারা তাঁর পিতা ইয়াকূব (আ), চন্দ্র দ্বারা তাঁর বিমাতা এবং এগারটি তারকা দ্বারা তাঁর আপন এক ভাই ও দশজন বিমাতা ভাইকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁর নেক চরিত্রের প্রিয়তম পুত্রকে তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত অপর ভাইদের নিকট প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন, কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের অপর দশজন পুত্র ইউসুফকে ঘৃণা করে। তারা স্বপ্নের ব্যাপারটা জানতে পারলে ইউসুফের ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। কারণ তারা ইউসুফকে হিংসা করে।

৫. অর্থাৎ তোমাকে নবুওয়্যাত দান করবেন।

৬. এখানে অনুবাদে ‘তা’ভীলাল আহাদীস’ অর্থ লেখা আছে ‘স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞান’। মূলত এর অর্থ শুধুমাত্র স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞানেই সীমিত নয়। বরং কোনো বিষয়ের প্রকৃত মর্ম ও মূলতত্ত্ব বুঝার যোগ্যতাকেও এ শব্দদ্বয় দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

৭. এটা এ স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ ছিল হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ অনুগ্রহ। আল্লাহ তা’আলা তাঁর পূর্বকার নবী-রাসূলকেও এরূপ অনুগ্রহ দান করেছিলেন। এর মধ্যেই তাঁর জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর এটার কল্যাণকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ-ই সুবিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ।

১ম রুকু’ (১-৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. একমাত্র সূরা ইউসুফেই হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।
২. কুরআন মাজীদে বর্ণিত এ কাহিনী-কে আল্লাহ তা’আলা ‘উত্তম কাহিনী’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩. এসব কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো অতীতের ঘটনা থেকে শিক্ষালাভ করে মানুষ যেন বর্তমান ও ভবিষ্যত গড়ে নিতে পারে।

৪. কুরআন মাজীদ আরবী ভাষায় এজন্য নাখিল করা হয়েছে, যেহেতু রাসূল (স)-এর মাতৃভাষা আরবী এবং রাসূল সরাসরি যাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন, তাদের মাতৃভাষাও আরবী যাতে করে দীনের দাওয়াতকে বুঝা এবং সে অনুসারে চলা তাদের জন্য সহজ হয়।

৫. নবীদের স্বপ্ন সত্য স্বপ্ন। ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নও সত্য-স্বপ্ন ছিল, পরবর্তীতে তা-ই প্রমাণিত হয়েছে।

৬. স্বপ্নের বিবরণ সকল মানুষের কাছে প্রকাশ করা ঠিক নয়।

৭. মুসলমানকে অপরের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য অপরের কোনো মন্দ অভ্যাস বা মন্দ নিয়ত প্রকাশ করে দেয়া বৈধ।

৮. আল্লাহ তা’আলা কর্তৃক ইউসুফ (আ)-কে প্রদত্ত তিনটি নিয়ামত—(ক) নবুওয়্যাত দানের জন্য তাঁকে বাছাই করা। (খ) স্বপ্ন এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুর মূলতত্ত্ব ও মর্ম বুঝার যোগ্যতা দান। (গ) দুনিয়াতে তাঁকে পার্থিব ক্ষমতা ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে পূর্ণতা দান করা।

সূরা হিসেবে রুকু'-২
পারা হিসেবে রুকু'-১২
আয়াত সংখ্যা-১৪

① لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَأَخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّائِلِينَ ۖ إِذْ قَالُوا

৭. নিঃসন্দেহে ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের ঘটনায় এসব প্রশ্নকারীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। ৮. (স্মরণীয়) যখন তাঁর ভাইয়েরা বলেছিল—

لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنََّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا

আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ ও তার ভাই অবশ্যই আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়^৮
অথচ আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি: নিশ্চয় আমাদের পিতা

لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ ② اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ

সুস্পষ্ট ভুল পথে আছে^৯। ৯. তোমরা ইউসুফকে হত্যা করে ফেলো অথবা তাকে রেখে আসো অন্য কোথাও তাহলে তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হবে।

ও; (ফী+ইউসুফ)-ফী يُوسُفَ; নিঃসন্দেহে রয়েছে; (ল+قد كان)-لَقَدْ كَانَ ①
ল+আ+)-لِلَّسَّائِلِينَ; নিদর্শনাবলী; آيَاتٍ; তাঁর ভাইদের ঘটনায়; (আখু+হ)-أَخْوَتِهِ; ও;
তাঁরা (তাঁর স্মরণীয়) যখন; إِذْ ②-قَالُوا; এসব প্রশ্নকারীদের জন্য। (সানলিন
-আখু+হ)-أَخُوهُ; ও; (ল+ইউসুফ)-لِيُوسُفَ; (আখু+হ)-أَخُوهُ; তাঁর ভাই
আমাদের পিতার; (আবী+না)-إِلَيْنَا; অধিক প্রিয়; أَحَبُّ; আমরা; نَحْنُ; অথচ; وَ; আমাদের চেয়ে;
নিশ্চয়; إِنَّ; একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি; عُصْبَةٌ; আমাদের পিতা; (আবা+না)-أَبَانَا;
ভুল পথে আছেন; (ল+ফী+ضلل)-لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ; তোমরা হত্যা করে ফেলো; اقْتُلُوا ③-
অথবা; أَوْ; ইউসুফকে; يُوسُفَ; তাঁকে রেখে আসো; اطْرَحُوهُ-أَرْضًا; তাহলে নিবদ্ধ
হবে; لَكُمْ; তোমাদের প্রতিই;

৮. এখানে 'ইউসুফ ও তার ভাই' দ্বারা ইউসুফ ও তাঁর সহোদর ভাই বিন ইয়ামীন-কে বুঝানো হয়েছে। বিন ইয়ামীনের জন্মের সময় তাঁর মা ইন্তেকাল করেন। এ দু' ভাইয়ের প্রতি ইয়াকুব (আ)-এর মহব্বত বেশী থাকার কারণ হলো—এরা দু'জন ছোট অবস্থায় মা-হারা হয়েছে এবং এরা দু'জন ছিল অত্যন্ত নেক চরিত্রের অধিকারী। ইউসুফ (আ)-এর

وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿١٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ

তোমাদের পিতার দৃষ্টি, তারপর তোমরা ভাললোক হয়ে যাবে^{১০} ।

১০. তাদের মধ্যকার একজন কথক বললো—

لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ

তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং তাকে কোনো কূপের গভীরে ফেলে দাও,

মুসাফিরদের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে—

إِنْ كُنْتُمْ فَعَلَيْكُمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ

যদি তোমরা কিছু করতে চাও । ১১. তারা বললো—হে আমাদের পিতা ! আপনার কি হয়েছে ? আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না

وَجْهَ-দৃষ্টি ; أَبِيكُمْ-(অবী+কম)-তোমাদের পিতার ; وَ-এবং ; وَتَكُونُوا-তোমরা হয়ে যাবে ; بَعْدِهِ-তারপর ; قَوْمًا-লোক ; صَالِحِينَ ১০। قَالَ-বললো ; قَائِلٌ-একজন কথক ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যকার ; وَتَقْتُلُوا-তোমরা হত্যা করো না ; الْقَوْهَ-(القو+হ)-তাকে ফেলে দাও ; فِي-গভীরে ; غَيْبَتِ-কূপের ; الْجَبِّ-(জব+জ)-তাকে তুলে নিয়ে যাবে ; بَعْضُ-কেউ ; السَّيَّارَةِ-(সিয়ারা)-মুসাফিরদের ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ فَعَلَيْكُمْ-তোমরা কিছু করতে চাও । ১১। قَالُوا-তারা বললো ; يَا أَبَانَا-(য়া+আ+না)-হে আমাদের পিতা ! مَا لَكَ-আপনার কি হয়েছে ? لَا تَأْمَنَّا-আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না ; عَلَى-ব্যাপারে ; يُوسُفَ-ইউসুফের ;

বড় দশ ভাইয়ের চরিত্র তো তাদের কার্যকলাপ থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আল্লাহর একজন নবীর পক্ষে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা স্বাভাবিক নয়।

৯. ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের একথার মর্ম হলো—আমাদের পিতা আমাদের দশ ভাইয়ের একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ভাল না বেসে আমাদের ছোট ছোট ভাই দু'টোকে বেশী ভালবাসেন। অথচ কোনো সংকটে আমরাই তো পিতার সাহায্যে এগিয়ে আসতে সক্ষম হবো। সুতরাং তিনি এ ব্যাপারে ভুলের উপর আছেন।

১০. ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের চরিত্র তাদের এ কথার মধ্যেই ফুটে উঠেছে। ইউসুফকে মেরে ফেলা যে একটা বড় অপরাধ, এটা তারা অবগত ; কিন্তু নফসের চাহিদা পূরণ করার জন্য এ অপরাধ করতে তাদের কোনো সংকোচ বোধ নেই। তাদের খেয়াল হলো এ

وَإِنَّا لَهُ لَنَصِْحُونَ ﴿١٣﴾ أَرْسَلَهُ مَعْنَاذٍ يَرْتَعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ

অথচ আমরাতো তার স্তবাকালী। ১২. আপনি আগামী কল তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, সে মজা করে ফল খাবে ও খেলাধলা করবে। এবং অবশ্যই আমরা তার

لَحْفِظُونَ ﴿٥٥﴾ قَالَ إِنِّي لَمِحْزَنِيٌّ أَن تَدْهُبُوا بِهِ وَأَخَافُ

হিফাযতকারী”। ১৩. তিনি (পিতা) বললেন—এটা অবশ্যই আমাকে চিন্তিত করবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশংকা করি যে,

أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا لَيْنِ أَكَلَهُ الذِّئْبُ

তার থেকে তোমাদের অসচেতন অবস্থায় তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।

১৪. তারা বললো— যদি তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে

ارسل+)-ارسلُهُ ①১। শুভাকাজী-لَنُصْحُونَ-তার; لَهِ-আমরাতো; إِنَّا-অথচ; وَ-
 তাকে পাঠিয়ে দেবেন; غَدًا-আগামী কাল; (مَعَنا)-আমাদের সাথে; وَ-এবং; اِنَّا-
 সে মজা করে ফল খাবে; يَلْعَبُ-খেলাধুলা করবে; وَ-ও; اِنَّا-সে মজা করে ফল খাবে;
 اِنِّي-তিনি বললেন; قَالَ ①২। হিফযতকারী-لِحِفْظُونَ-তার; لَهِ-আমরা; وَ-অবশ্যই
 আমি; اِن تَذْهَبُوا-যে, তোমরা; (لِيَحْزَنُنِي)-লিহ্‌জুনী; -অবশ্যই
 اِن يَأْكُلْ-আমি আশংকা করি; وَ-এবং; وَ-তাকে; يَه-নিয়ে যাবে; اِن يَأْكُلْ-
 তোমাদের; وَأَنْتُمْ-তাকে খেয়ে ফেলবে; الذِّئْبُ-নেকড়ে বাঘ; (الذِّئْبُ)-
 তার থেকে; غَفْلُونَ-অসচেতন; عَنهُ-অবস্থায়; اِن تَذْهَبُوا ①৩।
 اِن يَأْكُلْ-তাকে খেয়ে ফেলে; الذِّئْبُ-নেকড়ে;

অপরাধ করার পর আমরা ভালো লোক হয়ে যাবো, কিন্তু এ অপরাধটা করতেই হবে। এ মন-মানসিকতার লোক অতীতের সর্বযুগেই বর্তমান ছিল, বর্তমান কালেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এরা দীন ও ঈমানের দাবী উপেক্ষা করে যখন গুনাহ করতে উদ্যত হয় তখন ভেতর থেকে তাদের বিবেক বলে ওঠে যে, এটাতো গুনাহ, এটা করা যাবে না। তখন সে এ বলে বিবেক-কে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে যে, এ কাজটা গুনাহ হলেও না করে উপায় নেই। একটি থামো, এরপর তাওবা করে ভালো হয়ে যাবো।

১১. ইউসুফ (আ)-কে ভাইদের সাথে পাঠানোর ব্যাপারে কুরআন মাজীদে বর্ণনা-ই যুক্তিসংগত। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা পশুচরাতে যাওয়ার পর ইয়াকুব (আ) তাদের সন্ধানে ইউসুফ (আ)-কে পাঠালেন। ভাইদের শত্রুতার কথা জেনে-বুঝে ইয়াকুব (আ) কর্তৃক ইউসুফ (আ)-কে তাদের সন্ধানে পাঠানোর ব্যাপারটা যুক্তির নিরিখে গ্রহণীয় হয় না।

وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهٖ وَاجْمَعُوا

অথচ আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি, তখন তো আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বো। ১৫. অতপর যখন তারা তাঁকে নিয়ে গেল এবং তারা একমত হলো

أَن يَّجْعَلُوهُ فِي غَيْبِ الْجَبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِ هٰذَا

তাঁকে কূপের গভীরে ফেলে দিতে, আর আমি তাকে ইংগীতে জানিয়ে দিলাম যে, তুমি অবশ্যই তাদের এ কাজের ব্যাপারে তাদেরকে বলবে

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥١﴾ وَجَاءَ وَآبَاهُمَا عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا

অথচ তারা তোমাকে চিনতে পারবে না^{১২}। ১৬. অতপর তারা তাদের পিতার নিকট সন্ধ্যারাত্রে কাঁদতে কাঁদতে এলো। ১৭. তারা বললো—

يٰٓأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ

হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে রেখে গিয়েছিলাম আমাদের জিনিসপত্রের কাছে, তারপর তাকে খেয়ে ফেলেছে

১-অথচ ; ২-আমরা ; ৩-একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি ; ৪-অবশ্যই আমরা ; ৫-অথচ ; ৬-তখনতো ; ৭-তারা ; ৮-ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো। ৯-অতপর যখন ; ১০-তারা একমত হলো ; ১১-তাঁকে ; ১২-এবং ; ১৩-তারা একমত হলো ; ১৪-তাঁকে ফেলে দিতে ; ১৫-আমি ইংগীতে জানিয়ে দিলাম ; ১৬-তুমি অবশ্যই তাদেরকে বলবে ; ১৭-এই ; ১৮-তাদের কাজের ব্যাপারে ; ১৯-এই ; ২০-অথচ ; ২১-তারা ; ২২-তাদের পিতার নিকট ; ২৩-সন্ধ্যারাত্রে ; ২৪-কাঁদতে কাঁদতে। ২৫-তারা বললো ; ২৬-হে আমাদের পিতা ; ২৭-আমরা ; ২৮-দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়েছিলাম ; ২৯-এবং ; ৩০-রেখে গিয়েছিলাম ; ৩১-ইউসুফকে ; ৩২-কাছে ; ৩৩-আমাদের জিনিসপত্রের ; ৩৪-তারপর তাকে খেয়ে ফেলেছে ;

১২. হযরত ইউসুফ (আ)-কে কূপে ফেলে দিলে আল্লাহ তা'আলা সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর প্রতি ওহী নাখিল করলেন যে, তুমি চিন্তিত হয়ো না, এমন সময় আসবে যখন তুমি উচ্চ

الدِّثْبُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿٥٦﴾ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ

নেকড়ে বাঘ ; তবে আপনিতো আমাদেরকে বিশ্বাসকারী নন, যদিও আমরা সত্যবাদী হয়ে থাকি। ১৮. আর তারা নিয়ে এসেছিল তাঁর জামাতে

بِدِّ كَذِبٍ ۖ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ

ভূয়া রক্ত মেখে ; তিনি (ইয়াকুব) বললেন (এটা হতে পারে না) বরং তোমরাই নিজদের জন্য নিজেরা একটি কথা বানিয়ে এনেছো ; অতএব পরিপূর্ণ ধৈর্যই উত্তম^{৩০};

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿٥٥﴾ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا

আর তোমরা প্রকাশ্যে যা বলছো সে সম্পর্কে আল্লাহই একমাত্র সাহায্যস্থল^{১৪}।

১৯. তারপরে (সেখানে) আসলো একটি সফরকারী দল, তারা পাঠালো

(+) بِمُؤْمِنٍ -আপনিতো ; أَنْتَ -নন ; مَا -তবে ; وَ -ও ; (ال+ذَنْبُ) -দুঃখ ;
 مُؤْمِنٍ -বিশ্বাসকারী ; لَنَا -আমাদেরকে ; وَلَوْ -যদিও ; كُنَّا -আমরা হয়ে থাকি ;
 عَلَى (+) -عَلَى قَمِيصِهِ ; تَارَا نِيْءَ -তারা নিয়ে এসেছিল ; وَ (و) ۙ -আর ; ۙ -সত্যবাদী ।
 -তিনি ; قَالَ -তিনি ; (ب+দম+কذب) -ভুয়া রক্ত মেখে ; (ب+দম+কذب) -তার জামাতে ; (قَمِيص+
 لَكُمْ) -কুম ; (ب+বরং) -বরং ; (ب+বরং) -বানিয়ে নিয়েছে ; (إِ) -হতে পারে না ;
 -তোমাদের জন্য ; (أَنْفُسُكُمْ) -তোমাদের নফস ; (أَنْفُسُكُمْ) -একটি কথা ;
 -اللَّهُ ; وَ -আর ; (جَمِيلٌ) -উত্তম ; (ف+অতএব পরিপূর্ণ ধৈর্য) -فَصَبْرٌ
 -تَصَفُّونَ -যা ; مَا -সে সম্পর্কে ; (عَلَى) -একমাত্র সাহায্যস্থল ; (إِ) -ই ;
 -একটি -سَيَّارَةٌ ; (ت) -আসলো (সেখানে) ; (و) ۙ -তারপর ; (إِ) -
 ; (ف+আরসলো) -فَارْسَلُوا ; (إِ) -তারা পাঠালো ;

মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে এবং তাদেরকে তাদের এসব কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ আসবে। তখন কিন্তু তারা তোমাকে চিনতে পারবে না।

১৩. 'সবরে জামীল' অর্থ পরিপূর্ণ উত্তম ধৈর্য। যে ধৈর্যের মধ্যে কোনো প্রকার অভিযোগ, কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ নেই। একজন উচ্চ হৃদয়বান ব্যক্তির উপর কোনো আকস্মিক বিপদ এসে পড়লে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে—এ বিশ্বাসে শান্তভাবে বরদাশত করে নেয়াকেই সবরে জামীল বলা হয়।

১৪. এখানে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অপরিসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এতবড় একটি মর্মান্তিক দঃসংবাদ শুনেও তিনি মানসিক ভারসাম্য

وَأَرَادَهُمْ فَأَذَلَّ دُلُوءَهُ قَالَ يُبْشِرُ هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوءُ

তাদের পানি সংগ্রহকারীকে, আর সে তার বালতি নামিয়ে দিল ; সে বলে উঠল—
কী সুসংবাদ ! এষে এক কিশোর ; তারপর তারা তাঁকে লুকিয়ে ফেলল

بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝۵ۦ وَشَرُوءُ بَيْتَيْنِ بِخَيْسٍ

পণ্য হিসেবে ; অথচ তারা যা করছিল সেই বিষয়ে আল্লাহ ভাল করেই জ্ঞাত
২০. আর তারা তাঁকে বিক্রি করে দিল নগণ্য দামে—

دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝

সীমিত সংখ্যক দিরহামে^{১৫} ; এবং তারা ছিল তার (মূল্যের)
ব্যাপারে নিরাসক্তদের শামিল ।

আর (ফ+দলী)-فَادَلَّى-তাদের পানি সংগ্রহকারীকে ; (আর+দলী)-وَأَرَادَهُمْ-
নামিয়ে দিল ; (দলু+)-دُلُوءَهُ-তার বালতি ; (সে বলে উঠলো)-قَالَ ; (কী-
সুসংবাদ)-وَأَسْرُوءُ-তারপর ; (এ-যে)-هَذَا ; (এক কিশোর)-غُلْمٌ ; (তারপর)-و-
লুকিয়ে ফেললো তাকে ; (পণ্য হিসেবে)-بِضَاعَةٍ ; (অথচ আল্লাহ)-وَاللَّهُ ;
ভালভাবেই জ্ঞাত ; (সেই বিষয়ে যা)-بِمَا ; (তারা করছিল)-يَعْمَلُونَ-১০। (আর)-و-
শরুও-شَرُوءُ ; (নগণ্য)-بِخَيْسٍ ; (দামে)-دَرَاهِمَ ; (তার)-كَانُوا ; (এবং)-و-
সীমিত সংখ্যক-مَعْدُودَةٍ ; (মূল্যের)-فِيهِ ; (তারা ছিল)-كَانُوا ; (নিরাসক্তদের)-مِنَ الزَّاهِدِينَ ; (শামিল)-مِنَ ; (ব্যাপারে)-

হারিয়ে ফেলেননি, এটা যে সম্পূর্ণ বানোয়াট তা তিনি দূরদৃষ্টির সাহায্যে অনুধাবন করতে
সক্ষম হন। ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের প্রতিহিংসামূলক কাজে সম্পূর্ণভাবে তিনি আল্লাহর
উপর ভরসা করেন।

১৫. কুরআন মাজীদে বর্ণনা অনুসারে ব্যবসায়ীদের সফরকারী দল ইউসুফ (আ)-
কে কূপ থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা তাঁকে নিতান্ত নগণ্য মূল্যে বিক্রি
করে দিয়েছিলো। মুফাসসিরীনে কিরামের কেউ কেউ বলেন যে, ইউসুফ (আ)-এর
ভাইয়েরা-ই তাঁকে ব্যবসায়ী কাফেলার নিকট বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে
দিয়েছিল। সে যা-ই হোক ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ ইউসুফ (আ)-এর মূল্য সম্পর্কে অবহিত
ছিল না। এসব লোক তাঁকে নিয়ে যা করছিল তার মধ্য দিয়েই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে
উচ্চমর্যাদায় পৌঁছানোর ইচ্ছা করেছিলেন, সেখানে পৌঁছে দিয়েছেন।

২য় রুকু' (৭-২০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের কর্মকাণ্ড দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা সৎকর্মশীল লোক ছিল না। কারণ কোনো সৎকর্মশীল মানুষ এ ধরনের কাজ করতে পারে না।

২. হযরত ইয়াকুব (আ)-এর উল্লিখিত দশজন পুত্র তাঁর নবুওয়াত-এর যথার্থ মর্যাদা বুঝতে সক্ষম হয়নি। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নবীর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ঈমান ও সৎকর্মের অধিকারী হওয়া আল্লাহর রহমত ছাড়া সম্ভব নয়।

৩. সর্বযুগেই এমন বহু লোকের সাক্ষাত মেলে যারা বিবেকের দাবী উপেক্ষা করে অন্যায়-অপরাধ করে যায়, আর বিবেককে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, এটাতো অপরাধ ও গুনাহের কাজ, কিন্তু এটা না করে উপায় নেই, পরে তাওবা করে ভাল মানুষ হয়ে যাব। এরূপ মনোভাব শয়তানের কুমন্ত্রণা ছাড়া কিছুই নয়।

৪. কূপের অভ্যন্তরে ইউসুফ (আ)-এর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ওহী এসেছিল, তা নবুওয়াতের ওহী ছিল না।

৫. নবী-রাসূলগণও গায়েব এবং ভবিষ্যত জানতেন না, তা না হলে ইয়াকুব (আ) ইউসুফ (আ)-কে ভাইদের সাথে কোনো মতেই যেতে দিতেন না। তবে যতটুকু আল্লাহ তাদেরকে জানান, ততটুকুই তাঁরা জানতে পারেন।

৬. মানুষ কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলেই তা করে ফেলতে পারে না; তার জন্য আল্লাহর ইচ্ছা থাকতে হয়। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয়।

৭. আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাঁর বান্দাহকে যে কোনো বিপদ থেকেই রক্ষা করতে পারেন; আর আল্লাহ রক্ষা না করলে দুনিয়াতে এমন কোনো শক্তিই নেই বিপদ থেকে রক্ষা করার মতো।

৮. পরিস্থিতি অনুকূল হোক বা প্রতিকূল, সকল অবস্থায়-ই মু'মিন একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করবে এবং আশ্রয় চাইবে একমাত্র আল্লাহর কাছে।



সূরা হিসেবে রুক'-৩
পারা হিসেবে রুক'-১৩
আয়াত সংখ্যা-৯

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ

২১. অতপর মিসরের যে ব্যক্তি তাঁকে খরিদ করেছিল^{১৬}, সে তার স্ত্রীকে বললো^{১৭}
এর থাকার স্থানকে উত্তম ও পরিচ্ছন্ন করে রাখো

عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ

আশা করা যায় যে, সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে
নেবো^{১৮}; এভাবেই আমি ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করলাম।

১৬. অতপর ; قَالَ-বললো ; الَّذِي-যে ব্যক্তি ; اشْتَرَاهُ-(اشترى+ه)-তাঁকে খরিদ করেছিল ; اَكْرِمِي-পরিচ্ছন্ন করে রাখো ; مِصْرَ-মিসরের ; لِامْرَأَتِهِ-(ل+امراة+ه)-তার স্ত্রীকে ; أَكْرِمِي-পরিচ্ছন্ন করে রাখো ; مَثْوَاهُ-এর থাকার স্থানকে ; عَسَى-আশা করা যায় ; أَنْ يَنْفَعَنَا-সে আমাদের উপকারে আসবে ; أَوْ-অথবা ; نَتَّخِذَهُ-(نتخذ+ه)-আমরা তাকে বানিয়ে নেবো ; وَكَذَلِكَ-পুত্র ; مَكَّنَّا-আমি প্রতিষ্ঠিত করলাম ; لِيُوسُفَ-ইউসুফকে ;

১৬. ইউসুফ (আ)-কে যে লোকটি খরিদ করেছিল, তার নাম কুরআন মাজীদে এক স্থানে 'আযীয' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এটা ছিল তাঁর উপনাম। অবশ্য পরবর্তীতে ইউসুফ (আ)-কেও এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'আযীয' শব্দের অর্থ এমন ক্ষমতাধর ব্যক্তি যার ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য। এতে বুঝা যায় যে, সেই ব্যক্তি মিসরের অত্যন্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তির একজন ছিলেন। মুফাসসিরদের মতে তিনি রাজকীয় ভাণ্ডারের প্রধান ছিলেন।

১৭. কুরআন মাজীদে উল্লিখিত মহিলার নাম জানা যায় না। আমাদের সমাজে তার নাম 'যুলায়খা' বলে যে প্রচারণা রয়েছে তা বাইবেলে উল্লিখিত 'জেলিখা' থেকেই গৃহীত হয়েছে। আমাদের সমাজে মুখরোচক কাহিনী হিসেবে এটাও প্রচলিত আছে যে, এ মহিলার সাথে ইউসুফ (আ)-এর বিবাহ হয়েছে ; অথচ এর কোনো ভিত্তি নেই। আর এটা যুক্তি বিরোধীও বটে যে, একজন নবী এমন মহিলাকে বিবাহ করবেন, যার মন্দ চরিত্রের ব্যাপারে তাঁর নিজের অবগতি রয়েছে।

১৮. আযীয-মিসর ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি নিজের দূরদৃষ্টির মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে, একিশোর ক্রীতদাস হতে পারে না ; বরং কোনো সৎ ও উচ্চ বংশের

فِي الْأَرْضِ زَوَّلْنَاهُ عَنْكُمْ أَفَلَا تَعْلَمُونَ

সেই ভূখণ্ডে ; এবং যাতে তাঁকে শিক্ষা দিতে পারি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞান^{১৯} ;

আর আব্বাহ প্রবল

عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ

তাঁর কর্ম সম্পাদনে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ-ই তা জানে না।

২২. আর যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌছলো

أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٠﴾ وَرَأَوْدَتَهُ

আমি তাকে দান করলাম হিকমত ও জ্ঞান^{১০}; আর এভাবেই আমি পুরস্কৃত করে

থাকি নেক লোকদেরকে । ২৩. অতপর তাকে ফুসলাতে লাগলো

-যাতে তাঁকে (النَّعْلَمُ+ه) لَنُعْلَمَهُ-এবং; وَ-সেই (فِي+ال+ارض)-فِي الْأَرْضِ
 إِلَهُ-আর; وَ-স্বপ্নের-الْأَحَادِيثُ-ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞান مِنْ تَأْوِيلِ-শিক্ষা দিতে পারি;
 وَلَكِنْ-তাঁর কর্ম সম্পাদনে (عَلَى+امر+ه)-عَلَى أَمْرِهِ-প্রবল; غَالِبٌ-আল্লাহ;
 لَمَّا-আর; ۞-তাই জানে না لَا يَعْلَمُونَ-ই-মানুষ-النَّاسُ-অধিকাংশ; أَكْثَرُ-কিন্তু;
 যখন; آتَيْنَا-আমি তাকে দান (آتَيْنَا+ه)-آتَيْنَاهُ-পূর্ণ যৌবনে; أَشُدَّهُ-সে পৌছলো; بَلَغَ-
 করলাম; وَ-জ্ঞান-عِلْمًا-ও; وَ-হিকমত; حُكْمًا-আমি পুরস্কৃত করে থাকি;
 رَاوَدْتُهُ-অতপর; ۞-নেক লোকদেরকে-الْمُحْسِنِينَ-আমি মহিলাটি তাকে ফসলাতে লাগলো;
 (رَاوَدْتُ+ه)-

আদরের সন্তান। তাই তিনি তার জন্য যথাযোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাইবেলের বর্ণনা মতে তিনি ইউসুফের হাতে নিজের সবকিছুর দায়িত্ব অর্পণ করে দিয়েছিলেন। এমনকি নিজের আহাৰ্যদব্য ছাড়া আর কিছুর খবর রাখতেন না।

১৯. হযরত ইউসুফ (আ)-এর আঠার বছর বয়স পর্যন্ত যে মরু পরিবেশে কেটেছে। সেখানে নিয়মতান্ত্রিক কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা না থাকায় মিসরে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা না থাকাই স্বাভাবিক ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যেখানে পৌঁছাতে চেয়েছেন, সেজন্য যে ধরনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন, তা লাভ করার সুযোগ মরু জীবনের পরিবেশে ছিল না। আর সে জন্যই আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতে তাঁকে মিসর রাষ্ট্রের উচ্চ পদাধিকারীর হাতে পৌঁছে দিলেন, যে ব্যক্তি তাঁর প্রতিভাদীপ্ত মুখাঞ্চলি ও আকৃতি দেখেই তাঁর হাতে নিজের ঘরবাড়ী, জায়গা-জমি ও সহায় সম্পদের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন। এখানেই ইউসুফ (আ) একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অপরিহার্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। আলোচ্য আয়াতে সেদিকেই ইংপীত করা হয়েছে।

الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ

সেই মহিলা তার নিজের প্রতি যার ঘরে সে (ইউসুফ) ছিল এবং সে মহিলাটি বন্ধ করে দিল দরজাগুলো, আর বললো—

هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ

তোমাকে বলছি এসো ! সে (ইউসুফ) বললো—আমি আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতিপালক, তিনি উত্তম ব্যবস্থা করেছেন আমার থাকার ; অবশ্যই

لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَى

সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয়না^{২০}। ২৪. আর নিঃসন্দেহে সে (মহিলা) তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল এবং সে-ও (ইউসুফ) তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তো, যদি না সে দেখতো

- نَفْسِهِ ; প্রতি-عَنْ ; যার ঘরে ; (فى+বیت+ها)-فِي بَيْتِهَا ; সে ছিল ; هُوَ-যার ; الَّتِي-তার নিজের ; (نفس+و)-غَلَّقَتْ ; এবং ; وَ-দরজাগুলো ; الْأَبْوَابَ ; বললো ; هَيْتَ لَكَ ; তোমাকে বলছি এসো ; قَالَ-সে (ইউসুফ) বললো ; رَبِّي-আমার প্রতিপালক ; أَحْسَنَ-তিনি উত্তম ব্যবস্থা করেছেন ; مَثْوَايَ-আমার থাকার ; (مَثْوَى+ي)-مَثْوَايَ ; অবশ্যই ; إِنَّهُ-সীমালংঘনকারীরা ; الظَّالِمُونَ ; আসক্ত হয়ে পড়েছিল ; هَمَّتْ-সে-ও ; (هَمْ+و)-لَقَدْ هَمَّتْ ; তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তো ; (ي+و)-وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ; যদি না ; لَوْلَا-সে দেখতো ; أَنَّ رَأَى ;

২০. ‘হুকুম’ ও ‘ইলম’ শব্দদ্বয় দ্বারা নবুওয়াত বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে কাউকে ‘হুকুম’ দান করার অর্থ মানব জীবনের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দানের যোগ্যতা ও ইখতিয়ার দান করা। আর ‘ইলম’ দ্বারা ওহীর মাধ্যমে নবী-রাসূলদেরকে প্রদত্ত যাবতীয় তত্ত্বীয় জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। ‘হুকুম’ অর্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বোধশক্তি এবং প্রভুত্বও হতে পারে।

২১. হযরত ইউসুফ (আ) এখানে ‘আমার প্রতিপালক’ বলে আল্লাহ তা‘আলাকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আমার প্রতিপালক আল্লাহ আমাকে কূপ থেকে উঠিয়ে যেখানে উত্তম স্থানে পুনর্বাসন করেছেন, সেখানে আমি তাঁর নির্দেশের বিপরীত কাজ কিভাবে করতে পারি। এ ধরনের কাজ একমাত্র যালিমরাই করতে পারে, কিন্তু যালিম লোকেরা কখনো সফলকাম হতে পারে না।

بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ

তার প্রতিপালকের নিদর্শন^{২২}; এরূপ (করেছিলাম) যাতে করে আমি তার থেকে দূরে রাখতে পারি মন্দকাজ ও অশ্লীলতা^{২৩}; নিশ্চয়ই

مِّنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۝ ٢٥ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ

সে আমার বাছাইকৃত বান্দাহদের শামিল ছিল। ২৫. তারপর উভয়ে দরজার দিকে দৌড়ে গেল এবং সে (মহিলা) তার জামা ছিড়ে ফেললো

بُرْهَانَ-নিদর্শন; رَبِّهِ-(র+ব+)-তার প্রতিপালকের; كَذَلِكَ-এরূপ (করেছিলাম); السُّوءَ-মন্দকাজ; وَالْفَحْشَاءَ-অশ্লীলতা; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই সে; مِنْ-শামিল; عِبَادِنَا-(না+)-আমার বান্দাহদের; الْمُخْلَصِينَ-বাছাইকৃত। ২৫. তারপর; وَاسْتَبَقَا-উভয়ে দৌড়ে গেল; الْبَابَ-দরজার দিকে; وَقَدَّتْ-এবং; قَمِيصُهُ-সে ছিড়ে ফেললো; (মি+)-তার জামা;

২২. এখানে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ)-ও উক্ত মহিলার দিকে ঝুঁকে পড়তো যদি না তাঁর প্রতিপালকের সুস্পষ্ট প্রমাণ সে দেখতে পেতো। এখানে 'বুরহান' তথা সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা নবী-রাসূলদের অন্তর থেকে উদ্ভূত চেতনার কথা বলা হয়েছে। নবী-রাসূলদের নিষ্পাপ হওয়ার রহস্য এখানেই। মানুষ হিসেবে তাদের মধ্যেও মানবিক সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। গুনাহ করার ক্ষমতাও তাঁদের মধ্যে ছিল, কিন্তু তাঁদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার উপস্থিতির অনুভূতি সদা-সর্বদা জাগরুক থাকার কারণে তাদের দ্বারা কোনো গুনাহের কাজ সংঘটিত হতে পারেনি। কারণ নবীদের এক বিন্দু পরিমাণ পদঞ্চলন মানে সারা দুনিয়া গোমরাহীর অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাই তাদের মধ্যে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মতো দৃঢ়তা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

২৩. হযরত ইউসুফ (আ)-কে যেসব পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হয়েছে এখানে তার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মন্দ ও অশ্লীলতাকে তার থেকে দূরে রাখার জন্যই এরূপ করা হয়েছে। কারণ তাঁর উপর নবুওয়াতের যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হওয়া আসন্ন সেজন্য পরিস্থিতির আলোকে তাঁর যে নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন এবং সে প্রয়োজন পূরণের জন্যই তাঁকে এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ)-কে যে পরিস্থিতিতে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে হবে, তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় পরবর্তী রুকূ'র আয়াতসমূহে। তৎকালীন মিসরের 'সভ্য সমাজে' 'অবাধ যৌনাচার এমনই ছিল যেমন আমরা দেখতে পাই বর্তমানকালের পাশ্চাত্য সমাজ ও তাদের প্রভাবাধীন তাদের অন্ধ অনুকরণকারীদের সমাজে। তৎকালীন মিসরীয় সমাজের

مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۖ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ

পেছন দিকে থেকে আর তারা তার (মহিলার) স্বামীকে দরজার নিকটেই পেলো ;
সে (মহিলাটি) বললো—তার কি শাস্তি হতে পারে—যে ইচ্ছা করে

بِأَهْلِكَ سَوْءًا إِلَّا أَنْ يَسْجَنَ أَوْ عَذَابَ الْإِيمِ ۖ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي

তোমার স্ত্রীর সাথে মন্দ কাজের—এ ছাড়া যে, তাকে কয়েদ ঘরে রাখা হবে অথবা কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি
দেয়া হবে । ২৬. (ইউসুফ) বললো—সে-ই অসৎ কাজের কামনা করেছিল

عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ۖ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ

আমার নিকট থেকে, আর তার (মহিলার) পরিবারের এক সাক্ষ্যদাতা সাক্ষ্য
দিল^{২৪}—যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে

তার (সিদ্+হা)-সَيِّدَهَا ; তারা-أَلْفِيَا ; আর ; وَ-পেছন দিক থেকে ; مِنْ دُبُرٍ (মহিলা) স্বামীকে ; لَدَا-নিকটে ; الْبَاب-দরজার ; قَالَتْ-সে (মহিলাটি) বললো ; مَا ; (ব+অ+ক)-بِأَهْلِكَ ; ইচ্ছা করে ; أَرَادَ ; তার যে ; مَنْ-জَزَاءُ ; শাস্তি ; কি হতে পারে ; -তোমার স্ত্রীর সাথে ; سَوْءًا-মন্দ কাজের ; إِلَّا-এছাড়া ; أَنْ-যে ; يَسْجَنَ-কয়েদ করে রাখা হবে ; অথবা ; أَوْ-অথবা ; عَذَابَ-কোনো শাস্তি ; الْإِيمِ-যন্ত্রণাদায়ক । ২৬. (ইউসুফ) বললো ; عَنْ-সে-ই ; هِيَ-সে-ই ; رَاوَدَتْنِي-(রাওদ+নি)-অসৎকাজের কামনা করেছিল ; قَالَ-সে (ইউসুফ) বললো ; شَهِدَ-সাক্ষ্য দিল ; شَاهِدٌ-সাক্ষ্য দিল ; وَ-আর ; نَفْسِي-(নফস+য়)-আমার নিকট থেকে ; إِِنْ-যদি ; كَانَ-হয়ে থাকে ; أَهْلِهَا-তার পরিবারের ; قَمِيصُهُ-জামা ; قُدَّ-ছেঁড়া ; مِنْ قُبُلٍ-সামনের দিক থেকে ;

চিত্র আমরা এ থেকেই অনুমান করতে পারি যে, একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় উচ্চ দায়িত্বশীল রাজ-পুরুষের স্ত্রী একজন সুদর্শন ক্রীতদাসের প্রতি এমনই আসক্ত হয়ে পড়তে পারে। তাহলে তাদের সমমর্যাদার অভিজাত শ্রেণীর নারী-পুরুষের মধ্যে তা কতদূর চরম ছিল। এমনি একটি পরিবেশে ক্ষমতার উচ্চ মসনদে বসে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন ছিল কঠিন প্রশিক্ষণের। আর আল্লাহ তা'আলা সেই প্রশিক্ষণই তাঁকে দিয়েছেন। এখানে সেই কথাই ইংগীতে বলা হয়েছে।

২৪. আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই বোধগম্য হয় যে, সাক্ষ্য দানকারী ব্যক্তি মহিলার ভাই-বোনদের কেউ হবে। সে মহিলার স্বামী 'আযীয'-এর সাথে এসেছিল। আলোচ্য ঘটনায় মহিলা ও ইউসুফ (আ) পরস্পর দোষারোপ করা এবং ঘটনার কোনো সাক্ষী না থাকার কারণে প্রকৃত দোষী কে তা নির্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার ছিল; কিন্তু উক্ত ব্যক্তি তাঁর

فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ^{٢٩} وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَّابَتْ

তবে মহিলা সত্য বলেছে এবং সে মিথ্যাবাদীদের শামিল। ২৭. আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে তবে মহিলা মিথ্যা বলেছে

وَهُوَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ ﴿٦٤﴾ فَلَمَّا رَأٰقَمِيصَهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ

এবং সে সত্যবাদীদের शामिल^{২৫}। ২৮. অতপর সে (স্বামী) যখন দেখলো যে, জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া রয়েছে। সে বললো—এটা অবশ্যই

مِنْ كَيْدِ كُنَّ إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَٰذَا

তোমাদের নারীদের প্রতারণা ; নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতারণা ভয়ংকর ।

২৯. হে ইউসুফ ! তুমি এটা বাদ দাও ।

وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۝

আর (হে নারী) তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও ;

অবশ্যই তুমি ছিলে অপরাধীদের শামিল।^{২৬}

[illegible]

(১৬) তার জামা; -قَمِيصًا (ফমিস্বাহ); দেখলো; -رَأَى (রা'সে (স্বামী) অতপর যখন; فَلَمَّا (ফলমা); -এটা অবশ্যই; -أَنَّهُ (আনহু); বললো; -قَالَ (কাল); পেছন দিক থেকে; -مِنْ دُبُرٍ (মিন্‌ দুবুর); ছেঁড়া রয়েছে; -قُدُّ (কুদু); তোমাদের প্রতারণা; -كَيْدُكُمْ (কাইদুকুম); নিশ্চয়ই; -إِنَّ (ইন্না); তোমাদের নারীদের প্রতারণা; -مَنْ كَيْدُكُمْ (মান্‌ কাইদুকুম); -এটা; -عَنْ هَذَا (আন হুডা); তুমি বাদ দাও; -اعْرِضْ (আঈরিস্ব); -হে ইউসুফ! -يُوسُفَ (যুসুফ); -ভয়ংকর; -عَظِيمٌ (আজিম); তোমার অপরাধের; -لِذُنْبِكَ (লি ডুন্বিকা); তুমি ক্ষমা চাও; -اسْتَغْفِرِي (আস্তাগ্‌ফরি); -অপরাধীদের; -الْخَطِيئِينَ (আল খাতিঈন); -শামিল; -مِنْ (মিন্‌); -ছিলে; -كَنتِ (কন্তি); তুমি; -أَبَشْرًا (আবশরা); -অবশ্যই

বিচক্ষণতা দ্বারা এ সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টি মহিলার দিকে নয়—
ইউসুফ (আ)-এর দিকেই গেলো। তিনি দেখলেন মহিলার উপর যদি কোনো জ্বররদন্তি
করা হতো তাহলে তার পোশাক পরিচ্ছদ এত সুবিন্যস্ত দেখা যেতো না। অপরদিকে ইউসুফ
(আ)-এর জামা-ই অবিন্যস্ত ও ছেঁড়া যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর উপরই জ্বররদন্তি

করা হয়েছে। এতে উপস্থিত মহিলার স্বামীর নিকট পরিষ্কার হয়ে গেলো, প্রকৃতপক্ষে দোষী কে ?

২৫. ইউসুফ (আ)-এর জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকার কারণে এটাই প্রমাণিত যে, মহিলা-ই তাঁকে পাকড়াও করতে চেয়েছিল। আর যদি তা সামনের দিকে ছেঁড়া হতো তাহলে এটাই প্রমাণিত হতো যে, ইউসুফ-ই মহিলার উপর জবরদস্তী করতে চেয়েছিল, মহিলা নির্দোষ।

২৬. হযরত ইউসুফ (আ)-এর জামার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার জন্য যে সাক্ষ্যদাতা সাক্ষ্য প্রদান করেছিলো, যে কারণে ইউসুফ (আ)-এর নির্দোষিতা প্রমাণিত হয়েছে, সেই ব্যক্তির সম্পর্কে এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিবরণে কুরআন মাজীদেদের সাথে ইসরাঈলী বর্ণনার সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কুরআন মাজীদ যেহেতু সর্বশেষ আসমানী কিতাব এবং অবিকৃত অবস্থায় আমাদের মাঝে বিরাজমান। সুতরাং কুরআন মাজীদেদের বর্ণনা-ই সঠিক বলে মেনে নেয়া আমাদের ঈমানের দাবী। তা ছাড়া কুরআন মাজীদেদের বর্ণনা যুক্তিযুক্তও বটে।

৩য় রুকু' (২১-২৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ যাকে সম্মানিত করতে চান, তাঁকে অপমানিত করার শক্তি দুনিয়াতে কারো নেই।
২. হযরত ইউসুফ (আ)-কে ক্রীতদাসের স্তর থেকে উপরে তুলে একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের পুত্রের মর্যাদার আসীন করে দিয়েছেন।
৩. অতপর আল্লাহ তাঁকে দেশের প্রশাসনিক ক্ষমতা ও নবুওয়াত দানে ধন্য করেছেন। এটা ছিল আল্লাহর অপার অনুগ্রহ।
৪. আল্লাহ ইউসুফ (আ)-কে পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন এবং তিনি অনায়াসেই উত্তীর্ণ হলেন।
৫. আল্লাহ যাকে দীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন তাকে এর মাধ্যমে বিরাট কল্যাণ দানে ভূষিত করেন।
৬. দুনিয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বিপদ মসীবত আসলে তাকে আল্লাহর পরীক্ষা মনে করে তা উত্তরণের জন্য আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাইতে হবে।
৭. মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে কেউ যদি দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় তখন আল্লাহ এ কাজকে তার জন্য সহজ করে দেন।
৮. নবী-রাসূলগণ সর্বপ্রকার সগীরা ও কবীরা গুনাহ থেকে পবিত্র—এটা মুসলিম মনীষীদের সর্বসম্মত অভিমত।
৯. যেসব পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কোনো পাপ কাজ সংঘটিত হওয়ার আশংকা বিদ্যমান, এমন পরিবেশ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে সরে পড়া একান্ত আবশ্যিক।
১০. আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পালনে মানুষের যথাসাধ্য সংগ্রাম করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করা কর্তব্য।
১১. বান্দাহ যখন নিজের চেষ্টাকে পূর্ণ করেন, তখন আল্লাহ-ই সাফল্যের উপকরণাদি অলৌকিকভাবে সরবরাহ করেন।
১২. নারীদের হলনা ও চক্রান্ত শয়তানের চক্রান্তের চেয়েও গুরুতর।

সূরা হিসেবে রুকু'-৪
পারা হিসেবে রুকু'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ﴾

৩০. অতপর সেই শহরের মহিলারা বললো—আযীযের স্ত্রী স্বয়ং তার যুবক দাসের কাছে অসৎ কাজ কামনা করছে ;

﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝﴾ ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ﴾

প্রেম তাকে নিঃসন্দেহে পাগল করে ফেলেছে ; আমরাতো তাকে দেখছি যে, সে অবশ্যই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে । ৩১. অতপর সে যখন তাদের কূট কৌশলের খবর শুনতে পেলো

﴿أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ﴾

সে তাদেরকে ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্য ভোজের আয়োজন করলো^{২৭} আর তাদের প্রত্যেককে দিল

﴿سَكِينًا وَقَالَتِ اخْرِجْ عَلَيْهِمْ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ﴾

একটি করে ছুরি এবং বললো (ইউসুফকে) তাদের সামনে বের হও ; অতপর তারা যখন তাকে দেখলো, তারা তার রূপমাধুর্যে বিমোহিত হয়ে পড়লো এবং কেটে ফেললো ।

﴿৩০-অতপর ; قَالَ-বললো ; نِسْوَةٌ-মহিলারা ; فِي الْمَدِينَةِ-সেই শহরের ; امْرَأَتُ-স্ত্রী ; الْعَزِيزِ-আযীযের ; تُرَاوِدُ-অসৎকাজ কামনা করছে ; فَتَاهَا-(ফতি+হা)-তার যুবক দাসের কাছে ; عَنْ نَفْسِهِ-(عن+نفس+ه)-স্বয়ং ; شَغَفَهَا-নিঃসন্দেহে তাকে পাগল করে ফেলেছে ; حُبًّا-প্রেম ; إِنَّا-আমরাতো অবশ্যই ; لَنَرَاهَا-দেখছি তাকে যে, সে আছে ; مُّبِينٍ-সুস্পষ্ট । ৩১-অতপর যখন ; سَمِعَتْ-সে শুনতে পেলো ; بِمَكْرِهِنَّ-তাদের কূটকৌশলের খবর ; أَرْسَلَتْ-ডেকে পাঠালো ; إِلَيْهِنَّ-তাদেরকে ; مُتَكًا-এবং ; أَعْتَدَتْ-আয়োজন করলো ; وَآتَتْ-আর ; كُلَّ وَاحِدَةٍ-প্রত্যেককে ; سَكِينًا-তাদের ; وَقَالَتِ-একটি করে ছুরি ; اخْرِجْ-বের হও ; عَلَيْهِمْ-তাদের সামনে ; رَأَيْنَهُ-তারা তাকে দেখলো ; أَكْبَرْنَهُ-তারা তার রূপমাধুর্যে বিমোহিত হয়ে পড়লো ; وَقَطَّعْنَ-এবং কেটে ফেললো ;

أَيُّدِيهِمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا

তাদের হাত এবং বললো সকল মহানত্ব আল্লাহর জন্যই,
এতো মানুষ নয় ; এতো অন্য কিছু নয়

إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ❸٩ قَالَتْ فَذِلْكَ لِكِنَّ الْذِي لَمْ تَنْبِي فِيهِ

মহান ফেরেশতা ছাড়া। ৩২. সে (আযীযের স্ত্রী) বললো—এ-ই সে যার ব্যাপারে
তোমরা আমার নিন্দা করছিলে

وَلَقَدْ رَاوَدْتَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ

আর আমি তো স্বয়ং অবশ্যই অসৎ কাজ কামনা করেছি কিন্তু সে নিজেকে নিষ্কলুষ
রেখেছে ; তবে আমি তাকে যে আদেশ দেই তা যদি মেনে না নেয়

لَيْسَجَنَّ وَلْيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ ❹٠ قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ

তবে অবশ্যই তাকে কয়েদ করে রাখা হবে অতপর সে লাক্ষিতদের শামিল হবে^{২৮}।

৩৩. সে (ইউসুফ) বললো—হে আমার প্রতিপালক ! কয়েদখানা অধিক প্রিয়

আল্লাহর - لِلَّهِ ; সকল মহানত্ব - حَاشَ ; বললো - قُلْنَا ; এবং - وَ ; তাদের হাত - أَيْدِيَهُمْ
জন্মাই ; এতো অন্য কিছু নয় - إِنْ هَذَا ; মানুষ - بَشَرًا ; এতো নয় - مَا هَذَا ; ছাড়া - إِلَّا ;
এ-ই - فَذِلْكَ ; বললো - قَالَتْ ❸৯। মহান - كَرِيمٌ ; ফেরেশতা - مَلَكٌ ;
আর - وَ ; সে - الْذِي ; যার - الْذِي ; তোমরা আমার নিন্দা করছিলে - لَمْ تَنْبِي فِيهِ ;
ব্যাপারে - فِيهِ ; সে - الْذِي ; যার - الْذِي ; তোমরা আমার নিন্দা করছিলে - لَمْ تَنْبِي فِيهِ ;
আমি তো অবশ্যই তার কাছে স্বয়ং অসৎকাজ কামনা করেছি - فَاسْتَعْصَمَ (ফ+استعصم) -
কিন্তু সে নিজেকে নিষ্কলুষ রেখেছে - عَنْ نَفْسِهِ ; স্বয়ং - عَنْ نَفْسِهِ ;
তবে যদি - وَلَئِنْ - লম-মেনে না নেয় - لَمْ يَفْعَلْ ; তা যে - مَا - আমর+ -
আমি তাকে আদেশ দেই - لَيْسَجَنَّ - তবে অবশ্যই তাকে কয়েদ করে রাখা হবে - وَلْيَكُونَا
- অতপর ; সে (ইউসুফ) - قَالَ ❹০। শামিল - مِنَ الصَّغِيرِينَ - লাক্ষিতদের -
বললো - قَالَ ❹০। - হে আমার প্রতিপালক - رَبِّ ; অধিক প্রিয় - أَحَبُّ ;

২৭. 'মুক্তাকা' শব্দের অভিধানিক অর্থ হেলান দিয়ে বসার উপকরণ। তৎকালীন মিসরে কোনো ভোজের আয়োজন করা হলে মেহমানদের হেলান দিয়ে বসার জন্য পর্যাপ্ত বালিশের ব্যবস্থা করা হতো। তাই রূপকভাবে উক্ত শব্দটিকে 'ভোজের অনুষ্ঠান' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

www.amarboi.org

مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنَّةٌ حَتَّى حِينٍ ۝

যখন তারা দেখলো কিছু নিদর্শন—যে তাকে অবশ্যই কিছু সময়ের জন্য
কয়েদ করে রাখতে হবে^{৩৩}।

لَيْسَ جُنَّةٌ-অবশেষে ; مَا-যখন ; رَأَوْا-তারা দেখলো ; الْآيَاتِ-কিছু নিদর্শন ; حَتَّى حِينٍ-কিছু সময়ের
জন্ম ; (لَيْسَ جُنَّةٌ)-যে, তাকে অবশ্যই কয়েদ করে রাখতে হবে ;

শহরের অভিজাত, প্রধান পদস্থ ও ধনাঢ্য পরিবারে ঠাই করে দিয়েছে। যেখানে পাপের মধ্যে বিলীন হওয়ার মত পরিবেশ-পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল কিন্তু তিনি নিজেকে সেই পাপের প্রবাহে ভেসে যাওয়া থেকে সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করেছিলেন। তবে এই অপূর্ব আত্মসংযম ও পবিত্র ভাবধারা তাঁর অন্তরে কোনো প্রকার গর্ব-অহংকার সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং তিনি বিনয় বিগলিত হয়ে তাঁর প্রতিপালকের দরবারে এই বলে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক ! আমি দুর্বল, এসব আকর্ষণ ও প্রলোভন থেকে আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর চরিত্রকে দৃঢ় করে দিলেন এবং তাঁকে এ পরিবেশ থেকে উদ্ধার করলে কারাগারের দরজা তাঁর জন্য খুলে দিলেন, যাতে তিনি এ পাপ-পঙ্কিল পরিবেশ থেকে সহজে মুক্ত থাকতে সক্ষম হন।

৩১. হযরত ইউসুফ (আ)-এর কারাগারে আবদ্ধ হওয়াটা আসলে তাঁর নীতি-নৈতিকতার বিজয়। সারা দেশের লোকের মধ্যে তাঁর নৈতিকতা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। তাঁর নির্মল চরিত্র ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। আলোচনা হয়েছে অভিজাত শ্রেণীর লোকদের জ্ঞীদের নৈতিক অবক্ষয়ের বিষয়। এ দিক থেকে ইউসুফ (আ)-এর নৈতিক বিজয় ও শাসকগোষ্ঠীর নৈতিক পরাজয় মানুষের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কারণ সকলেই এটা জানতে পেরেছে যে, ইউসুফ (আ) কোনো অপরাধ করে কারাগারে যাননি ; বরং অভিজাত শ্রেণী তাদের জ্ঞীদেরকে নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পেরে তাঁকেই কারাগারে রেখে দেয়াকে নিরাপদ মনে করেছে। বর্তমানকালেও এ শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে গিয়ে নিরপরাধ লোককে ফাঁসিয়ে দিতে কসুর করে না। পূর্বকার শাসকগোষ্ঠীর মত আজকেও এরা নিজেদের মুখের কথাতে আইন বানিয়ে নেয় যদিও এরা মুখে গণতন্ত্রের নাম নিয়ে থাকে।

৪র্থ রুকু' (৩০-৩৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত ইউসুফ (আ)-এর উল্লিখিত ঘটনার তথাকথিত অভিজাত সমাজের নৈতিক অবক্ষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। একইভাবে সকল যুগেই অভিজাত শ্রেণীর নৈতিক অধপতন ঘটে

আসছে। বর্তমান যুগেও অবস্থার কোনো হেরফের হয়নি ; কারণ এ শ্রেণী সত্য দীন থেকে দূরে অবস্থান করে।

২. আভিজাত্যের দাবীদার এসব লোকেরা নিজেদের অপরাধের দায়ভার অন্য নিরপরাধ লোকের উপর চাপাতে সিদ্ধান্ত। যেমন তৎকালীন মিসরের কর্তা ব্যক্তিরা নিজেদের জ্বীদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে নিরপরাধ ইউসুফ (আ)-কে কারাগারে পাঠিয়েছে।

৩. কুরআন মাজীদ কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নয়। তাই কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়নি। মানুষের হিদায়াতের জন্য প্রয়োজন অনুপাতে কোনো ঘটনার খণ্ডচিত্র প্রদান করা হয়েছে। তবে একমাত্র ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা-ই কম-বেশী সবিস্তারে উল্লিখিত হয়েছে। কারণ এর মধ্যে মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশ রয়েছে।

৪. গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর নিকট তাওফীক চাইতে হবে ; কেননা আল্লাহর রহমতেই মানুষ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়।

৫. বাহ্যিক দিক থেকে ইউসুফ (আ)-এর কারাগারে যাওয়াটা ক্ষতিকর মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁর জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আন্দোলনকারীদের উপর আপত্তিত দুঃখ-দৈন্য ও বিপদ-মসীবত পরিণামে কল্যাণ বয়ে আনে।



সূরা হিসেবে রুকু'-৫
পারা হিসেবে রুকু'-১৫
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾

৩৬. আর তাঁর সাথে আরো দু'জন যুবক কয়েদখানায় প্রবেশ করলো, তাদের একজন বললো, আমি স্বপ্নে নিজেকে দেখলাম যে, আমি (আঙ্গুর থেকে) শরাব নিংড়ে বের করছি ;

﴿وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ﴾

আর অপরজন বললো—আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি যা থেকে পাখি খাচ্ছে ;

﴿نَبْنَأُ بُتَاوِيلَ ۖ إِنَّا نَرُكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ৩৭

তুমি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা জানিয়ে দাও ; আমরাতো তোমাকে নেককারদের
শামিল দেখতে পাচ্ছি ৩৭. সে বললো—

(ال+সিজন)-السِّجْنَ-তাঁর সাথে ; (مع+)-مَعَهُ ; (و+)-وَدَخَلَ-প্রবেশ করলো ; (و+)-আর ;
-কয়েদখানায় ; (أَنِي)-إِنِّي-আমি নিশ্চিত ; (أَحَدُهُمَا)-أَحَدُهُمَا-তাদের একজন ; (قَالَ)-قَالَ-বললো ; (দু'জন যুবক)-دُفْتَيْنِ ;
-আমি নিশ্চিত ; (أَرَانِي)-أَرَانِي-স্বপ্নে দেখলাম নিজেকে ; (أَعْصِرُ)-أَعْصِرُ-নিংড়ে বের করছি ; (خَمْرًا)-خَمْرًا-শরাব ;
-স্বপ্নে ; (أَرَانِي)-أَرَانِي-আমি নিশ্চিত ; (ال-অপরজন)-الْآخَرُ ; (قَالَ)-قَالَ-বললো ; (আর)-و-আর ;
দেখলাম নিজেকে ; (أَحْمِلُ)-أَحْمِلُ-আমি বহন করছি ; (فَوْقَ)-فَوْقَ-উপর ; (رَأْسِي)-رَأْسِي-আমার মাথার ;
-নাবা+)-نَبْنَأُ-তুমি জানিয়ে দাও ; (ال-পাখি)-الطَّيْرُ-খাচ্ছে ; (تَأْكُلُ)-تَأْكُلُ-রুটি ; (مِنْهُ)-مِنْهُ-যা থেকে ;
-তুমি জানিয়ে দাও ; (بُتَاوِيلَ)-بُتَاوِيلَ-ব্যাখ্যা ; (إِنَّا)-إِنَّا-আমরাতো ; (نَرُكَ)-نَرُكَ-তুমি জানিয়ে দাও ;
-তোমাকে দেখতে পাচ্ছি ; (مِنْ)-مِنْ-শামিল ; (ال-মুহসিন)-الْمُحْسِنِينَ ; (نَرَى)-نَرَى-তোমাকে দেখতে পাচ্ছি ;
নেককারদের । ৩৭. সে বললো ;

৩৭. ইউসুফ (আ)-কে যখন কয়েদখানায় নেয়া হয় যথাসম্ভব তখন তাঁর বয়স ছিল বিশ/একুশ বছর। অবশ্য কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তবে ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্র ‘তালমুদে’-এ বলা হয়েছে যে, তিনি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মিসরের শাসক হন, তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর। কুরআন মাজীদে তাঁর কয়েদী জীবনকে بضع سنين বলা হয়েছে। তিন থেকে নয়, পর্যন্ত সংখ্যাকে بضع বলা হয়।

لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا

তোমাদের যে খাদ্য দেয়া হয় তা (এখনও) আসছেনা, তবে তা তোমাদের নিকট আসার আগেই আমি এর ব্যাখ্যা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো ;

ذِكْرًا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমাদের এ ব্যাপারগুলো তার-ই অংশ যা আমার প্রতিপালক আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন ; আমি তো সেই সম্প্রদায়ের মতবাদ পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ

এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী । ৩৮. আর আমি অনুসরণ করি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীমের মতবাদ

-(তরুজন+হ)- (تُرْزَقُنِيهِ) ; খাদ্য-طَعَامٌ ; (এখনও) আসছে না (লাইআন+কমা)- (لَا يَأْتِيَكُمَا) - যা তোমাদেরকে দেয়া হয় ; (তবে) ; (লা-নাব+কমা)- (نَبَأُكُمَا) -তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো ; (আন+আন+কমা)- (أَنْ يَأْتِيَكُمَا) ; আগেই- (قَبْلَ) ; এর ব্যাখ্যা- (بِ) (তাবিল+হ)- (بِتَأْوِيلِهِ) ; তোমাদের নিকট আসার ; (কমা)- (ذِكْرًا) ; তোমাদের এ ব্যাপারগুলো ; (কমা)- (مِمَّا) ; আমার- (رَبِّي) ; আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন ; (আলম+নি)- (عَلَّمَنِي) ; প্রতিপালক ; (আমি তো) ; (আমি)- (إِنِّي) ; পরিত্যাগ করেছি ; (মতবাদ)- (مِلَّةَ) ; সে- (সে)- (قَوْمٍ) ; মতবাদ- (মতবাদ)- (مِلَّةَ) ; যারা ঈমান রাখে না ; (লা-ইউমুন+হ)- (لَا يُؤْمِنُونَ) ; তারা- (তারা)- (هُمْ) ; আখিরাতেও- (আখিরাতেও)- (بِ) (আল+আখিরা)- (بِالْآخِرَةِ) ; তারা- (তারা)- (هُمْ) ; অবিশ্বাসী- (অবিশ্বাসী)- (كَافِرُونَ) ৩৮. আর আমি অনুসরণ করি ; (আমি অনুসরণ করি)- (اتَّبَعْتُ) ; (আব+আন+কমা)- (أَبَائِي) ; মতবাদ- (মতবাদ)- (مِلَّةَ) ; আমার পিতৃপুরুষ ; (ইবরাহীম)- (إِبْرَاهِيمَ) ;

এ হিসেবে তাঁর ক্ষমতাসীন হওয়ার বয়স ত্রিশ ধরা হলে এবং- (بضع)-এর সর্বোচ্চ সীমা নয় বছর ধরে নেয়া হলে, তাঁর জেলে যাওয়ার বয়স দাঁড়ায় (ত্রিশ থেকে নয় বিয়োগ করলে থাকে) একুশ বছর ।

৩৩. ইউসুফ (আ)-এর সাথে কয়েদস্থানায় অবস্থানরত দু'জন যুবকের একজন ছিল মিসর অধিপতির শরাব পরিবেশনকারীদের প্রধান, আর অপরজন ছিল রশটি প্রস্তুতকারীদের প্রধান । অবশ্য এটা বাইবেলের বর্ণনা ।

৩৪. এখান থেকেই হযরত ইউসুফ (আ)-এর মর্যাদা কি ছিল তার ধারণা লাভ করা যায় । ইউসুফ (আ)-এর সততা ও পবিত্রতা সম্পর্কে মিসরের সর্বস্তরের জনগণ অবহিত ছিল ।

وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مِمَّا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

এবং ইসহাক ও ইয়াকুবের মতবাদ ; আমাদের জন্য সমিচীন নয় যে, আমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করি ;

ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

এটা আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সকল মানুষের প্রতিও । কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না ।

﴿٥٩﴾ يَصَاحِبِي السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَلَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

৩৯. হে আমার কারাগারের সাথীদ্বয় ! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক উত্তম, না-কি একক পরাক্রমশালী আল্লাহ (উত্তম) ?

﴿٦٠﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ

৪০. তোমরাতো তাঁকে ছেড়ে উপাসনা করছো না, কিছু নাম ছাড়া, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা ঠিক করে নিয়েছো, নাযিল করেন নি

-লَنَا ; সমিচীন নয় ; مِمَّا كَانَ ; ইয়াকুবের ; وَيَعْقُوبَ ; ও-ও ; وَإِسْحَاقَ ; এবং-এবং ; مِنْ شَيْءٍ ; আল্লাহর সাথে ; بِالشَّيْءِ ; আমরা শরীক করি ; أَنْ نُشْرِكَ ; যে, আমাদের ; ذَلِكْ ; কোনো কিছুকে ; عَلَى ; আমাদের ; عَلَيْنَا ; আল্লাহর ; مِنْ فَضْلِ ; অনুগ্রহ ; وَلَكِنْ ; কিন্তু ; أَكْثَرَ ; অধিকাংশ ; النَّاسِ ; সকল মানুষের ; عَلَى ; প্রতিও ; وَ-এবং ; وَ-এবং ; يَصَاحِبِي ; (যা+সাহাবী)-হে ; السِّجْنِ ; (স+জিন)-কারাগারের ; أَرْبَابٌ ; (এ+আরবাব)-বহু ; مُتَفَرِّقُونَ ; ভিন্ন ভিন্ন ; خَيْرٌ ; উত্তম ; أَلَا ; না-কি ; اللَّهُ ; আল্লাহ ; مَا تَعْبُدُونَ ; তোমরাতো উপাসনা করছো ; مِنْ دُونِهِ ; তাঁকে ছেড়ে ; إِلَّا ; ছাড়া ; أَسْمَاءٌ ; কিছু নাম ; سَمِيَتْهُمَا ; (সমিত্মা+হা)-সমিত্মা ; أَنْتُمْ ; তোমরা ; وَ-ও ; وَ-ও ; وَ-ও ; (আব+উম)-তোমরা ; وَ-ও ; وَ-ও ; (আব+উম)-তোমরা ; مَا أَنْزَلَ ; নাযিল করেননি ;

কারাগারের ভেতরের লোকেরাও এ ব্যাপারটা অবগত ছিল। আর তাই যুবকদ্বয় তাদের স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা জানার জন্য তাঁর নিকট এসেছিলো। তাঁর পবিত্র চরিত্রের প্রভাবে শুধু কয়েদীরাই নয় বরং কারাগারের অফিসার-কর্মচারীরাও তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি কারাগার প্রধান কয়েদীদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করে দিয়েছিলেন।

اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

আল্লাহ সে সম্পর্কে কোনো প্রমাণ ; বিধান দেয়ার অধিকার কারো নেই আল্লাহ ছাড়া ;
তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না ;

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑧ يَصَاحِبِي السَّجْنِ

এটাই মযবুত সঠিক জীবন বিধান কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না ।

৪১. হে আমার কারাগারের সাথীদ্বয় !

أَمْ أَحَدُكُمْ فَيسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا ⑨ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ

তোমাদের একজন তার মনিবকে শরাব পান করাবে ; এবং অপরজনকে শুলীতে
চড়ানো হবে, অতপর আহা করবে

الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِي ⑩ وَقَالَ

পাখি তার মস্তক থেকে ; তোমরা যে বিষয় জানতে চেয়েছো তা সিদ্ধান্ত হয়ে

গেছে ⑩ । ৪২. অতপর সে (ইউসুফ) বললো

ان-কোনো প্রমাণ ; (من+سلطن)-من سُلْطَانٍ ; সে সম্পর্কে ; بِهَا-আল্লাহ ;
اللَّهُ-আল্লাহ ; لَا-ছাড়া ; إِلَّا-বিধান দেয়ার অধিকার কারো নেই ; (ان+ال+حكم)-الحُكْمُ ;
الْأَيُّ-তিনি আদেশ দিয়েছেন ; أَلَّا تَعْبُدُوا-যে, তোমরা কারো ইবাদাত করবে না ;
إِيَّاهُ-একমাত্র তিনি ; ذَلِكَ-এটাই ; الدِّينُ-জীবনবিধান ; الْقَيِّمُ-মযবুত সঠিক ;
يَصَاحِبِي ⑧-কিন্তু ; أَكْثَرَ-অধিকাংশ ; النَّاسِ-মানুষ ; لَا يَعْلَمُونَ-তা জানে না । ⑧-
هে আমার সাথীদ্বয় ! السَّجْنِ-কারাগারের ; أَمْ أَحَدُكُمْ-তোমাদের একজনতো ;
فَيُسْقَى-পান করাবে ; رَبَّهُ-তার মনিবকে ; خَمْرًا-শরাব ; وَ-আর ; الْآخَرُ-অপরজনকে ;
فَيُصْلَبُ-শুলীতে চড়ানো হবে ; فَتَأْكُلُ-আহা করবে ; (ف+تاكل)-
قُضِيَ-তার মস্তক থেকে ; مِنْ-পাখি ; الطَّيْرُ-অতপর আহা করবে ;
فِيهِ-সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে ; تَسْتَفْتِي-যা-الَّذِي ; (ال+امر)-الْأَمْرُ ;
س-তোমরা জানতে চেয়েছো সেই সম্পর্কে ⑩-تَسْتَفْتِي ; وَقَالَ-সে বললো ;

৩৫. হযরত ইউসুফ (আ)-এর এ বিস্তারিত ঘটনার সারমর্ম হলো কারাগারের সাথীদ্বয়ের
সামনে প্রদত্ত তাঁর এ ভাষণটি । তিনি জেলখানা থেকেই তাঁর দাওয়াতী কাজের সূচনা
করলেন । এর আগে তিনি তাওহীদ সম্পর্কে কোনো কথা বলেননি । এতে মনে হয়, তিনি

لِّلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ذَا نَفْسِهِ

তাদের মধ্যকার একজনকে যার সম্পর্কে ধারণা করেছিল যে, সে মুক্তি পাবে—
তোমার মনিবের নিকট আমার কথা উল্লেখ করো ; কিন্তু তাকে ভুলিয়ে দিল

الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۝

শয়তান তার মনিবের নিকট উল্লেখ করতে ; অতএব সে (ইউসুফ) কয়েক বছর
কারাগারেই রয়ে গেল । ৩৬

لِّلَّذِي-যার সম্পর্কে ; ظَنَّ-ধারণা করেছিল ; أَنَّهُ-যে সে ; نَاجٍ-মুক্তিপ্ৰাপ্ত হবে ; مِّنْهُمَا-
তাদের মধ্যকার ; اذْكُرْنِي-তুমি আমার কথা উল্লেখ করো ; عِنْدَ-নিকট ; رَبِّكَ-
তোমার মনিবের ; ذَا نَفْسِهِ-(ফ+ানসী+)-কিন্তু তাকে ভুলিয়ে দিল ; الشَّيْطَانُ-
শয়তান ; ذِكْرَ-উল্লেখ করতে ; رَبِّهِ-তার মনিবের নিকট ; فَلَبِثَ-(ফ+লিথ)-অতএব
সে রয়ে গেল ; بِضْعَ-কয়েক ; سِنِينَ-বছর

কয়েদখানায়-ই নবুওয়াত লাভ করেছেন এবং নবী হিসেবে এটাই তার প্রথম ভাষণ । এ
ভাষণেই তিনি নিজের পরিচয় লোকদের সামনে প্রকাশ করেছেন । সাথে সাথে তিনি
একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যা বলছেন তা কোনো নতুন কথা নয়, বরং ইতিপূর্বে
ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ) প্রমুখ নবীগণ যে দাওয়াত মানুষকে দিয়েছিলেন
তিনিও সেই একই দাওয়াত তোমাদেরকে দিচ্ছেন ।

ইউসুফ (আ) অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে দাওয়াত পেশ করার কৌশল বের করেছিলেন ।
জেলখানার সাথী দু'জন তাঁর নিকট স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি
তাদেরকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞান কোথা থেকে আমি
পেয়েছি তা-তো তোমাদের জানা দরকার—এ বলে তিনি দাওয়াত শুরু করলেন । ইউসুফ
(আ)-এর এ কৌশল অবলম্বন করে আমরাও দাওয়াতী কাজে সফলতা অর্জন করতে
পারি । আসলে যার মনে যথার্থই দীন প্রচারের আগ্রহ বর্তমান থাকে সে শ্রোতার মন
মানসিকতার প্রতি খেয়াল রেখে সুযোগ আসলেই তা সদ্যবহার করতে ভুল করে না । আবার
অনেক লোক এমন আছে যারা শ্রোতার মন-মানসিকতার প্রতি খেয়াল না করে জোর
করে নিজের ওয়ায-নসীহত শুনাতে চায় । আসলে এতে কোনো ফল হয় না—শ্রোতার
মনের গভীরে তা কোনো রেখাপাত করতে পারে না ।

ইউসুফ (আ) তৎকালীন ধর্মমতের সমালোচনা করেছেন, তবে তা করেছেন অত্যন্ত
মোলায়েম ভাষায় যাতে শ্রোতার অন্তরে কোনো আঘাত না লাগে । তিনি তাদেরকে তাঁর
আদর্শ গ্রহণ করতেও চাপ দেননি ; বরং তাদেরকে চিন্তা করার জন্য বাতিল ধর্মের
অন্তসারশূন্যতা তাদের সামনে তুলে ধরেছে ।

৩৬. স্বপ্নের তা'বীরে যে লোকটি মুক্তি পাবে বলে জানা গিয়েছিলো, ইউসুফ (আ) তাকেই বলেছিল মিসর অধিপতির নিকট তাঁর কথা উল্লেখ করার জন্য কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর সে কথা ভুলেই বসেছিল। আর তাই ইউসুফ (আ)-কে বেশ কয়েক বছর জেলে কাটাতে হয়েছে। অবশ্য মিসর অধিপতির স্বপ্নের তা'বীর করার প্রয়োজন দেখা দিলে সেই লোকটির মনে ইউসুফ (আ)-এর কথা মনে পড়ে। তখন সে মিসর অধিপতির নিকট তাঁর কথা উল্লেখ করে।

৫ম রুকু' (৩৬-৪২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইউসুফ (আ)-এর এ কাহিনীটি পর্যালোচনা করলে মানব জীবনের জন্য অনেক শিক্ষা, উপদেশ ও গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশ পাওয়া যায়।

২. গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনে কারাগারে যাওয়াও অনেক উত্তম।

৩. একজন মু'মিন যখন যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা সার্বক্ষণিক দায়িত্ব।

৪. দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে বেরিয়ে পড়লে প্রতিকূল পরিবেশও অনুকূল হয়ে যায়।

৫. আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম উপলক্ষে অনেক লোকের সাথেই সাক্ষাত ঘটে। মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে সুকৌশলে আমরা তাদেরকে দীনের পথে আহ্বান জানাতে পারি।

৬. সকল নবী-রাসুলের দীন মূলত একই ছিল। তাঁরা মানুষকে একই দীনের দিকেই আহ্বান জানিয়েছেন। অবশ্য শরয়ী বিধি-বিধানে পার্থক্য ছিল, যা একান্তই স্বাভাবিক।

৭. স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যাদান দ্বারা ইউসুফ (আ) গায়েব জানতেন বলে মনে করা সঠিক নয়; বরং এটা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান এবং নবুওয়াতের মু'জিয়া।

৮. ইউসুফ (আ)-এর জেল থেকে মুক্তি বিলম্বিত হওয়াও আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে; কেননা সে জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা প্রয়োজন ছিল।

সূরা হিসেবে রুকু'-৬
পারা হিসেবে রুকু'-১৬
আয়াত সংখ্যা-৭

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ۝

৪৩. অতপর^{৪৭} বাদশাহ বললো—আমি নিশ্চিত স্বপ্নে দেখেছি সাতটি মোটাতাজা গাভী—তাদেরকে খেয়ে ফেলছে (অপর) সাতটি চিকন গাভী

وَسَبْعٌ سَبِيلٌ خُضِرٌ وَأَخْرَ وَآخِرُ يَبْسُتٌ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي ۚ

এবং (দেখেছি) সাতটি সবুজ শীষ ও অন্য (সাতটি) শুকনো শীষ ; হে পরিষদবৃন্দ ! তোমরা আমাকে মতামত দাও

فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ۝ ۘ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۚ

আমার স্বপ্নের। যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়ে থাকো^{৪৮}।

৪৪. তারা বললো—কাল্পনিক স্বপ্ন ;

৪৩-অতপর ; قَالَ-বললো ; الْمَلِكُ-বাদশাহ (ال+ملك) ; إِنِّي-আমি নিশ্চিত ; أَرَى-স্বপ্নে দেখেছি ; سَبْعٌ-সাতটি ; بَقَرَاتٍ-গাভী ; سِمَانٍ-মোটাতাজা ; يَأْكُلُهُنَّ-তাদেরকে খেয়ে ফেলেছে ; عِجَافٌ-চিকন দুর্বল গাভী ; وَ-এবং ; خُضِرٌ-সবুজ ; وَأَخْرَ-ও ; يَبْسُتٌ-শীষ ; أَفْتُونِي-আমাকে মতামত দাও ; يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ-হে পরিষদ বৃন্দ ! (শীষ) ; تَعْبُرُونَ-আমার স্বপ্নের ; إِن كُنْتُمْ-যদি তোমরা হয়ে থাকো ; أَضْغَاثُ-কাল্পনিক ; أَحْلَامٍ-স্বপ্ন ;

৩৭. যেখান থেকে ইউসুফ (আ)-এর বৈষয়িক উন্নতির সূচনা হয়েছে সেখান থেকেই পুনরায় ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝখানে তাঁর বন্দী জীবনের কয়েক বছরের ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি।

৩৮. কথিত আছে যে, এ স্বপ্ন দেখার পর বাদশাহ দেশের বড় বড় ধর্মীয় নেতা, জ্যোতিষ ও যাদুকরদের একত্রিত করে তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন ; কিন্তু কেউ তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়নি।

وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمَيْنِ ۝ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا

আর আমরাতো স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানে অভিজ্ঞও নই। ৪৫. অতপর (বন্দী) দু'জনের যে মুক্তি পেয়েছিল সে বললো,

وَأَذْكُرُ بَعْدَ أَمْتِي أَنَا أَنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۝ يُوسُفُ

এবং দীর্ঘদিন পরে ইউসুফের কথা তার স্বরণ হলো—আমি এর ব্যাখ্যা আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে পারবো।
অতএব আমাকে পাঠিয়ে দিন^{৪৬}। ৪৬। (সে ইউসুফের নিকট গিয়ে বললো) হে ইউসুফ!

أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ

হে সত্যবাদী^{৪৭}! আপনি এ স্বপ্নের মতামত দিন আমাদেরকে যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী যাদেরকে সাতটি চিকন গাভী খেয়ে ফেলছে

وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُ ۚ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ

এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্য (সাতটি) শুকনো (শীষ) যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি

ও-আর ; مَا-নই ; نَحْنُ-আমরা ; بِتَأْوِيلِ-ব্যাখ্যা দানে ; الْأَحْلَامِ-স্বপ্নের ;
بِعِلْمَيْنِ-অভিজ্ঞ ; وَقَالَ-অতপর ; الَّذِي-যে ব্যক্তি ; نَجَا-মুক্তি
পেয়েছিল ; مِنْهُمَا-(বন্দী)-দু'জনের ; وَأَذْكُرُ-এবং ; تَار-তার স্বরণ হলো (ইউসুফের
কথা) ; بَعْدَ-পর ; أَمْتِي-দীর্ঘদিন ; أَنَا-আমি ; أَنْبِئُكُمْ-আপনাদের জানিয়ে
দিতে পারবো ; فَأَرْسِلُونِ-(প+আওল+হ)-এর ব্যাখ্যা ; يُوسُفُ-ইউসুফ ;
অতএব আমাকে পাঠিয়ে দিন । ৪৬-ইউসুফ ! أَيُّهَا-হে-الصِّدِّيقُ-সত্যবাদী !
أَفْتِنَا-এতে ; فِي سَبْعِ-সাতটি ; بَقَرَاتٍ-গাভী ; سِمَانٍ-মোটাতাজা ; يَأْكُلُهُنَّ-খেয়ে ফেলছে যাদেরকে ;
سَبْعُ-সাতটি ; عِجَافٍ-চিকন গাভী ; وَأُخَرَ-এবং ; يَبْسُ-শীষ ; خُضْرٍ-সবুজ ;
و-ও ; لَّعَلِّي-আমি ; أَرْجِعُ-ফিরে যেতে পারি ; إِلَى-নির্কট ; النَّاسِ-লোকদের ;

৩৯. এ লোকটি ছিল বাদশাহর শরাব পরিবেশনকারীদের প্রধান। বাদশাহর স্বপ্নের কথা শুনে তার মনে পড়লো ইউসুফ (আ)-এর কথা। সে বাদশাহকে তার কথা বললো। সাথে সাথে সে তার ও তার সাথীর স্বপ্নের তা'বীর যে সঠিক হয়েছিল তা-ও বললো। আর তাই সে জেলখানায় প্রবেশ করার এবং ইউসুফ (আ)-এর সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলো।

لَعَلَّكُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاءَ ۖ فَمَا حَصَدْتُمْ

আর তারাও যেন জানতে পারে^{৪৯}। ৪৭. সে (ইউসুফ) বললো—তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষাবাদ করবে ; অতপর তোমরা যে শস্য কাটবে

فَذُرُّوهٗ فِي سُبُلِهِ ۖ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٩٠﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

তা তোমরা শীষের মধ্যেই রেখে দেবে—সে সামান্য অংশ ছাড়া যা থেকে তোমরা খাবে। ৪৮. তারপর এর পরে আসবে

سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ۝

সাতটি কঠিন বছর, তারা (লোকেরা) খাবে যা তোমরা পূর্বেই তাদের জন্য জমা করে রাখবে। সেই সামান্য অংশ ছাড়া যা তোমরা সংরক্ষণ করে রাখবে (বীজের জন্য)।

﴿٩١﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ۝

৪৯. আবার তারপরে এমন একটি বছর আসবে যাতে মানুষকে প্রচুর বৃষ্টি দান করা হবে এবং তারা তাতে প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে^{৫০}।

لَعَلَّكُمْ-তারাও যেন ; يَعْلَمُونَ-জানতে পারে। ﴿٨٩﴾ قَالَ-সে (ইউসুফ) বললো ; فَمَا-তারাও যেন ; تَزْرَعُونَ-তোমরা চাষাবাদ করবে ; سَبْعَ-সাত ; سِنِينَ-বছর ; دَابَّاءَ-একাদিক্রমে ; حَصَدْتُمْ-(ف+ما+حصدتم)-অতপর তোমরা যে শস্য কাটবে ; فَذُرُّوهٗ-(ف+ذرؤا+)-তা তোমরা রেখে দেবে ; فِي سُبُلِهِ-(في+سبل+)-তার শীষের মধ্যেই ; إِلَّا-ছাড়া ; قَلِيلًا-সেই সামান্য অংশ ; تَأْكُلُونَ-তোমরা খাবে। ﴿٩٠﴾ ثُمَّ يَأْتِي-তারপর ; مِنْ بَعْدِ-এর ; ذَلِكَ-সাতটি ; سَبْعَ-সাতটি ; شِدَادٍ-কঠিন বছর ; يَأْكُلْنَ-তারা (লোকেরা) খাবে ; مَا-যা ; قَدَّمْتُمْ-তোমরা পূর্বেই জমা করে রাখবে ; تَحْصِنُونَ-সংরক্ষণ করে রাখবে (বীজের জন্য) ; إِلَّا-ছাড়া ; قَلِيلًا-সেই সামান্য অংশ ; يَأْتِي-আবার ; مِنْ بَعْدِ-পরে ; ذَلِكَ-তার ; عَامٌ-একটি বছর ; فِيهِ-যাতে ; يُغَاثُ-প্রচুর বৃষ্টি দান করা হবে ; يَعْرِضُونَ-তারা প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।

৪০. 'সিন্দীক' অর্থ চরম-সত্যবাদী। কারাগারে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সংস্পর্শে থেকে এ ব্যক্তি তাঁর সত্যবাদিতা, পবিত্র ও উন্নত জীবনপদ্ধতি দেখে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে, তাই সে ইউসুফ (আ)-কে 'সিন্দীক' বলে সম্বোধন করেছে।

৪১. অর্থাৎ আপনার সম্পর্কেও লোকেরা জানতে পারবে যে, এমন সত্যপন্থী ও নেক চরিত্রের লোককে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে ; আর আপনার সম্পর্কে বাদশাহকে বলার সুযোগও আমি পাব।

৪২. অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যার ফলে ফল ও ফসলের প্রাচুর্য দেখা যাবে। গৃহপালিত পশুগুলোও ঘাস-পাতা খেয়ে মোটা-তাজা হবে এবং প্রচুর পরিমাণে দুধ দেবে।

ইউসুফ (আ) বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার সাথে সাথে একথাও বলে দিলেন যে, পরবর্তী সাত বছর ক্রমাগত দুর্ভিক্ষের জন্য প্রস্তুত হিসেবে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করে রাখার কথাও বলে দিলেন। তার সাথে এ সুসংবাদও দিয়ে দিলেন যে, দুর্ভিক্ষের পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে অথচ বাদশাহর স্বপ্নে এর কোনো ইংগিত ছিল না।

৬ষ্ঠ রুকু' (৪৩-৪৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য বাদশাহকে এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখালেন যার ব্যাখ্যা তখনকার কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, জ্যোতিষ বা যাদুকর কেউই দিতে পারেনি। এভাবে আল্লাহ যখন কাউকে কোনো বিপদ থেকে বাঁচাতে চান, তখন তার জন্য একটি উপায় সৃষ্টি করে দেন।

২. ইউসুফ (আ)-এর প্রদত্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা দ্বারা বাদশাহ এবং তাঁর পরিষদবর্গ সকলেই তাঁর প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে পড়লো এবং তাঁর মুক্তির নির্দেশ দিয়ে দিলেন ; কিন্তু তিনি নিজের পবিত্রতা নির্দোষিত প্রমাণ করা ছাড়া মুক্তির সুযোগ গ্রহণ করলেন না। সকল দায়ীকে এ নীতি অনুসরণ করা কর্তব্য।

৩. নিকট ভবিষ্যতে কোনো প্রকার সম্ভাব্য বিপদ মুকাবিলার জন্য অথবা কোনো দুর্যোগ সামাল দেয়ার জন্য পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল-এর পরিপন্থী নয়।

৪. বিভিন্ন প্রকার ফলমূল বা খাদ্য শস্যকে তার ষোঁসার মধ্যে বাঁটার সাথে রেখে দিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়।



সূরা হিসেবে রুকু'-৭

পারা হিসেবে রুকু'-১

আয়াত সংখ্যা-৮

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ﴾

৫০. অতপর বাদশাহ বললো—তোমরা তাকে (ইউসুফকে) আমার নিকট নিয়ে এসো ; তারপর যখন (বাদশাহর) দূত তাঁর নিকট এলো তিনি বললেন—তুমি ফিরে যাও

﴿إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالَ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي﴾

তোমার প্রভুর নিকট এবং তাকে জিজ্ঞেস করো—যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছে তাদের অবস্থা কি ? নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক

﴿بِكَيْدٍ هُنَّ عَلِيمٌ﴾ ﴿قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْدَتُنِ يَوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ﴾

তাদের ছলনা সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত^{৫১}। ৫১. সে (বাদশাহ) বললো—তোমরা যখন স্বয়ং ইউসুফ থেকে অসং কাজের কামনা করেছিলে তখন তোমাদের কি হয়েছিল ?

﴿৫০-অতপর ; قَالَ-বললো ; الْمَلِكُ-বাদশাহ ; أَتُؤْنِي-তোমরা আমার নিকট এসো ; الرَّسُولُ-তাকে নিয়ে ; جَاءَهُ-তারপর যখন ; قَالَ-তিনি বললেন ; ارْجِعْ-তুমি ফিরে যাও ; إِلَى-নিকট ; رَبِّكَ-তোমার প্রভুর ; النِّسْوَةُ-অবস্থা ; مَا-কি ; قَطَعْنَ-কেটে ফেলেছে ; أَيْدِيَهُنَّ-আইদী+হেন ; إِنَّ-সেই নারীদের ; رَبِّي-আমার প্রতিপালক ; نَفْسِهِ-স্বয়ং ; عَلِيمٌ-বিশেষভাবে জ্ঞাত ; ৫১-সে (বাদশাহ) বললো ; مَا-কি ; خَطْبُكَ-তোমাদের হয়েছিল ; إِذْ-যখন ; رَأَوْدَتُنِ-তোমরা অসং কাজের কামনা করেছিলে ; يَوْسُفَ-ইউসুফ ; عَنْ-থেকে ; نَفْسِهِ-স্বয়ং ;

৪৬. এখানে ইউসুফ (আ)-এর জেলখানা থেকে মুক্তিলাভ এবং বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। বাদশাহর দূতকে ফেরত পাঠানো এবং অভিজাত মহিলাগণ ও আযীযের স্ত্রীর মুখে তাঁর নিদোষিতার সাক্ষ্য লাভ করা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-এর নবীসুলভ বৈশিষ্ট্যই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তালমূদ এবং খৃষ্টানদের বাইবেলে এ সম্পর্কিত যেসব বর্ণনা আছে তা একজন নবীর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে বর্ণিত বিবরণই সঠিক।

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوٍّ ۖ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ

তারা বললো—পবিত্রতা আল্লাহর জন্য, তার মধ্যে খারাপ কিছু আমরা পাইনি ;
আযীযের স্ত্রী বললো—

اَلْتُنَّ حَصَّصَ الْحَقُّ ذَاَنَا رَاوَدْتُنَّ عَنْ نَفْسِهِ وَ اِنَّهٗ

এখনতো সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে ; আমিই তার থেকে অসৎ কাজের কামনা
করেছিলাম অথচ সে নিশ্চিত

لِمَنِ الصّٰدِقَيْنِ ۝ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمَّا اَخْنَهٗ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ

সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল^{৪৪}। ৪২। (ইউসুফ বললো) এটা^{৪৭} এজন্য যে, যেন সে (আযীয) জানতে পারে যে,
আমি অবশ্যই তার অগোচরে তার খিয়ানত করিনি, আর নিশ্চিত

قُلْنَ-তারা বললো ; حَاشَ-পবিত্রতা ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য ; مَا عَلِمْنَا-আমরা পাইনি ;
- الْعَزِيزِ - স্ত্রী ; امْرَأَتُ -বললো ; قَالَتِ -তার মধ্যে ; مِنْ سُوٍّ -খারাপ কিছু ;
আযীযের ; اَلْتُنَّ -আমিই ; اَلْحَقُّ -সত্য ; اَنَا -সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে ; اَخْنَهٗ -অথচ ; اِنَّهٗ -সে নিশ্চিত ;
وَاَنَّ -অন্তর্ভুক্ত ছিল ; الصّٰدِقَيْنِ -সত্যবাদীদের। ৪২। ذٰلِكَ -এটা এজন্য যে, যেন সে জানতে পারে ;
لِيَعْلَمَ -আমি অবশ্যই ; اَنِّيْ -আমি অবশ্যই ; اَخْنَهٗ -তার খিয়ানত করিনি ; بِالْغَيْبِ -তার অগোচরে ;
وَاَنَّ -আর ; اَنَا -নিশ্চিত ;

কুরআন মাজীদ যেহেতু সর্বশেষ আসমানী কিতাব এবং তা অবিকৃত অবস্থায় আছে
এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তাই কুরআন মাজীদে বর্ণনাকেই সত্য বলে বিশ্বাস
করা আমাদের ঈমানেরও দাবী।

৪৪. আযীয মিসর এবং তাঁর দরবারের অভিজাত শ্রেণীর নিকট ইউসুফ (আ)-এর
পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের মুখ রক্ষার স্বার্থে
ইউসুফ (আ)-কে কারাগারে প্রেরণ করেছেন। হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর উপর আরোপিত
কল্পিত অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়েই কারাগার থেকে বের হতে চেয়েছেন। আর এটাই তাঁর
জন্য শোভনীয় ছিল। আর এ ঘটনা এমনই মাশহুর ছিল যে, এ সম্পর্কে সামান্য ইংগিত করাই
যথেষ্ট ছিল, তাই ইউসুফ (আ) ইংগীতে অভিজাত মহিলাদের অবস্থা জানতে চেয়েছেন।
এখানে আযীযের স্ত্রীর কথা শালীনতার কারণে উল্লেখ করা থেকে বিরত রয়েছেন।

৪৫. এসব মহিলাদের সাক্ষ্য কিভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল তা কুরআন মাজীদে
উল্লেখ করা হয়নি। কুরআন মাজীদে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার ততটুকুই উল্লেখ করা

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَائِنِينَ ۝

আল্লাহ খিয়ানতকারীদের চক্রান্তকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۝

৫৩. আর আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, নিশ্চয়ই (মানুষের) মনতো মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দানকারী

إِلَّا مَا رَجَّرَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ

সে ছাড়া, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন; আমার প্রতিপালক অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ৫৪. অতপর বাদশাহ বললো—

اللَّهُ-আল্লাহ; لَا يَهْدِي-সঠিক পথে পরিচালিত করেন না; الْقَائِنِينَ-খিয়ানতকারীদের; ৫৩-আর; مَا أُبْرِئُ-আমি নির্দোষ মনে করি না; النَّفْسَ-নিজেকে; إِنَّ-নিশ্চয়ই; الْأَمَّارَةَ-প্ররোচনা দানকারী; بِالسُّوءِ-মন্দ কাজের-ই; إِلَّا-সে ছাড়া; مَا-যার প্রতি; رَجَّرَ-দয়া করেন; رَبِّي-আমার প্রতিপালক; غَفُورٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল; رَحِيمٌ-পরম দয়ালু। ৫৪-অতপর; قَالَ-বললেন; الْمَلِكُ-বাদশাহ;

হয়েছে যতটুকু প্রয়োজন। ইউসুফ (আ)-এর সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্যটাই প্রয়োজন ছিল, তা তাদেরকে রাজপ্রাসাদে একত্রিত করে নেয়া হোক বা কোনো বিশ্বস্ত প্রতিনিধি পাঠিয়ে নেয়া হোক সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন নেই।

৪৬. অভিজাত শ্রেণীর মহিলা ও আযীযের স্ত্রীর সাক্ষ্য দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর নির্দোষিতা ও পবিত্রতার কথা সর্বসাধারণের নিকট প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। আর এর ফলে তাঁর উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল। বাদশাহ ও তাঁর অভিজাত শ্রেণীর লোকদের অন্তরে ইউসুফ (আ)-এর সততা ও পবিত্রতা প্রভাব বিস্তার করলো। আর এজন্যই ইউসুফ (আ) গোটা দেশের ধনভাণ্ডারের দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করার দাবী পেশ করার সাথে সাথে সকলেই তা একবাক্যে মেনে নিয়েছিল।

৪৭. কারো কারো মতে একথাটি বেগম আযীযের তবে কথার ভংগী থেকে এটা বেগম আযীযের কথা বলে প্রমাণিত হয় না; কারণ একথার মধ্যে যে পবিত্রতা, উন্নত মানসিকতা এবং যে বিনয় ও আল্লাহ ভীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাতেই প্রমাণিত হয় যে, এমন কথা বেগম আযীযের মুখে শোভা পায় না।

اٰتُونِيْ بِهٖ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ ۚ فَلَمَّا كَلَمَہٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا

তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো, আমি তাকে আমার নিজের জন্য বিশেষ সহকারী করে রাখবো ; অতপর সে (ইউসুফ) যখন তার (বাদশাহর) সাথে কথা বললো, সে বললো—আপনি অবশ্যই আমাদের নিকট আজ

مَكِيْنٌ اٰمِيْنٌ ۝۵۵ قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَاۤئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّىْۤ اَحْفِیْظُ

অত্যন্ত মর্যাদাবান বিশ্বস্ত^{৪৮} । ৫৫. সে (ইউসুফ) বললো—আমাকে কর্তৃত্ব দিন দেশের ধনভাণ্ডারের উপর ; অবশ্যই আমি উত্তম হিফায়তকারী

عَلِيْمٌ ۝۵۶ وَكَذٰلِكَ مَكَّٰنًا لِّیُوسَفَیْ الْاَرْضِ ۚ يَتَّبِعُوْا مِنْهَا

সুবিজ্ঞ^{৪৯} । ৫৬. আর এভাবেই প্রতিষ্ঠিত করলাম ইউসুফকে সেই দেশে ; সে বসবাস করতে পারতো তার (সে দেশের)

‘اٰتُونِیْ’-তোমরা আমার নিকট এসো ; ‘بِهٖ’-তাকে নিয়ে ; ‘اَسْتَخْلِصْهُ’-(استخلص+ه)-আমি তাকে বিশেষ সহকারী করে রাখবো ; ‘لِنَفْسِیْ’-(ل+نفس+ی)-নিজের জন্য ; ‘قَالَ’-অতপর যখন ; ‘كَلَمَہٗ’-সে (ইউসুফ) তার (বাদশাহর) সাথে কথা বললো ; ‘اِنَّكَ’-আপনি অবশ্যই ; ‘الْیَوْمَ’-আজ ; ‘لَدَيْنَا’-আমাদের নিকট ; ‘اَجْعَلْنِیْ’-অত্যন্ত মর্যাদাবান ; ‘اٰمِيْنٌ’-বিশ্বস্ত । ৫৫. ‘قَالَ’-সে (ইউসুফ) বললো ; ‘اَجْعَلْنِیْ’-আমাকে কর্তৃত্ব দিন ; ‘عَلٰی’-উপর ; ‘خَزَاۤئِنِ’-ধন-ভাণ্ডারের ; ‘الْاَرْضِ’-দেশের ; ‘اِنِّیْۤ’-অবশ্যই আমি ; ‘اَحْفِیْظُ’-উত্তম হিফায়তকারী ; ‘عَلِيْمٌ’-সুবিজ্ঞ । ৫৬. ‘وَكَذٰلِكَ’-এভাবেই ; ‘مَكَّٰنًا’-আমি প্রতিষ্ঠিত করলাম ; ‘لِّیُوسَفَیْ’-ইউসুফকে ; ‘الْاَرْضِ’-সেই দেশে ; ‘يَتَّبِعُوْا’-সে বসবাস করতে পারতো ; ‘مِنْهَا’-তার (সে দেশের) ;

৪৮. বাদশাহর একথাই ইংগিত করে যে, ইউসুফ (আ)-এর উপর দেশের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে ।

৪৯. ইউসুফ (আ)-এর চারিত্রিক সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কল্যাণকামিতা, সর্বোপরি তাঁর জ্ঞান-গরীমার প্রভাব বাদশাহ ও তাঁর পরিষদবর্গের মনে এতদূর বিস্তার করেছিল যে, তাঁরা সকলেই আন্তরিক দিক থেকে এটা কামনা করছিল যে, দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এমন লোকের উপর অর্পণ করলেই তা সংগত ও যথার্থ হবে । তবে তাঁরা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল যে, তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কিনা । মনে হয় তাঁরা তাঁর সম্মতির অপেক্ষায় ছিল । অতপর তিনি যখন রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডারের দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করার কথা বললেন তখন সকলেই বিনা বাক্যব্যয়ে তা গ্রহণ করে নিয়েছিল ।

حَيْثُ يَشَاءُ نُنْصِبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

যেখানে সে চাইতো^{৫০} : আমি যাকে চাই তাকেই আমার দয়ায় शामिल করি এবং আমি বিনষ্ট করি না নেককারদের প্রতিফল ।

وَلَا جُرُ الْأُخْرَىٰ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

৫৭. আর আখিরাতের প্রতিফল তাদের জন্যই উত্তম যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে^{৫১} ।

حَيْثُ-যেখানে ; يَشَاءُ-সে চাইতো ; نُنْصِبُ-আমি शामिल করি ; بِرَحْمَتِنَا-আমার দয়ায় ; مَنْ-যাকে ; نَشَاءُ-আমি চাই ; وَ-এবং ; لَا نُضِيعُ-আমি বিনষ্ট করি না ; أَجْرُ-প্রতিফল ; الْمُحْسِنِينَ-নেককারদের । ৫৭-আর ; الْأُخْرَىٰ-প্রতিফল ; خَيْرٌ-উত্তম ; لِلَّذِينَ-তাদের জন্যই যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; يَتَّقُونَ-তারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে ।

এখানে একটি কথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, কুরআন মাজীদ ও বাইবেলের সম্মিলিত ভাষ্য অনুযায়ী ইউসুফ (আ)-এর উপর দেশের সর্বময় ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল। দেশের ভালমন্দ সবকিছুই তাঁর ইখতিয়ারে ছিল। কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইয়াকুব (আ) যখন মিসরে গিয়েছিলেন তখন ইউসুফ (আ) সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাছাড়া কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) বলেছিলেন—“হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে বাদশাহী দান করেছেন।”

মুফাসসিরীনে কিরামের মতে ইউসুফ (আ)-এর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল, এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর আইন কায়েম করার, মহাসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার এবং আদল ও ইনসাফ কায়েম করার সুযোগ লাভ করবেন। আর এজন্যই দুনিয়াতে নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন।

৫০. অর্থাৎ মিসরে এমন কোনো স্থান ছিল না, যেখানে তিনি চাইলে নিজের জন্য বাসস্থান তৈরী করে নিতে পারতেন না। তাফসীরে তাবারীতে এই আয়াতের অর্থ বলা হয়েছে যে, আল্লাহ বলেন—“আমি ইউসুফ (আ)-কে মিসরের সবকিছুর মালিক বানিয়ে দিয়েছি। দুনিয়ার এই অংশে তিনি যা ইচ্ছা করতে পারতেন। গোটা দেশটাই তাঁর হাতে সঁপে দেয়া হয়েছে। এমনকি তিনি চাইলে ফিরাউন (বাদশাহ)-কেও তাঁর নিজের অধীন করে নিতে পারতেন।” তাফসীর শাশ্বের বিখ্যাত ইমাম মুজাহিদ থেকে ইমাম তাবারী উদ্ধৃত করেন—“মিসরের বাদশাহ ইউসুফ (আ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।”

৫১. এখানে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়াতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করা মু'মিনের নেক আমলের প্রকৃত ও আসল প্রতিদান নয়। এরূপ কোনো মু'মিনের কাম্য হতে পারে না। মু'মিনের সর্বোত্তম প্রতিফল ও পুরস্কারে তা-ই কাম্য হওয়া উচিত যা আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করবেন।

৭ম রুকু' (৫০-৫৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইউসুফ (আ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনার মূল চরিত্র আযীয-পত্নীর নাম উল্লেখ না করে তিনি এখানে সংশ্লিষ্ট নারীদের কথা উল্লেখ করে নিজের শালীনতা ও ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছেন। সাথে সাথে আযীযের প্রতি কৃতজ্ঞতা পেশ করেছেন। এটাই নেককার লোকের চরিত্র।

২. মানুষের মন মৌলিকভাবে মানুষকে মন্দ কাজের প্রতি উদ্ধুদ্ধ করে। তবে মানুষ আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ পালন করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের মনকে মন্দ কাজকে ঘৃণাকারী এবং মন্দ কাজ থেকে তাওবাকারী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। অতপর যখন তার মনে মন্দ কাজের প্রতি অনীহা এবং সৎকাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় তখন তা প্রশস্ত ও নিরুদ্বেগ মনে পরিণত হয়।

৩. মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধকারী মনকে বলা হয় 'নাফসে আম্মারাহ'। মন্দ কাজকে তিরস্কারকারী ও তা থেকে তাওবাকারী মনকে বলা হয় 'নাফসে লাউয়ামাহ'। আর মন্দ কাজে স্থায়ীভাবে অনাগ্রহী এবং সৎকাজের উৎসাহী মনকে বলা হয় 'নাফসে মুতমায়িন্নাহ' তথা প্রশস্ত ও নিরুদ্বেগ মন।

৪. মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং সৎকাজের দিকে ধাবিত হওয়া আল্লাহর রহমত ছাড়া সম্ভব নয়। তাই মানুষকে সদা-সর্বদা এজন্য আল্লাহর নিকট তাওফীক কামনা করতে হবে।

৫. অনুকূল পরিবেশে প্রতিকূল পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য প্রত্নুতি গ্রহণ করা 'আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের' পরিপন্থী নয়।

৬. দুনিয়াতে সম্ভাব্য আসন্ন স্বল্পকালীন দুর্যোগের জন্য যতটুকু প্রত্নুতি গ্রহণ প্রয়োজন, আখিরাতে সুনিস্কিত ও অনন্তকালীন বিপদের মুকাবিলায় আমাদের প্রত্নুতি কেমন হওয়া উচিত তা আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে এবং সে হিসেবে প্রত্নুতি গ্রহণ করা কর্তব্য।

৭. সাধারণ জনগণের উপকার সাধনের লক্ষ্যে এবং কোনো মহত উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যে কাকির ও যালিম শাসকের অধীনে কোনো পদ গ্রহণ করা বৈধ। তবে শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার দৃঢ়তা বজায় রাখতে হবে।

৮. প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের গুণগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা অবৈধ নয়।

৯. হযরত ইউসুফ আ. কাকির বাদশাহর অধীনে ক্ষমতা গ্রহণ করে, নিজ চরিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রত্যাবর্তে কাজে লাগিয়ে দীনী দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়েছিলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত বাদশাহ স্বয়ং মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।



সূরা হিসেবে রুকু'-৮

পারা হিসেবে রুকু'-২

আয়াত সংখ্যা-১১

﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾

৫৮. তারপর ইউসুফের ভাইয়েরা এলো এবং তাঁর নিকট উপস্থিত হলো^{৫২}, তিনি তাদেরকে চিনলেন কিন্তু তারা তাঁর সম্পর্কে অজ্ঞই রয়ে গেলো।^{৫৩}

﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ﴾

৫৯. অতপর যখন তিনি তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিলেন, বললেন, তোমরা তোমাদের বৈমায়েয় ভাইকে আমার নিকট নিয়ে এসো ;

(ফ+দখলো)-فَدَخَلُوا; ইউসুফ-يُوسُفَ; ভাইয়েরা-إِخْوَةُ; এলো-جَاءَ; তারপর-তারপর-و-এবং উপস্থিত হলো; তখন তিনি-তখন(ফ+عرف+هم)-فَعَرَفَهُمْ; তাঁর নিকট-তাঁর-عَلَيْهِ; তাদেরকে চিনলেন; কিন্তু-و-কিন্তু; তারা-هُمْ; তাঁর সম্পর্কে-তাঁর-لَهُ; অজ্ঞই রয়ে গেল। অতপর-অতপর-و-যখন-لَمَّا; তিনি তাদেরকে প্রস্তুত করে দিলেন-انتو-);-ائْتُونِي; বললেন-قَالَ; তাদের রসদপত্র-(ব+جهاز+هم)-بِجَهَازِهِمْ; তোমরা নিয়ে এসো আমার নিকট-তোমরা-مِنْ; তোমাদের-لَكُمْ; ভাইকে-بِأَخٍ; তোমাদের পিতার (বৈমায়েয় ভাই);

৫২. হযরত ইউসুফ (আ)-এর ক্ষমতায় আসীন হওয়া এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যানুযায়ী প্রচুর ফসল উৎপন্নের সাত বছর এবং এ সময়ের শস্য সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রাচুর্যের সাত বছর শেষ হয়ে দুর্ভিক্ষের শুরু হওয়া ইত্যাদি বিষয় বাদ দিয়ে কঠিন দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর ভাইদের তাঁর নিকট আসার বিষয় থেকেই আলোচনা শুরু করা হয়েছে। এ খরা ও দুর্ভিক্ষ শুধু মিসরেই নয়; সিরিয়া, ফিলিস্তীন, জর্ডান ও উত্তর আরব প্রভৃতি অঞ্চলেও দেখা দিয়েছিল। এ সময় একমাত্র মিসরেই প্রচুর খাদ্য-শস্য মজুত ছিল। তাই উল্লিখিত অঞ্চলসমূহ থেকে লোকেরা খাদ্যশস্য কেনার জন্য মিসরে আসতে লাগলো। সে মতে ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরাও খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট পৌঁছল; কিন্তু তারা ইউসুফ (আ)-কে চিনতে পারলো না। সম্ভবত বিশেষ বরাদ্দের জন্য তারা ইউসুফ (আ)-এর সামনে উপস্থিত হয়েছিল কারণ বিশেষ বরাদ্দ দেয়ার ক্ষমতা তিনি ছাড়া আর কারো ছিল না।

৫৩. ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা যে তাঁকে চিনতে পারেনি তা ছিল একান্তই স্বাভাবিক। কারণ তারা যখন তাঁকে কূপে ফেলে দিয়েছিল তখন তিনি ছিলেন কিশোর; আর তাছাড়া

أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝

তোমরা কি দেখছোনা যে, আমি পুরোপুরি দেই পরিমাপ এবং
আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ।

۞ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۝

৬০. তবে যদি তোমরা তাকে আমার নিকট না নিয়ে এসো, তাহলে আমার নিকট
তোমাদের জন্য কোনো বরাদ্দ থাকবে না আর তোমরা আমার নিকটবর্তী হবে না। ৫৪

۞ قَالُوا سُرَّادُودَ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفَتْنِهِ اجْعَلُوا

৬১. তারা বললো—আমরা শীঘ্রই তার সম্পর্কে তার পিতাকে রাযী করাতে চেষ্টা করবো এবং অবশ্যই আমরা
তা করবো। ৬২. সে (ইউসুফ) বললো তাঁর চাকরদেরকে, তোমরা রেখে দাও

بِضَاعَتِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ

তাদের পুঁজি তাদের রসদপত্রের মধ্যে যাতে তারা যখন তাদের পরিজনদের নিকট
ফিরে যাবে তখন জানতে পেরে

الْكَيْلِ-তোমরা কি দেখছো না; أَوْفِي-যে আমি; পুরোপুরি দেই; الْمُنْزِلِينَ-অতিথিপরায়ণ।
ال-পরিমাপ; وَ-এবং; أَنَا-আমি; خَيْرُ-উত্তম; وَأَنَا-আমি; الْمُنْزِلِينَ-অতিথিপরায়ণ।

فَلَا-তাকে; تَأْتُونِي-আমার নিকট না নিয়ে এসো; تَأْتُونِي-আমার নিকট না নিয়ে এসো; فَإِن-তবে যদি;
عِنْدِي-তোমাদের জন্য; كَيْلَ-কোনো বরাদ্দ; لَا-আমার নিকটবর্তী হবে না; تَقْرَبُونِ-আমার নিকট;

قَالُوا-তারা বললো; سُرَّادُودَ-আমরা শীঘ্রই রাযী করাতে চেষ্টা করবো; عَنْهُ-তার সম্পর্কে; أَبَاهُ-আমরা;
إِنَّا-আমরা; لَفَاعِلُونَ-তা করবো; وَقَالَ-আমি; لِفَتْنِهِ-তোমরা রেখে দাও;

اجْعَلُوا-তোমরা রেখে দাও; لَعَلَّهُمْ-তাদের পুঁজি; يَعْرِفُونَهَا-তা জানতে পারে; إِذَا-যখন;
انْقَلَبُوا-তারা ফিরে যাবে; إِلَى-নিকট; أَهْلِهِمْ-তাদের পরিজনদের;

بِضَاعَتِهِمْ-তাদের রসদপত্রের; فِي رِحَالِهِمْ-তাদের পুঁজি; لَعَلَّهُمْ-তাদের পুঁজি; يَعْرِفُونَهَا-তা জানতে পারে; إِذَا-যখন;
انْقَلَبُوا-তারা ফিরে যাবে; إِلَى-নিকট; أَهْلِهِمْ-তাদের পরিজনদের;

যাকে তারা কুপে ফেলে দিয়েছিল সে যে মিসরের ক্ষমতায় আসীন এটা তাদের ধারণাভীর্ষ
ব্যাপার ছিল।

৫৪. এখানে একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। ইউসুফ (আ)-তাদের
ছোট ভাইকে নিয়ে আসার কথা কোনো প্রসঙ্গ ছাড়া বলতে পারেন না। আর প্রসঙ্গ এটাই

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٣﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا بَانَا مَنَعَ

সম্ভবত তারা আবার ফিরে আসবে। ৬৩. অতপর তারা যখন তাদের পিতার নিকট ফিরে গেলো, তারা বললো—হে আমাদের পিতা ! নিষিদ্ধ করা হয়েছে

مِنَّا الْكَيْلَ فَأَرْسَلْنَا مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿٦٤﴾

আমাদের বরাদ্দ ; অতএব আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন আমাদের ভাইকে তাহলে আমরা বরাদ্দ পাবো ; আর আমরা অবশ্যই তার হিফায়তকারী।

﴿٦٥﴾ قَالَ هَلْ أُمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ

৬৪. তিনি বললেন—আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে সেরূপ বিশ্বাস করবো, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের সম্পর্কে তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম ;

فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٦٦﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ

আসলে আল্লাহ-ই সর্বোত্তম হিফায়তকারী ; আর তিনিই দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

৬৫. অতপর যখন তারা তাদের আসবাবপত্র খুললো

لَعَلَّهُمْ -সম্ভবত তারা ; يَرْجِعُونَ-আবার ফিরে আসবে। ﴿٦٣﴾ فَلَمَّا-অতপর যখন ;

قَالُوا -তারা বললো ; أَبِيهِمْ-(অব+হঁ) -তাদের পিতার ; نَكْتَلُ -

আমাদের সাথে ; الْكَيْلُ -বরাদ্দ ; فَأَرْسَلْنَا -অতএব পাঠিয়ে দিন ;

مَعَنَا -আমাদের সাথে ; أَخَانَا -আমাদের ভাইকে ; نَكْتَلُ -আমরা বরাদ্দ পাবো ;

إِنَّا -আমরা অবশ্যই ; لَهُ -তার ; لَحَفِظُونَ -হিফায়তকারী। ﴿٦٤﴾ قَالَ -তিনি

বললেন ; عَلَيْهِ -আমি কি তোমাদেরকে বিশ্বাস করবো ? هَلْ أُمْنُكُمْ-(হল+অমন+কম) -

তারা সম্পর্কে ; إِلَّا كَمَا -সেরূপ যেমন ; أَمْنُتُكُمْ-(অম+অন্+কম) -বিশ্বাস করেছিলাম ;

مِن قَبْلُ -ইতিপূর্বে ; أَخِيهِ-(অখি+হঁ) -তার ভাইয়ের ; عَلَى -সম্পর্কে ;

فَاللَّهُ -আসলে আল্লাহ-ই ; خَيْرٌ -উত্তম ; حِفْظًا -হিফায়তকারী ; وَهُوَ -তিনি ;

أَرْحَمُ -সর্বশ্রেষ্ঠ ; الرَّحِيمِينَ -দয়ালুদের। ﴿٦٥﴾ وَلَمَّا -অতপর ; فَتَحُوا -যখন ;

مَتَاعَهُمْ -তাদের আসবাবপত্র ;

হতে পারে যে, তারা তাদের অনুপস্থিত পিতা ও ভাইয়ের জন্য শস্যের বরাদ্দ প্রার্থনা করেছিল। সে জন্য ইউসুফ (আ) হয়তো তাদের পিতা বৃদ্ধ ও অন্ধ হওয়ার কারণে

وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رَدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَانَا مَا نَبْغِي

তারা পেয়ে গেলো তাদের পুঁজি, যা তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে ;

তারা বললো—হে আমাদের পিতা, আমরা আর কি আশা করি

هٰذَا بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا

(দেখুন) এই আমাদের মূলধন, আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে ; আমরা আবার আমাদের পরিবারকে রসদ এনে দেবো এবং আমাদের ভাইয়ের হিফায়তও করবো

وَنَزَّدَا دُكَيْنًا بَعِيرٌ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيرٌ ﴿٣٨﴾ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ

আর আমরা অতিরিক্ত এক উটের বোঝাই (রসদ) আনবো, এ পরিমাণ (রসদ আনা)-তো খুবই সহজ।

৬৬. তিনি (পিতা) বললেন, আমি কখনো তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না।

حَتَّى تُؤْتُوا مَوْتَعًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكَرٍّ

যতক্ষণ না তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে ওয়াদা দাও যে, তোমরা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবে আমার নিকট, যদি না তোমাদেরকে নিরুপায় করে ফেলা হয় ;

ফেরত - رُدْتُ ; (بِضَاعُهُمْ)-তাদের পুঁজি ; (بِضَاعُهُمْ)-তারা পেয়ে গেলো ; وجدُوا-দেয়া হয়েছে ; (يَا+أَبَا+نَا)-يَا أَبَانَا ; তারা বললো ; قَالُوا ; (الْيَهُم)-আমাদের পিতা ; مَا ; (بِضَاعُهُ)-بِضَاعَتُنَا ; এই-هَذِهِ ; (وَمَتِّعُ)-وَمَتِّعُ ; আমাদেরকে ; الْيَتَا ; (وَدَّتْ)-আমাদের মূলধন ; (وَدَّتْ)-আমাদের দেয়া হয়েছে ; (أَهْلُ+نَا)-أَهْلُنَا ; আমাদের পরিবারকে ; (وَمَتِّعُ)-আমরা আবার রসদ এনে দেবো ; (وَمَتِّعُ)-আমাদের ভাইয়ের ; (وَمَتِّعُ)-আর ; (وَمَتِّعُ)-অতিরিক্ত আনবো ; (وَمَتِّعُ)-পরিমাণ (রসদ) ; (وَمَتِّعُ)-এক উটের বোঝাই ; (وَمَتِّعُ)-তিনি বললেন ; (وَمَتِّعُ)-এতো ; (وَمَتِّعُ)-পরিমাণ (রসদ আনা) ; (وَمَتِّعُ)-খুবই সহজ । ﴿٦﴾ (وَمَتِّعُ)-আমি কখনো তাকে পাঠাবো না ; (وَمَتِّعُ)-তোমাদের সাথে ; (وَمَتِّعُ)-যতক্ষণ না ; (وَمَتِّعُ)-আমাকে দাও ; (وَمَتِّعُ)-ওয়াদা ; (وَمَتِّعُ)-আল্লাহর নামে যে, (وَمَتِّعُ)-তোমরা অবশ্যই আমার নিকট ফিরিয়ে আনবে ; (وَمَتِّعُ)-তাকে ; (وَمَتِّعُ)-যদি না ; (وَمَتِّعُ)-নিরুপায় করে ফেলা হয় ; (وَمَتِّعُ)-তোমাদেরকে ;

অনুপস্থিত থাকার কথা মেনে নিলেও তাদের ছোট ভাইয়ের অনুপস্থিতির ব্যাপার মেনে নেননি। তাই তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন—পরবর্তীতে তোমাদের ভাইকে উপস্থিত না করলে তোমাদেরকে আর কোনো বরাদ্দ দেয়া হবে না এবং তোমাদেরকে বিশ্বাসও

فَلَمَّا أَتَوْهُ مُوْتَقِعْمَهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيَّ مَا نَقُوسٌ وَلَوْ وَكَيْلٌ ۝

অতপর তারা যখন তাঁকে ওয়াদা দিল, তিনি বললেন, আমরা যা বলছি তার কর্ম বিধায়ক একমাত্র আল্লাহ।

وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا ۝

৬৭. আর তিনি বললেন—হে আমার পুত্রগণ! তোমরা সবাই এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না বরং তোমরা প্রবেশ করো

مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۝

ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে^{৬৭}; আর আমি তো তোমাদের ব্যাপারে কোনো বিষয়ে আল্লাহর (বিধিলিপি) থেকে বেপরওয়া নয়;

إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো ফায়সালার অধিকার নেই; আমি তাঁর উপরই ভরসা করি; আর ভরসাকারীদের তাঁর উপরই ভরসা করা উচিত

فَلَمَّا-অতপর; أَتَوْهُ-(আতাহ)-তারা তাঁকে দিল; مُوْتَقِعْمَهُ-(মুত্বাহ-ম)-তাদের ওয়াদা; قَالَ-তিনি বললেন; اللَّهُ-ই একমাত্র; عَلَيَّ-উপর; يَا-যা; نَقُوسٌ-আমরা বলছি; وَكَيْلٌ-কর্ম বিধায়ক। ৬৭-আর; يَبْنِي-হে আমার পুত্রগণ; لَا-তোমরা সবাই প্রবেশ করো না; مِن بَابٍ-(মিন+বাব)-দরজা দিয়ে; وَاحِدٍ-এক; وَادْخُلُوا-প্রবেশ করো; أَبْوَابٍ-(মিন+আবাব)-দরজা দিয়ে; مُّتَفَرِّقَةٍ-ভিন্ন ভিন্ন; وَمَا أَغْنَىٰ-আমি তো বেপরওয়া নয়; عَنْكُم-তোমাদের ব্যাপারে; مِنَ اللَّهِ-আল্লাহর (বিধিলিপি) থেকে; مِن شَيْءٍ-কোনো বিষয়ে; الْحُكْمَ-কোনা ফায়সালার অধিকার নেই; لِلَّهِ-ছাড়া করা; عَلَيْهِ-তাঁর উপরই; تَوَكَّلْتُ-আমি ভরসা করি; وَ-আর; عَلَيْهِ-তাঁর উপরই; الْمُتَوَكِّلُونَ-ভরসাকারীদের।

করা হবে না। তাছাড়া তাঁর আপন ভাইকে দেখার জন্যও তাঁর মনে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়েছিল, যদিও তিনি তা প্রকাশ করতে পারছিলেন না।

৫৫. আল্লাহর প্রতি অটল ও অগাধ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ইয়াকুব (আ) ইউসুফের ভাইকে তাঁর সৎভাইদের সাথে পাঠাতে শংকা বোধ করছিলেন। আর সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

﴿٥٥﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ

৬৮. অতপর তারা যখন প্রবেশ করলো যেখান থেকে তাদের পিতা প্রবেশ করতে আদেশ দিয়েছিল। তা তাদের কাজেই আসলো না

مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبُ قَضَاهُ

কোনো প্রকার আত্মাহর (বিধিলিপি) থেকে, ইয়াকুবের মনের একটা বাসনা ছাড়া,
যা তিনি পূরণ করেছেন মাত্র ;

وَإِنَّهُ لَدُوٌّ عَلَيْهِمْ لَمَّا عَلِمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥

আর নিশ্চয়ই আমি তাঁকে যে ইলুম দান করেছিলাম তাতে তিনি অবশ্যই জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ-ই তা জানে না।^{৬৬}

১১-অতপর ; যখন-لَمَّا ; তারা প্রবেশ করলো ; مِنْ-যেখান-حَيْثُ ; দিয়ে-أَمَرَهُمْ (প্রবেশ করতে) ; (আবু+হম)-أَبُوهُمْ ; আদেশ দিয়েছিল তাদেরকে ; (আবু+হম)-أَمَرَهُمْ ; তাদের পিতা ; مَا-তা আসলো না ; كَانَ-তাদের-عَنْهُمْ ; থেকে-مِنْ ; اللَّهُ ; আল্লাহর (বিধিলিপি) ; مِنْ-কোনো-شَيْءٍ ; -حَاجَّةٌ-একটি বাসনা ; -الْأَيُّ-আর ; -فِي-মনের-نَفْسٍ-ইয়াকুবের ; -قَضَاهَا-যা তিনি পূরণ করেছেন মাত্র ; -لَهُ-নিশ্চয়ই তিনি-لَمْ-জানী ছিলেন-عِلْمُهُ ; -النَّاسِ-অধিকাংশ-كَثَرٌ ; -وَلَكِنْ-কিন্তু ; -يَعْلَمُونَ-তাই জানে না-لَا

হিসেবে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ এক সাথে এগার জন লোক একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে তাদের সন্দেহের চোখে দেখা হতে পারে। কারণ ইয়াকুব (আ)-এর পরিবার মিসরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে স্বাধীন গোত্র তথা উপজাতিদের মত বসবাস করতো। আর দুর্ভিক্ষের সময় উপজাতিরা মিসরের সুসভ্য এলাকায় এসে লুণ্ঠতরাজ করতে পারে এ ধরনের সন্দেহ করা অমূলক ছিল না। আর তাই তিনি ছেলেদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করার পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে করে তাদের প্রতি এ ধরনের সন্দেহের কোনো সুযোগ সৃষ্টি না হয়।

৫৬. এখানে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাহলো দুনিয়ার জীবনের প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুসারে ছেলেদের হিফাযতের জন্য বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা যতটুকু করা দরকার তা করতে ইয়াকুব (আ) ঐটি করেননি ; কিন্তু সাথে সাথে তাদেরকে এটাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা পূরণে কোনো মানবীয় প্রতিরোধ কার্যকরী হয় না আসল হিফাযত

তো আল্লাহর হাতে, কেবলমাত্র তাঁর রহমতের উপরই ভরসা করা মু'মিনের কর্তব্য। বৈষয়িক জীবনের বাহ্যিক দিক মানুষের কাছে এক প্রকার চেষ্টা-সাধনা দাবী করে বটে, কিন্তু এর পশ্চাতে যে শক্তির ইশারায় সকল কাজ সংঘটিত হয়, তাতে এসব চেষ্টা-সাধনা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। তাই মানুষের কর্তব্য হলো বৈষয়িক জীবনের দাবী অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনাতো সে করবে ; কিন্তু সর্বোপরি তার তাওয়াক্কুল তথা নিরংকুশ ভরসা থাকবে আল্লাহর উপর। আসলে এ ব্যাপারটাই অধিকাংশ লোক জানে না। তারা মনে করে যে, আমাদের চেষ্টা-সাধনা ও প্রত্নতি-ই আমাদেরকে কামিয়াবী দান করবে।

৮ম রুকু' (৫৮-৬৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সংকটময় অর্থনৈতিক অবস্থায় অত্যাবশ্যক ও মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া সরকারের কর্তব্য।

২. দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইউসুফ (আ)-এর নিজেকে পিতা ও ভাইদের থেকে আড়ালে রাখা এবং তাঁর পিতার পক্ষ থেকেও তাঁর যথাযথ খোঁজ-অনুসন্ধান না চালানো—এসবই ছিল আল্লাহর ইশারা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে তাঁর পরীক্ষায় পূর্ণতা দান করেছিলেন।

৩. সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেউ কোনো অপরাধ করে ফেললে পিতার কর্তব্য হলো—তাকে শিক্ষা ও সদুপদেশ দানের মাধ্যমে সংশোধনের পথে নিয়ে আসা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের আশা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্কচ্ছেদ না করা।

৪. সন্তান-সন্ততির সংশোধনের ব্যাপারে ইয়াকুব (আ) অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করার ক্ষেত্রেও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

৫. কোনো মানুষের ওয়াদা ও নিরাপত্তার আশ্বাসের উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করা ঠিক নয়। প্রকৃত ভরসা শুধু আল্লাহর উপরই হওয়া উচিত। কারণ সত্যিকার কার্যনির্বাহী ও কার্যকরণের স্রষ্টা একমাত্র তিনিই।

৬. কোনো মানুষকে তার পক্ষে সাধ্যাতীত কোনো ব্যাপারে শপথ দেয়া উচিত নয় ; বরং তার সাথে 'সাধ্যানুযায়ী' শর্ত জুড়ে দেয়া উচিত। আর এ জন্য রাসূলে কারীম স. সাহাবায়ে কিরামের থেকে আনুগত্যের শপথ নেয়ার সময় নিজেই তাতে সাধ্যের শর্ত জুড়ে দিতেন অর্থাৎ তার ভাষা হতো এরূপ—“আমরা সাধ্যানুযায়ী আপনার পুরোপুরি আনুগত্য করবো।”

৭. সম্ভাব্য কোনো বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা কোনো দৃশ্য-অদৃশ্য বিপদাশংকা থেকে মুক্ত থাকার জন্য পূর্ব প্রত্নতি গ্রহণ করা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের বিরোধী নয়।

৮. আশ্বিয়ায়ে কিরাম ও রাসূলুল্লাহ স.-এর শিক্ষা হলো—প্রত্যেক কাজে মূল ভরসা করতে হবে আল্লাহর উপর এবং বাহ্যিক ও উপায় উপকরণকে উপেক্ষা না করে সাধ্যানুযায়ী বৈধ উপায়-উপকরণ ব্যবহার করবে।



সূরা হিসেবে রুক'-৯

পারা হিসেবে রুক'-৩

ଆସ୍ଥାତ ସଂଖ୍ୟା-୧୧

﴿٥٠﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ

৬৯. আর যখন তারা ইউসুফের নিকট উপস্থিত হলো, তিনি কাছে টেনে নিলেন তাঁর ভাইকে এবং বললেন—আমি অবশ্যই তোমার ভাই

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾ فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ

অতএব তুমি দুঃখ করো না, তারা যা করতো সে সম্পর্কে^{৭৭}। ৭০. অতপর যখন তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন তাদের রসদপত্র,

جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مَوْذِنًا يَسْتَمَا الْعِيرَ

তিনি রেখে দিলেন পানপাত্র তাঁর ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে^{৫৮}, তারপরই একজন ঘোষক ঘোষণা করে দিল, হে কাফেলা !

- يُونُسَ - نিকট; عَلَيَّ - উপস্থিত হলো; تَارَا - دخلُوا; يَخْن - لَمَّا; وَ- (১১)
 - تَارَ - (اخا+ه) - اخَاهُ; تَارَ - كَاهَهُ; تَارَ - اَوَى; ইউসুফের;
 - (اخو+ك) - اخُوكَ; اَنَا - আমি; اِنِّي - অবশ্যই আমি; قَالَ - তিনি বললেন;
 - سَ - بِمَا; تَارَ - (ف+لا تَبْتَئِسْ) - (ف+لا تَبْتَئِسْ) - তুমি দুঃখ করো না;
 - سَ - بِمَا; تَارَ - (ف+لَمَّا) - (ف+لَمَّا) - তুমি যখন;
 - تَارَ - (ب+جهاز+هم) - بِجَهَازِهِمْ; তাদেরকে ব্যবস্থা করে দিলেন;
 - تَارَ - (ال+سَقَايَةِ) - السَّقَايَةِ; তাকে পানপাত্র;
 - تَارَ - (م+فِي) - فِي; তাকে মধ্যে;
 - تَارَ - (م+رَحْل) - رَحْل; তাকে মালপত্রের;
 - تَارَ - (ه+اَخِي) - اَخِيهِ; তাকে ভাইয়ের;
 - تَارَ - (ه+اَبَتْهَا) - اَبَتْهَا; তাকে একজন ঘোষক;
 - تَارَ - (ه+اَبَتْهَا) - اَبَتْهَا; তাকে একজন ঘোষক;

৫৭. ইউসুফ (আ)-এর একবার মাধ্যমে ফুঁটে উঠেছে যে, তিনি সুদীর্ঘকাল পরে ভাইয়ের সাথে মিলিত হয়ে তার নিকট নিজের এ অবস্থায় পৌঁছা পর্যন্ত সকল ঘটনা-ই বর্ণনা করেছেন। আর ভাইয়ের নিকট থেকেও সৎ ভাইদের অসদাচরণের ব্যাপারে অবগত হয়েছেন। তাই তিনি ভাইকে সান্ত্বনা দিয়ে উল্লিখিত কথাগুলো বলেছেন।

৫৮. তৎকালীন মিসরের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে ইউসুফ (আ) তাঁর সহোদর ভাইকে নিজের নিকট রেখে দেয়ার কোনো সুযোগ ছিল না, অপরদিকে ভাইও যালিম ভাইদের

إِن كُمْ لَسْرِقُونَ ﴿٩١﴾ قَالُوا وَاقْبَلْ—وَأَعْلَمِهِمْ مَاذَا تَفْعَلُونَ ۝

নিশ্চয়ই তোমরা চোর। ৯১. তারা বললো তাদের প্রতি লক্ষ্য করে—তোমরা কি হারিয়েছো ?

قَالُوا نَفْقَدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ

৯২. তারা বললো—আমরা বাদশাহর পানপাত্র হারিয়েছি ; আর যে কেউ তা এনে দেবে তার জন্য এক উটের বোঝাই (রসদ) থাকবে এবং আমিই তার

زَعِيمٌ ﴿٩٣﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمَا لِنَفْسِنَا فِي الْأَرْضِ

যামিন। ৯৩. তারা বললো—আল্লাহর কসম, তোমরা তো নিসন্দেহে জানো, আমরা এদেশে দুর্কর্ম করতে আসিনি

وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٩٤﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كُنْزِي يٰسَ—

এবং আমরা চোরও নই। ৯৪. তারা (বাদশাহর লোকেরা) বললো—তবে তার শাস্তি কি হবে, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও ?

তারা - قَالُوا ﴿٩١﴾ -চোর (ল+সরِقُونَ)-নিশ্চয়ই তোমরা (অন+কম)-ই তোমরা বললো ; تَفْقَدُونَ -তোমরা -কি- مَاذَا ; -তাদের প্রতি- عَلَيْهِمْ ; -লক্ষ্য করে- وَقْبَلُوا ; -তোমরা হারিয়েছো- نَفْقَدُ -তারা বললো- قَالُوا ﴿٩২﴾ ; -আমরা হারিয়েছি- نَفْقَدُ ; -পানপাত্র- صَوَاعَ ; -এনে- جَاءَ ; -তার জন্য যে কেউ- لِمَنْ (অন+কম)-আর- وَ-বাদশাহর- الْمَلِكِ (অন+কম)-আমিই- أَنَا ; -এবং- وَ-এক উটের- بِعِيرٍ ; -বোঝাই (রসদ)- حِمْلٌ ; -তা- بِهِ ; -দেবে- دَعِيمٌ ; -তোমরা হারিয়েছো- نَفْقَدُ ; -আল্লাহর কসম- تَاللَّهِ ; -তোমরা বললো- قَالُوا ﴿٩৩﴾ ; -যামিন- زَعِيمٌ ; -তোমরা তো নিসন্দেহে জানো- عَلِمْتُمْ ; -দুর্কর্ম- لِنَفْسِنَا ; -আমরা আসিনি- جِئْتُمَا ; -এদেশে- فِي الْأَرْضِ ; -আমরা নই- مَا كُنَّا ; -চোর- سَارِقِينَ ﴿٩৪﴾ ; -তবে কি হবে- فَمَا ; -তার শাস্তি- جَزَاؤُهُ (অন+কম)-তোমরা বললো- قَالُوا ; -যদি- إِنْ ; -কিন্তু- كُنْتُمْ ; -মিথ্যাবাদী- كَذِبِينَ ।

সাথে ফিরে যেতে চাচ্ছিল না, তাই ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করেই তার রসদপত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দেয়ার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। পূর্বাপর আয়াত থেকে এ ইংগিত পাওয়া যায়।

৫৯. ইউসুফ (আ)-এর গৃহীত এ কৌশলে রাজকর্মচারীদেরকে তিনি শামিল করেছিলেন এবং কাফেলার এ লোকদের উপর চুরির মিথ্যা অভিযোগ আনতে তাদেরকে বলেছিলেন

٩٥) قَالُوا جَزَاءُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَمَوْجَزَاءُ، كَذَلِكَ نَجْزِي

৭৫. তারা বললো—তার শাস্তি যার রসদপত্রের মধ্যে তা পাওয়া যাবে সে-ই হবে তার বিনিময় ; এভাবেই আমরা শাস্তি দিয়ে থাকি ।

الظَّالِمِينَ ﴿١٥﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وُعَاةِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا

—সীমালংঘনকারীদেরকে^{৬০}। ৭৬. অতপর সে তাদের মালপত্র তালিশ করা শুরু করলো তার ভাইয়ের মালপত্র তালিশ করার আগে, তারপর তা বের করলো

مِنْ وَّعَاءٍ أَخِيهِ كُلُّكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ

তার ভাইয়ের মালপত্র থেকে ; এভাবেই আমি কৌশল করে দিয়েছিলাম ইউসুফের জন্য^{৬১} ; তার পক্ষে আটক করা শোভনীয় ছিলনা

أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ

তার ভাইকে বাদশাহর আইন অনুযায়ী, যদি না আব্বাহ ইচ্ছা করতেন^{৬২};
আমি মর্যাদা বাড়িয়ে দেই

৩৭-মধ্যে; فَيُ-যাওয়া যাবে; وَجَدَ-যার; مِنْ-তার শাস্তি; جَزَاؤُهُ-তার বললো; تَارَا-তারা; قَالُوا ۖ
 ; اَبْرَاهِيمَ-এভাবেই; كَذَلِكَ-তার বিনিময়; جَزَاؤُهُ-সে-ই হবে; فَهُوَ-রসদপত্রের; رَحْلِهِ
 (ফ+বদা)-فَبَدَأَ ۙ। ৩৮-আমি শাস্তি দিয়ে থাকি; الظَّالِمِينَ-সীমালংঘনকারীদেরকে; تَجَزَّى
 -অতপর সে শুরু করলো; (ب+আওয়ে+হম)-بِأَوْعِيَّتِهِمْ-তাদের মালপত্র তালাশ করা;
 -তুম্; (أَخِي+হ)-أَخِيهِ-তার ভাইয়ের; (أَخِي+হ)-أَخِيهِ-তার ভাইয়ের; (أَخِي+হ)-أَخِيهِ-তার ভাইয়ের;
 -তারপর; (أَخِي+হ)-أَخِيهِ-তার ভাইয়ের; (أَخِي+হ)-أَخِيهِ-তার ভাইয়ের; (أَخِي+হ)-أَخِيهِ-তার ভাইয়ের;
 -আমি কৌশল করে দিয়েছিলাম; كَذَلِكَ-এভাবেই; كَذَلِكَ-এভাবেই; كَذَلِكَ-এভাবেই;
 -তার পক্ষে আটক করা; لِيَأْخُذَ-ইউসুফের জন্য; (ل+ইউসুফ)-لِيُؤْسَفَ
 -বাদশাহর; الْمَلِكِ-আইন অনুযায়ী; فَيُ-আইন অনুযায়ী; فَيُ-আইন অনুযায়ী;
 -আমি বাড়িয়ে দেই; نَرْفَعُ-আল্লাহ; إِنْ يَشَاءَ-যদি না; إِنْ يَشَاءَ-যদি না; إِنْ يَشَاءَ-যদি না;
 -মর্যাদা; دَرَجَتٍ

এমন কোনো ইংগিত পূর্বাপর কোনো আয়াত থেকে পাওয়া যায় না। বরং যা বুঝা যায় তাহলো—ভাইয়ের সম্মতিতেই পানপাত্রটি অতি সংগোপনে তার রসদপত্রের মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছিল। পরে পাত্রটি যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন ধারণা করা হয়েছে যে, এখানে উপস্থিত কাফেলার লোকেরাই এ কাজ করেছে।

مِنْ نَّسَاءٍ ۖ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٩٦﴾ قَالُوا إِن يَسْرِقَ

যাকে চাই ; আর প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছেন সর্বজ্ঞানী ।

৭৭. তারা বললো, যদি সে ছুরি করে থাকে

فَقَدْ سَرَقَ أَحَدٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَاسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ

তবে নিঃসন্দেহে তার ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল^{৩০} ; কিন্তু ইউসুফ তা আপন
মনে গোপন করে রাখলো

- ذِي عِلْمٍ ; শ্রোতব্যক ; كُلِّ - উপরে ; فَوْقَ ; آو - চাই ; نَشَأَ ; مَاكَ -
জ্ঞানীর ; عِلْمٍ - সর্বজ্ঞানী ۞ (৭৭) قَالُوا - তারা বললো ; إِنْ - যদি ; يَسْرِقُ - সে চুরি করে
থাকে ; فَقَدْ سَرَقَ - (ফ+قد+سرق)-তবে নিসন্দেহে চুরি করেছিল ; ۱-ভাই ; ۲-তার ;
- يُوَسِّفُ ; إِنْ - ইতিপূর্বে ; فَاسْرَهَا - (ফ+اسر+ها)-কিন্তু তা গোপন করে রাখলো ;
- يُؤَسِّفُ ; (فِي+نفس+ه)-আপন মনে ;

৬০. ইউসুফ (আ)-এর সৎ ভাইয়েরা মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী ছিল। তারা চুরির অপরাধের যে শাস্তির কথা বলেছে তা ইবরাহীম (আ)-এর শরীয়তের আইন ছিল।

৬১. এখানে আল্লাহর কৌশল দ্বারা যেদিকে ইংগিত করা হয়েছে তাহলো—যাদেরকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাদের নিকট চুরির শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং তাদের মতানুসারেই শাস্তি নির্ধারণ করা। তারা চুরির শাস্তি হিসেবে যে বিধান দিয়েছে তা ছিল ইবরাহীম (আ)-এর শরীয়তের বিধান। নচেৎ মিসরের প্রচলিত আইন অনুসারে চুরির অপরাধে চোরকে মালের মালিকের দাস বানিয়ে দেয়ার বিধান ছিল না।

৬২. এখানে ‘দীন’ শব্দ দ্বারা তৎকালীন মিসরের দেশীয় আইনকে বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা দীনের ব্যাপকতা প্রকাশ পেয়েছে। যেসব লোক ‘দীন’-কে কিছু নির্দিষ্ট আকীদা অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়, এ আয়াত তাদের বিপরীত মত প্রকাশ করছে। ‘দীন’ দ্বারা মানবীয় সমাজ-সভ্যতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন-আদালত প্রভৃতি বিষয়গুলো সবই বুঝায়। এসব লোকের ধারণা হলো—নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত ও কিছু কিছু তাসবীহ-তাহলীল এবং নাফলিয়াতের মধ্যেই ‘দীন’ সীমাবদ্ধ। এসবের বাইরে জীবনের বৃহত্তর অংশের সাথে দীনের কোনো সম্পর্কই নেই; সেগুলো দুনিয়াবী কাজ। আসলে ‘দীন’ সম্পর্কে এ ধারণা একেবারেই গুমরাহীমূলক। দুনিয়ার নেতৃত্ব থেকে মুসলমানদের অপসারিত হওয়া এবং ইসলামী আদর্শের পুন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে মুসলমানদের দূরে থাকার মূলেও এ ভুল ধারণা কার্যকর রয়েছে। সুতরাং সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলোতে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ ও রাসুলের বিধান চালু না হবে, ততদিন পর্যন্ত ইসলামকে পূর্ণাংগভাবে পালন করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। আর জাহেলী

وَلَمَّا يَبْدُهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۝

এবং তাদের কাছে তা প্রকাশ করলো না ; সে (মনে মনে,) বললো—তোমাদের অবস্থানতো অত্যন্ত মন্দ ; তোমরা যে বিবরণ পেশ করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ-ই সর্বাধিক জ্ঞাত ।

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا ۝

৭৮. তারা বললো—হে আযীয^{৭৮} ! তার পিতা-তো খুবই বৃদ্ধ, অতএব আপনি আমাদের একজনকে রেখে দিন

مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ

তার স্থলে ; আমরা আপনাকে নিশ্চিত নেক লোকদের শামিল দেখতে পাচ্ছি ।

৭৯. সে বললো, আল্লাহর আশ্রয় (চাচ্ছি) যে, আমরা রেখে দেবো

-قَالَ ; তাদের কাছে ; لَهُمْ-(لم يبد+ها)-তা প্রকাশ করলো না ; وَلَمَّا-এবং ; يَبْدُهَا-সে (মনে মনে) বললো ; أَنْتُمْ-তোমাদের ; شَرُّ-অত্যন্ত মন্দ ; مَكَانًا-অবস্থানতো ; اللَّهُ-আল্লাহ ; أَعْلَمُ-সর্বাধিক জ্ঞাত ; بِمَا-সে সম্পর্কে যে ; تَصِفُونَ-তোমরা বিবরণ পেশ করছো । قَالُوا-তারা বললো ; يَا أَيُّهَا-হে ; الْعَزِيزُ-আযীয ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; لَهُ-তার ; أَبًا-পিতা ; شَيْخًا-বৃদ্ধ ; كَبِيرًا-খুবই ; فَخُذْ-(ف+خذ)-অতএব ; أَحَدَنَا-আমাদের একজনকে ; مَكَانَهُ-(مكان+ه)-তার স্থলে ; إِنَّا-আমরা নিশ্চিত ; نَرِيكَ-আপনাকে দেখতে পাচ্ছি ; مِنَ-শামিল ; الْمُحْسِنِينَ-নেক লোকদের । قَالَ-সে বললো ; مَعَاذَ-আশ্রয় (চাচ্ছি) ; اللَّهُ-আল্লাহর ; أَن-যে ; نَأْخُذَ-আমরা রেখে দেবো ;

সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে বসবাস করে শুধুমাত্র নামায-রোযা ও তাসবীহ-তাহলীল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাও কোনো দীনদারী হতে পারে না । إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ । এবং আয়াতদ্বয়ে যে দীনের কথা বলা হয়েছে, তা শুধুমাত্র নামায-রোযার মধ্যেই সীমিত নয়; বরং মানুষের পূর্ণ জীবনব্যবস্থাকেই বুঝানো হয়েছে ।

৬৩. ইউসুফ (আ)-এর সৎ ভাইদের মানসিকতা তাদের উল্লিখিত উক্তি থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে । ইতিপূর্বে তারা বলেছিল যে, আমরা চোর নই ; কিন্তু যখন তাদের এক ভাইয়ের নিকট পানপাত্রটি পাওয়া গেল তখন নিজেদের লাঞ্ছনা ঢাকার জন্য সেই ভাই থেকে নিজেদেরকে আড়াল করে নেয়ার চেষ্টা করলো । অধিকন্তু তার সাথে তার বড় ভাইকেও জড়িয়ে দিল । এ ধরনের আচরণের কারণেই ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইকে তার সৎভাইদের সাথে যেতে দিতে অনাগ্রহী ছিলেন ।

إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ۝

তাকে ছাড়া অন্যকে যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি^{৬৪} (এরূপ করলে) আমরা তো তখন সীমালংঘনকারীদের শামিল হয়ে যাবো।

৬৪-তাকে ছাড়া অন্যকে ; مَنْ-যার ; وَجَدْنَا-আমরা পেয়েছি ; مَتَاعَنَا-(متاع+না)-আমাদের মাল ; عِنْدَهُ-তার নিকট ; إِنَّا-আমরা অবশ্যই ; إِذَا-এরূপ করলে তখন ; لَظَالِمُونَ-সীমালংঘনকারীদের শামিল হয়ে যাবো।

৬৪. ‘আযীয’ শব্দটি কোনো পদের নাম নয়। এ শব্দটি শুধুমাত্র ক্ষমতাধর অর্থে ব্যবহৃত হতো। তৎকালীন মিসরে বড় লোকদেরকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হতো। আমাদের মধ্যে একটিই ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, মিসরের বাদশাহর মৃত্যুর পর বাদশাহর স্ত্রী যুলাইখার সাথে ইউসুফ (আ)-এর বিবাহ হয়েছে এবং যুলাইখার স্বামী যে পদে আসীন ছিল সেই পদেই ইউসুফ (আ) আসীন হয়েছেন। আসলে এ ধরনের কাহিনীর কোনো ভিত্তি কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসে নেই। ইউসুফ (আ)-কে তাঁর ভাইদের ‘আযীয’ বলে সম্বোধন করা থেকেই এ ধরনের কাহিনী রচিত হয়েছে।

৬৫. এখানে ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়েছেন—অর্থাৎ ‘যার নিকট থেকে আমাদের মাল পাওয়া গিয়েছে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আটক করা তো আমাদের ফায়সালা অনুযায়ীও অন্যায়। সুতরাং আমরা তা করতে পারি না।’ এখানে লক্ষণীয় যে, ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইকে সরাসরি ‘চোর’ না বলে বলেছেন “যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি”। শরয়ী পরিভাষায় এটাকে ‘তাওরিয়া’ বলে। কোনো ময়লুমকে যালিমের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অথবা কোনো বড় যুল্মকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রকৃত ব্যাপারকে আড়ালে রেখে কথাকে এমনভাবে পেশ করা যাকে সরাসরি মিথ্যা বলা যায় না। অথচ প্রকৃত ব্যাপারটি আড়ালে থেকে যাওয়ার কারণে ময়লুমও বেঁচে যায়। একজন আদর্শবাদী চরিত্রবান লোকের পক্ষে এরূপ করা তখন সম্পূর্ণ জায়েয যখন এ ছাড়া যুল্ম প্রতিরোধের কোনো উপায় থাকে না।

ইউসুফ (আ) তাঁর সহোদর ভাইকে সৎভাইদের যুল্ম থেকে বাঁচানোর জন্য ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করে তার রসদপত্রের মধ্যে পানপাত্রটি রেখে দিলেন, পরে যখন রাজ কর্মচারীরা তাদেরকে ধরে নিয়ে আসলো, তখন তাঁর সৎভাইদের দেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সহোদর ভাইকে আটক রাখা সাব্যস্ত হয়ে গেল। অতপর তাঁর সৎভাইয়েরা যখন তার পরিবর্তে তাদের একজনকে আটক রাখার প্রস্তাব দিল তখন তিনি তাদেরকে উত্তর দিলেন যে, তোমাদের দেয়া বিধান মতেই তো—যার নিকট মাল পাওয়া গিয়েছে তাকে ছাড়া অন্যকে আটক রাখা যায় না। কাজেই আমরা একমাত্র তাকেই আটকে রাখবো। আমাদের প্রিয় নবী (স)-এর জীবনেও যুদ্ধ জিহাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের ‘তাওরিয়া’ তথা

কৌশল অবলম্বনের উদাহরণ পাওয়া যায়—যাকে নৈতিক বিচারে কোনো মতেই অন্যায় বলার কোনো দলীল নেই।

৯ম সূরার (৬৯-৭৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইউসুফ (আ) সহোদর ভাইকে নিজের নিকট রাখার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা তাঁর ভাইয়ের সম্বন্ধেই হয়েছে এবং আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছে। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা একজন নবীর পক্ষে অশোভনীয় মনে হলেও মূলত এটা কোনো অন্যায় কাজ ছিল না।

২. ইয়াকুব (আ)-এর ছেলেরা ইবরাহীমের বিধান অনুসারেই চুরির শাস্তির বিধান বলেছিল। তাদের মুখ থেকে শাস্তির বিধান বের করা ছিল আল্লাহর কৌশল। কারণ, মিসরের আইনে চুরির শাস্তি এমন ছিল না যার দ্বারা চোরকে দাস হিসেবে আটকে রাখা যায়।

৩. 'দীন' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এর অর্থ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু আকীদা ও অনুষ্ঠান মাত্র নয়। মানবীয় সমাজ সভ্যতা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও আইন-আদালত প্রভৃতি এ 'দীন' শব্দে शामिल রয়েছে।

৪. 'দীন'-কে কয়েকটি আকীদা-বিশ্বাস ও কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নেয়া একেবারেই গুমরাহী।

৫. নামায-রোযা ও হজ্জ-যাকাৎ যেমন দীনের বিভিন্ন দিক, তেমনি রাষ্ট্রীয় আইনও দীনের একটি মৌলিক দিক। কেননা এর ভিত্তিতেই গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে থাকে।

৬. হযরত ইউসুফ (আ) পর্যায়ক্রমে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার তথা আল্লাহর আইন জারী করার স্বাভাবিক পদ্ধতি-ই হলো তা ধাপে ধাপে ও পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭. কোনো মাযলুমকে রক্ষা করা কিংবা বড় কোনো মূল্যের ব্যাপারকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রকৃত ব্যাপারকে আড়াল করে কৌশল অবলম্বন করে কথা বলা একজন মু'মিনের জন্য বৈধ যা সরাসরি মিথ্যাও নয় আবার প্রকৃত ব্যাপারটিও আড়ালে থেকে যায়। এটাকে শরয়ী পরিভাষায় 'তাওরিয়া' বলে।

৮. কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য মজুরী বা পুরস্কার ঘোষণা করা, যেমন অপরাধীকে ক্ষেফতার বা কোনো হারানো বস্তু পেলে তা ফেরত দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট পুরস্কার ঘোষণা করা এবং তা গ্রহণ করা জায়েয।

৯. একজন অন্যজনের পক্ষে আর্থিক অধিকারের যামিন হওয়া বৈধ।

১০. দুনিয়াতে সকল ব্যাপারেই সার্বিক প্রচেষ্টার পরও মু'মিনদের উচিত একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা।



সূরা হিসেবে রুকু'-১০

পারা হিসেবে রুকু'-৪

আয়াত সংখ্যা-১৪

﴿فَلَمَّا اسْتِئْذِنُوا مِنْهُ خُلُّوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا ۖ﴾

৮০. অতপর তারা যখন তাঁর নিকট থেকে নিরাশ হয়ে গেলো, পরামর্শ করার জন্য তারা একান্তে গিয়ে বসলো ; তাদের বড়জন বললো—তোমাদের কি জানা নেই

﴿أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ ۖ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ ۖ﴾

তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় ওয়াদা নিয়েছেন আল্লাহর নামে এবং ইতিপূর্বেও তোমরা কতইনা বাড়াবাড়ি করেছো

﴿فِي يُوسُفَ ۚ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ ۚ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ ۖ﴾

ইউসুফের ব্যাপারে ; অতএব আমি কখনো এ দেশ ছেড়ে যাবো না, যে পর্যন্ত না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা (অন্য কোনো) ফায়সালা দেন

﴿اللَّهُ إِلَهِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِينَ ۖ﴾ ﴿إِرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا ۖ﴾

আল্লাহ আমার জন্য ; আর তিনিই তো ফায়সালাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম ।

৮১. তোমরা ফিরে যাও তোমাদের পিতার নিকট আর বলো—

﴿১০﴾-অতপর যখন ; اسْتِئْذِنُوا-তারা নিরাশ হয়ে গেলো ; مِنْهُ-তার নিকট থেকে ; خُلُّوا-তারা একান্তে গিয়ে বসলো ; نَجِيًّا-পরামর্শ করার জন্য ; قَالَ-বললো ; ان+ابا+)-অবাকম ; كَبِيرُهُمْ-তাদের বড়জন ; أَلَمْ تَعْلَمُوا-তোমাদের কি জানা নেই ; أَنِ أَبَاكُمْ-তোমাদের পিতা ; أَخَذَ-নিসন্দেহে নিয়েছেন ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের নিকট থেকে ; مَوْثِقًا-দৃঢ় ওয়াদা ; مِنَ اللَّهِ-আল্লাহর নামে ; وَ-এবং ; قَبْلُ-ইতিপূর্বেও ; فَرَّطْتُمْ-তোমরা কতইনা বাড়াবাড়ি করেছো ; فِي يُوسُفَ-ইউসুফের ব্যাপারে ; فَلَنْ-অতএব আমি কখনো ছেড়ে যাবো না ; الْأَرْضَ-এ দেশ ; حَتَّىٰ-যতক্ষণ না ; يَأْذَنَ-অনুমতি দেন ; لِي-আমাকে ; أَبِي-আমার পিতা ; أَوْ-অথবা ; يَحْكُمَ-(অন্য কোনো) ফায়সালা দেন ; إِلَهِي-আল্লাহ ; وَهُوَ-আমার জন্য ; خَيْرُ-আর ; الْحَكِيمِينَ-ফায়সালাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম ; إِرْجِعُوا-তোমরা ফিরে যাও ; إِلَىٰ-আমাদের পিতার ; فَقُولُوا-(ফ+قولوا)-আর বলো ;

يَا بَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا

হে আমাদের পিতা ; অবশ্যই আপনার ছেলে চুরি করেছে ;
আমরা তো সাক্ষ্য দিচ্ছি না, যা আমরা জেনেছি তা ছাড়া

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ۝ وَسُئِلَ الْقُرَيْشُ الَّتِي كُنَّا فِيهَا

আমরা তো অদৃশ্য বিষয়ের সংরক্ষকও নই । ৮২. আর আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন
যেখানে আমরা ছিলাম সেই জনপদবাসীদের

وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصِدْقُونَ ۝ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ

এবং সেই কাফেলাকেও আমরা যাদের शामिल হয়েছিলাম ; নিশ্চয় আমরা
সত্যবাদী । ৮৩. তিনি (ইয়াকুব) বললেন—না, বরং বানিয়ে নিয়েছে

لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۝ لَّعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ

তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী^{৬৬} ; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই উত্তম ; আল্লাহ
হয়তো অচিরেই আমার নিকট নিয়ে আসবেন তাদেরকে

আপনার ছেলে; (ابن+ك)-ابنك; অবশ্যই; ان; আমাদের পিতা; (يا+ابا+نا)-يَا بَانَا; চুরি করেছে; و; আর; مَا شَهِدْنَا-আমরাতো সাক্ষ্য দিচ্ছি না; إِلَّا بِمَا-তা ছাড়া
যা; عَلَّمْنَا-আমরা জেনেছি; و; এবং; مَا كُنَّا-আমরাতো নই; الْغَيْبِ-অদৃশ্য
বিষয়ের; حَفِظِينَ-সংরক্ষক ১৫৯; وَسُئِلَ-আর আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন; الْقُرَيْشُ-
জনপদবাসীদের; الَّتِي-সেই; كُنَّا فِيهَا-যেখানে আমরা ছিলাম; وَالْعِيرَ-এবং;
وَأِنَّا-আমরা যাদের शामिल হয়েছিলাম; أَقْبَلْنَا فِيهَا-সেই; الَّتِي-সেই; سَوَّلَتْ-
নিশ্চয়ই আমরা; لَصِدْقُونَ-সত্যবাদী ১৬০; قَالَ-তিনি বললেন; بَلْ-না, বরং;
بَانَا-আমরা যাদের शामिल হয়েছিলাম; أَنْفُسُكُمْ-তোমাদের মন; أَمْراً-তোমাদের জন্য;
فَصَبْرٌ جَمِيلٌ-সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই; لَّعَسَى-হয়তো; اللَّهُ-আল্লাহ; أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ-আমার নিকট নিয়ে আসবেন তাদেরকে;

৬৬. অর্থাৎ আমার পুত্র চুরি করেছে—একথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন, কারণ
আমার পুত্রের চারিত্রিক নির্মলতা সম্পর্কে আমার জানা আছে। তোমাদের জন্য এটা
সহজ হতে পারে, কেননা ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে নিয়ে এসে
'তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে' বলা যেমন তোমাদের জন্য সহজ ছিল। তেমনি এখন তার
ভাইকে সত্যিকার চোর বলে মেনে নেয়াও তোমাদের জন্য সহজ কাজ-ই বটে।

جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِي

একইসাথে, নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। ৮৪. অতপর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'হায় আফসোস

عَلَى يُوسُفَ وَأَبِیضَتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝ قَالُوا

ইউসুফের জন্য', আর 'শোকে তাঁর চোখ দু'টো সাদা হয়ে গিয়েছিল, আর তিনি ছিলেন অসহনীয় শোকে পাথর। ৮৫. তারা বললো—

تَاللَّهِ تَفَتَّى ۖ أَتَذْكُرُ يُّوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ

'আল্লাহর কসম! আপনিতো সদা-সর্বদা ইউসুফের স্মরণেই নিরত থাকবেন, যতক্ষণ না' আপনি হয়ে যাবেন মরণাপন্ন অথবা হয়ে যাবেন

مِنَ الْهَالِكِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

ঋংসপ্রাপ্তদের শামিল। ৮৬. তিনি বললেন—আমি আমার অসহ্য বেদনা ও দুঃখ একমাত্র আল্লাহর নিকটই পেশ করছি।

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ يَبْنِي إِذْ هَبُوا فْتَحَسُّوْا

এবং আমি জানি আল্লাহর নিকট থেকে যা তোমরা জানো না। ৮৭. হে আমার সন্তানেরা, তোমরা যাও অতপর খোঁজ নাও

جَمِيعًا-একই সাথে; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই; هُوَ-তিনি; الْعَلِيمُ-সর্বজ্ঞ; الْحَكِيمُ-প্রজ্ঞাময়।

قَالَ-অতপর; وَ-এবং; تَوَلَّى-তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন; عَنْهُمْ-তাদের থেকে; وَقَالَ-বললেন;

يَا سَفِي-হায় আফসোস; عَلَى-জন্য; يُوسُفَ-ইউসুফের; وَأَبِیضَتْ-সাদা হয়ে গিয়েছিল;

عَيْنُهُ-শোকে; مِنَ الْحُزَنِ-তাঁর চোখ দু'টো; فَهُوَ-আর তিনি ছিলেন; كَظِيمٌ-অসহনীয় শোকে পাথর।

قَالُوا-তারা বললো; تَاللَّهِ-আল্লাহর কসম; أَتَذْكُرُ-আপনিতো সদা-সর্বদা নিরত থাকবেন;

يُّوسُفَ-ইউসুফের; حَتَّى-যতক্ষণ না; تَكُونَ-আপনি হয়ে যাবেন; حَرَضًا-মরণাপন্ন;

تَفَتَّى-আপনিতো সদা-সর্বদা নিরত থাকবেন; أَوْ-অথবা; تَكُونَ-হয়ে যাবেন;

مِنَ الْهَالِكِينَ-ঋংসপ্রাপ্তদের শামিল। قَالَ-তিনি বললেন; إِنَّمَا-আমি অবশ্যই পেশ করছি;

أَشْكُوا-আমার দুঃখ; بَثِّي-আমার অসহ্য বেদনা; وَ-এবং; حُزْنِي-আমার দুঃখ; إِلَى-নিকট;

اللَّهِ-আল্লাহর; مَا لَا تَعْلَمُونَ-তোমরা জান না; وَأَعْلَمُ-আমি জানি; وَ-এবং; أَشْكُوا-আল্লাহর নিকট থেকে;

يَبْنِي-হে আমার সন্তানদের; إِذْ هَبُوا-তোমরা যাও; فَتَحَسُّوْا-অতপর খোঁজ নাও;

مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ

ইউসুফ ও তার ভাইয়ের এবং নিরাশ হয়ো না আল্লাহর রহমত থেকে !

কেননা কেউ নিরাশ হয় না

مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا

আল্লাহর রহমত থেকে কাকির সম্প্রদায় ছাড়া। ৮৮. অতপর তারা যখন তাঁর

(ইউসুফের) নিকট পৌছলো তখন তারা বললো—

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُوجُنَا بِيضَاعَةٍ مَرْجِيَةٍ فَأَوْفِ لَنَا

হে আযীয ! আমাদেরকে ও আমাদের পরিজনবর্গকে দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করেছে এবং

আমরা নিতান্ত অল্প পুঁজি নিয়ে এসেছি, আপনি পুরোপুরি দিন আমাদের

الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٥١﴾

রসদ এবং আমাদের দান করুন^{৬৭} ; নিশ্চয়ই আল্লাহ

দানকারীদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

لَا تَأْتِسُوا ; এবং ; وَ-তার ভাইয়ের ; (أَخِي+ه)-আখিহ ; وَ-ইউসুফের ; مِنْ يُوسُفَ-তোমরা নিরাশ হয়ে না ; مِنْ-থেকে ; رُوحِ-রহমত ; اللَّهُ-আল্লাহর ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই ;
الْقَوْمَ-সম্প্রদায় ; الْكَافِرُونَ-কাকির । ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا-অতপর যখন ; دَخَلُوا-তারা পৌছলো ;
عَلَيْهِ-তাঁর নিকট ; قَالُوا-তারা বললো ; يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ-হে আযীয ; مَسْنَا-আমাদেরকে স্পর্শ করেছে ;
وَأَهْلَنَا-আমাদের পরিজনবর্গকে ; (أَهْل+نَا)-আহলনা ; الضُّرُوجُنَا-দুঃখ-কষ্ট ;
بِيضَاعَةٍ-পুঁজি নিয়ে ; (ب+بِضَاعَةٍ)-বিضَاعَةٍ ; مَرْجِيَةٍ-আমরা এসেছি ; وَ-এবং ;
فَأَوْفِ-সুতরাং আপনি পুরোপুরি দিন ; لَنَا-আমাদের ; اللَّهُ-নিশ্চয়ই ;
إِنَّ-আমাদেরকে ; يَجْزِي-দান করুন ; الْمُتَصَدِّقِينَ-দানকারীদেরকে ।
الْكَيْلَ-রসদ ; وَ-এবং ; وَ-আল্লাহ ; يَجْزِي-পুরস্কার দিয়ে থাকেন ;

৬৭. অর্থাৎ আমরা খাদ্যশস্যের মূল্যস্বরূপ যা দিচ্ছি তা নিতান্তই নগণ্য মূল্যের জিনিস। সুতরাং আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাদের খাদ্যশস্যের পূর্ণ বরাদ্দ দেন তা হবে আপনার দান। আর দানকারীদের প্রতিদান আল্লাহ-ই দিয়ে থাকেন।

﴿٦٥﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ○

৮৯. তিনি বললেন—তোমরা কি জানো, তোমরা কি করেছিলে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ ?

﴿٥٥﴾ قَالُوا إِنَّا نَبِيُّكَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي ۚ

৯০. তারা বললো—তবে কি আপনিই ইউসুফ ? তিনি বললেন, আমি-ই ইউসুফ
এবং এ আমার সহোদর ভাই ;

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مِّن يَّتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ

নিসন্দেহে আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন ; নিশ্চয়ই যে তাকওয়া অবলম্বন করে ও সবার করে, আল্লাহ অবশ্যই বিনষ্ট করেন না

أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٠﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَتَرَكْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا

এমন নেক লোকদের কর্মফল^{৬৮}। ৯১. তারা বললো—আল্লাহর কসম নিসন্দেহে আল্লাহ আমাদের উপর আপনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর আমরাতো ছিলাম

[illegible]

৬৮. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি দয়া করেছেন। তিনি আমাদের উভয়ের প্রথমত সবার ও তাকওয়ার গুণ দু'টো দান করেছেন। এ গুণ দু'টো হলো সাফল্যের চাবিকাঠি এবং প্রত্যেক বিপদাপদের রক্ষা কষচ। এরপর আমাদের দঃখকে সুখে, বিচ্ছেদকে

لَخَطِئِينَ ۝ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۚ

অবশ্যই অপরাধী। ৯২. তিনি বললেন—আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই; আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন^{৬৯};

وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٥٩﴾ إِذْ هَبُوا بِقِمِيمِي ۖ هَذَا فَالْسُّقُوتُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي

আর তিনিতো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ৯৩. তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে
যাও এবং এটাকে রেখে দিও আমার পিতার চেহারার উপর

يَا بَصِيرًا ۚ وَآتُونِي بِأَلْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

তিনি ফিরে পাবেন দৃষ্টিশক্তি ; এবং নিয়ে এসো আমার নিকট
তোমাদের পরিবারের সবাইকে ।

لا تَتْرِبْ - কোনো অভিযোগ
-اللَّهُ -তোমাদের বিরুদ্ধে ;
-أَرْحَمُ -সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ;
-يَقْمِصِي -
-فَالْقَوَاهِ -এবং এটাকে রেখে দিও ;
-بَصِيرًا -
-بِأَهْلِكُمْ -
-اجْمَعِينَ -

মিলনে এবং দারিদ্রতাকে সম্পদের প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই যারা পাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদাপদে সবার করে, এমন সংলোকদের কর্মফল আল্লাহ বিনষ্ট করেন না।

৬৯. অর্থাৎ তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়াতো দূরের কথা, তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগও নেই। এটা ছিল ইউসুফ (আ)-এর নবী সূলভ উদারতা ও ক্ষমাপরায়ণতা। অতপর আল্লাহর নিকট তাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করলেন যে, আল্লাহ তা'আলাও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন ; তিনি দয়াবানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

১০ রুকু' (৮০-৯৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. পিতার সাথে ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের প্রতিশ্রুতি তাদের আয়ত্তাধীন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। তাদের আয়ত্তের বাইরে সংঘটিত ঘটনা দ্বারা তাদের চুক্তিতে কোনো ত্রুটি ঘটেনি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো চুক্তিবদ্ধ পক্ষের আয়ত্তের বাইরে সংঘটিত ঘটনার চুক্তিতে প্রভাব ফেলে না বা পক্ষদ্বয়ের কাউকে সেজন্য দায়ী করা যায় না।

২. কোনো ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্যদান সে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার উপর নির্ভরশীল। তাই কোনো সাক্ষ্য চাক্ষুষ দেখে যেমন দেয়া যায়, তেমন কোনো বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে শুনেও দেয়া যায়। তবে সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

৩. কোনো ব্যক্তি যদি সংপথে থাকে, কিন্তু অবস্থার পরিশ্রেক্ষিতে লোকেরা তাকে অসৎ কিংবা পাপ কাজে লিপ্ত বলে সন্দেহ করতে পারে বলে মনে হলে তখন লোকদের সন্দেহ দূর করে দেয়া তার কর্তব্য, যাতে মানুষ কু-ধারণার গুনাহে লিপ্ত না হয়।

৪. মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে কথা বলেন তা ভ্রান্ত ও হতে পারে। এমনকি পয়গাম্বরদের ইজতিহাদ ভিত্তিক কথা প্রথমদিকে সঠিক না হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন ইয়াকুব (আ)-এর ছেলেদের সত্য কথনের প্রেক্ষিতে দেয়া বক্তব্য। তবে নবী-পয়গাম্বরদের বৈশিষ্ট্য হলো—আল্লাহ তাঁদেরকে ভুলের উপর কায়ম রাখেন না। তাই পরিণামে তাঁরা সত্যে উপনীত হন।

৫. জীবনের চলার পথে যে কোনো পরিস্থিতিকে ধৈর্য ও আল্লাহর উপর ভরসা দ্বারা মুকাবিলা করতে হবে।

৬. হাদীসে আছে, যারা শক্তি-ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ সংবরণ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তা'আলা হাশরের দিন তাদেরকে প্রকাশ্য সমাবেশে এনে বলবেন—জান্নাতের নিয়ামত-সমূহের মধ্যে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করো।

৭. জান-মাল ও সম্ভান-সম্ভতির ব্যাপারে কোনো বিপদ ও কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, সবর ও আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে এর প্রতিকার করা এবং ইয়াকুব (আ) ও অন্যান্য নবী-পয়গাম্বরের অনুসরণ করা।

৮. নিজের বিপদ লোকদের নিকট বলে বেড়ানো সবর-এর বিরোধী।

৯. যারা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদ মসীবতে পূর্ণ সবর ও তাওয়াক্কুল অবলম্বন করে, আল্লাহ এমন নেক লোকদের কর্মফল বিনষ্ট করেন না।

১০. অত্যাচারীকে যারা হাতের মুঠোয় পেয়েও নির্ধিধ্য ক্ষমা করে দিতে পারে তাঁরাই প্রকৃত মানুষ। আমাদের উচিত এমন লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

১১. বিপদ-মসীবত থেকে উদ্ধার পেলে এবং আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত হলে তখন অতীত বিপদ মসীবতের উল্লেখ করে বেড়ানো উচিত নয়; বরং উপস্থিত নিয়ামত ও অনুগ্রহের উল্লেখ করা উচিত।

১২. নিয়ামত লাভের পর অতীত দুঃখ-মসীবতের উল্লেখ করে হা-হতাশ করা অকৃতজ্ঞতা। এ জন্যই ইউসুফ (আ) দীর্ঘকালের দুঃখ-যাতনার উল্লেখ না করে, শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহরাজীর কথাই উল্লেখ করেছেন।

সূরা হিসেবে রুকু'-১১

পারা হিসেবে রুকু'-৫

আয়াত সংখ্যা-১১

﴿وَلَمَّا فَصَلَ الْغَيْرُ قَالَ أَبُوهُمَ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾

৯৪. তারপর কাফেলা যখন মিসর থেকে রওয়ানা হয়ে গেলো, তাদের পিতা বললেন—আমি নিশ্চিত ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি^{৯০}

﴿لَوْ لَا أَن تَفِنْدُونَ﴾ قَالَُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿

যদি না তোমরা আমাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলে মনে কর। ৯৫. তারা বললো—
আল্লাহর কসম, আপনি পুরনো বিভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন।^{৯১}

﴿فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا﴾ قَالَ

৯৬. অতপর যখন সুসংবাদবাহক এসে পড়লো, সে তা (জামাটি) তাঁর চেহারার উপর রাখলো, তিনি পুনরায় দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে গেলেন ; তিনি বললেন—

৯৪. তারপর ; قَالَ - কাফেলা - الْغَيْرُ - রওয়ানা হয়ে গেল ; فَصَلَ - যখন ; وَلَمَّا - বললেন ; يُوسُفَ - ইউসুফের ; رِيحَ - ঘ্রাণ ; وَجْهِهِ - ইউসুফের ; الْبَشِيرُ - সুসংবাদবাহক ; قَالَ - তিনি বললেন ; تَفِنْدُونَ - যদি না তোমরা আমাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলে মনে কর ; لَوْ لَا - যদি না ; تَاللَّهِ - আল্লাহর কসম ; الضَّلَالَةِ - বিভ্রান্তিতে ; الْقَدِيمِ - পুরনো ; الْبَشِيرُ - সুসংবাদবাহক ; قَالَ - তিনি বললেন ; وَجْهِهِ - উপর ; فَارْتَدَّ - তিনি পুনরায় হয়ে গেলেন ; بَصِيرًا - দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ; قَالَ - তিনি বললেন ;

৯০. এটা হলো নবী-রাসূলদের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। আর এ বৈশিষ্ট্য তাঁদের নিজেদের উপার্জিত বা চেষ্টার দ্বারা প্রাপ্ত নয়। তাঁদের অবস্থাতো এমন যে, কখনো তাঁদের দিব্যদৃষ্টি আসমানের উপর পর্যন্তও পৌছে যায়, আবার কখনো তাঁরা নিজেদের পায়ের পিঠের উপরের খবরও বলতে পারেন না। যেমন ইয়াকুব (আ) মিসর থেকে ইউসুফের জামার ঘ্রাণ পাচ্ছেন অথচ বাড়ীর নিকটে কেনানের কূপের মধ্যে যখন ইউসুফ পড়েছিল তা-ও তিনি জানতে পারেননি।

الرَّاقِلْ لَكُمْ ۖ إِنِّي أَخْلَعُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا يَا بَنَا

আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি নিশ্চিত জানি আব্দাহর নিকট থেকে (এমন কিছু) যা তোমরা জান না। ৯৭. তারা বললো—হে আমাদের পিতা

اَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ ﴿٥٦﴾ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۙ

আমাদের গুনাহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আমরাতো নিশ্চিত অপরাধী ছিলাম। ৯৮. তিনি বললেন,—
 আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্য প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো।

إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٥﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوهُ

তিনি অবশ্যই মহা ক্ষমাশীল পরম দয়াবান। ৯৯. তারপর যখন তারা ইউসুফের নিকট পৌঁছলো^{৯২} তখন তিনি নিজ পিতা-মাতাকে কাছে টেনে নিলেন^{৯৩}

وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِينَ ﴿١٠٠﴾ وَرَفَعَ اَبُو يَدٍ عَلَى الْعَرْشِ

এবং বললেন—আপনারা মিসরে প্রবেশ করুন আল্লাহ চাইলে নিরাপদে।

১০০. তিনি নিজ পিতামাতাকে সিংহাসনের উপর উঠিয়ে নিলেন

আমি নিশ্চিত ; اِنِّیْ-তোমাদেরকে ; لَكُمْ-আমি কি বলিনি ; (ا+لم اقل)-الم اقل
لا تَعْلَمُوْنَ-যা (এমন কিছু) مَا-আল্লাহর ; مِنْ-নিকট থেকে ; جَانِی-জানি ;
তোমরা জান না ۝১৩। تَارَا-তারা বললো ; يَا بَنَاتَا-(বা+বা+না)-হে আমাদের পিতা ;
আমাদের (ذنوب+না)-ذُنُوبُنَا-আমাদের জন্য ; لَنَا-ক্ষমা প্রার্থনা করুন ; اسْتَغْفِرْ-
তিনি قَالَ ۝১৪। خَطِيْنٌ-অপরাধী ; كُنَّا-ছিলাম ; اِنَّا-আমরাতো নিশ্চিত ;
رَبِّي-তোমাদের জন্য ; لَكُمْ-আমি শীঘ্রই ক্ষমা চেয়ে নবোঁ ; سَوْفَ اسْتَغْفِرْ-
الرحيم-মহা ক্ষমাশীল ; الْغَفُوْر-তিনি अवश्यই ; اِنَّهُ هُوَ-আমার প্রতিপালকের নিকট ;
يُؤَسِّرْ-নিকট ; عَلٰی-তারপর যখন ; فَلَمَّا ۝১৫। تَارَا-তারপর وَخَلُوا-পরম দয়াবান ।
نِجْ پিতا (ابوی+ه)-اِبْوَيْهِ-তাঁর কাছে ; اِلَيْهِ-তিনি টেনে নিলেন ; اَوَّی-ইউসুফের ;
ان-মিসরে ; مَصْرَ-আপনারা প্রবেশ করুন ; اَدْخُلُوا-বললেন ; قَال-এবং ; و-মাতাকে ;
تَرَعَ-তিনি উঠিয়ে وَ ۝১৬। اَمْنِيْنَ-নিরাপদে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; شَاءَ-চাইলে ;
نِجْ পিতামাতাকে (ابوی+ه)-اِبْوَيْهِ-নিজ উপর ; عَلٰی-সিংহাসনের ;

৭১. এখান থেকে অনুমান করা যায় যে, ইউসুফ (আ) ছাড়া হযরত ইয়াকুব (আ)-এর পরিবারের কোনো লোকই তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন ছিল না। বাতির নীচে

وَوَرَوَالَهُ سَجْدًا ۖ وَقَالَ يَا بَيْتُ هَذَا تَأْوِيلُ رُءُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۚ

এবং তারা সকলেই তার সামনে সিজদায় পড়লো^{৭৪} ; এমতাবস্থায় তিনি (ইউসুফ) বললেন—হে আমার পিতা ! এটাই হলো আমার ইতিপূর্বকার স্বপ্নের তাবীর ;

قَدْ جَعَلْنَا رَيْبِي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ

নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করেছেন ; আর তিনি আমার প্রতি নিঃসন্দেহে ইহসান করেছেন যখন তিনি আমাকে কারাগার থেকে বের করেছেন

ও-এবং ; وَرَوَالَهُ-তারা সকলেই লুটিয়ে পড়লো ; وَلَهُ-তার সামনে ; سَجْدًا-সিজদায় ; وَ-এমতাবস্থায় ; وَقَالَ-তিনি (ইউসুফ) বললেন ; يَا بَيْتُ-হে আমার পিতা ; هَذَا-এটাই হলো ; تَأْوِيلُ-তা'বীর ; رُءُؤْيَايَ-(রু'য়া+য়)-আমার স্বপ্নের ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বকার ; جَعَلْنَا-আমার প্রতিপালক ; رَيْبِي-(قد جعل+ها)-নিঃসন্দেহে তা পরিণত করেছেন ; قَدْ-সত্যে ; أَحْسَنَ-আর ; بِي-আমার প্রতি ; إِذْ أَخْرَجَنِي-তিনি আমাকে বের করেছেন ; مِنَ السِّجْنِ-থেকে ; السِّجْنِ-কারাগার ;

অঙ্ককার—এটাই ইতিহাসের একটি নির্মম সত্য। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রায় সকল বড় বড় লোকের জীবনেই এ নির্মম সত্যের প্রতিফল দেখা গিয়েছে।

৭২. ইয়াহুদীদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'তালমূদ'-এর সূত্রে মুফাসসিরীনে কিরাম বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ (আ) দু'শ উট বোঝাই করে রসদপত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভাইদের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন, যাতে করে ইয়াকুব (আ)-এর গোটা পরিবার মিসরে আসার জন্য ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। ইয়াকুব (আ)-এর পরিবার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মিলিয়ে বাহাত্তর জন, অপর রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিরানব্বই জন পুরুষ-মহিলা তাঁর সাথে মিসরে এসেছিলেন। এদিকে ইউসুফ (আ) শহরের গণ্যমান্য অভিজাত লোকজন এবং চার হাজার সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ পিতা-মাতাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সমবেত হয়েছিলেন।

৭৩. এখানে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) পিতা-মাতাকে কাছে টেনে নিলেন, অথচ তাঁর মাতা তাঁর শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। মুফাসসিরীনে কিরামের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইউসুফ (আ)-এর মাতার ইন্তেকালের পর তাঁর খালা-কে ইয়াকুব (আ) বিয়ে করেছিলেন। খালাও যেহেতু মায়ের সমতুল্য তাই এখানে 'পিতা-মাতা' বলা হয়েছে।

৭৪. এখানে 'সিজদা' বলতে নামাযে যে সিজদা আমরা করি তা বুঝানো হয়নি ; কারণ কোনো সৃষ্টির সামনে এ রকম সিজদা করা কোনো নবীর শরীয়তেই বৈধ ছিল না। এখানে

وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي

এবং নিয়ে এসেছেন আপনাদেরকে মরু এলাকা থেকে—তারপরেও যে, শয়তান
বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছেন আমার মধ্যে

وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ

ও আমার ভাইদের মধ্যে ; নিশ্চয়-আমার প্রতিপালক যা করতে চান তার নিপুন
কুশলী ; অবশ্যই তিনি সর্বজ্ঞ

الْحَكِيمُ ۝ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي

প্রজ্ঞাময় । ১০১. হে আমার প্রতিপালক ! নিঃসন্দেহে আপনি আমাকে দান করেছেন
রাজ - ক্ষমতা এবং আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন

مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যাদানের জ্ঞান ; (হে) আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা !

و-এবং ; جَاءَ-নিয়ে এসেছেন ; بَكُمْ-আপনাদেরকে ; مِنَ-থেকে ; الْبَدْوِ-মরু
এলাকা ; مِنْ-তারপরেও ; أَنْ-যে-বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে ; الشَّيْطَانُ-
শয়তান ; بَيْنِي-(বিন+য়)-আমার মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَ-মধ্যে ; إِخْوَتِي-আমার ভাইদের ;
ل+মা+)-لِمَا يَشَاءُ-নিপুন কুশলী ; رَبِّي-আমার প্রতিপালক ; নিশ্চয়ই ; إِنَّ-
الْحَكِيمُ-সর্বজ্ঞ ; الْعَلِيمُ-অবশ্যই তিনি ; إِنَّهُ هُوَ-যা করতে চান তার ; (يَشَاءُ-
প্রজ্ঞাময় । ১০১) رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; آتَيْتَنِي-(আত+নি)-নিঃসন্দেহে
আপনি আমাকে দান করেছেন ; مِنَ الْمُلْكِ-রাজক্ষমতা ; وَ-এবং ; عَلَّمْتَنِي-(
علم+)-আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন ; تَأْوِيلِ-ব্যাখ্যা দানের জ্ঞান ; الْأَحَادِيثِ-বিভিন্ন
বিষয়ের ; فَاطِرَ-সৃষ্টিকর্তা ; السَّمَوَاتِ-আসমান ; وَ-ও ; وَالْأَرْضِ-যমীনের ;

সিজদা বলতে সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানানো বুঝানো হয়েছে। প্রাচীন
সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে এবং বর্তমানকালেও কোনো কোনো জাতির মধ্যে কারো প্রতি
কৃতজ্ঞতা জানানোর উদ্দেশ্যে বুকের উপর হাত রেখে সামনের দিকে মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে
অভিবাদন জানানোর রীতি রয়েছে। এটাকেই আরবী ভাষায় 'সিজদা' হিসেবে উল্লেখ করা
হয়েছে। ইংরেজীতে যাকে Bow (বো) বলা হয়। অতএব এ আয়াত এমন সিদ্ধান্তে আসা
সঠিক নয় যে, কোনো মানুষকে সম্মানসূচক সিজদা করা জায়েয অথবা পূর্বকার নবীদের
শরীয়তে কোনো মানুষকে সম্মানসূচক সিজদা করা জায়েয ছিল। আর ইসলামে তো

أَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تُوَفِّي مُسْلِمًا وَالحَقِيقِي

দুনিয়া ও আশ্বিনাতে আপনিই আমার অভিভাবক ; আপনি আমার মৃত্যুদান করুন
মুসলিম অবস্থায় এবং আমাকে शामिल করুন

بِالصَّاحِحِينَ ﴿١٥٩﴾ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ

নেকলোকদের মধ্যে^{৭৫} । ১০২. (হে নবী !) এটা অজানা জগতের খবর । আপনাকে আমি তা ওহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি ;

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ○

আর আপনিতো তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা তাদের সিদ্ধান্ত
চূড়ান্ত করেছিল এবং তারা করেছিল ষড়যন্ত্র।

ও- ; دُنْيَا فِي الدُّنْيَا -আমার অভিভাবক- (ولى+ى)- وِلَى ; إِنْتَ-আপনি-
مُسْلِمًا -আপনি আমার মৃত্যুদান করুন ; تَوَفَّنِي- (توف+نى) -تَوْفَنِي ; الْآخِرَةِ
بِ+) -শামিল করুন- (الحق+نى)- الْحَقْنِي ; وَ-এবং ; مُسْلِمٍ অবস্থায় ;
الْغَيْبِ -খবর ; أَثْبَاءُ -এটা ذَلِك (১৫৩) । مَعَهُ -লোকদের মধ্যে- (ال+صلحين
-আমি তা ওহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি ; إِلَيْكَ - (نوحى+ه)- نُوحِيهِ ; اذْ
-তাদের নিকট ; لَدَيْهِمْ- (لدى+هم) -مَا كُنْتُ -আপনি ছিলেন না ; وَ-আর ;
و- তাদের সিদ্ধান্ত- (امر+هم)- أَمْرُهُمْ ; اذْ-যখন ; جُمُعُوا -তারা চূড়ান্ত করেছিল ;
وَ-এবং ; يَمْكُرُونَ -করেছিল ষড়যন্ত্র ।

গায়রুশ্বাহর জন্য সকল প্রকার সিজদা এমনকি মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানানোও হারাম করে দেয়া হয়েছে।

৭৫. হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী এখানে সমাপ্ত হচ্ছে। এখানে উল্লেখিত ইউসুফ (আ)-এর এ মূল্যবান কথাগুলোর মধ্যে একজন নিষ্ঠাপূর্ণ আল্লাহর বান্দার চরিত্রই ফুটে উঠেছে। জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর পরিবারের যেসব লোক হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর সাথে অমানবিক ব্যবহার করেছে সেসব লোককে হাতের মুঠোয় পেয়েও তাদের থেকে প্রতিশোধ নেয়াতো দূরের কথা, তাদের প্রতি তিনি কোনো প্রকার অভিযোগ এমনকি তাদের প্রতি দোষারোপমূলক একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি ; বরং সৎভাইদের সেসব অমানবিক আচরণকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থাপনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অতপর তিনি আল্লাহর দরবারে অবনমিত হয়ে এ বলে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন যে, “হে আল্লাহ আপনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, দিয়েছেন

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا تَسْتَأْذِنُ﴾

১০৩. আর অধিকাংশ মানুষ-ই মু'মিন হবার নয়, যদিও আপনি কামনা করেন^{১৬}।

১০৪. আর আপনিতো তাদের নিকট চান না

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنَّهُوَ الْاذْكُرُ لِلْعَالَمِينَ ۝

তার জন্য কোনো প্রতিদান ; এ (কুরআন) সারা বিশ্ববাসীর
জন্য উপদেশ বৈ-তো নয়^{১৭}।

﴿و-আর ; مَا-হবার নয় ; أَكْثَرُ-অধিকাংশ ; النَّاسِ-মানুষ ; وَلَوْ-যদিও ; حَرَصْتَ -
আপনি কামনা করেন ; بِمُؤْمِنِينَ-মু'মিন ১০৩﴾। আর-مَا تَسْتَأْذِنُ-আপনিতো তাদের নিকট চান না ; عَلَيْهِ-তার জন্য ; مِنْ أَجْرٍ-(মন+অর্জ)-কোনো
প্রতিদান ; لِلْعَالَمِينَ-উপদেশ ; إِنَّهُوَ الْاذْكُرُ-এ (কুরআন) বৈ-তো নয় ; ১০৪﴾।

আমাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, আমাকে দিয়েছেন বিভিন্ন বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যাদানের জ্ঞান ;
আপনি আসমান যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনি-ই আমার অভিভাবক—
আপনার অনুগত বান্দাহ হিসেবেই যেন আমার মৃত্যু হয় আর মৃত্যুর পর আমাকে
আপনার নেক বান্দাহদের মধ্যে शामिल করুন।”

৭৬. এখানে নবী করীম (স)-কে সঙ্ঘোদন করে বলে দেয়া হচ্ছে যে, হাজার বছর
পূর্বকাল এ কাহিনী সঠিকভাবে বলে দিতে পারা আপনার নবুওয়াত ও আপনার প্রতি
ওহী নাযিল হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর পরেও এ ইয়াহুদী ও কুরাইশরা আপনার প্রতি
ঈমান আনার লোক নয়, আপনি যতই আকাঙ্ক্ষা করেন এবং চেষ্টা করেন না কেন। আপনার
দায়িত্ব হলো প্রচার ও সংশোধনের চেষ্টা করা, চেষ্টা সাফল্যে পৌঁছানো আপনার
আয়ত্তাধীন নয়। কাজেই আপনার দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়া উচিত নয় ;

৭৭. এখানে নবী করীম (স)-কে লক্ষ্য করে বলা হলেও মূলত এর লক্ষ্য হলো সমবেত
কাফিররা। অর্থাৎ তোমাদের চিন্তা করা উচিত যে, নবী তো পার্থিব কোনো স্বার্থ আদায়ের
লক্ষ্যে তোমাদেরকে ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছেন না, তিনি তোমাদের নিকট কোনো
বিনিময়ও চাচ্ছেন না ; তিনি তোমাদেরকে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীকে তাদের চূড়ান্ত কল্যাণের
উদ্দেশ্যেই এ নসীহত করেছেন, এখানে তাঁর নিজের কোনো স্বার্থই নিহিত নেই।

১১শ বাক্য (৯৪-১০৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. নবী-রাসূলগণ নিজে থেকে অদৃশ্য জগত সম্পর্কে কোনো কথা বলতে পারেন না, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁদেরকে যতটুকু জানিয়ে দেন একমাত্র ততটুকুই তাঁরা বলতে পারেন।

২. ইউসুফ (আ) তাঁর প্রতি অন্যায় আচরণকারী সৎভাইদের সাথে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধমূলক আচরণ দেখাননি, যার ফলে তারা নিজেরাই তাদের পূর্বের আচরণের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়েছিল এবং সৎপথে ফিরে এসেছিল। এভাবে সদাচরণের মাধ্যমে চরম শত্রুকেও আপন করে নেয়া সম্ভব।

৩. মানুষ গুনাহ করে যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে গুনাহ যত বড় হোক না কেন, আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেন। সুতরাং আল্লাহর ক্ষমা থেকে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আল্লাহর ক্ষমা থেকে নিরাশ হওয়া শয়তানের বৈশিষ্ট্য।

৪. ইয়াকুব (আ), নিজ স্ত্রী ও সন্তানগণসহ ইউসুফ (আ)-এর প্রতি যে সিজদাবনত হয়েছিলেন তা ছিল সম্মানসূচক মাথা ঝুঁকানো, এটাকে সিজদা শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে; কারণ কোনো নবীর শরীয়তেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ অথবা অন্য কোনো সৃষ্টির প্রতি সিজদা করা জায়েয ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এ আয়াতের ভিত্তিতে কোনো পীর-আওলিয়া বা রাজা-বাদশাহ কাউকে সম্মানসূচক সিজদা করার বৈধতা দানের কোনো অবকাশ নেই।

৫. ইউসুফ (আ)-এর জীবন-কাহিনী থেকে এ শিক্ষা-ই পাওয়া যায় যে, জীবনের দুঃসময় বা সুসময় সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করতে হবে। স্বরণ রাখতে হবে—দীনের পথে চলতে গিয়ে দুরাবস্থায় পতিত হলেও পরিণামে তা কল্যাণ বয়ে আনে। সুতরাং সর্বাবস্থায়-আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে।

৬. আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের বৈশিষ্ট্য হলো—তাঁরা দুনিয়া বা আখিরাতে যত উচ্চ মর্যাদা-ই লাভ করুক না কেন, তারা এতে কোনো গর্ব বোধ করেন না।

৭. আল্লাহর নেক বান্দাহদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা সদা-সর্বদা 'খাতিমা বিল খায়ের' তথা আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা অবস্থায় মৃত্যু হওয়া কামনা করতেন। তাই আমাদেরকেও পরস্পরের জন্য 'খাতিমা বিল খায়ের'-এর দোয়া করা উচিত।

৮. দীনের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া নবীদের দায়িত্ব, হিদায়াতের মালিক আল্লাহ। তাই মু'মিনদের উপরও এর বেশী দায়িত্ব নেই।

৯. মানুষকে দীনের পথে দাওয়াত দানের মূল লক্ষ্য যেহেতু আখিরাতে কল্যাণ লাভ, তাই যথাযথভাবে দাওয়াত পৌঁছালেই আখিরাতে কল্যাণলাভের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়। অতএব হিদায়াত গ্রহণে মানুষের অনীহার জন্য হতাশ ও চিন্তাযুক্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

১০. দুনিয়ার জীবনে সর্বাবস্থায়ই আখিরাতে কল্যাণকে সামনে রেখেই জীবন পরিচালনা করতে হবে। সকল কাজে আখিরাতে কল্যাণকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।



সূরা হিসেবে রুক'-১২

পারা হিসেবে রুকু'-৬

আয়াত সংখ্যা-৭

﴿١٥٠﴾ وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ

১০৫. আসমান^{৭৮} ও যমীনে কত নিদর্শন-ইতো রয়েছে, তার পাশ দিয়ে তারা

অতিক্রম করে অথচ তারা

عَنْهَا مَعْرُضُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿٥٦﴾

তার প্রতি উপেক্ষাকারী-ই থেকে যায়^{৯৬}। ১০৬. আর তাদের অধিকাংশ-ই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না শিরকে রত অবস্থায় ছাড়া^{৯৭}

وَفِي السَّمَاءِ فِي السَّمُوتِ مِّنْ نِّدَارٍ مِّنْ أَيْةٍ ; কতই-তো রয়েছে ; وَ-আর ;
وَفِي الْأَرْضِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُنْفَخُونَ مِنْهَا الشَّجَرَاتُ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ; তার পাশ দিয়ে ;
وَفِي الْأَرْضِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُنْفَخُونَ مِنْهَا الشَّجَرَاتُ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ; তার প্রতি ;
وَفِي الْأَرْضِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُنْفَخُونَ مِنْهَا الشَّجَرَاتُ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ; ই থেকে যায় ।
وَفِي الْأَرْضِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُنْفَخُونَ مِنْهَا الشَّجَرَاتُ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ; (অধিক+হে) -তাদের অধিকাংশ-ই ;
وَفِي الْأَرْضِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْখُلُونَهَا يُنْفَخُونَ مِنْهَا الشَّجَرَاتُ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ; (অধিক+হে) -তাদের অধিকাংশ-ই ;
وَفِي الْأَرْضِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُنْفَخُونَ مِنْهَا الشَّجَرَاتُ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ; (অধিক+হে) -তাদের অধিকাংশ-ই ;

৭৮. সূরা ইউসুফের এ পর্যন্ত বর্ণিত এগার রুকু' ব্যাপী ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখানে এ দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ যেহেতু কোনো ইতিহাস বা কিসসা-কাহিনীর বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়নি, তাই লোকদের জানার আশ্রয় অনুযায়ী কাহিনী বলে শেষ করার পরপরই কয়েকটি বাক্যে দীনের দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে।

৭৯. নবী-রাসূলগণ মানুষকে যে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে আল্লাহর নেক বান্দাহরা যে দীনের প্রতি মানুষকে ডাকছেন, সেই দাওয়াতের প্রতি মানুষ যে উপেক্ষা-অবহেলা করে আসছে এখানে তার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী আল্লাহর সৃষ্টি জগতের প্রতি মানুষের গভীর মনোযোগ না দেয়া এবং চিন্তা-ভাবনা না করাই হচ্ছে নবীদের দাওয়াত গ্রহণ না করার মূল কারণ। সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন জিনিস শুধুমাত্র এক একটি জিনিস মাত্র নয়, বরং এসব কিছুই আল্লাহর অস্তিত্বের এক একটি নিদর্শন ; কিন্তু মানুষ এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে এসবের প্রতি মানুষের দেখা ও জন্তু-জানোয়ারের দেখার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ‘পানি’ মানুষের জন্য যেমন প্রয়োজনীয় বস্তু তেমনি জন্তু-জানোয়ারের জন্যেও প্রয়োজনীয় বস্তু। এ বস্তুটি মানুষ

⑩ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ

১০৭. তবে কি তারা নিরাপদ হয়ে গেছে আল্লাহর সর্বগ্রাসী আযাব তাদের উপর আসা থেকে অথবা কিয়ামত আসা থেকে তাদের উপর

بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑪ قُلْ هُنَالِكَ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ تَت

আকস্মিকভাবে—এমতাবস্থায় যে, তারা টেরও পাবে না^{১০৮}। ১০৮. (হে নবী) আপনি বলে দিন—এটাই আমার পথ আমি আল্লাহর দিকে ডাকি ;

⑩-তাদের উপর-أَن تَأْتِيَهُمْ-তবে কি তারা নিরাপদ হয়ে গেছে ; (ا+ف+امنوا)-أَفَأَمِنُوا^{১০৭} ; অথবা ; أَوْ-আল্লাহর ; اللَّهُ-আযাব ; مِّنْ عَذَابِ-সর্বগ্রাসী ; غَاشِيَةٌ-আসার থেকে ; السَّاعَةُ-কিয়ামত ; تَأْتِيَهُمْ-তাদের উপর আসা থেকে ; وَ-আকস্মিকভাবে ; بَغْتَةً-এমতাবস্থায় যে ; هُمْ-তারা ; لَا يَشْعُرُونَ-টেরও পাবে না^{১০৮} ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; هُنَالِكَ-এটাই ; سَبِيلِي-(সবিল+ই)-আমার পথ ; أَدْعُوا-আমি ডাকি ; إِلَى-দিকে ; اللَّهِ-আল্লাহর ;

যেমন ব্যবহার করে তেমনি জন্তু-জানোয়ারও ব্যবহার করে ; কিন্তু মানুষকে আল্লাহ তা'আলা চিন্তা-ভাবনা করার মগজ দিয়েছেন যা জন্তু-জানোয়ারকে দেননি। সুতরাং মানুষ শুধুমাত্র পানির ব্যবহারিক মূল্যই জানবে না ; বরং মানুষ এই পানি থেকে চিন্তা-ভাবনা করে এর পেছনে যে মহাসত্য লুকিয়ে আছে তথা পানির স্রষ্টা মহান আল্লাহকে খুঁজে পাবে এটাই হবে মানুষোচিত কর্তব্য ; নচেৎ মানুষ ও পশুতে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

৮০. অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষই শিরক-মিশ্রিত ঈমানের অধিকারী। আর এটা হলো আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা না করা তথা উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করার কুফল। মানুষ কখনো আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে না, তাই এদের সংখ্যা বিরল ; কারণ সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা হিসেবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মানা তার সাধ্যের বাইরে। মানুষ যে ভুলের মধ্যে পড়ে আছে তা হলো—তারা আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা-ইখতিয়ার অধিকারে অন্যদেরকে শরীক করা। আর এ শিরকের দ্রাক্ষিতেই অধিকাংশ মানুষ পড়ে আছে। অথচ তারা যদি আসমান যমীনের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতো তাহলে তাদের ঈমানে শিরক-এর মিশ্রণ ঘটতো না—তাদের ঈমান হতো খালিস ঈমান।

৮১. ভবিষ্যতের সংবাদ মানুষের জ্ঞানের বাইরে রাখার উদ্দেশ্য হলো সময় আছে মনে করে মানুষ যেন উপস্থিত সুখ-শান্তিকে স্থায়ী মনে করে পরকালের ব্যাপারকে ভবিষ্যতের জন্য তুলে না রাখে। কার জীবনকাল কতদিন আছে তা কাউকে জানতে দেয়া হয়নি, কখন যে কার মৃত্যুর পরওয়ানা এসে পড়বে তা কেউ-ই বলতে পারে না। তাই

عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর আমি প্রতিষ্ঠিত এবং যারা আমাকে অনুসরণ করে তারাও ;
আর আল্লাহ মহান পবিত্র^{১২} এবং আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই।

﴿١٥٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

১০৯. আর আমি জনপদবাসীদের মধ্য থেকে আপনার পূর্বে যাদের প্রতি ওহী পাঠিয়েছি তাদেরকে পুরুষ ছাড়া প্রেরণ করিনি ;

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

তবে কি তারা যমীনে ভ্রমণ করেনি তাহলে তারা দেখতে পেতো—কেমন হয়েছিল তাদের পরিণাম যারা

مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

ছিল তাদের পূর্বে ; আর অবশ্যই আখিরাতের আবাস তাদের জন্য উত্তম যারা
তাকওয়া অবলম্বন করে ; তবে কি তোমরা বুঝতে পারো না^{৮৩} ?

بَصِيرَةً-সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; اَنَا-আমি ; وَ-এবং ; مَنْ-যারা তারাও;
- اللَّهُ -الله -মহান পবিত্র ; وَ-আর ; اتَّبَعْنِي-(اتبع+نى)-আমার অনুসরণ করে ;
وَ(১০৬) اَتْلَاهُ-মুশরিকদের । اَنَا-আমি ; مَا-নই ; وَ-এবং ; اَتْلَاهُ-দলভুক্ত ;
-আর ; (من+قبل+ك)-من قَبْلَكَ-আমি প্রেরণ করিনি ; اَرْسَلْنَا-আর ;
مِنْ-মধ্য ; اَلَيْسَ-যাদের প্রতি ; نُوْحِي-ওহী পাঠিয়েছি ; رَجَالًا-ছাড়া ;
اَف-অফ-أَفَلَمْ يَسِيرُوا-জনপদবাসীদের ; أَهْلِ الْقُرَى-(اهل+ال+قرى)-থেকে ;
-فَيَنْظُرُوا-(فَيَنْظُرُوا)-তবে কি তারা ভ্রমণ করেনি ; فِي الْأَرْضِ-যম্বীনে ; (يسروا)
الَّذِينَ-তাহলে তারা দেখতে পেতো ; كَيْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিল ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ;
-لِدَارٍ-আবাস-وَأَر-তাদের পূর্বে ; (من+قبل+هم)-من قَبْلَهُمْ-তাদের যারা ছিল ;
أَبْشَرَ-আবশ্যই ; خَيْرٌ-উত্তম ; لِلَّذِينَ-তাদের জন্য যারা ; (ال+آخرة)-الْآخِرَةِ-
أَثَقُوا-তাকওয়া অবলম্বন করে ; أَفَلَا تَعْقِلُونَ-তবে কি তোমরা বুঝতে পারো না ।

ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে হলে এখনই সময়, কারণ আগামী কাল সময় পাওয়া যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। জীবনের চলার পথটি ভুল না-কি সঠিক তা এখনই যাঁচাই করে ঠিক করে নিতে হবে; ভুল হয়ে থাকলে তা এখনই শুধরে নিতে হবে।

﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظُنُّوا أَنَّهٗم قَدْ كُنُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ۖ﴾

১১০. এমনকি যখন রাসূলগণ নিরাশ হয়ে পড়লো এবং তারা ভাবতে শুরু করলো যে, তাদেরকে অবশ্যই মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে, তখনই-তাদের নিকট আমার সাহায্য এসে পৌঁছলো ;

﴿فَنَجَّىٰ مِنَ نَّشَأٍ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝﴾

অতপর তাকেই উদ্ধার করা হলো, যাকে আমি (যুক্তি দিতে) চাই ; আর আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে রদ করা হয় না ।

১১০-এমন কি ; إذا-যখন ; اسْتَيْسَسَ-নিরাশ হয়ে পড়লো ; الرُّسُلُ-রাসূলগণ ; وَ-এবং ; ظُنُّوا-তারা ভাবতে শুরু করলো ; أَنَّهُمْ-যে তাদেরকে ; قَدْ كَذَّبُوا-অবশ্যই মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে ; جَاءَ-তখনই এসে পৌঁছলো ; هُمْ-তাদের নিকট ; نَصْرُنَا-আমার সাহায্য ; (نصر+نا)-আমার সাহায্য ; فَ-অতপর তাকেই উদ্ধার করা হলো ; نَجَّىٰ-যাকে ; مِنَ-আমি চাই ; نَشَأٍ-আর ; وَلَا يُرَدُّ-রদ করা হয় না ; بَأْسُنَا-(بাস+نا)-আমার শাস্তি ; عَنِ-থেকে ; الْقَوْمِ-সম্প্রদায় ; الْمُجْرِمِينَ-অপরাধী ।

৮২. অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ার-এর ব্যাপারে এরা যা কিছু ধারণা করছে, মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাসের কারণে আল্লাহর প্রতি যেসব দুর্বলতা ও অক্ষমতা আরোপ করছে, আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। শিরক-এর অনিবার্য ফল হিসেবে যেসব দোষ-ত্রুটি, ভুল ভ্রান্তি ও খারাপ ধারণা আল্লাহর প্রতি আরোপিত হয়, তার কোনোটিই তাঁকে স্পর্শ করে না।

৮৩. অর্থাৎ এ সকল কাফিররা যে, আপনার কথার প্রতি মনযোগ দেয় না তার কারণ হলো—তারা মনে করে যে, লোকটি আমাদের মধ্যে জন্মলাভ করেছে, তার শিশুকাল কেটেছে আমাদের মধ্যে, কৈশোর এবং যৌবনও কেটেছে আমাদের সমাজেই ; এখন হঠাৎ করে সে নবুওয়াতের দাবী করছে—এটা কি করে মেনে নেয়া যায় ! এর উত্তরে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, এরা তো তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে, দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে, এরা কি অতীতের নবীদের কথা শুনেনি যে, তারা যে জনপদে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছে সেই জনপদেরই অধিবাসী তারা ছিল। আল্লাহ তা'আলা নবী হিসেবেতো আসমান থেকে ফেরেশতা পাঠাননি অথবা অন্য কোনো দেশ থেকে কেউ হঠাৎ করে এসে কোনো নবী নবুওয়াত দাবী করে বসেননি। এরা কি দেখেনি যে, যেসব জাতি তাদের নবীদের দাওয়াত গ্রহণ না করে নিজেদের খেয়াল-খুশী ও কামনা-বাসনা অনুসরণ করে চলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে। এরা তো নিজেদের ব্যবসা উপলক্ষে আদ, সামূদ, মাদইয়ান ও লূত জাতির এলাকা দিয়ে যাতায়াত করে, সেখানে কি এরা শিক্ষা গ্রহণ করার মত কিছুই পায়নি। এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির পরিণাম থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত যে, পরকালে

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا

১১১. নিঃসন্দেহে তাদের কাহিনীসমূহের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে ; এটা (কুরআন) এমন বাণী নয়

يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ

যা মিথ্যা রচিত, বরং এটা তাদের সামনে যা বর্তমান (পূর্বকার কিতাব) তার সত্যায়ণ এবং বিশদ বিবরণ

كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

প্রত্যেক বিষয়ের^{৮৪} এবং হিদায়াত ও রহমত সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান রাখে।

﴿...﴾-তাদের কাহিনী (قصص+هم)-قصصهم ; মধ্যে-فِي ; নিঃসন্দেহে রয়েছে-لَقَدْ كَانَ ﴿...﴾ সমূহের ; শিক্ষণীয় বিষয়-عِبْرَةٌ ; (ال+اولی+ال+الباب)-لِأُولِي الْأَلْبَابِ ; বুদ্ধিমান লোকদের জন্য-مَا كَانَ ; এটা-حَدِيثًا ; এমন বাণী-يُفْتَرَى ; যা মিথ্যা রচিত ; বরং-وَلَكِنْ ; সত্যায়ন-تَصْدِيقَ ; তাদের সামনে বর্তমান-بَيْنَ يَدَيْهِ ; যা তার-الَّذِي ; (ল+قوم)-لِقَوْمٍ ; সেই সম্প্রদায়ের জন্য-يُؤْمِنُونَ ; (ও-و) ; রহমত-رَحْمَةً ; হিদায়াত-هُدًى ; এবং-و- ; (কল+শয়)-كُلِّ شَيْءٍ ; প্রত্যেক-كُلِّ ; বিশদ বিবরণ-تَفْصِيلَ ; এবং-و- ; যারা ঈমান রাখে।

তাদের জন্য আরও কঠিন পরিণতি অপেক্ষা করছে। আর যারা নবীদের দাওয়াত অনুসারে নিজেদেরকে শুধরে নিয়েছে তাদের জীবন দুনিয়াতে শান্তিময় ও নিরাপদ হয়েছে এবং পরকালেও তারা কল্যাণময় জীবনের অধিকারী হবে।

৮৪. এখানে প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ বলতে মানব জাতির হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয় বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, কুরআন মাজীদে কৃষি, শিল্প, কারিগরী, অঙ্ক ও চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদি দুনিয়ার সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১২শ ব্লক* (১০৫-১১১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. প্রকৃতিতে এক আল্লাহর অস্তিত্বের অগণিত প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। সুতরাং আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব এসব নিদর্শন দেখে মানুষের শিক্ষালাভ করা কর্তব্য।

২. অনেক ঈমানদার লোক জ্ঞানের অভাবে শিরকে লিপ্ত রয়েছে। কি কি কাজে বা কথায় শিরক হয় তা জানা থাকলে তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় এবং অতীতের শিরক-এর জন্য তাওবা করে ক্ষমা লাভ করা যায়; কিন্তু অজ্ঞতা ও মুর্থতার কারণে তাওবা করে ক্ষমা লাভের অনুভূতিও থাকে না। অতএব খাঁটি মু'মিন হওয়ার জন্য শিরক সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ অপরিহার্য কর্তব্য।

৩. বর্তমান যুগে মুসলমানরা যে সকল শিরকে লিপ্ত রয়েছে তন্মধ্যে রয়েছে—আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মান্নত করা, কারও কবর বা মাযারে নয়র-নিয়ায পেশ করা, 'রিয়া' তথা লোক দেখানো ইবাদাত করাও শিরক।

৪. মানুষকে দীনের দিকে দাওয়াত দেয়া ছিল রাসূলের অপরিহার্য দায়িত্ব। রাসূলের এ দায়িত্ব তিনি তাঁর অনুসারীদের উপর দিয়েছেন। তাঁর সর্বোত্তম অনুসারী ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম। অতপর কিয়ামত পর্যন্ত যত মু'মিন দুনিয়াতে আসবে তাদের সকলের উপর দাওয়াতে দীনের এ দায়িত্ব বর্তেছে।

৫. যে বা যারা রাসূলের অনুসরণের দাবী করে, তাদের অবশ্যই কর্তব্য হলো রাসূলের দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌছানো এবং কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে বিস্তার করা।

৬. নবী-রাসূলদের সকলেই মানুষ ছিলেন। তৎসঙ্গে তাঁরা ছিলেন আল্লাহর বান্দাহ তথা দাস। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করার-ই দাওয়াত দিয়েছেন।

৭. রাসূলের নির্দেশ এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত দাতার ডাকে যারা সাড়া না দেয় বা অমান্য করে, তারা আল্লাহর আযাবকে নিজেদের উপর ডেকে আনে।

৮. দুনিয়াতে সফর করা এবং অতীতের জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করে তা থেকে শিক্ষালাভ করা কর্তব্য।

৯. দুনিয়ার জীবন যেহেতু ক্ষণস্থায়ী, তাই এখানকার সুখ-দুঃখও ক্ষণস্থায়ী। আর আখিরাতের অবস্থান যেহেতু চিরস্থায়ী-তাই সেখানকার সুখ-দুঃখও চিরস্থায়ী। সুতরাং মু'মিনের সকল ব্যাপারে আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়া কর্তব্য।

১০. আখিরাতের সুখ-শান্তি 'তাকওয়া'র উপর নির্ভরশীল। তাকওয়া হলো আল্লাহকে সদা-সর্বদা অন্তরে উপস্থিত জেনে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে জীবন যাপন করা।

১১. আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হওয়া এবং তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কুফরী। সুতরাং আল্লাহর আযাবের ভয় এবং তাঁর রহমতের আশা অন্তরে জাগরুক রেখেই জীবনযাপন করতে হবে।

১২. নবী-রাসূলদের কাহিনী থেকে এবং অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো গ্রহণ করা সকল মানুষের জন্য মুক্তির উপায়।

১৩. কুরআন মাজীদ সকল মানুষের জন্যই রহমত ও হিদায়াত লাভের একমাত্র উপকরণ। তবে মু'মিনরা এটা থেকে রহমত ও হিদায়াত লাভ করে আখিরাতের মুক্তি অর্জন করে, আর কাফিররা এর রহমত ও হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে আখিরাতের আযাবের উপযুক্ত হয়।

১৪. কুরআন মাজীদে পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের শিক্ষা ও হিদায়াত সন্নিবেশিত রয়েছে এবং হিদায়াত সংক্রান্ত সকল বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। আর মানব জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিদায়াত লাভ।

সূরা ইউসুফ সমাপ্ত

সূরা আর রা'দ-মাদানী

আয়াত : ৪৩

রুকু' : ৬

নামকরণ

সূরার ১৩ আয়াতে উল্লিখিত 'রা'দ' শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'রা'দ' শব্দের অর্থ মেঘের গর্জন। এর অর্থ এ নয় যে, এতে মেঘের গর্জন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বরং এর অর্থ হলো—এটা সেই সূরা যাতে 'রা'দ' শব্দের উল্লেখ আছে।

নাখিলের সময়কাল

সূরা আর-রা'দ রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাকী জীবনের শেষ পর্যায়ে নাখিল হয়েছে। সূরা আ'রাফ, সূরা হুদ এবং সূরা ইউসুফও এ সময়েই নাখিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

মুহাম্মাদ (স) যা কিছু পেশ করেছেন তার সত্যতা প্রকাশ করাই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। আর একথাটা প্রথম আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি যা কিছু নাখিল করা হয়েছে তা-ই সত্য। অধিকাংশ মানুষ যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে না, এটা তাদের-ই ভুল। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মধ্যে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অতপর তা অমান্য করার ক্ষতিকর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, কুফর হলো নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা। এ নির্বুদ্ধিতা পরিহার করে ঈমানের পথে ফিরে আসার জন্য বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, দেয়া হয়েছে উৎসাহ ও প্রেরণা। এ পর্যায়ে দরদপূর্ণ উপদেশ-নসীহতের মাধ্যমে মানুষকে ঈমানের পথে আনার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে।

অবশেষে মুহাম্মাদ (স)-এর উপর কাফিরদের উত্থাপিত অভিযোগ ও সন্দেহ-সংশয় নিরসন করা হয়েছে। ঈমানদারদের দীর্ঘ সংগ্রামের ক্লান্তি ও অস্থিরতা এবং আত্মাহর সাহায্যের অপেক্ষায় তাদের ব্যাকুলতা দূর করে তাদেরকে সান্ত্বনা দান করে সূরাটি শেষ করা হয়েছে।



ब्रह्म' : ७

১৩. আর রা'দ-মাদানী

আয়াত : ৪৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① الْمَرْفَعِ نِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ ۖ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

১. আলিফ লাম মীম রা ; এ আয়াতগুলো (আল্লাহর) কিতাবের এবং যা নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে

الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ

একমাত্র সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তাতে) ঈমান রাখে না'। ২. তিনি আল্লাহ-ই যিনি উচ্চে স্থাপন করেছেন আসমানসমূহকে

بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوَاهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ

কোনো খুঁটি ছাড়া^২, তোমরা তা দেখতেই পাচ্ছ, তারপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন^৩ এবং নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন সৃষ্টিকে

① أَيُّتْ ; এ-তল্ক ; (এগুলোর অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন) -الْمَرَّ-আলিফ-লাম-মীম-রা (আল্লাহর) (আল+কত্ব)-الْكِتَابِ ; আয়াতগুলো ;
 -الَّذِي ; যা-এবং ; (আল+কত্ব)-الْكِتَابِ ; আয়াতগুলো ;
 -رَبِّكَ ; (রব+ক)-رَبِّكَ ; পক্ষ থেকে ; -الَّذِي ; আপনাদের প্রতি ;
 -أَنْزَلَ ; (ন+যিল) -أَنْزَلَ ; নাযিল করা হয়েছে ;
 -أَكْثَرَ ; (অ+ক+শ) -أَكْثَرَ ; অধিকাংশ ;
 -وَلَكِنْ ; (ল+ক+ন) -وَلَكِنْ ; কিন্তু ;
 -الْحَقُّ ; (হ+ক) -الْحَقُّ ; একমাত্র সত্য ;
 -الَّذِي ; (অ+য+ই) -الَّذِي ; ইমান রাখে না । ② -الَّذِي ; (অ+য+ই) -الَّذِي ; ইমান রাখে না ।
 -بَغِيرَ ; (ব+গ+ই) -بَغِيرَ ; ছাড়া ;
 -السَّمُوتِ ; (স+ম+উ) -السَّمُوتِ ; আসমানসমূহকে ;
 -الَّذِي ; (অ+য+ই) -الَّذِي ; যিনি ;
 -رَقَعَ ; (র+ক+ঈ) -رَقَعَ ; উচ্ছে স্থাপন করেছেন ;
 -عَمَدٍ ; (অ+ম+দ) -عَمَدٍ ; কলাম ;
 -تَرَوْنَهَا ; (ত+র+ও+না) -تَرَوْنَهَا ; তা দেখতেই পাচ্ছে ;
 -ثُمَّ ; (ত+ম) -ثُمَّ ; তারপর ;
 -الْعَرْشِ ; (অ+ল+ঈ) -الْعَرْشِ ; আরশের উপর ;
 -أَسْتَوَى ; (অ+স+ত) -أَسْتَوَى ; তিনি সমাসীন হয়েছেন ;
 -عَلَى ; (অ+ল) -عَلَى ; উপর ;
 -وَالشَّمْسِ ; (অ+ল+শ+ম) -وَالشَّمْسِ ; সূর্যকে ;
 -سَخَّرَ ; (স+খ+র) -سَخَّرَ ; নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন ;
 -وَالشَّمْسِ ; (অ+ল+শ+ম) -وَالشَّمْسِ ; সূর্যকে ;

১. এ সূর্যতে যা কিছু সামনের দিকে বলা হবে, তার ভূমিকাস্বরূপ একথাগুলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সন্বোধন করে বলেছেন। এতে বলা হয়েছে—‘হে নবী ! আপনার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তা আল্লাহর কিতাব মহাখসুস আল কুরআন ; আপনার জাতির লোকেরা তা মানুষ বা না মানুষ তাতে কিছু আসবে-যাবে না—আর এটাই একমাত্র সত্য।’ এটা সত্য হওয়ার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ এ সূরায় পেশ করা

وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ

ও চন্দ্রকে^৪; এ ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত চলমান থাকবে^৫; তিনিই সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন—তিনিই নিদর্শনাবলীর স্পষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ দেন^৬

لِأَجَلٍ ; চলমান থাকবে ; يُجْرِي - প্রত্যেকেই ; كُلٌّ - চন্দ্রকে ; (ال+قمر)-القَمَرَ ; ও-
الْأَمْرَ ; তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন ; يُدَبِّرُ - নির্দিষ্ট একটি ; مُّسَمًّى - সময় পর্যন্ত ; (ال+اجل)-
ال(+)-الْآيَاتِ ; তিনি স্পষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ দেন ; يُفَصِّلُ - সকল বিষয় ; (ال+امر)-
(আইত)-নিদর্শনাবলীর ;

হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) যে তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন তাহলো—১. ‘ইলাহ’ বা মা’বুদ হওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্য। আর এ জন্য তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদাত-বন্দেগী পাওয়ার অধিকারী নয়। ২. এ দুনিয়ার জীবনের পর আরেক জীবন আছে। সেখানে এ জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাব দিতে হবে। ৩. রাসূলুল্লাহ (স) যা কিছু মানুষের সামনে পেশ করছেন তা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে নয়—আল্লাহর পক্ষ থেকে পেশ করেছেন। এ সূরায় মূলত এ তিনটি বিষয়-ই বারবার ও নানাভাবে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং এ পর্যায়ে মানুষের মনে জাগ্রত সন্দেহ-সংশয় দূর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ আসমানকে দৃশ্যমান করে সৃষ্টি করা হয়েছে ; কিন্তু এতো বিশাল আসমান কিসের উপর ভর দিয়ে স্থির হয়ে আছে অথবা তা শূন্যে ভাসমান আছে তা আমাদের জানা নেই। শূন্যলোকে আমরা এমন কিছুই দেখতে পাই না যা এ আসমান ও অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রকে ধরে রেখেছে। তবে প্রতিটি জিনিসকে তার নিজ কেন্দ্রে ও কক্ষ আটক রাখার মতো একটি অদৃশ্য শক্তি অবশ্যই আছে—এটা আমরা অনুভব করতে পারি।

৩. আল্লাহ তা‘আলার ‘আরশ’ বা সিংহাসনে আসীন হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তিনি বুঝি কোনো আকার আকৃতিবিশিষ্ট সত্তা এবং দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা যেভাবে সিংহাসনে বসেন এবং রাজকার্য পরিচালনা করেন তিনিও সেরূপ-ই তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করে বিশ্ব-পরিচালনা করেন। বরং এর অর্থ হলো—আল্লাহ তা‘আলা এ বিশ্ব-জাহানকে সৃষ্টি করে এমনিই ছেড়ে দেননি, এর পরিচালনাও তিনি নিজ হাতেই রেখেছেন। তিনি নিজেই এককভাবে এর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব নিজ হাতে রেখে দিয়েছেন। এ সৃষ্টিলোকের ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয় নয়, যেমন কিছু কিছু লোক ধারণা করে থাকে। আর এটা বিভিন্ন খোদার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যবস্থাপনাও নয়, যেমন অপর কিছু মূর্থ লোকের ধারণা; বরং এ ব্যবস্থাপনা সেই মহান সত্তার নিজ হাতে পরিচালিত যিনি এ বিশ্ব-জাহানের একক স্রষ্টা।

৪. আল্লাহ তা‘আলা আসমানকে উর্ধে স্থাপন করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন—একথা প্রমাণের কোনো প্রয়োজন পড়েনি, কারণ যাদেরকে লক্ষ্য

لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا

সম্ভবত তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসী হবে। ৩. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি বিশ্বস্ত করে দিয়েছেন যমীনকে এবং সৃষ্টি করেছেন তাতে

- رَيْكُم (ب+لقاء-) - সাক্ষাত সম্পর্কে ; لَعَلَّكُمْ (لعل+কম-) - সম্ভবত তোমরা ; آتَاكَ (آ+تاء) - তোমাকে ; تَوْفُونَن (توف+ন) - নিশ্চিত বিশ্বাসী হবে ; أَرْضُ (أ+ارض) - (আল) - তিনিই সেই সত্তা ; مَدَّ (مد+কম) - বিস্তৃত করে দিয়েছেন ; فَنِيَّ (ف+ن) - যমীনকে ; وَ (ও) - এবং ; جَعَلَ (جعل+কম) - সৃষ্টি করেছেন ; فَتَاهَا (ف+তাহা) - তাতে ;

করে একথাগুলো বলা হয়েছে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না। আল্লাহকে এসবের স্রষ্টা বলে মেনে নিতেও তারা কুণ্ঠিত ছিল না। অন্য কোনো শক্তি এ কাজগুলো করতে পারে এ ধারণাও তারা করতো না। আর তাই এ কাজগুলোকে অন্য একটি কথার প্রমাণ হিসেবে এখানে পেশ করা হয়েছে। আর তাহলো—যেহেতু আল্লাহ-ই আসমানকে কোনো প্রকার খুঁটি ছাড়া সমুদ্রে স্থাপন করেছেন এবং সূর্য-চন্দ্রকে একটি নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন, সুতরাং তিনি ছাড়া অন্য কেউ—অন্য কোনো শক্তি নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের মালিক নয় এবং তিনি ছাড়া কেউ মা'বদ হওয়ার অধিকারীও হতে পারে না।

৫. অর্থাৎ বিশ্বের এই নিখুঁত ব্যবস্থাপনা যেমন এর একক স্রষ্টা, সর্বময় কর্তৃত্বশালী ও সর্বজ্ঞানী একক সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় ; তেমনি এসব ব্যবস্থাপনার কোনো উপাদান বা কোনো একটি জিনিসও যে অবিনশ্বর নয় সেই প্রমাণও এটা থেকে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি জিনিসই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে; অতপর তার চির অবসান ঘটে। আর এ বিশ্ব-জাহানও অনুরূপ ধ্বংসশীল, এর জন্যও একটা সময় নির্দিষ্ট হয়ে আছে; সেই সময় শেষ হয়ে গেলে নিশ্চিত তা ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব কিয়ামত অবশ্যজারী—এটা অসম্ভব কিছু নয় ; বরং তা সংঘটিত না হওয়া-ই অসম্ভব।

৬. অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (স) যেসব অকাটা সত্যের দাওয়াত মানুষকে দিতেছেন, সেই সত্যের নিদর্শনাবলী দুনিয়ার সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রয়োজন শুধু একটু অন্তরের চোখ দিয়ে দেখা এবং চিন্তা-ফিকির করা। মানুষ আসমান-যমীনের অগণিত অসংখ্য নিদর্শনাবলী দেখেই রাসুল (স)-এর দাওয়াতের সত্যতার প্রমাণ পেতে পারে।

৭. অর্থাৎ যেসব নিদর্শন এটা প্রমাণ করে যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয়, সেসব নিদর্শন দ্বারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ও আল্লাহর আদালতে উপস্থিতি এবং শাস্তি বা পুরস্কার লাভের ব্যাপারে রাসূলের কথার সত্যতার প্রমাণও পাওয়া যায়। একটু চিন্তা করলেই এটা মানুষের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, যে আল্লাহ এ বিশাল আসমানকে সৃষ্টি করে খুঁটি বিহীন অবস্থায় মহাশূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং এত বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলমান রেখেছেন, তার পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা কিছুমাত্রও কঠিন হতে পারে না।

رَوَّاسِيَّ وَأَنَّهُمْ رَأَوْا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

পর্বতমালা ও নদ-নদী এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল ফলাদি

সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়

يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

তিনি ঢেকে দেন দিনকে রাত দ্বারা^৮ ; নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে এমন সব

লোকের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

রাসী-পর্বতমালা ; ও-ও ; وَ-এবং ; مِنْ-থ্যেক প্রকারের ;
زَوْجَيْنِ-তাতে ; فِيهَا-সৃষ্টি করেছেন ; الْفَلَاحُ-ফল-ফলাদি (ال+ثمرت)-
; اثْنَيْنِ-জোড়ায় জোড়ায় ; يُغْشَى-তিনি ঢেকে দেন ; اللَّيْلُ-(ال+ليل)-রাত দ্বারা ;
النَّهَارَ-দিনকে (ال+نهار)- ; أَنْ-নিশ্চয়ই ; ذَلِكَ-এতে রয়েছে ; لَا يَتَذَكَّرُ-নিদর্শনাবলী;
لِقَوْمٍ-এমনসব লোকের জন্য (ال+قوم)- ; يَتَفَكَّرُونَ-যারা চিন্তা-ভাবনা করে ।

এ বিশাল আসমান, সূর্য-চন্দ্রও নির্দিষ্ট নিয়মে তাদের আবর্তন এটাও প্রমাণ করে যে, যে আল্লাহ এসব সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে সৃষ্টি করে তাঁর অগণিত নিয়ামতের উপর ব্যয়-ব্যবহারের অধিকার ও ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই মানুষকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং তাদের থেকে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেবেন। কেননা মহাজ্ঞানী আল্লাহ সম্পর্কে কখনো এরূপ ধারণা করা যেতে পারে না যে, তিনি এ বিশ্ব-জাহান ও আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে সৃষ্টি করে এমনি ছেড়ে দিয়ে রাখবেন। তাদের থেকে কোনো হিসাব নেবেন না।

৮. তাওহীদ ও পরকাল-এর পক্ষে আসমান ও সূর্য-চন্দ্রের সৃষ্টি ও গতিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করার পর এখানে দুনিয়ার সাথে আসমান ও সূর্য-চন্দ্রের সম্পর্ক নদ-নদী ও পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি এবং তা থেকে নদ-নদী প্রবাহিত হওয়া ; যমীনের বুকে বিভিন্ন ফল-ফলাদি, গাছ-পালা ও নানাবিধ বাগ-বাগিচার উদ্ভব হওয়া এবং রাত-দিনের আবর্তন ইত্যাদি বিষয় আল্লাহর কুদরতেরই প্রমাণ বহন করে। এসব নিদর্শন থেকে সুস্পষ্টভাবে একথারই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ-ই এসব সৃষ্টি করেছেন, এতে অন্য কোনো শরীক বা অংশীদার নেই। যদি এতে অন্য কোনো শরীক থাকতো, তাহলে এসব কিছুই মধ্যে যে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তীতা রয়েছে তা থাকতো না। অতপর এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, যে মহান ও সুবিজ্ঞ আল্লাহ এসবের স্রষ্টা, তিনি মানুষকে শুধুমাত্র খেয়ালের বশে সৃষ্টি করেননি ; বরং তিনি মানুষের নিকট থেকে অবশ্যই তার ইহজীবনের সকল কাজ-কর্মের হিসাব নেবেন এবং তাদেরকে ইনসাফের ভিত্তিতে শাস্তি অথবা পুরস্কার দান করবেন।

وَفِي الْأَرْضِ قَطْعٌ مُتَجَوِّرٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ

৪. আর (লক্ষ্যণীয় যে,) যমীনে রয়েছে পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল এবং রয়েছে আঙ্গুরের বাগানসমূহ ও ক্ষেত-খামার,

وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضِلٌ

আরও (রয়েছে) একাধিক শিরবিশিষ্ট ও একশির বিশিষ্ট খেজুর গাছ^{১০} যাতে সেচ দেয়া হয় একই পানি দ্বারা ; আর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

স্বাদের দিক দিয়ে এদের কতককে কতকের উপর ; নিশ্চয় এতেও নিদর্শন রয়েছে এমন সব লোকের জন্য যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে^{১১}।

①-আর ; وَفِي الْأَرْضِ-যমীনে রয়েছে ; قَطْعٌ-ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ; مُتَجَوِّرٌ-পাশাপাশি ; وَ-এবং ; وَزَرْعٌ-ক্ষেত-খামার ; وَ-ও ; وَجَنَّتْ-বাগানসমূহ ; مِنْ أَعْنَابٍ-আঙ্গুরের ; وَ-এবং ; وَ-আরও (রয়েছে) ; وَغَيْرُ صِنَوَانٍ-খেজুর গাছ ; صِنَوَانٌ-একাধিক শির বিশিষ্ট ; وَ-ও ; وَ-একশির বিশিষ্ট ; يُسْقَى-যাতে সেচ দেয়া হয় ; بِمَاءٍ-পানি দ্বারা ; (ب+মاء)-পানি দ্বারা ; وَنُفْضِلٌ-আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি ; وَ-আর ; وَ-একই ; وَ-এদের কতককে ; عَلَى-উপর ; بَعْضٍ-কতকের ; فِي الْأَكْلِ-ফি+আল+আকল)-স্বাদের দিক দিয়ে ; إِنْ-নিশ্চয় ; فِي ذَلِكَ-এতেও রয়েছে ; لَآيَاتٍ-নিদর্শন ; لِّقَوْمٍ-এমনসব লোকের জন্য ; يَعْقِلُونَ-যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে ।

৯. অর্থাৎ যমীনের গঠন-প্রকৃতি, উর্বরা শক্তি, মাটির রূপ-রং, ফলন-বৈচিত্র্য এবং ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদের দিক দিয়ে বিভিন্ন রকমের ; যদিও এগুলোর অবস্থান পাশাপাশি । যমীনের এ বিভিন্ন অঞ্চল ও তাতে যে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে, তার যৌক্তিকতা ও কল্যাণকারিতাও শুণে শেষ করা সম্ভব নয় । মানুষের উদ্দেশ্য, স্বার্থ ও কল্যাণের সাথে যমীনের গঠন-প্রকৃতির পার্থক্যের মধ্যে রয়েছে সুগভীর সামঞ্জস্য যা মানবীয় তামাদ্বনের বিকাশ লাভকে সহজ করে দিয়েছে । আর এসব কিছু এক মহাজ্ঞানীর চিন্তা ও পরিকল্পনা এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও পূর্ণ ইচ্ছার ফসল । তাই এ যমীনকে আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট বলাটা নিতান্ত মূর্থতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই হতে পারে না ।

১০. অর্থাৎ কিছু কিছু খেজুর গাছ এমন আছে যে, একটি মূল থেকে একাধিক কাণ্ড গজায় । এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে ।

وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذْ اُكُنَّا تُرْبًا ؕ إِنَّا لَنَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝٥

৫. আর আপনি যদি আশ্চর্যবোধ করেন তবে আশ্চর্যের বিষয় তাদের কথা—‘যখন আমরা মাটি হয়ে যাব, তারপর কি আমরা নতুন করে সৃষ্ট হবো?’

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ؕ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلُلُ فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ ؕ

ওরাই—যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে ;

এবং ওদের গলদেশেই জিজির পড়ে থাকবে; ১০

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ۝٦ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ

আর ওরাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা সেখানে থাকবে চিরস্থায়ী। ৬. আর তারা আপনার কাছে ত্বরান্বিত করতে দাবী করে

৫-আর ; وَإِنْ-যদি ; تَعْجَبَ-আপনি আশ্চর্য বোধ করেন ; (ف+عجب)-فَعَجَبٌ-তবে আশ্চর্যের বিষয় ; قَوْلُهُمْ-(قول+هم)-তাদের কথা ; إِذْ-যখন ; اُكُنَّا-আমরা (ল+ফী+خلق)-لَفِيْ خَلْقٍ-সৃষ্ট হয়ে যাব ; تُرْبًا-মাটি ; إِنَّا-তারপর কি আমরা ; نَفِيْ خَلْقٍ-সৃষ্ট হবো ; جَدِيْدٍ-নতুন করে ; أُولَٰئِكَ-ওরাই ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-অস্বীকার করেছে ; الْأَغْلُلُ-ওদের ; أُولَٰئِكَ-এবং ; أَعْنَاقِهِمْ-তাদের প্রতিপালককে ; (ب+رب+هم)-بِرَبِّهِمْ-ওদের গলদেশেই ; (فী+اعناق+هم)-فِيْ أَعْنَاقِهِمْ-জিজির পরে থাকবে ; (ال+اغلل)-ال-আর ; هُمْ-জাহান্নামের ; النَّارِ-অধিবাসী ; أَصْحَابُ-ওরাই ; أُولَٰئِكَ-আর ; يَسْتَعْجِلُونَكَ-তারা আপনার কাছে ত্বরান্বিত করতে দাবী করে ; (يستعجلون+ك)-

১১. অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার এ সৃষ্টি-বৈচিত্রের মধ্যে তাঁর অসীম কুদরত ও তাওহীদের নিদর্শন রয়েছে। তিনি বিশ্ব-জাহানে কোথাও একই অবস্থা রেখে দেননি। একই যমীনের বিভিন্ন অংশ, রং-রূপ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। একই যমীনে একই পানির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ফল-ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। একই গাছের একই ফলের মধ্যেও আকার আকৃতি স্বাদ ও বর্ণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একই মূল থেকে সৃষ্ট একাধিক কাণ্ডের মধ্যেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়। যে বা যারা এ বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে তারা কখনো এ সৃষ্টি বৈচিত্রের বিষয়কে আশ্চর্যের বিষয় মনে করে না ; কারণ আল্লাহ তা‘আলা যে মহা যুক্তিবাদের ভিত্তিতে এ বিশ্বলোককে সৃষ্টি করেছেন তা সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য নয়—বৈচিত্রই দাবী করে। সব যদি একই রকমের হয়ে যায়, তাহলে সৃষ্টিকর্মই অর্থহীন হয়ে যেতো।

بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ وَإِنَّ رَبَّكَ

মন্দের ব্যাপারে ভালোর আগে^{১৪}; অথচ গত হয়ে গেছে বহু দৃষ্টান্ত তাদের পূর্বে ;
আর অবশ্যই আপনার প্রতিপালক তো

لَذُوْ مُغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল তাদের সীমালংঘন সত্ত্বেও এবং আপনার প্রতিপালক
অবশ্যই শাস্তিদানেও কঠোর।

; অথচ (و-) ; ভালোর (ال+حسنه)-الحسنة ; আগে (قَبْل-) ; মন্দের ব্যাপারে (بِالسَّيِّئَةِ) ;
 বহু দৃষ্টান্ত (ال+مثلت)-الْمَثَلْتُ ; তাদের পূর্বে (مِنْ قَبْلِهِمْ) ; গত হয়ে গেছে (قَدْ خَلَتْ) ;
 (لِذُو+)-لِذُو مَغْفِرَةٍ ; আপনার প্রতিপালকতো (رَبِّكَ)-رَبُّكَ ; নিশ্চয় (أَنْ) ; আর (و-) ;
 (ظَلَمَهُمْ) ; সম্বোধ (عَلَى) ; মানুষের প্রতি (لِال+ناس)-لِلنَّاسِ ; ক্ষমাশীল (مَغْفِرَةٌ) ;
 (ظلم+هم)-تَاَدَرِ السَّيِّئَاتِ ; আপনার প্রতিপালক (رَبِّكَ) ; অবশ্যই (أَنْ) ; এবং (و-) ; তাদের সীমালংঘন (ظلم+هم) ;
 শাস্তিদানে (ال+عقاب)-العقاب ; কঠোর (لَشَدِيدٍ)

১২. অর্থাৎ এ লোকদের পরকাল অস্বীকার প্রকারান্তরে আল্লাহকেই অস্বীকার এবং তাঁর কুদরত ও সৃষ্টি কৌশলেরই অস্বীকার। কারণ তাদের পুনর্জীবন লাভকে অস্বীকার করার মধ্যে (নাউযবিলাহ) আল্লাহ পুনর্জীবন দানে অক্ষম—এ বিশ্বাস নিহিত রয়েছে।

১৩. অর্থাৎ এ লোকেরা নিজেদের মূর্খতা, হঠকারিতা, নফসের খাহেশ ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ-অনুকরণের জিজ্ঞীর্সে আবদ্ধ হয়ে আছে। এরা স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না। তাদের অন্ধত্ব ও হিংসা-বিদ্বেষ তাদেরকে এমনভাবে আটপেঠে বেঁধে রেখেছে যে, তারা পরকালকে বিশ্বাসই করতে পারছেন না। যদিও তা একান্ত যুক্তিসংগত।

১৪. কাকিররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতো যে, তুমিতো দেখছ যে, আমরা তোমার কথা অমান্য-অবিশ্বাস করছি, তাহলে যে আযাবের ভয় তুমি দেখাচ্ছ তা এখনি নিয়ে আসছো না কেন ?

কখনো কখনো তারা আল্লাহকে সোধাধন করেই বলতো—‘হে আমাদের প্রতিপালক ! হিসাবের দিনের আগে আমাদের (শান্তির) অংশ আমাদেরকে এখনই দিয়ে দাও ।’ আবার কখনো তারা বলতো—‘হে আল্লাহ এটা (মুহাম্মাদ কর্তৃক আনীত দীন) যদি সত্যই তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো, অথবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক আযাব আমাদের উপর নাযিল করো ।’

আলোচ্য আয়াতে তাদের কথার জবাবে বলা হচ্ছে যে, এ মূর্খ লোকেরা ভালোর আগেই মন্দের জন্য তাড়াহুড়া করছে—তারা কল্যাণের আগেই অকল্যাণ কামনা করছে। আত্মাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে নিজেদের সংশোধনের যে অবকাশ দেয়া হয়েছে সে সুযোগ

① وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ

৭. আর তারাই বলে যারা কুম্ভারী করেছে—‘কেন নাযিল করা হয় না কোনো নিদর্শন
তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে’^{১৫}

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

আপনিতো শুধু সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে একজন সঠিক পথ প্রদর্শক।^{১৬}

① لَا-কেন; كَفَرُوا-কুফরী করেছে; الْذِينَ-যারা; يَقُولُ-তরাই বলে; وَ-আর; أَنْزَلَ-নাযিল করা হয়নি; مِنْ-পক্ষ থেকে; آيَةً-কোনো নিদর্শন; عَلَيْهِ-তার উপর; أَنْتَ-আপনিতো; مُنْذَرٌ-সতর্ককারী; (و+ه)-رَبِّهِ-তার প্রতিপালকের; هَادٍ-একজন সঠিক পথপ্রদর্শক।

গ্রহণের পরিবর্তে তারা আপনার কাছে অকল্যাণ ও আযাব চাচ্ছে—তাদের বিদ্রোহমূলক তৎপরতার তাৎক্ষণিক শাস্তির দাবী করছে।

১৫. কাকিররা একথা এজন্য বলেনি যে, কোনো নিদর্শন দেখলেই তারা মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর উপর ঈমান আনবে; কেননা রাসূলের পবিত্র জীবন তাঁর আদর্শ শিক্ষার ফলে সাহাবায়ে কিরাম-এর জীবনের পরিবর্তন, কুরআন মাজীদে বর্ণিত অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ এবং আগ্নাহর ইচ্ছায় রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত মু'জিয়াসমূহ দেখার পরও তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। তাদের এসব কথা ছিল ঈমান না আনার জন্য বাহানা ও ছল-চাতুরী মাত্র।

১৬. অর্থাৎ এসব লোকদেরকে শান্ত ও পরিতৃপ্ত করা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার দায়িত্ব তো শুধু তাদেরকে গাফলতির নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিয়ে সজাগ সতর্ক করে দেয়া। তাদের ভুল কর্মনীতি ও আচরণের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া। অতীতেও প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে একজন না একজন পথ-প্রদর্শনকারী নিযুক্ত করে এ কাজ করানো হয়েছে। বর্তমানেও আপনার দ্বারা এ দায়িত্বই পালন করানো হচ্ছে। অতপর যার ইচ্ছা গ্রহণ করবে অথবা গাফলতির নিদ্রায় পড়ে থাকবে।

১ম ব্লক' (আয়াত ১-৭)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মাজীদ আদ্বাহর কিতাব যা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি আদ্বাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে।

২. কেউ মানুষ বা না মানুষ, কুরআন মাজীদেব দেখানো পথই একমাত্র সত্য পথ।

৩. আল্লাহ তা'আলা আমাদের দৃশ্যমান আসমানকে কোনো খুঁটি ছাড়াই সুউচ্চে স্থাপন করে এবং সূর্য ও চাঁদকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত চলার নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। প্রাকৃতিক জগতের এ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা থেকেই আমরা আল্লাহর কুদরতের প্রমাণ পাই। অতএব আমাদের সকল প্রকার ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সকল চাওয়া একমাত্র তাঁর কাছেই চাইতে হবে।

৪. আমাদের দৃশ্যমান জগতে আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতা-কর্তৃত্ব সম্পর্কে যেসব প্রমাণ রয়েছে তাতেই সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় যে, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ আমাদেরকেও অনর্থক খেয়ালের বশে সৃষ্টি করেননি; আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর সামনে হাজির হতে হবে। অতএব তাঁর মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারকে সুদৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করতে হবে।

৫. আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করতে হবে, তাহলেই তাঁর সম্পর্কে ধারণা প্রশস্ত হবে এবং ঈমান ময়বুত হবে।

৬. আল্লাহর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে; আর তাহলেই সঠিক জ্ঞান লাভ হবে এবং জ্ঞানের পরিধি বাড়বে।

৭. আখিরাতের বাস্তবতা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের সামনে রয়েছে। এরপরও আখিরাত সম্পর্কে উদাসীনতা হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। এমন হঠকারী মানুষের জন্যই জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। অতএব আমাদেরকে এ ব্যাপারে সজাগ-সচেতন হতে হবে।

৮. আখিরাতে অবিশ্বাস মানুষের জীবনকে বন্ধ্যাহীন করে দেয়। কাকিররা আখিরাতে বিশ্বাস করে না। তাই তারা বন্ধ্যাহীন জীবন যাপন করে; ফলে তারা শান্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী। অপরদিকে আমরা যারা আখিরাতে বিশ্বাসের দাবীদার তাদের জীবনও যদি বন্ধ্যাহীন হয় তাহলে এ বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই; তাই শাস্তি থেকে রেহাই পাবার আমাদের কোনো অধিকার নেই। অতএব আমাদেরকে অবশ্যই আখিরাতে বিশ্বাসকে বিশ্বাসের অনুকূলে কাজ করার মাধ্যমে সুদৃঢ় করতে হবে।

৯. আল্লাহর আযাব সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে জীবনযাপন করা যেমন মু'মিনের জন্য সংগত নয়, তেমনি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াও মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

১০. প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যেই আল্লাহ পথ-প্রদর্শক পাঠিয়েছেন। শেষ নবীর পর আর কোনো নবী-রাসুল আসবেন না; কিন্তু তার উম্মতের মধ্য থেকে একটি দল দীনের দাওয়াত কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করে যাবে। তাদের দাওয়াত যারা গ্রহণ করে তদনুযায়ী জীবনযাপন করবে, তারাি আখিরাতে মুক্তি পাবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-২

পারা হিসেবে রুকু'-৮

আয়াত সংখ্যা-১১

① اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ

৮. প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ু যা কমায় ও যা বাড়ায়
আল্লাহ তা জানেন ;

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ② عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ

আর প্রত্যেক বস্তুর একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ তাঁর নিকট রয়েছে^৯। ৯. যা দেখা যায়
না এবং যা দেখা যায় তা সবই তিনি অবগত তিনি-ই মহান

الْمُتَعَالِ ③ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ

সর্বোচ্চ মর্যাদার চির-অধিকারী। তাঁর কাছে একই সমান—তোমাদের মধ্যে কেউ
তার কথা নিঃশব্দে বলুক বা সশব্দে

وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ④ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ

এবং সমান সে-ও-যে রাতের আঁধারে আত্মগোপনকারী বা দিনের আলোয়
বিচারণকারী। ১১. তাঁরই নিয়োজিত পাহারাদার রয়েছে

① اللَّهُ-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-জানেন ; مَا-তা যা ; تَحْمِلُ-গর্ভে ধারণ করে ; كُلُّ-প্রত্যেক ;
أُنْثَى-নারী ; وَ-এবং ; مَا-যা ; تَغِيصُ-কমায় ; الْأَرْحَامُ-(আল+আরাম)-জরায়ু ; وَ-এবং ;
তাঁর- (عنده-হে) ; عِنْدَهُ-বস্তুর ; شَيْءٍ-প্রত্যেক ; كُلُّ-প্রত্যেক ; وَ-আর ; تَزْدَادُ-বাড়ায় ;
নিকট রয়েছে ; بِمِقْدَارٍ-(মিকদার+ব)-একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ② عَلِيمُ-তিনি অবগত ;
- (আল+শহাদে)- (আল+গিব)-যা দেখা যায় না তথা গোপন ; وَ-এবং ;
(আল+মুতাআল)- (আল+কবির)-তিনি-ই মহান ; الْمُتَعَالِ- (আল+মুতাআল)-
যা দেখা যায় তথা প্রকাশ্য ; الْكَبِيرُ- (আল+কবির)-তিনি-ই মহান ;
مَنْ-সর্বোচ্চ মর্যাদার চির অধিকারী ③ سَوَاءٌ-একই সমান ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যে ;
-কেউ ; جَهَرَ-সশব্দে ; بِ-কেউ ; مَنْ-বা ; وَ-কথা ; الْقَوْلِ-(আল+ক্বল)-কথা ;
বলুক ; سَرَّ-নিঃশব্দে ; لَهُ-তাঁরই নিয়োজিত ; مُعَقِّبَاتٌ-পাহারাদার রয়েছে ;
بِالنَّهَارِ-(আল+নাহার)-বিচারণকারী ; سَارِبٌ-বিচারণকারী ; وَ-বা ;
- (আল+লাইল)-রাতের আঁধারে ; وَ-এবং ; مَنْ-যে-ও-সে-ও ; مُسْتَخْفٍ-আত্মগোপনকারী ;
بِالنَّهَارِ-(আল+নাহার)-বিচারণকারী ; سَارِبٌ-বিচারণকারী ; وَ-বা ;
- (আল+লাইল)-রাতের আঁধারে ; وَ-এবং ; مَنْ-যে-ও-সে-ও ;
দিনের আলোয় । ④ لَهُ-তাঁরই নিয়োজিত ; مُعَقِّبَاتٌ-পাহারাদার রয়েছে ;

مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

প্রত্যেকের সামনে ও পেছনে, তারা আল্লাহর হুকুমে তারা হিফায়ত করে^{১৭} ;
নিশ্চয়ই আল্লাহ

لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ

কোনো জাতির অবস্থা বদলান না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের
অবস্থা বদলায় ; আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন

بِقَوْمٍ سَوَاءٍ ۖ فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۚ

অমঙ্গল জনক কিছু কোনো জাতি সম্পর্কে, তখন তা রহিত হবার নয় ;
এবং তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক-ই নেই ।^{১৮}

(- (من+خلف+হে) -مِنْ خَلْفِهِ ; -ও- ; -সামনে- (من+بين+يدي+হে) -مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
প্রত্যেকের পেছনে ; -তারা হিফায়ত করে- يَحْفَظُونَهُ ; -হুকুমে- (من+امر)-مِنْ أَمْرِ ;
মা+ব+)-مَا بِقَوْمٍ ; -বদলান না- يُغَيِّرُ ; -আল্লাহ- اللَّهُ ; -নিশ্চয়ই- إِنَّ ; -আল্লাহর-
مَا ; -তারা পরিবর্তন করে- يُغَيِّرُوا ; -যতক্ষণ না- حَتَّى ; -কোনো জাতির অবস্থা- (قوم-
-আর- وَ ; -যদি- إِذَا ; -কোনো জাতি সম্পর্কে- (ب+قوم)-بِقَوْمٍ ; -ইচ্ছা করেন-
-ত- لَهُ ; -তখন রহিত হবার নয়- (ف+لامرد)-فَلَا مَرَدَّ ; -এবং-
-কোনো- مِنْ ; -তিনি ছাড়া- (من+دون+হে) -مِنْ دُونِهِ ; -তাদের- لَهُمْ ; -নেই- مَا ;
-অভিভাবক- وَالٍ)

১৭. অর্থাৎ মায়ের গর্ভে সন্তানের জীবন লাভ ও বেড়ে উঠা ; তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদির হ্রাস-বৃদ্ধি সবই আল্লাহ তা'আলার সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাপ অনুসারেই হয়ে থাকে। সুতরাং সন্তানের সবকিছুই সুখমভাবে গড়ে উঠে।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহতো সর্বদ্রষ্টা ; অতপর পেছনে সার্বক্ষণিকভাবে তার গতিবিধি ও কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করছে। এ মহাসত্য প্রকাশ করে বুঝানো হচ্ছে যে, তোমাদেরকে স্বরণ রাখতে হবে যে, তোমরা আল্লাহর রাজত্বে দায়িত্বহীন নও ; তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে—একথা স্বরণ রেখেই তোমাদের জীবন গড়তে হবে। বলাহীন জীবন তোমাদের জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহ যদি কোনো জাতির অকল্যাণ করার ইচ্ছা করেন, তখন আল্লাহর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে জাতিকে তাদের বদ আমলের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝

১২. তিনিতো সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে ভয় ও আশার সঞ্চার কল্পে বিজলী দেখান এবং তিনিই ভারী মেঘমালা সৃষ্টি করেন।

وَيَسِجُ الرِّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلِئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

১৩. আর বজ্র-বিদ্যুতের আওয়াজ প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে^{১০}
এবং ফেরেশতারাও—তাঁর ভয়ে^{১১}, আর তিনিই বজ্রপাত করেন

فَيُصِيبُ بِهِم مِّنْ يَّشَاءُ وَهُم يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۝

এবং তা দিয়ে যাকে ইচ্ছা তাকেই আঘাত করেন, আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় অথচ তিনি কঠোরভাবে পাকড়াওকারী।^{২২}

(১২) তোমাদেরকে দেখান ; -তোমাদেরকে (ইরী+কম)-يُرِيكُمْ ; যিনি সত্তা সেই-الَّذِي ; তুমি তো -তিনি هُوَ)
 ; এবং وُ ; আশা সঞ্চারণকল্পে ; -طَمَعًا ; ও-وُ ; ভয় -خَوْفًا ; বিজলী -(আল+ব্রু)-الْبَرَقَ
 । ভারী -(আল+থাল)-الثِّقَالَ ; মেঘমালা -(আল+সহাব)-السَّحَابَ ; সৃষ্টি করেন -يُنْشِئُ
 (১৩) বিদ্যুতের বজ্র -(আল+রعد)-الرُّعْدُ ; পবিত্রতা ঘোষণা করে -يُسَبِّحُ ; আর وَ
 -الْمَلَائِكَةُ ; এবং وَ ; তাঁর প্রশংসা সহকারে -(ب+حمد+ه)-بِحَمْدِهِ ; আওয়াজ
 -الْفِرْيَشَاتِ ; তিনি পাত -يُرْسِلُ ; আর وَ ; ঠাঁর ভয়ে -(من+خيفة+ه)-مِنْ خِفَتِهِ ; ফিরিশতার
 -بِهَا ; আঘাত করেন -(ف+يصب)+فَيَصِيبُ ; বজ্র -(আল+صواعق)-الصَّوَاعِقَ ;
 তা দিয়ে -يُجَادِلُونَ ; তারা -هُمْ ; আর وَ ; ইচ্ছা -يُشَاءُ ; যাকে -مَنْ ;
 ; কঠোরভাবে -كَشِدِيدٌ ; তিনি هُوَ ; অথচ وَ ; আল্লাহ -اللَّهُ ; সম্পর্কে -فِي ;
 -الْحَالِ । পাকড়াওকারী -(আল+মহাল)-المَحَالِ ।

এমন কোনো শক্তি কোনো পীর-আওলিয়া, জিন-ফেরেশতা বা অন্য কোনো সৃষ্টির মধ্যে নেই। দুনিয়াতে যা ইচ্ছা তাই করে যেতে থাকবে আর কোনো পীর-আওলিয়াকে নয়র-নিয়ায দিয়ে পার পেয়ে যাবে এমন ভুল ধারণায় পড়ে থাকা কোনোক্রমেই উচিত নয়।

২০. অর্থাৎ মেঘের গর্জনের মধ্যে আত্মাহর লা-শরীক, পবিত্রতা ও তাওহীদের ঘোষণা রয়েছে। যাদের গুনাটা জন্তু-জানোয়ারের মত তারা শুধু মেঘের গর্জন-ই শুনতে পায় ; কিন্তু যারা বিশ্ব-প্রকৃতি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করে, তারাই মেঘের গর্জনের মধ্যেও তাওহীদের ঘোষণা শুনতে পায়।

২১. সকল যুগে মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে তাদের দেবতা ও উপাস্য হিসেবে গণ্য করেছে। তাদের চিরায়ত ধারণা ছিল ফেরেশতারা আল্লাহর সার্বভৌম শাসন-ক্ষমতায় অংশীদার। এখানে এ ভিত্তিহীন ধারণার প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে যে ; তারা আল্লাহর

٥٨ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ

১৪. সত্যের ডাক দেয়ার অধিকার একমাত্র তাঁর আর যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে তারা সাড়া-ই দেয় না

لَهُمْ فِيهَا مَنَاقِبُ ۖ الْأَكْبَاسُ كُفِيَهِ إِلَى الْهَاءِ لِيَبْلُغَ فَاءُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ

তাদের কোনো ডাকের, তারা তো মুখে যেন পানি পৌঁছে এ আশায় পানির দিকে
দু'হাত প্রসারণকারী লোকের মত অথচ তাতে তা পৌঁছার নয় ;

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

আর কাফিরদের ডাকা-তো নিষ্ফল ছাড়া কিছু নয়। ১৫. আর আল্লাহকেই সিজদা করে যা কিছু আছে আসমানে

وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلْمًا بِالْغَدْرِ وَالْأَصَالِ ﴿١٦﴾ قُلْ

ও যমীনে—ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়^{২৪} এবং (সিজদা করে) তাদের ছায়াগুলোও সকালে ও সন্ধ্যায়^{২৫}। ১৬. আপনি জিজ্ঞেস করুন—

- وَ (সত্যের) (অ+হক)-الحَقُّ ; ডাক দেয়ার-دَعْوَةٌ ; তাঁরই-অধিকার-لَهُ ⑪
 لاَ يَسْتَجِيبُونَ-তাকে ছাড়া অন্যদেরকে; مَنْ دُونِهِ-ডাকে; يَدْعُونَ-যারা-الَّذِينَ ; আর
 أَلَا-কোনো ডাকের-(ব+শী)-يَشِئُ ; তাদের-لَهُمْ ; তারা সাড়া-ই দেয় না
 -তঁর (কফী+হ)-كُفِيَ ; তারাতো প্রসারণকারী লোকের মত (অ+ক+বাস্ত)-كَبَّاسُ
 دُوْهُ-যেন পানি পৌছে এ আশায়-لَيَبْلُغَ ; পানির-(অ+ম+হ)-الْمَاءُ ; দিকে-إِلَى ; হাত
 -তাত্তে তা পৌছার; (ব+বাল্গ+হ)-بِالْغَمِ ; নয়-مَا ; অথচ-وَ ; তার মুখে-فَاهُ
 فِي ضَلَلٍ-ছাড়া কিছু ; أَلَا-كَافِرِينَ-কাকিরদের ; ডাকতো-دُعَاءُ ; নয়-مَا ; আর-وَ
 ; যা কিছু আছে-مَنْ ; সিজদা করে-يَسْجُدُ ; ই-আল্লাহকে-لِلَّهِ ⑫
 -যমীনে (অ+অ+র)-الْأَرْضُ ; ও-وَ ; আসমানে-(অ+স+ম)-فِي السَّمَوَاتِ
 -তাদের (অ+অ+হ)-ظِلُّهُمْ ; এবং-وَ ; অনিচ্ছায়-كَرْهًا ; ও-وَ ; ইচ্ছায়-طَوْعًا
 (অ+অ+অ)-الْأَصَالِ ; ও-وَ ; সকালে-(অ+ব+অ)-بِالْغَدُوِّ (সিজদা করে) ছায়াগুলোও
 ; আপনি জিজ্ঞেস করুন-قُلْ ⑬
 -সক্কায় (অ+অ+অ)-الْأَصَالِ

সার্বভৌম ক্ষমতায় অংশীদারতো নয়-ই, বরং তারা তাঁর একান্ত অনুগত হকুম পালনকারী হিসেবে তাঁর ভয়ে সদা-কম্পিত আছে এবং তাঁরই তাসবীহ পাঠে রত আছে।

مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلِ أَفَأَتَّخِذُ ثَمَرِينَ دُونِهِ

“আসমান ও যমীনের প্রতিপালক কে ?” আপনি বলে দিন, ‘আল্লাহ’^{২৬} আপনি (তাদেরকে) বলুন যে, তোমরা কি বানিয়ে নিয়েছ তাঁকে ছাড়া

أَوَلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي

(অন্যদেরকে) অভিভাবকরূপে যারা না ক্ষমতা রাখে নিজেদের লাভ করার আর না ক্ষতি করার, আপনি বলুন—সমান হতে পারে কি ?

- قُلِ ; যমীনের-الْأَرْضِ ; ও-وَ ; আসমান-السَّمَوَاتِ ; প্রতিপালক ; رَبُّ ; কে-مَنْ ;
আপনি বলে দিন (+) - أَفَأَتَّخِذُ ثَمَرِينَ ; আপনি বলুন (তাদেরকে) ; قُلِ ; আল্লাহ-اللَّهُ ;
তাকে ছাড়া (মِنْ+দুওন+ه) - دُونِهِ ; তোমরা কি বানিয়ে নিয়েছ (ف)+أَتَّخِذُ ثَمَرِينَ
(অন্যদেরকে) ; وَلِيَاءَ - অভিভাবকরূপে ; لَا يَمْلِكُونَ - যারা না ক্ষমতা রাখে ;
(لَا+ضَرًّا) - لَا ضَرًّا ; আর-وَ ; লাভ করার-نَفْعًا ; নিজেদেরই (ل+انفس+هم) - لِنَفْسِهِمْ
না ক্ষতি করার ; قُلِ ; আপনি বলুন ; هَلْ يَسْتَوِي - সমান হতে পারে কি ;

২২. অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে এসব মুশরিকরা না বুঝেই মূর্খতাসূলভ কথাবার্তা বলে। তারা একথা বুঝে না যে, তিনি যখন যাকে ইচ্ছা কঠোরভাবে পাকড়াও করতে পারেন ; কেননা কৌশল ও উপায়-উপাদানের তাঁর কোনো অভাবই নেই। আল্লাহ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা তাদের বুদ্ধির পরিচায়ক নয়—বোকামীর পরিচায়ক।

২৩. সত্য যেহেতু একমাত্র তাঁরই অধিকারে সেহেতু সত্যের দিকে আহ্বান জানানোর অধিকারও একমাত্র তাঁরই রয়েছে। অথবা এ আয়াতের অর্থ—যে কোনো ব্যাপারে তাঁরই নিকট প্রার্থনা করা বা চাওয়াই প্রকৃত সত্যনীতি ; কারণ কোনো কিছু দেয়া না দেয়া বা কোনো বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার সর্বময় ক্ষমতা-ইখতিয়ার একমাত্র তার-ই রয়েছে। আর তার নিকটই দোয়া-প্রার্থনা করা সকলের কর্তব্য।

২৪. এখানে ‘সিজদা’ দ্বারা অনুগত ও আদেশ পালনে মাথা নত করে দেয়া বুঝানো হয়েছে। আসমান ও যমীনের সকল মাখলুক তথা সৃষ্টিই আল্লাহর আদেশ পালনে নিরত রয়েছে। তাঁর ইচ্ছার বিপক্ষে যাওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। যারা মু’মিন তারা আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করে ; আর যারা কাফির তারা অনিচ্ছা সহকারেও তা করতে বাধ্য হয়। কারণ আল্লাহ তা’আলার প্রাকৃতিক আইনের খেলাপ করার সাধ্য কারও নেই।

২৫. সকল কিছুর ছায়া যে সকাল বেলা পশ্চিম দিকে ও বিকেল বেলা পূর্ব দিকে ঝুঁকে পড়ে এখানে সে দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। এগুলো যে কোনো একক স্রষ্টার আইনের অধীন সেটাই প্রমাণিত হয়।

الْأَعْمَى وَالْبَصِيرَةَ أَأَهْلٌ تَسْتَوِي الظُّلُمُ وَالنُّورَ أَأَجْعَلُوهَا

অন্ধ ও দৃষ্টিমান লোক^{২৭} ; অথবা, অন্ধকার ও আলো কি সমান ?

তবে কি তারা ঠিক করে নিয়েছে

لِلَّهِ شُرَكَاءُ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ

আল্লাহর জন্য এমন শরীক, যারা তাঁর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদেরকে সন্দেহে ফেলে দিয়েছে^{২৯} ? আপনি বলে দিন, ‘আল্লাহ-ই হলেন স্রষ্টা

অথবা-أَمْ ; দৃষ্টিমান লোক-(ال+بَصِيرُ)-البَصِيرُ ; ও-وَ ; অন্ধ-(ال+اعْمَى)-الأَعْمَى ;
 - (ال+نور)-النُّورُ ; ও-وَ ; অন্ধকার-(ال+ظلمت)-الظُّلُمْتُ ; সমান কি-هَلْ تَسْتَوِي
 شُرَكَاءَ ; আল্লাহর জন্য-اللَّهُ ; তারা ঠিক করে নিয়েছে-جَعَلُوا ; তবে কি-أَمْ ;
 -এমন শরীক-(ك+خَلَق+ه)-كَخَلَفِهِ ; যারা সৃষ্টি করেছে-خَلَقُوا ; এমন শরীক-
 سَخَّابَةٌ (ال+خُلُق)-الْخُلُقُ ; যে কারণে সন্দেহে ফেলে দিয়েছে-(ف+تَشَابَه)-فَتَشَابَهَتْ
 خَالِقُ ; স্বষ্টা-إِله-اللهُ ; আপনি বলে দিন-قُلْ ; তাদেরকে-عَلَيْهِمْ

২৬. কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে কাফিরদের নিকট প্রশ্ন করার এবং তার জওয়াব দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কাফিররা এ জাতীয় প্রশ্নের জবাবে নীরব থাকত ; কেননা তারা নিজেরাও জানতো এবং বিশ্বাসও করতো যে আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সকল কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ ; কিন্তু তারা তা মুখে স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত ছিল না। কারণ মুখে স্বীকার করে নিলেতো তাওহীদকে স্বীকার করে নিতে হয়। তাহলে তাদের উপাস্য দেব-দেবীগুলোকে পরিত্যাগ করতে হয় এবং শিরকের কোনো অবকাশ বা সুযোগ থাকে না। আর এজন্যই তারা এ প্রশ্নের জবাবে নীরবতা অবলম্বন করতো।

২৭. বিশ্ব-জগতের সর্বত্র—মানুষের নিজের পরিবেশ প্রতিবেশে ; উদ্ভিদের প্রতিটি পত্র-পল্লবে, মাটির প্রতিটি অণুতে সৃষ্টিকর্তার যে নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তা একমাত্র অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরাই দেখতে পারে—আল্লাহর একত্বের এসব উজ্জ্বল নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও যেসব লোক তা বুঝতে পারে না, তারা প্রকৃতপক্ষে ‘অন্ধ’ ছাড়া আর কি হতে পারে ? সুতরাং এসব প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী দেখে যারা আল্লাহর আনুগত্যে মাথা পেতে দেয়—সেসব লোকেরা কখনো উল্লেখিত ‘অন্ধ’দের সমান হতে পারে না। কারণ এসব ‘অন্ধরা’ চোখ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহকে বাদ দিয়ে আল্লাহর সৃষ্টির দাসত্ব করে—আল্লাহর সৃষ্টির সামনেই মাথা নত করে।

২৮. এখানে ‘অন্ধকার’ দ্বারা জাহিলিয়াতের তথা কুফর, শিরক ও মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে। আর ‘আলো’ দ্বারা দীন ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। অন্ধ ও দৃষ্টিমান যেমন সমান

كُلِّ شَيْءٌ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٥٩﴾ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ

সকল বস্তুর এবং তিনি একক, সর্বজয়ী^{৩০}।' ১৭. তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষন করেন, অতপর বহন করে নেয়

أَوْ دِيْنَهُ بِقَدْرِهِ أَفَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِعًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ

নদী-নালা তাদের প্রয়োজন অনুপাতে এবং প্লাবন বহন করে নেয় উপরিভাগের ফেনারশি^{৩১} ; আর যখন (কোনো পদার্থকে) তারা উত্তপ্ত করে

- الْقَهَّارُ ; একক-(ال+واحد)-الواحدُ ; তিনি-هُوَ ; এবং-وَ ; বস্তুর-شَيْءٌ ; সকল-كُلُّ
 -(ال+سمااء)-السَّمَاءُ ; থেকে-مِنْ ; তিনি বর্ষণ করেন-أَنْزَلَ ۝۱۹ ; সর্বজয়ী-(ال+قهار)
 -النَّادِي-أَوْدِيَّةٌ ; নেয় করে বহন-أَتَتْ-(ف+سالت)-فَسَالَتْ ; পানি-مَاءٌ ; আসমান
 -(ف+احتمل)-فَاحْتَمَلَ ; তাদের প্রয়োজন অনুপাতে-(ب+قدر+ها)-بِقَدَرِهَا ;
 رَبَابًا ; আবর্জনা, ফেনারশি-زَبَدًا ; প্লাবন-(ال+سيل)-السَّيْلُ ; এবং বহন করে নেয়
 -عَلَى-عَلَى ; উপরিভাগের ; আর-وَ ; যখন তারা উত্তপ্ত করে কোনো
 পদার্থকে ;

হতে পারে না, তেমনি অন্ধকার ও আলো কখনও সমান হতে পারে না। যে লোক আলোকোজ্জ্বল রাজপথের সন্ধান পেয়েছে সেতো কখনো অন্ধকার কুয়াশায় আচ্ছন্ন ভীতি শংকুল অনিশ্চিত পথে পা বাড়াতে পারে না। তাই অন্ধকার ও আলো কখনো এক হতে পারে না।

২৯. অর্থাৎ সকল সৃষ্টিতো আল্লাহরই—এমনতো নয় যে, কিছু কিছু জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আর কিছু কিছু জিনিস আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে এবং কোন্ কোন্ জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং কোন্ কোন্ জিনিস অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে তা জানার সুযোগ নেই, তাই তারা সন্দেহ-সংশয়ে পড়ে সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করে ফেলছে। আসল কথা হলো মুশরিকরা নিজেরাও জানে যে, সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের উপাস্য দেব-দেবীদের বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা নেই, তারপরও তারা শয়তানের প্ররোচনায় এসব উপাস্যদের পূজা-অর্চনার নিয়ত রয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আশরাফুল মাখলুকাৎ মানুষও কোনো কিছু করতে পারে না। মানুষ করতে পারে আল্লাহর সৃষ্টিতে রূপান্তর। কোনো মৌলিক বস্তু মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহ একক ও সর্বজয়ী স্রষ্টা। সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা যে আল্লাহ! এটা যেমন অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই, তেমনি তিনি যে একক ও সর্বজয়ী তা অস্বীকার করারও কোনো সুযোগ নেই। ‘কাহ্‌হার’ শব্দ দ্বারা এমন সত্তাকে বুঝানো হয়েছে যিনি নিজ শক্তিতে সকলের উপর হুকুম চালায় ও সকলকেই পরাজিত-পরাসূত এবং অধীন করে নেয়।

فِي النَّارِ ابْتَغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَخَرٍ فُكِّهِ كَذَلِكَ

আগুনে-অলংকার বা তৈজসপত্র তৈরির উদ্দেশ্যে একইভাবে
ফেনারামি উপরে উঠে আসে^{৩২}; এভাবেই

يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ

আল্লাহ উদাহরণ দিয়ে থাকেন হক ও বাতিলের ; অতপর যা ফেনা আবর্জনা তা চলে যায় অপ্রয়োজনীয় হিসেবে ;

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكِّتُ فِي الْأَرْضِ كُلِّكَ يَضْرِبُ

আর যা মানুষের উপকারে আসে, তা যমীনে থেকে যায় ; এভাবেই বুঝিয়ে দেন

اللَّهُ الْأَمْثَالُ ۖ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحَسَنَىٰ ۖ وَالَّذِينَ

আল্লাহ উদাহরণ দিয়ে । ১৮. কল্যাণতো তাদের জন্য যারা তাদের প্রতিপালকের
ডাকে সাড়া দেয় ; আর যারা

বা-او; অলংকার-حليّة; উদ্দেশ্যে-تأنيّد; আওনে-(في+ال+نار)-في النار
-مثله(হ+مثل); ফেনারশি, আবর্জনা উপরে উঠে আসে; متاع-তৈজসপত্র
; আল্লাহ-الله; উদাহরণ দিয়ে থাকেন; يضرب-এভাবেই; كذلك
-ف+اما(+); বাতিলের-(ال+باطل)-الباطل; ও-و; হক-(ال+حق)-الحق
-অপ্রয়োজনীয়-جفاء; তা চলে যায়; فيذهب-অতপর যা ফেনা আবর্জনা
; হিসেবে; فمكث-মানুষের-الناس; উপকারে আসে; ينفع-যা-ما; আর-وأما
-এভাবেই; كذلك; -যমীনে-(في+ال+ارض)-في الأرض; তা থেকে যায়
; للذين ۞(الا+امثال)-উদাহরণ দিয়ে; يضرب-বুঝিয়ে দেন; الله-আল্লাহ
-তাদেরই জন্য যারা; استجابوا-সাদা দেয়; لربهم-(ل+رب+هم)-তাদের
প্রতিপালকের ডাকে; الحسنی-(ال+حسنی)-কল্যাণতো; আর-و; যারা-الذين

৩১. আল্লাহ তা'আলা এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর অবতীর্ণ জ্ঞানকে বৃষ্টিধারার সাথে তুলনা করেছেন। আর মু'মিন তথা সুস্থ-প্রকৃতির মানুষদেরকে নদ-নদীর সাথে এবং তাগুতী তথা আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে ফেনারাশি বা আবর্জনার সাথে তুলনা দিয়েছেন। ওহীর জ্ঞান থেকে মু'মিনরা তাদের সামর্থ অনুযায়ী তেমনি জ্ঞান আহরণ করে নেয় যেমন নদ-নদী বৃষ্টিধারার পানি সামর্থ অনুযায়ী ধারণ করে নিয়ে থাকে। অপর দিকে প্লাবনে আবর্জনা ও ফেনারাশি পানির উপরিভাগে অধিক হারে দৃশ্যমান হলেও এসব ফেনারাশি সহজেই বিলীন হয়ে যায়।

لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ

তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না, তাদের যদি যমীনে যা আছে তার সবই থাকত এবং তার সাথে আরো সমপরিমাণ।

لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سَوَاءٌ الْحِسَابُ ۖ وَمَا وَهُمْ مِنْكُمْ

তারা তা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিত^{৩৩} ; এরাই তারা যাদের হিসাব হবে খুবই কঠোর^{৩৪} ; এবং তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম ;

وَبِئْسَ الْإِمَادُ

আর তা কতইনা খারাপ ঠিকানা ।

-তাদের (ان+لهم)- اِنَّ لَهُمْ ; যদি-لَوْ ; তাঁর ডাকে-لَهُ ; না দেয়-لَمْ-يَسْتَجِيبُوا
 থাকত ; وَ ; তার সবই-جَمِيعًا ; যমীনে-(فِي+ال+ارض)-فِي الْأَرْضِ ; যা আছে-يَا ;
 -এবং-لَا فَتَدَوُا ; তার সাথে-(مَعَ+ه)-مَعَهُ ; আরও সমপরিমাণ-(مِثْل+ه)-مِثْلُهُ ;
 তারা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিত ; تَا-تَا ; وَأُولَئِكَ-তা ; যাদের-لَهُمْ ;
 মাوی+)-مَأْوَهُمْ ; এবং-وَ ; হিসাব-ال(حساب)-الْحِسَابُ ; কঠোর-سَوَاءٌ
 ; তাদের বাসস্থান হবে-جَهَنَّمَ ; জাহান্নাম-و-آر-نِس-তা কতইনা খারাপ
 -ঠিকানা-الْمِهَادُ ।

৩২. অর্থাৎ ধাতুকে কাজ তথা ব্যবহারোপযোগী করার জন্য আগুনে যখন গলানো হয় তখন তার মধ্যকার ময়লা-আবর্জনা ফেনার আকারে অবশ্যই জেগে উঠবে এবং কিছু সময়ের জন্য তা দেখা যাবে।

৩৩. অর্থাৎ আখিরাতের জীবনে এসব কান্ধির-মুশরিক তথা বাতিল শক্তির উপর এমন বিপদ আসবে যে, সারা দুনিয়া পরিমাণ ধন-সম্পদ এবং তার সম পরিমাণ আরও ধন-সম্পদ তাদের মালিকানায থাকলেও তারা তা দিয়ে সেই বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করতে চাইবে।

৩৪. হিসাব কঠোর হওয়ার অর্থ হলো—তাদের কোনো অপরাধ-ই ক্ষমা করা হবে না। আর একরূপ হিসাব তাদের থেকে নেয়া হবে যারা দুনিয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী তৎপরতা চালিয়েছে। অপরদিকে যারা আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়ে জীবনযাপন করেছে, তাদের হিসাব হবে অত্যন্ত সহজ। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন যে, দুনিয়াতে মু'মিনের যে কষ্টই হোক না কেন—এমন কি যদি তার পায়ে একটি কাঁটাও বিধে তাহলে এটাকে তার কোনো না কোনো গুনাহের

শান্তি গণ্য করে দুনিয়াতেই তার হিসাব পরিষ্কার করে দেন। আল্লাহর দরবারে অবশ্যই তার হিসাব পেশ করা হবে কিন্তু তার হিসাব হবে অত্যন্ত সহজভাবে। তার নেক আমলের সার্বিক কল্যাণকারিতার দৃষ্টিতে তার অনেক অপরাধই ক্ষমা করে দেয়া হবে। আখিরাতে যার হিসাব কঠোর হবে সে অবশ্যই শান্তি পাবে।

২য় ব্লক্' (আয়াত-৮-১৮)-এর শিক্ষা

১. মায়ের গর্ভে শিশুর প্রাণের উন্মেষ, প্রবৃদ্ধি ও সুখম গঠন প্রক্রিয়া একমাত্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে ; এতে অন্য কোনো শক্তির কোনো হাত নেই এবং কখনো কোনো শক্তির এতে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হবে না।

২. দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর। কোনো সৃষ্টির পক্ষে এ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হবে না। কোনো মানুষও দৃশ্য অদৃশ্য সকল বিষয়ে অবগত হতে পারে না।

৩. আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব যেমন চিরন্তন তেমনি তাঁর সিফাত তথা বিশেষণগুলোও চিরন্তন। তিনি তাঁর সকল গুণ-বৈশিষ্ট্যের চির-অধিকারী।

৪. আল্লাহর নিকট মানুষের সশব্দ কথা ও শব্দহীন কথার মধ্যে যেমন কোনো পার্থক্য নেই, তেমনি তাঁর নিকট আলো-আঁধারের মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই।

৫. প্রত্যেক মানুষের আগে-পিছে আল্লাহর নিয়োজিত কেরেশতা পাহারারত রয়েছে, যারা তাঁর নির্দেশে তার হিফায়ত করে। সুতরাং দায়িত্বহীন জীবনযাপন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

৬. কোনো জাতি যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে পরিবর্তন করে নেয় তখন আল্লাহ তা'আলাও নিজ কর্মপন্থা পরিবর্তন করে নেন। বিপরীত পক্ষে কোনো জাতি যদি নিজেদেরকে কল্যাণ ও আনুগত্যের দিকে পরিবর্তনে সচেষ্ট হয় তখন আল্লাহও সেই জাতির ব্যাপারে নিজের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে নেন। সুতরাং নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য নিজেরা সচেষ্ট হতে হবে এবং আল্লাহর উপর সঠিক তাওয়াক্কুল তথা ভরসা রাখতে হবে।

৭. মেঘ-বিজলীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষের মনে ভয় ও আশার সঞ্চার করেন, কারণ বজ্রপাত ধ্বংসের কারণ হতে পারে, আবার স্বাভাবিক প্রয়োজন অনুপাতে বৃষ্টিপাত মানুষের জন্য কল্যাণকরও হতে পারে। সুতরাং এ সময় আল্লাহর নিকট ইসতিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে কল্যাণের দোয়া করা উচিত।

৮. বজ্র-বিদ্যুতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যাকে বা যে কিছুকে মুহূর্তের মধ্যে ভষ্মীভূত করে দিতে পারেন। সুতরাং এ সময় আল্লাহর নিকট দোয়া করা উচিত।

৯. উদ্ভিষিত প্রাকৃতিক অবস্থাও মানুষের সামনে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর কুদরতের চাক্ষুষ প্রমাণ। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়ার কোনো-ই অবকাশ নেই।

১০. আল্লাহর নিকট থেকে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানুষের নিকট ওহীরূপে যা এসেছে তা-ই একমাত্র সত্য। সুতরাং মানুষকে নবী-রাসূলদের ডাকেই সাড়া দিতে হবে। আর যে কোনো ব্যাপারে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা-ই একমাত্র সত্য নীতি, যেহেতু দেয়া না দেয়ার ক্ষমতা-ইখতিয়ারও একমাত্র তাঁর-ই।

১১. কাফির-মুশরিকদের তাদের দেব-দেবীদের নিকট চাওয়া ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ এসব দেব-দেবীদের দেয়া না দেয়ার কোনো ক্ষমতা-ই নেই। অতএব আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির নিকট কোনো কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এটাই ঈমানের দাবী।

১২. বিশ্ব-চরাচরের সকল সৃষ্টি-ই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় আল্লাহর অনুগত। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে জীবনযাপন করাই প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া আখিরাতে মানুষের জন্য কল্যাণকর।

১৩. প্রাকৃতিক জগতে আল্লাহর অস্তিত্বের যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, তা দেখে যারা আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সপেঁ দেয় তারাই প্রকৃতপক্ষে চক্ষুমান। আর যাদের এসব দেখেও এ সম্পর্কে চিন্তা জাগ্রত হয় না তারা অন্ধই বটে। সুতরাং প্রকৃতিকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ঈমানের ময়বুতীর জন্য প্রয়োজন।

১৪. ঈমান ও আনুগত্যের পথই আলোর পথ। আর কুফর ও শিরকের পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ। সুতরাং আলোর পথে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব আমাদেরকে আলোর পথেই অগ্রসর হতে হবে।

১৫. শিরক ও কুফরের বাহ্যিক দাপট যত প্রবল-ই হোক না কেন, অবশেষে তা আবর্জনা ও ফেনার মতই নিঃশেষ হতে বাধ্য। এগুলো মানব জাতির জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সুতরাং মানব জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে এগুলোর মূলোচ্ছেদ করা মু'মিনের মূল কাজ।

১৬. আখিরাতে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচানোর জন্য দুনিয়া ও তার সমপরিমাণ সম্পদও কোনো কাজে আসবে না। সুতরাং যে পথে সেখানে মুক্তি পাওয়া যাবে সেপথেই আমাদেরকে চলতে হবে। কারণ সেখানকার সফলতা-ই প্রকৃত সফলতা, আর সেখানকার ব্যর্থতা-ই প্রকৃত ব্যর্থতা।



সূরা হিসেবে রুক'-৩

পারা হিসেবে রুকু'-৯

আয়াত সংখ্যা-৮

﴿۵﴾ اٰمِنْ يٰعَلَمُ اِنَّمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقَّ كَمَا هُوَ اَعْمٰی

১৯. যে ব্যক্তি জানে যে, যা-কিছু নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি তা-ই একমাত্র সত্য—সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে অন্ধ ?^{৩৫}

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٣٥﴾ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ

উপদেশতো বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে থাকে। ৩৬

২০.—যারা পূরণ করে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা,

وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۖ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না^{৩৭}। ২১. আর যারা সেই সম্পর্ক বজায় রাখে যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন,^{৩৮}

১৯) أَنْزَلَ-নাযিল করা ; يَا كَيْدُ-জানে ; يَعْلَمُ-সে কি, যে -(إ+ف+من)-أَقْمَنَ-হয়েছে ; رَبُّكَ-আপনার প্রতি ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; إِلَيْكَ-আপনার প্রতিপালকের ; الْحَقُّ-একমাত্র সত্য ; كَمْ مِنْهُ-সে ঐ ব্যক্তির মতো, যে, أَعْمَى-অন্ধ ; اُولَآءِ-লোকেরাই ; نَسُوا-উপদেশতো গ্রহণ করে থাকে ; يَتَذَكَّرُ-অঙ্ক ; بَعْدَ-পূরণ করে ; يُؤْقِنُونَ-যারা ۲০) الَّذِينَ-বুদ্ধিমান (ال+الباب)-الْأَلْبَابِ-ভঙ্গ করে না ; لَا يَنْقُضُونَ-এবং ; وَاللَّهِ-সাথে ; عَهْدٌ-কৃত ওয়াদা-সাথে ; مِمَّا-বজায় রাখে ; يَصِلُونَ-যারা ২১) وَ-আর (ال+مِيثاق)-المِيثَاقِ-বজায় রাখতে ; أَنْ يُوَصَّلَ-সেই সম্পর্ক ; بِاللَّهِ-আল্লাহ ; نِيرَانٍ-নির্দেশ দিয়েছেন ;

৩৫. অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের আনীত দীনের প্রতি যে নিসন্দেহে ঈমান আনে তথা বিশ্বাস করে এবং সে অনুসারে নিজের জীবন গড়ে, সেই ব্যক্তির আচরণ ও কাজ ঐ ব্যক্তির মতো হতে পারে না, যে রাসূলের আনীত দীনের প্রতি অবিশ্বাসী বা উদাসীন। আর যেহেতু তাদের আচরণ ও কাজ এক হতে পারে না ; তাই তাদের পরিণামও এক হবে না।

৩৬. অর্থাৎ আল্লাহর রাসুলের আনীত জীবনাদর্শ যারা গ্রহণ করে নিয়েছে তারাই

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِينَ صَبَرُوا

এবং ভয় করে নিজ প্রতিপালককে আর ভয় করে কঠোর হিসাবের।

২২. আর যারা সবর করে

ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য^{৩৭} এবং নামায কায়েম করে ও ব্যয় করে তা থেকে যে রিয়ক আমি তাদেরকে দিয়েছি—গোপনে

وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لِمُرْعَتِي الدَّارِ ۝

ও প্রকাশ্যে এবং প্রতিরোধ করে অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা^{৩৮} ; ওরাই তারা যাদের জন্য রয়েছে পরকালের ঘর।

ও-আর ; -নিজ প্রতিপালককে ; (র+ম)-رَبُّهُمْ ; -ভয় করে ; يَخْشَوْنَ ; -এবং ; -আর ; (অ+হিসাব)-الْحِسَابِ ; -কঠোর ; سُوءُ ; -ভয় করে ; وَيَخَافُونَ ; (র+)-رَبِّهِمْ ; -সন্তুষ্টি ; وَجْهِ ; -লাভের জন্য ; ابْتِغَاءَ ; -সবর করে ; وَالَّذِينَ صَبَرُوا ; -যারা ; -তাদের প্রতিপালকের ; -এবং ; -ও ; -নামায ; الصَّلَاةَ ; -কায়েম করে ; وَأَقَامُوا ; -তাদের প্রতিপালকের ; -এবং ; -ও ; -যে ; (رَزَقْنَاهُمْ)-رَزَقْنَاهُمْ ; -তা থেকে যা ; (مِنْ+مَا)-مِمَّا ; -ব্যয় করে ; وَآتَوْا ; -প্রকাশ্যে ; عَلَانِيَةً ; -ও ; -প্রতিরোধ করে ; وَيَذَرُونَ ; -ন্যায় দ্বারা ; (ب+ال+حسنه)-بِالْحَسَنَةِ ; -অন্যায়কে ; (سَيِّئَة)-السَّيِّئَةَ ; -ওরাই তারা ; أُولَٰئِكَ ; -যাদের জন্য রয়েছে ; -পরকালের ; (ال+دار)-الدَّارِ ; -ঘর।

বুদ্ধিমান-জ্ঞানী। অপর কথায় যারা এই জীবনাদর্শ থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছে তারা হলো বোকা—এরা নিজেদের প্রকৃত কল্যাণ সম্পর্কে বে-খবর।

৩৭. এখানে সেই চুক্তির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে চুক্তি মানুষ সৃষ্টির সূচনাকালে রূহের জগতে মানুষের নিকট থেকে নেয়া হয়েছিল। সূরা আ'রাফের ২২তম রুকু'তে এ সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা রয়েছে।

৩৮. অর্থাৎ সেসব সম্পর্ক যা আত্মীয়তা, সমাজ, আদর্শ তথা দীনের সাথে যুক্ত এবং এসব সম্পর্কের সত্যতা ও সঠিকতা সন্দেহাতীত হওয়ার কারণে মানুষের জীবনের সার্বিক কল্যাণ এগুলোর উপর নির্ভরশীল।

৩৯. অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ পালন করতে গিয়ে যেসব ক্ষয়-ক্ষতি, বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়, তাতে সবর বা ধৈর্যধারণ করে। অপর দিকে তারা নিজেদের নফসের

﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمِنْ أَسْفَلِهَا نَهْرٌ مُجْرٍ ۖ وَأَزْوَاجٌ مُمْتَازَاتٌ ۖ وَأَبْوَابُهَا زَاهِيَةٌ ۖ وَخُلُوعٌ مُسْتَقِيمٌ ۖ﴾

২৩.—স্থায়ী নিবাস জান্নাত, সেখানে তারা প্রবেশ করবে ; এবং তাদের যারা সৎকাজ করেছে তাদের বাপ-দাদা ও পতি-পত্নী

﴿وَذُرِّيَّتُهُمْ بِهَا ۖ وَأَنزَلَ فِيهَا سُلُوفًا مِّنَ الْأَشْجَارِ ۖ وَأَسْفَلَ مِنْهَا خِزَانَاتٌ مِّنَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالغَلَّةِ ۖ وَأَسْفَلَ مِنْهَا خِزَانَاتٌ مِّنَ الذَّهَبِ ۖ وَأَسْفَلَ مِنْهَا خِزَانَاتٌ مِّنَ الْيَاقُوتِ وَالْكَوْكَبِ ۖ وَأَسْفَلَ مِنْهَا خِزَانَاتٌ مِّنَ الْوَلَدِ ۖ وَأَسْفَلَ مِنْهَا خِزَانَاتٌ مِّنَ الْوَلَدِ ۖ وَأَسْفَلَ مِنْهَا خِزَانَاتٌ مِّنَ الْوَلَدِ ۖ﴾

এবং সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তারাও ; আর প্রত্যেক দরজার মধ্য দিয়ে ফেরেশতারা তাদের নিকট প্রবেশ করবে

﴿جَنَّاتُ﴾-জান্নাত ; ﴿عَدْنٍ﴾-স্থায়ী নিবাস ; ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾-(يَدْخُلُونَ+هَا)-সেখানে তারা প্রবেশ করবে ; ﴿و-এবং ; ﴿مِنْ-যারা, তারাও ; ﴿سَلْعٍ﴾-সৎকাজ করেছে ; ﴿مِنْ-মধ্য থেকে ; ﴿(ازواج+هم)-তাদের (বাপ-দাদা) ; ﴿و-ও ; ﴿(أَبَاءَ+هم)-তাদের বাপ-দাদা ; ﴿(أَبَائِهِمْ)-তাদের পতি-পত্নী ; ﴿و-এবং ; ﴿ذُرِّيَّتِهِمْ﴾-সন্তান-সন্ততিদের ; ﴿و-আর ; ﴿الْمَلَائِكَةُ﴾-ফেরেশতারা ; ﴿و-এবং ; ﴿عَلَيْهِمْ﴾-তাদের নিকট ; ﴿مِنْ-মধ্য দিয়ে ; ﴿كُلِّ-প্রত্যেক ; ﴿بَابٍ﴾-দরজার ।

লোভ-লালসাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং আল্লাহর নাকরমানীর কাজে যেসব স্বার্থ-সুবিধা ও স্বাদ-আস্বাদনের লোভ জ্বলিত হয়, তাতে তাদের পদাঙ্কন হয় না ; কেননা তাদের সামনে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা এবং আশিরাতের চিরস্থায়ী বসবাসের স্থান জান্নাত ; যার কারণে নফসের চাহিদা ও গুনাহের প্রতি ঝোঁকপ্রবণতাকে সবরের হাতিয়ার প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণে রাখে ।

৪০. অর্থাৎ তারা মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিরোধ করে, পাপকে পুণ্য দ্বারা মুকাবিলা করে । তাদের প্রতি কেউ যুল্ম করলে তারা তার মুকাবিলায় যুল্ম করে না ; বরং ইনসাফপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে তার মুকাবিলা করে । কেউ তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও তারা তার সাথে বিশ্বাসপরায়ণতা রক্ষা করে ।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীতে এমন নীতি অবলম্বনের নির্দেশই পাওয়া যায়—

“তোমরা এমন লোকের নীতি অনুসরণ করো না যারা বলে—‘লোকেরা ভাল করলে আমরাও ভাল করবো, তারা আমাদের প্রতি যুল্ম করলে আমরাও যুল্ম করবো’ ; বরং তোমরা নিজেদেরকে এমন নীতির অনুসারী বানাও যে, লোকেরা ভাল করলে তোমরা ভাল করবে, আর লোকেরা মন্দ আচরণ করলেও তোমরা মন্দ আচরণ করবে না ; বরং ভাল আচরণ-ই করবে ।”

রাসূলুল্লাহ (স) আরো ইরশাদ করেছেন—“আমাকে আল্লাহ নয়টি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তন্মধ্যে চারটি বিষয় হলো, কারো প্রতি সন্তুষ্ট হই বা অসন্তুষ্ট—সর্বাবস্থায় আমি ইনসাফের কথা বলবো ; যে আমার হক হরণ করবে আমি তার হক সংরক্ষণ করবো ;

﴿سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ

২৪. (এবং বলবে—) তোমাদের উপর বর্ষিত হোক শান্তি—কেননা তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে, সুতরাং পরকালের এ ঘর কতইনা উত্তম। ২৫. আর যারা ভঙ্গ করে

عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি—সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর এবং ছিন্ন করে তা, যা জুড়ে রাখার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন,

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

এবং অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় যমীনে ; ওরাই তারা যাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং মন্দ আবাস রয়েছে তাদের জন্যই।

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

২৬. আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা করেন রিয্ক প্রশস্ত করে দেন এবং (যাকে ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন^{২৭} ; কিন্তু তারা দুনিয়ার জীবন নিয়েই আনন্দিত

﴿بِمَا صَبَرْتُمْ﴾-তোমাদের উপর ; ﴿عَلَيْكُمْ﴾-এবং বলবে) বর্ষিত হোক শান্তি ; কেননা তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে ; ﴿فَنِعْمَ﴾-সুতরাং কতইনা উত্তম ; ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ﴾-ভঙ্গ করে ; ﴿الدَّارِ﴾-ঘর। ২৫. আর যারা ; ﴿مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾-সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর ; ﴿وَيَقْطَعُونَ﴾-ছিন্ন করে ; ﴿مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾-আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন নির্দেশ দিয়েছেন ; তা-যে ; ﴿وَيُفْسِدُونَ﴾-অশান্তি সৃষ্টি করে ; ﴿فِي الْأَرْضِ﴾-যমীনে ; ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾-লা'নত ; এবং তাদের জন্যই রয়েছে ; ﴿وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾-মন্দ আবাস। ২৬. আল্লাহ তাআলা ; ﴿يَبْسُطُ﴾-প্রশস্ত করে দেন ; ﴿وَيَقْدِرُ﴾-সংকুচিত করে দেন ; ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾-যাকে ইচ্ছা করেন ; ﴿وَيَقْدِرُ﴾-যাকে ইচ্ছা করে দেন ; এবং তারা আনন্দিত ; ﴿بِالدُّنْيَا﴾-দুনিয়ার জীবন নিয়েই ; ﴿وَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾-জীবন নিয়েই ;

যে আমাকে বঞ্চিত করবে আমি তাকে দান করবো ; যে আমার প্রতি যুল্ম করবে আমি তাকে মাফ করে দেবো।”

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝

অথচ দুনিয়ার জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণিকের
ভোগের সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়।

و-অথচ ; مَا-নয় ; الْحَيَاةُ-জীবনতো ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; الْآخِرَةُ-আখিরাতের
তুলনায় ; ۝-ছাড়া কিছু নয় ; مَتَاعٌ-ক্ষণিকের ভোগের সামগ্রী।

তিনি আরো বলেছেন—“তোমার সাথে যে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে তুমি তার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।”

৪১. অর্থাৎ ফেরেশতারা জান্নাতের সকল দরজা দিয়ে এসে তাদেরকে এ সুসংবাদ দেয় যে, তোমরা এমন স্থানে এসে পৌঁছেছ যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়া আর কিছু নেই। এখানে তোমরা সকল প্রকার বিপদ-মসীবত ও দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। কোনো প্রকার ভয়-ভীতি ও অনিশ্চয়তা তোমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না।

৪২. অর্থাৎ দুনিয়াতে রিয়ক তথা ভোগের উপকরণ-সামগ্রীর কম-বেশী হওয়ার উপর আখিরাতের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভরশীল নয়। আখিরাতের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করবে দুনিয়াতে ঈমান ও নেক আমলের ময়বুতীর উপর। দুনিয়াতে রিয়কের কম-বেশী হওয়া আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব অসংখ্য বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। রিয়কের প্রাচুর্য কারো জন্য কল্যাণকর, আবার কারো জন্য অকল্যাণকর। অপর দিকে রিয়কের সংকীর্ণতাও কারো জন্য কল্যাণকর আবার কারো জন্য ক্ষতিকর। এটা সম্পর্কে আল্লাহ-ই অবগত।

৩য় রুকু' (আয়াত ১৯-২৬)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের প্রতি ওহীক্ৰূপে যা নাযিল হয়েছে অর্থাৎ কুরআন মাজীদ-ই একমাত্র সত্য।

২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যারা শর্তহীন বিশ্বাস রাখে, তাঁরাই বুদ্ধিমান, কারণ তাঁরা তাঁদের সঠিক পথ চিনতে পেরেছে। বিপরীত দিকে যারা উল্লিখিত বিশ্বাস পোষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা নিরেট বোকা, কারণ তারা তাদের সঠিক পথ চিনতে সমর্থ হয়নি।

৩. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে না তারা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গকারী। আর ঈমানদাররা চুক্তি পূরণকারী। কারণ সকল মানুষই রূহের জগতে আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে মেনে তাঁর দেয়া বিধান অনুযায়ী চলার চুক্তিতে আবদ্ধ।

৪. চুক্তি পালনকারী মু'মিনদের পরিচয় হলো, তাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধ থাকবে দীনী আদর্শে আদর্শবান লোকদের সাথে। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেও যত্নবান থাকে।

৫. তারা গোপন ও প্রকাশ্য সকল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে জীবন পরিচালনা করে।

৬. এসব লোকেরা অন্যায়কে অন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে না ; বরং অন্যায়ের জবাব ন্যায় দ্বারা দেয়।

৭. আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি পালনকারী লোকদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের শান্তির আবাস জান্নাত। তাদের অনুসারী তাদের পরিবার পরিজনদের লোকেরা তাঁদের সাথে সেখানে থাকবে।

৮. জান্নাতে ফেরেশতারা তাদেরকে অভিবাদন জানানোর জন্য প্রতুত হয়ে আছে।

৯. আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গকারী লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টিকারী।

১০. চুক্তি ভঙ্গকারী লোকদের জন্য দুনিয়াতেও আল্লাহর অভিশাপ এবং আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

১১. দুনিয়াতে রিয়ক তথা জীবন-উপভোগের উপকরণের প্রাচুর্য-বা সংকীর্ণতা পরকালীন জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতার মাপকাঠি নয়।

১২. আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একাডুই ক্ষণকাল মাত্র।



সূরা হিসেবে রুকু'-৪
পারা হিসেবে রুকু'-১০
আয়াত সংখ্যা-৫

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ

২৭. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, তার উপর তার প্রতিপালকের নিকট থেকে কোনো নিদর্শন কেন নাযিল করা হলো না^{৪৭}; আপনি বলে দিন

إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে চান তাকে গুমরাহ করেন এবং যে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করে তাকে তিনি পথ দেখান—^{৪৮}

১৭-আর ; وَيَقُولُ-বলে ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; لَوْلَا نُزِّلَ-কেন নাযিল করা হলো না ; عَلَيْهِ-তার উপর ; آيَةٌ-কোনো নিদর্শন ; مِّن-নিকট থেকে ; رَبِّهِ-তার প্রতিপালকের ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهُ-আল্লাহ ; يُضِلُّ-গুমরাহ করেন ; مَن-যাকে, তাকে ; يَشَاءُ-চান ; وَ-এবং ; يَهْدِي-তিনি পথ দেখান ; إِلَى-তাঁর প্রতি ; صِرَاطٍ-মনোনিবেশ করে ।

৪৩. প্রথম রুকু'র শেষ আয়াতে একই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, এসব প্রশ্নকারীদের পরিতৃপ্তির জন্য কোনো নিদর্শনের প্রয়োজন নেই, তা আপনার দায়িত্বও নয়। আপনার দায়িত্ব শুধু এতটুকু যে, আপনি অচেতন লোকদেরকে সতর্ক ও সজাগ করবেন, তাদের ভুল কর্মপন্থার মন্দ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করবেন। প্রত্যেক জাতির জন্য যে হিদায়াতকারী পাঠানো হয়েছে তাদের দায়িত্বও এর চেয়ে বেশি কিছু ছিল না।

এখানে পুনরায় একই প্রশ্ন উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যাকে চান গুমরাহ করেন এবং যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তথা হিদায়াত লাভে আগ্রহী তাকেই হিদায়াত দান করেন। তোমরা যারা অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপন করছো এর দ্বারা তোমাদের হিদায়াত লাভ করার ইচ্ছা আছে—একথা প্রকাশ পায় না।

৪৪. অর্থাৎ যারা হিদায়াত লাভে আগ্রহী তাদের জন্য নিদর্শনের অভাব নেই। তারা যেসব নিদর্শন দেখে হিদায়াত লাভ করেছে সেসব নিদর্শনতো প্রকাশ্যে সকলের চোখের সামনেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। প্রয়োজন শুধু হিদায়াত লাভের ইচ্ছা ও আগ্রহ। যারা হিদায়াত লাভে আগ্রহী নয় তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে হিদায়াত দান করা আল্লাহর নীতি নয়। তাই দেখা যায় যেসব নিদর্শন দেখে কিছু লোক হিদায়াত প্রাপ্ত হয় সেসব নিদর্শন দেখার পরও কিছু লোক হিদায়াত লাভ থেকে বঞ্চিত হয়।

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ﴾

২৮. যারা ঈমান আনে এবং তাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণে তৃপ্তিলাভ করে ; জেনে রেখো ! আল্লাহর স্মরণেই

﴿تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ﴾

হৃদয়সমূহ পরিতৃপ্ত হয় । ২৯. যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ

﴿وَحُسْنُ مَأَبٍ﴾ ﴿كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ﴾

ও শুভ পরিণাম । ৩০. এভাবেই—আমি আপনাকে এমন উম্মাতের মধ্যে পাঠিয়েছি, যাদের পূর্বে আরো অনেক উম্মত গত হয়েছে ।

﴿لَتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾

যেন আপনি তাদেরকে পাঠ করে শুনান, যা আমি আপনার নিকট ওহী হিসেবে পাঠিয়েছি, অথচ তারা দয়াময় (আল্লাহ)-কে অস্বীকার করে ;^{৪৬}

﴿قُلُوبُهُمْ﴾-তৃপ্তি লাভ করে ; এবং ﴿و﴾-ঈমান আনে ; যারা ﴿الَّذِينَ﴾-তাদের হৃদয় ; আল্লাহর ; জেনে রেখো ! আল্লাহর স্মরণেই ; হৃদয়সমূহ ।

﴿الصَّالِحَاتِ﴾-নেক ; সুসংবাদ রয়েছে ; তাদের জন্য ; ও-ও ; হুসন ; পরিণাম । ৩০. এভাবেই ; আমি আপনাকে পাঠিয়েছি ; মধ্য ; এমন উম্মাতের ; গত হয়েছে ; যাদের পূর্বে ; অনেক উম্মত ; যেন আপনি পাঠ করে শুনান ; তা-আমি ওহী হিসেবে পাঠিয়েছি ; আপনার নিকট ; অথচ ; তারা অস্বীকার করে ; দয়াময় (আল্লাহ)-কে ;

৪৫. অর্থাৎ এ লোকদের দাবীকৃত নির্দশন না দিয়েই আমি আপনাকে পাঠিয়েছি ; কেননা এদের দাবীকৃত নিদর্শন সহকারে আপনাকে পাঠালেও তারা ঈমান আনবে না ।

৪৬. অর্থাৎ তারা দয়াময় আল্লাহর দেয়া নিয়ামত ভোগ করে আর আনুগত্য করে

قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ۝

আপনি বলুন, তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ; তাঁর উপরই আমি ভরসা রাখি আর আমার প্রত্যাবর্তনও তাঁরই দিকে ।

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّرَتْ بِهِ

আর কুরআন যদি এমন হতো যে, তার সাহায্যে পর্বতমালাকে চলমান করা যেতো, অথবা তার সাহায্যে যমীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করা যেতো, অথবা কথা বলা যেতো

الْمَوْتَىٰ مُبِلٌ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِئْسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن

মৃতের সাথে (তবু তারা বিশ্বাস করতো না)^{৪৭} ; বরং সকল বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারে আছে^{৪৮} ; তবে কি যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিত নয় যে,

قُلْ -আপনি বলুন ; هُوَ -তিনিই ; رَبِّي - (রব+য়) -আমার প্রতিপালক ; لَا -নেই ; إِلَهَ - কোনো ইলাহ ; تَوَكَّلْتُ -আমি ভরসা রাখি ; وَإِلَيْهِ -আর ; مَتَابٌ -আমার প্রত্যাবর্তনও । ۝ -আর ; وَلَوْ - যদি ; أَنَّ -কুরআন এমন হতো যে, سَيِّرَتْ -চলমান করা যেতো ; بِهِ -তার সাহায্যে ; الْجِبَالُ -পর্বতমালাকে ; أَوْ -অথবা ; قُطِّعَتْ -খণ্ড-বিখণ্ড করা যেতো ; بِهِ -তার সাহায্যে ; الْأَرْضُ -যমীনকে ; أَوْ -অথবা ; كُفِّرَتْ -কথা বলা যেতো ; الْمَوْتَىٰ -আল্লাহর সাথে ; مُبِلٌ - (মু+ব) -বিস্তারিত ; جَمِيعًا -সকল ; أَفَلَمْ يَأْتِئْسَ - (অ+ফ) -তবে কি তারা নিশ্চিত নয় ; الَّذِينَ -যারা ; آمَنُوا -ঈমান এনেছে ; أَن -যে ;

দেব-দেবীর । তারা আল্লাহর ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে । তাঁর বিশেষ গুণাবলী, ইখতিয়ার ও অধিকারে তাঁর সৃষ্টিকে অংশীদার বানাচ্ছে ।

৪৭. এখানে লক্ষণীয় যে, রাসূলের নিকট নিদর্শন দাবী করেছে কাফিররা, অথচ এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে । এর কারণ হলো, কাফিরদের নিদর্শন দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানরা মনে মনে ভাবছিল যে, নিদর্শন না দেখার কারণেই বুঝি কাফিররা রাসূলুল্লাহর রিসালাতের উপর ঈমান আনছে না এবং রাসূলের বিরোধিতা করছে । এ জন্য মুসলমানদের মনে ব্যকুলতা সৃষ্টি হয়েছে । আর সেজন্য মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের এ ধারণা সঠিক নয় ; কেননা সৃষ্টিলোকের প্রতিটি স্তরে স্তরে, কুরআন মাজীদের শিক্ষায় এবং সাহায্যে কিরামের জীবনের বৈপ্রবিক পরিবর্তনে সত্যের যে আলো ছড়িয়ে আছে সেই আলো দেখে যারা হিদায়াত লাভ করতে

لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا

আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে সকল মানুষকে সৎপথের দিশা দিয়ে দিতে পারতেন^{৪৮},
আর যারা কুফরী করেছে, কখনো বিদূরীত হবে না

تُصِيبُهُمْ بَأْسٌ صَغِيرٌ وَإِن يَرْجِعُوا لَنُؤَذِّبَهُمْ عَذَابًا كَبِيرًا

বিপদ-মসীবত তাদের উপর থেকে যেহেতু তারা ই এ মসীবত তৈরী করে নিয়েছে ;
অথবা তা (বিপদ-মসীবত) তাদের ঘরের পাশেই আপতিত হতে থাকবে ।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ

যতক্ষণ না আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হয় ; নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না ।

لَوْ-যদি ; شَاءَ-চাইতেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لَهَدَى-তাহলে সৎপথের দিশা দিয়ে দিতে
পারতেন ; النَّاسَ-মানুষকে ; جَمِيعًا-সকল ; وَ-আর ; لَا-কখনো বিদূরীত হবে
না ; الَّذِينَ-তাদের উপর যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; تُصِيبُهُمْ-তাদের বিপদ
মসীবত ; وَإِن يَرْجِعُوا-যেহেতু তারা তৈরী করে নিয়েছে ; بَأْسٌ صَغِيرٌ-এ বিপদ মসীবত ;
(من+দার+هم)-مِنْ دَارِهِمْ-পাশেই ; كَبِيرًا-আপতিত হতে থাকবে ; وَ-অথবা ;
تَأْذِيبًا-তাদের ঘরের ; حَتَّى-যতক্ষণ না ; يَأْتِيَ-পূর্ণ হয় ; وَعْدُ-ওয়াদা ; اللَّهُ-আল্লাহর ;
إِنَّ-নিশ্চয়ই ; يَخْلِفُ-খেলাফ করেন না ; الْمِيعَادَ-ওয়াদা ।

পারলো না তারা কোনো নিদর্শন দেখেই হিদায়াত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না । কাজেই
এ ব্যাপারে তোমাদের অস্থির হওয়ার কোনো কারণ নেই ।

৪৮. অর্থাৎ তারা যেসব নিদর্শন চাচ্ছে তা দেখানোর পূর্ণ ক্ষমতা-ইখতিয়ার আল্লাহর
রয়েছে । তবে এসব নিদর্শন দেখিয়ে কাজ হাসিল করা আল্লাহর নীতি নয় ; কেননা আসল
উদ্দেশ্য তো হিদায়াত দান-নবীর নবুওয়াতকে জোরপূর্বক মানিয়ে নেয়া নয় । আর মানুষের
চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে এবং তা সংশোধিত না হলে হিদায়াত লাভ
কোনো মতেই সম্ভব নয় ।

৪৯. অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সঠিক উপলব্ধি ছাড়া চেতনাহীন এক ঈমান-ই লক্ষ্য হতো,
তাহলে তো নিদর্শন দেখাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না । আল্লাহ তা'আলা জন্মগতভাবে
সকলকে ঈমানদার করে সৃষ্টি করলেই সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যেতো । আল্লাহ তা'আলার
ইচ্ছা হলো—সঠিক বুঝ-সমঝ লাভের মাধ্যমেই লোকেরা ঈমান আনুক ।

৪র্থ রুকু' (আয়াত ২৭-৩১)-এর শিক্ষা

১. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে উপর ঈমান আনার জন্য অগণিত-অসংখ্য নিদর্শন আমাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র চোখ মেলে সঠিক অর্থে তাকালেই আমরা তা দেখতে পারি। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা ফিকির করা আমাদের কর্তব্য।

২. হিদায়াত যাদের নসীবে নেই তাদের দৃষ্টি এসব নিদর্শনের উপর পড়ে না। যারা অলৌকিক কোনো নিদর্শন চায়, মনে করতে হবে যে, আল্লাহ তাদের হিদায়াত নসীবে রাখেননি।

৩. আল্লাহর শরণে হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ ঈমানের লক্ষণ। অপর কথায়-একমাত্র আল্লাহর শরণের মাধ্যমেই হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ সম্ভব।

৪. প্রকৃতপক্ষে সুসংবাদ ও শুভ পরিণাম ঈমানদারদের জন্যই সংরক্ষিত রয়েছে, তবে শর্ত হলো সে সঙ্গে নেক আমল থাকতে হবে।

৫. ঈমান বিহীন নেক আমল যেমন আল্লাহর দরবারে গ্রহণীয় নয়, তেমনি নেক আমল বিহীন ঈমানও মানুষকে জান্নাতে পৌছাতে পারবে না।

৬. আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে সকল মানব গোষ্ঠীর প্রতি নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। একই দাওয়াত নিয়ে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-ও প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং নবীদের দাওয়াতের মূলকথা একই ছিল। অতএব নবীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার অবকাশ নেই।

৭. নবীদের দাওয়াতের মূলকথা ছিল—আল্লাহই একমাত্র প্রতিপালক। তিনি ছাড়া ইলাহ বা হুкуমদাতা কেউ নেই। একমাত্র তাঁর উপরই ভরসা করতে হবে এবং মানুষকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

৮. দৃশ্যমান জগতে যেসব নিদর্শন বিদ্যমান সেসব নিদর্শন দেখার পরও যারা ঈমান আনতে ইচ্ছুক নয়, তাদের সামনে যে কোনো অলৌকিক নিদর্শন পেশ করা হোক না কেন, তারা ঈমান আনবে না।

৯. মানুষের দাবীকৃত নিদর্শন দেখিয়ে তাদেরকে হিদায়াত দান করা আল্লাহর কর্মনীতি নয়। কারণ যারা হিদায়াত লাভ করতে আগ্রহী, তাদের জন্য নিদর্শনের অভাব নেই। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলেই অগণিত নিদর্শন আমাদের সামনে দেখা যাবে।

১০. মানুষের হিদায়াতের জন্য তার চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন ও প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি প্রয়োজন। বিদ্যমান নিদর্শনের মাধ্যমেই এ পরিবর্তন ও উপলব্ধি অর্জিত হতে পারে। আর চিন্তা ও উপলব্ধিসহকারে গৃহীত ঈমান-ই আল্লাহর উদ্দেশ্য।

১১. অবিশ্বাসীদের উপর বিপদ-মসীবত ও পরাজয় অবশ্যজ্ঞাবী। এটা আল্লাহর ওয়াদা ; আর আল্লাহর ওয়াদার কখনো ব্যতিক্রম হয় না। তবে এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। অতএব আমাদেরকে এ বিশ্বাসে বলীয়ান হতে হবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-৫
পারা হিসেবে রুকু'-১১
আয়াত সংখ্যা-৬

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

৩২. আর আপনার পূর্বেও অবশ্যই অনেক রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল ;
অতপর যারা কুফরী করেছিল আমি তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছি,

ثُمَّ أَخَذْتُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ أَمِنَ هُوَ قَائِمٌ

তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম ; সুতরাং কেমন ছিল আমার আযাব !
৩৩. তবে কি তিনি তাদের (অক্ষম দেব-দেবীগুলোর) মত ? তিনি দৃষ্টি রাখেন

عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُومًا سَمُوهُمْ

প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তার উপর^{৫০} ? অথচ তারা আল্লাহর বহু শরীক করে
নিয়েছে^{৫১} আপনি বলুন—‘তোমরা ওদের নাম বলো’

৩২-আর (ব+রসল)-برُسُلٍ-অবশ্যই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল ; (ফ+)-فَأَمَلْتَ-আপনার পূর্বেও (ক-)-مِّن قَبْلِكَ-অনেক রাসূলের সাথে ; (ক-)-كَفَرُوا-অতপর আমি কিছু অবকাশ দিয়েছি ; (ক-)-الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; (ক-)-أَمَلْتَ-কুফরী করেছিল ; (ক-)-ثُمَّ-তারপর ; (ক-)-أَخَذْتُمُ-আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম ; (ক-)-كَانَ-ছিল ; (ক-)-عِقَابِ-আমার আযাব ; (ক-)-فَكَيْفَ-সুতরাং কেমন ; (ক-)-قَائِمٌ-তবে কি তাদের মতো যিনি ; (ক-)-هُوَ-তিনি ; (ক-)-دَرْشِي-দৃষ্টি রাখেন ; (ক-)-عَلَىٰ-উপর ; (ক-)-و-অথচ ; (ক-)-بِمَا كَسَبَتْ-যা করে তার ; (ক-)-شُرَكَاءَ-বহু শরীক ; (ক-)-قُلُومًا-আপনি বলুন ; (ক-)-سَمُوهُمْ-তোমরা ওদের নাম বলো ;

৫০. অর্থাৎ তাঁর কাছে প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা কর্মকাণ্ড দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার ।
কোনো ব্যক্তির কোনো নেক আমল বা কোনো ব্যক্তির বদ আমলই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে
সংঘটিত হতে পারে না ।

৫১. অর্থাৎ তাঁর সমতুল্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করে নিয়েছে—তাঁর ‘যাত’ বা মূল সত্তা
এবং তাঁর ‘সিফাত’ বা গুণাবলীতে তাঁরই সৃষ্টিকে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছে । তারা আল্লাহর
রাজ্যসীমার অধীন থেকেও যাচ্ছে তাই চলছে এবং মনে করছে যে, তাদের নিকট
কৈফিয়ত চাওয়ার কেউ নেই ।

أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَيِّظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ

অথবা তোমরা কি দুনিয়ার এমন খবর তাঁকে জানাতে চাও যে সম্পর্কে তিনি জানেন না^{৫২} ? অথবা এটা কথার বাহ্যিক দিক মাত্র, আসলে

زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَهُمْ أَعْيَنَ السَّبِيلِ وَمَن يَضِلِّ اللَّهُ

শোভনীয় করা হয়েছে তাঁদের ছলনাকে^{৫৩} তাদের জন্য যারা কুফরী করেছে, এবং তাদেরকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে সৎপথ থেকে^{৫৪} ; আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন,

ম-অথবা ; অ-তাকে এমন খবর জানাতে চাও ; -তنبؤونه- (তنبؤوا+ه) ; -অথবা ; -بَيِّظَاهِرٍ- (বি-যাহির) ; -অথবা ; -أَمْ- (অ-ম) ; -দুনিয়ার- (ফী+অ-ল+অ-রু-স) ; -ফী অ-রু-স- (অ-রু-স) ; -তিনি জানেন না ; -أَمْ- (অ-ম) ; -আসলে ; -بَلْ- (ব-ল) ; -কথার- (ম-ন+অ-ল+অ-ক-ল) ; -ম-ন+অ-ল+অ-ক-ল- (অ-ল+অ-ক-ল) ; -বাহ্যিক দিক মাত্র ; -مَكْرَهُمْ- (ম-ক-র-হ-ম) ; -তাদের ছলনাকে ; -و- (ও) ; -এবং ; -أَعْيَنَ- (অ-ই-ই-ন) ; -তাদের জন্য যারা ; -زَيْنَ- (জ-ই-ন) ; -শোভনীয় করা হয়েছে ; -يَضِلُّ- (য-ই-ল) ; -যাকে ; -مَن- (ম-ন) ; -আর ; -و- (ও) ; -সৎপথ ; -السَّبِيلِ- (অ-ল+স-ব-ই-ল) ; -থেকে ; -عَن- (ই-ন) ; -পথ ভ্রষ্ট করেন ; -اللَّهُ- (অ-ল-ল-হ) ;

৫২. অর্থাৎ তোমাদের নিকট কি এমন কোনো খবর এসেছে যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কোনো কোনো সত্তাকে তাঁর নিজের গুণাবলীতে শরীক করে নিয়েছেন। যদি তা হয়ে থাকে, তাহলে তারা কারা তাদের নাম বলো—কোন সূত্রে এ খবর তোমরা পেলে ?

৫৩. অর্থাৎ শিরক হলো ছলনা ও কূট-কৌশল। যেসব লোক ফেরেশতা বা জিন অথবা আল্লাহর অন্য কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর গুণাবলীতে শরীক করা হচ্ছে সেসব সত্তা কখনো নিজেদেরকে আল্লাহর গুণাবলীতে বা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিজেদেরকে আল্লাহর শরীক বলে দাবী করেনি। তারা এমন কথাও বলেনি যে, তারা আল্লাহর নিকট থেকে কোনো দাবী দাওয়া আদায় করে দিতে পারবে। তারা লোকদের এমন কোনো হুকুমও দেয়নি যে, তোমরা আমাদের পূজা-উপাসনা করো, আমাদেরকে নযর-নিয়ায দাও, তাহলে আমরা আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের অমুক অমুক দাবী-অধিকার আদায় করে দেবো। মূলতঃ এটা স্বার্থপর ধৃত লোকদের ছলনা ও কূটকৌশল ছাড়া কিছু নয় ; এরা গণমানুষের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, গণমানুষের ধন-সম্পদে নিজেদের ভাগ বসানোর জন্য কিছু সংখ্যক বানোয়াট খোদা রচনা করে নিয়েছে। গণমানুষকে ওসব বানোয়াট খোদার ভক্ত বানিয়ে নিজেদেরকে ওদের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করিয়ে নিয়েছে, যাতে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা যায়।

আর শিরককে ছলনা বা কূটকৌশল বলার অপর কারণ হলো—এসব স্বার্থপর লোক নিজেদের উদর পূর্তী ও নৈতিক বিধি-নিষেধ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে দায়-দায়িত্বহীন জীবনযাপনের জন্য এটা একটা উপায় মাত্র।

فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٩٩﴾ لَمْ يَرْعَ أَنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ

তার জন্য নেই কোনো পথ প্রদর্শক। ৩৪. তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার জীবনেও
শান্তি, আর আখিরাতের আযাবতো।

أَشَقُّ عَمَّا لَمْ يَمُرَّ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٥﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ

আরও কঠোর ; আর কেউ নেই আল্লাহর (আযাব) থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী
৩৫. সেই জান্নাতের উপমা এমন—যার ওয়াদা দেয়া হয়েছে

الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّهُمْ دَائِمٌ فِيهَا

মুণ্ডাকীদেরকে—তার পাদদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত ;
তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং তার ছায়াও ;

تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ

এটাই তাদের কাজের প্রতিদান যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আর কাফিরদের কর্মফল হলো জাহান্নাম। ৩৬. আর যাদেরকে

- لَهُمْ ﴿٩٨﴾। কোনো (মন+হাদ)- مِنْ هَادٍ ; তার জন্য ; لَهُ- নেই কোনো ;
 الدُّنْيَا- (ফী+ال+حیوة)- فِى الْحَيَوة- শান্তি ; عَذَابٌ ; তাদের জন্য রয়েছে ;
 ; (ال+اخرة)- الْاٰخِرَةُ- আযাবতো ; لِعَذَابٍ ; আর ; وَ- ; দুনিয়ার (ال+دنیا)-
 - اللّٰهِ ; থেকে ; مَنْ- ; তাদের জন্য ; لَهُمْ ; নেই ; مَا- ; আর ; وَ- ; আরো কঠোর ; اَشَقُّ
 - الْجَنَّةِ- (উপমা- مَثَلُ ﴿٩٩﴾)। কেউ- رَحْمَاكَارِى مِنْ وَاَقٍ ; (আযাব) -
 - (ال+مَتَّقُونَ)- الْمُتَّقُونَ- ওয়াদা দেয়া হয়েছে ; وَعُدَّ ; যার- اَلَّتِى ; জান্নাতের
 ; তার (মন+تحت+ها)- مِنْ تَحْتِهَا ; প্রবাহিত ; تَجْرِى- ; মুণ্ডাকীদেরকে
 ; وَ- ; চিরস্থায়ী- دَائِمٌ ; তার ফলসমূহ (اکل+ها)- اَكْلُهَا ; (ال+انهر)- الْاَنْهَارُ
 - الَّذِينَ- ; তাদের প্রতিদান- عُقَبٰى ; এটাই- تِلْكَ ; তার ছায়াও- ظِلُّهَا ;
 - الْكٰفِرِيْنَ ; কর্মফল হলো ; عُقَبٰى ; আর ; وَ- ; তাবকওয়া অবলম্বন করেছে ; اَتَقَوْا ;
 ; (ال+کفرین)- الْكَافِرِينَ- ; আর (ال+کفرین)- الْكَافِرِينَ- ;

৫৪. অর্থাৎ তারা যখন ইসলামের সত্য দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে তখন স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই তাদের ভ্রান্ত মতবাদ শিরক-কে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তাদের ছলনা ও কট-কৌশলকে তাদের নিকট চাকচিক্যময় ও আকর্ষণীয় বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ

আমি কিভাবে দিয়েছি, তারা তাতে আনন্দ পায় যা নাযিল করা হয়েছে
আপনার প্রতি ; কিন্তু কোনো কোনো দল

مَنْ يَنْكُرْ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ

এমন যারা তার কতক অংশ অস্বীকার করে ; আপনি বলুন—‘আমিতো আদিষ্ট হয়েছি, আমি যেন ইবাদাত করি আল্লাহর এবং তাঁর সাথে কোনো শরীক না করি ;

إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبٌ ﴿٩٦﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَعَلِّي أَتَّبَعْتُ

তাঁর দিকেই আমি ডাকি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন'৫৫। ৩৭. এক্ষেপে আমি তা (কুরআন) নাখিল করেছি বিধান হিসেবে—আরবী ভাষায়; আরি যদি আপনি অনুসরণ করেন

أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۚ

তাদের খেয়াল-খুশীর—আপনার কাছে সঠিক জ্ঞান আসার পর (তাহলে) আল্লাহর মোকাবিলায় আপনার জন্য থাকবে না কোনো অভিভাবক এবং না কোনো রক্ষক।

تَارَا أَنَانْد -تَارَا بَفَرْحُونْ -কিতাব -الْكِتَابُ -আমি দিয়েছি তাদেরকে ; أَتَيْنَهُمْ -আমি তাকে ; مَنْ -কিস্তু ; وَ -আপনার প্রতি ; الْيَلْبُ -নাযিল করা হয়েছে ; أَنْزَلَ -তাতে যা ; يَمَّا -পায় ; ائِنَّمَا أَمَرْتُ -অস্বীকার ; يُنْكِرُ -যারা ; مَنْ -কোনো কোনো দল এমন ; (مَنْ +ال+احزاب)-الْأَحْزَابُ -আমি বলুন ; قُلْ -আপনি বলুন ; ائِنَّمَا أَمَرْتُ -তার কতক অংশ ; (بَعْضُ +ه)-بَعْضُهُ -আমি তো আদিত্ট হয়েছে ; اِنْ اَعْبُدُوا -যেন আমি ইবাদাত করি ; اِلَـلَـه -আল্লাহর ; وَ -এবং ; اَدْعُوا -তঁার দিকেই ; اِلَـه -তঁার সাথে ; يَم -কোনো শরীক না করি ; لَا أَشْرَكَ -আমি ডাকি ; وَ -এবং ; اَدْعُوا -তঁার দিকেই ; اِلَـه -আমার প্রত্যাবর্তন ৩৭। اَرْ -আপনি ; اَتَّبَعْتُ -যদি ; لَئِنْ -আর ; وَ -আরবী ভাষায় ; عَرَبِيًّا -বিধান হিসেবে ; اَنْزَلْنَاهُ -আমি তা (কুরআন) নাযিল করেছি ; كَذَلِكَ -আপনি অনুসরণ করেন ; اِهْوَاءُ -তাদের খেয়াল-খুশীর ; اِهْوَاءُ -হুম ; اِهْوَاءُ -আপনার কাছে আসার ; (مَا +جاء +ك)-جَاءَكَ -তাহলে ; مَا -কোনো ; مِنْ -আল্লাহর মোকাবিলায় ; اِلَـه -আপনার জন্য ; لَكَ -আপনি রক্ষক ; اِلَـه -এবং ; وَ -আপনি রক্ষক ।

আর এ স্বাভাবিক আইন অনুযায়ী-ই তাদেরকে সঠিক সত্য দীনের পথে আসতে বাধ্যগত করে দেয়া হয়েছে।

৫৫. প্রত্যেক নবীর দাওয়াততো একই ছিল। তাদের অনুসারীদের মধ্যে কিছু লোক যদি একথাকে অস্বীকার করে এবং ইসলামকে মানতে না চায় তাহলে শেষ নবীর পক্ষ থেকে এটা বলা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে যে, এটাতো আমাকে আল্লাহ-ই শিক্ষা দিয়েছেন ; আর আমি এ শিক্ষা-ই অনুসরণ করে যাব।

৫ম রুকু' (আয়াত ৩২-৩৭)-এর শিক্ষা

১. বাতিলের পক্ষ থেকে আল্লাহর পথের আহ্বানকারীদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অপমানজনক আচার-আচরণ একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার।

২. মু'মিনদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যুলম-নির্যাতন সত্ত্বেও কাফির-মুশরিক ও আল্লাহ বিরোধী শক্তিকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও না করা দ্বারা শান্তি থেকে তাদের বেঁচে যাওয়া মনে করার কোনো কারণ নেই।

৩. দীন প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টিকারী কাফির-মুশরিক ও অত্যাচারী শক্তিকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে এবং তারা তাদের অপকর্মের শাস্তি পাবেই।

৪. আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের সকল কর্মতৎপরতা সম্পর্কে পুংখানুপুংখ ওয়াকিফহাল এবং সবকিছুই তিনি দেখেন। তাঁর দৃষ্টির আড়ালে কিছুই ঘটা সম্ভব নয়।

৫. বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে আল্লাহর নিদর্শন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যারা একক আল্লাহর উপর ঈমান আনা থেকে ফিরে থাকবে তাদেরকে আল্লাহ সৎপথ দেখান না। তাদের ভ্রান্ত পথই তাদের জন্য শোভনীয় করে দেয়া হয়।

৬. কাফির-মুশরিকদের জন্য দুনিয়ার জীবনেও অশান্তি রয়েছে, আর আখিরাতের কঠিন শাস্তিও তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

৭. যারা ঈমান, তাকওয়া ও নেকআমল সহকারে জীবনযাপন করবে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা চিরসুখময় জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। আর আল্লাহর ওয়াদা কখনো খেলাফ হয় না।

৮. আল্লাহর কিতাবকে পরিপূর্ণভাবে মানতে হবে। কিছু অংশ মেনে আর কিছু অংশ অমান্য করা মু'মিনের কাজ হতে পারে না। যেসব কারণে আল্লাহর কিতাবকে পরিপূর্ণভাবে মানার পথে বাধা সৃষ্টি হয়, সেগুলো দূর করার জন্য সংগ্রাম করা মু'মিনের অবশ্য কর্তব্য।

৯. আল্লাহর কিতাবের বিধানাবলী পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করলেই আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে এবং আল্লাহর ওয়াদাকৃত পুরস্কার পাওয়া যাবে। নচেৎ আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্য পাওয়ার আশা করা যায় না।

সূরা হিসেবে রুকু'-৬
পারা হিসেবে রুকু'-১২
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿٥٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ

৩৮. আর আমি নিঃসন্দেহে পাঠিয়েছিলাম আপনার পূর্বে অনেক রাসূল এবং তাদেরকেও দিয়েছিলাম স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি^{৬৬} ;

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ

আর কোনো রাসুলের পক্ষে সম্ভব ছিল না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন হাজির করা^{৭৭}; প্রত্যেকটি নির্ধারিত কালের বিধান

مَنْ رُسُلًا-অনেক রাসূল ; لَقَدْ أَرْسَلْنَا-নিসন্দেহে আমি পাঠিয়েছিলাম ; وَ-আর ; ۞
 لَهُمْ-দিয়েছিলাম ; جَعَلْنَا-এবং ; وَ-আপনার পূর্বে ; (مِنْ+قَبْلَ+كَ)-
 তাদেরকেও ; مَا كَانَ-সম্ভব ছিল ; وَ-আর ; ذُرِّيَّةٌ-সন্তান-সন্ততি ; وَ-ও ; أَرْوَاجًا-
 ন্না ; بَابِيَّةٌ-হাজির করা ; أَنْ يَأْتِي-কোনো রাসূলের পক্ষে ; لِرَسُولٍ-
 لِكُلِّ-আল্লাহর ; (بِ+إِذْنٍ)-অনুমতি ; الْإِلَهِ-ছাড়া ; (إِيَّةِ)-কোনো নিদর্শন ;
 ۞-প্রত্যেকটি ; جَلَّ-নির্ধারিত কালের বিধান ;

৫৬. এখানে কাফিরদের একটি কথার জবাব দেয়া হয়েছে। তারা বলতো—‘নবী রাসূলদেরতো স্ত্রী-পুত্র-পরিজন থাকার কথা নয়। তারাতো সদা-সর্বদা আখিরাতের ফিকিরে থাকবে। তাদের কোনো জৈবিক চাহিদা থাকবে না। দুনিয়ার প্রতি থাকবেনা তাদের কোনো মোহ’ কাফিরদের এসব কথার জবাবে আল্লাহ তা‘আলা উল্লিখিত কথাগুলো বলেছেন।

৫৭. এখানেও কাফেরদের আর একটি কথার জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের কথাটি ছিল—‘অতীতের নবীরা সকলেই কোনো না কোনো মু’জিয়া নিয়ে এসেছিলেন, যেমন মূসা (আ) লাঠি ও সাদা হাত নিয়ে এসেছেন ; ঈসা মসীহ (আ) অন্ধকে চক্ষুদান ও কুষ্ঠ রোগ নিরাময় করার মু’জিয়া নিয়ে এসেছেন ; সালেহ (আ) নিয়ে এসেছিলেন উটনী—আপনি কি নিয়ে এসেছেন ? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণ মু’জিয়া হিসেবে যাকিছুই দেখান না কেন, তা নিজেদের ইচ্ছা ও ক্ষমতার জোরে দেখাননি ; বরং আল্লাহ তাআলা-ই নিজ ইচ্ছায় তাঁদের মাধ্যমে সেসব মু’জিয়ার প্রকাশ ঘটিয়েছেন । এখনও আল্লাহ চাইলে তাঁর কোনো কুদরতের প্রকাশ ঘটাবেন, কাজেই মু’জিয়া দেখতে চাওয়ার তোমাদের দাবী যুক্তিসংগত নয় ।

كِتَابٌ ۝ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝

লিপিবদ্ধ। ৩৯. আল্লাহ যা চান তা মিটিয়ে দেন এবং প্রতিষ্ঠিত রাখেন ; মূল
কিতাবতো তাঁরই নিকট (সংরক্ষিত) রয়েছে^{৩৮}।

۝ وَإِنْ مَا نُزِّنْكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُّهُمْ أَوْ تُوفِّينَاكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۝

৪০. আর আমি যদি তার কিছু অংশ আপনাকে দেখিয়ে দেই যার ওয়াদা আমি তাদেরকে দিয়েছি, অথবা
আপনাকে ওফাত দান করি (তাতে কি ?)। আপনার উপরতো পৌছানোর দায়িত্ব

وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۝

এবং হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার উপর^{৩৯}। ৪১. তারা কি লক্ষ্য করছে না যে, আমি
যমীনকে তার চারদিক থেকে সংকুচিত করে নিয়ে আসছি^{৪০} ;

و- ; চান-يَشَاءُ ; যা-مَا ; আল্লাহ-اللَّهُ ; মিটিয়ে দেন-يَمْحُوا ۝ ৩৯-লিপিবদ্ধ-كِتَابٌ
এবং ; আর-و- ; প্রতিষ্ঠিত রাখেন-يُثَبِّتُ ; তাঁরই নিকট (সংরক্ষিত)-عِنْدَهُ ; মূল-أُمُّ الْكِتَابِ ;
- (নরিন+ক)-نُزِّنْكَ ; যদি-إِنْ مَا ; আর-و- ৪০-। (কিতাব)-(আল+কিতাব)-الْكِتَابِ ; মূল-أُمُّ
আপনাকে দেখিয়ে দেই ; অংশ-بَعْضُ ; যার-الَّذِي ; ওয়াদা-(নৈদ+হম)-نَعِدُّهُمْ ;
আমি তাদেরকে দিয়েছি ; অথবা-أَوْ ; আপনাকে ওফাত দান-تُوفِّينَاكَ ;
আপনার উপরতো দায়িত্ব-(আন+মা+আপনার)-فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ; পৌছানোর-الْبَلْغُ ;
হিসাব নেয়ার-(আল+হিসাব)-الْحِسَابُ ; আমার উপর-عَلَيْنَا ; এবং-و- ;
দায়িত্ব-دَائِرَةُ ৪১-। তারা কি লক্ষ্য করছে না ; যে, আমি নিয়ে আসছি-نَأْتِي
; তাকে সংকুচিত করে-نَنْقُصُهَا ; যমীনকে-(আল+আর-ض)-الْأَرْضَ
; তার চারদিক থেকে-(আল+আর-اف+হা)-أَطْرَافِهَا ;

৫৮. কাফিরদের আর একটি কথা ছিল তাওরাত-ইঞ্জিলও আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, সেগুলোতো এখনও বর্তমান আছে, তাহলে এখন নতুন কিতাবের কি প্রয়োজন ছিল ? তাদের একথার জবাবে বলা হয়েছে যে, হে নবী! আপনি বলুন যে, উল্লিখিত কিতাব-গুলোতে বিকৃতি চুকেছে, তাই সেগুলো আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। ‘উন্মূল কিতাব’ তথা ‘মূল কিতাব’ তো তাঁর নিকটই সংরক্ষিত রয়েছে।

৫৯. এখানে বাহ্যিকভাবে রাসূলকে সন্মোদন করা হলেও মূলত সেসব লোককে ধমক দেয়া হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে চ্যালেঞ্জ করে বলতো ; ‘যে আযাব-গযবের ভয় ভুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছে তা নিয়েই এসো না কেন’। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে যে, সত্য

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝٨٢ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ

আর আদেশ করেন আল্লাহ, তাঁর আদেশ রদকারী কেউ নেই ; এবং তিনি অতিসত্বর
হিসাব গ্রহণকারী । ৪২. আর তারাও কূট-কৌশল চালিয়েছিল, যারা ছিল

مِّن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسِعِلْمُ

ওদের পূর্বে^{৪৩} । কিন্তু সকল কৌশলতো আল্লাহর ইখতিয়ারে ; তিনিই জানেন প্রত্যেক
ব্যক্তি কি কামাই করে ; আর শীঘ্রই জানতে পারবে

الْكُفْرُ لِمَن عُقِبِيَ الدَّارِ ۝٨٣ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مَرْسَلًا

কাফিররা, ভাল পরিণাম কাদের জন্য । ৪৩. আর যারা কুফরী করেছে,
তারা বলে, 'আপনি রাসূল নন :

وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; يَحْكُمُ-আদেশ করেন ; لَا-রদকারী কেউ নেই ;
و-এবং ; هُوَ-তিনি ; سَرِيعٌ-অতিসত্বর গ্রহণকারী ;
و-আর ; مَكَرٌ-কূটকৌশল চালিয়েছিল ;
و-আর ; قَدْ-কূটকৌশল চালিয়েছিল ;
و-আর ; كَفَرُوا-কুফরী করেছেন ;
و-আর ; لَسْتَ-আপনি নন ;
و-আর ; مَرْسَلًا-রাসূল ;
و-আর ; عُقِبِيَ-পরিণাম ;
و-আর ; الدَّارِ-ভাল ;
و-আর ; وَيَقُولُ-বলে ;
و-আর ; الَّذِينَ-তারা ;
و-আর ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ;
و-আর ; لَسْتَ-আপনি নন ;
و-আর ; مَرْسَلًا-রাসূল ;

দীন অস্বীকারকারী এসব কাফিরদের পরিণতি কি হবে এবং কখন হবে তা নিয়ে আপনি
চিন্তিত হবেন না ; তাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার হাতে ছেড়ে দিন ; আপনি শুধু নিষ্ঠা
সহকারে দাওয়াত দিয়ে যান—দাওয়াত পৌছানোই আপনার দায়িত্ব ।

৬০. অর্থাৎ ইসলামের বিস্তৃতি যতই ঘটেছে, ততই কাফিরদের জন্য তাদের বসবাসের
এলাকা কমে আসছে । ইসলামের দাওয়াত যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকেই সম্পন্ন হয়ে
থাকে, তাই আল্লাহ তা'আলা নিজেই দীনের প্রসারতা দানের মাধ্যমে কাফিরদের জন্য
যমীনকে সংকুচিত করে নিয়ে আসছেন বলে এখানে উল্লেখ করেছেন ।

৬১. সত্য দীনের দাওয়াতকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়ার
ব্যাপারে অতীতের সকল যুগেই ঘটেছিল—এটা নতুন কথা নয় । আর বর্তমানেও
বিরুদ্ধবাদীরা একই কূটকৌশল অবলম্বন করছে এবং ভবিষ্যতেও তারা এমন
অপকৌশলের আশ্রয় নেবে—এটাই স্বাভাবিক ; এতে আশ্চর্যের কিছু নেই ।

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۚ

আপনি বলুন, তোমাদের ও আমার মধ্যে সাক্ষী হিসেবে—আল্লাহ এবং যাদের নিকট
কিতাবের জ্ঞান রয়েছে—তরাই যথেষ্ট ৬২।

সাক্ষী- شَهِيدًا ; আল্লাহ-ই ; (ব+الله)-الله-بِاللَّهِ ; যথেষ্ট-كَفَى ; আপনি বলুন-قُلْ ;
হিসেবে ; (বিন+كم)-بَيْنَكُمْ ; ও-وَ ; আমার মধ্যে- (বিন+ي)-بَيْنِي ; হিসেবে ;
(+)-الْكِتَابِ ; জ্ঞান-عِلْمٌ ; নিকট রয়েছে- (عند+ه)-عِنْدَهُ ; যাদের-مَنْ ; এবং-وَ ;
কিতাবের- (كتب)-কিতাবের ।

৬২. অর্থাৎ যারা ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানী তারা সকলেই এ সাক্ষ্য দেবে যে, আমি যে দাওয়াত
নিয়ে এসেছি, অতীতের নবী-রাসূলগণ সেই একই দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন ।

৬ষ্ঠ রুকু' (আয়াত ৩৮-৪৩)-এর শিক্ষা

১. নবী-রাসূলগণ সকলেই মানুষ ছিলেন । তাদের সকলের মধ্যেই সকল মানবীয় বৈশিষ্ট্য পূর্ণ-
মাত্রায় বিরাজমান ছিল—এটাই যুক্তিসম্মত কথা ।

২. মু'জিয়া দেখানো নবীদের ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীন ছিল না ; বরং তা আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁদের
দ্বারা সংঘটিত হয়েছে । সুতরাং কোনো মানুষের দাবীতেই অলৌকিক কিছু সংঘটিত হতে পারে না ।

৩. অতীতের আসমানী কিতাবগুলোকে সেসব জাতির লোকেরা নিজেদের ইচ্ছা ও চাহিদা
মোতাবেক পরিবর্তন করে ফেলেছিল, তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে
পূর্ণাঙ্গ কিতাব আল কুরআন মানুষের হিদায়াতের জন্য নাযিল করেছেন । এ কিতাবকে পরিবর্তন
করার সাধ্য কারো নেই ।

৪. আল্লাহর দীনের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর আযাব কখন হবে ও কেমন হবে সে
বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই । আমাদের দায়িত্ব হলো—নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মানুষকে
দীনের দিকে ডাকা । অমান্যকারীদের চূড়ান্ত পরিণতির ব্যাপারে আল্লাহর উপরই ছেড়ে দিতে হবে ।

৫. দীনের দাওয়াতের মাধ্যমেই অমান্যকারীদের আওতা ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে আসবে । এটাই
আল্লাহর বিধান ।

৬. দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও কুটকৌশল অতীতের বিরুদ্ধবাদীরাও চালিয়েছিল ; কিন্তু ইতিহাস
সাক্ষী, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । বর্তমানকালের বিরুদ্ধবাদীরাও নিঃশেষ হবে এবং আমরা যদি
আমাদের দায়িত্ব পালন করি, ভবিষ্যতেও এ বিধানের নড়চড় হবে না ।

৭. শুভ পরিণাম যে মু'মিনদের জন্য তা অমান্যকারীরা মৃত্যুর পরপরই জানতে পারবে । আল্লাহ
ও ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এর সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট ।

সূরা আর রা'আদ শেষ

সূরা ইবরাহীম-মাক্কী

আয়াত ৪ ৫২

রুকু' ৪ ৭

নামকরণ

অন্যান্য অনেক সূরার মতো উক্ত সূরার ষষ্ঠ রুকু'তে উল্লিখিত 'ইবরাহীম' (আ)-এর নামকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরাটিও মাক্কী জীবনের শেষভাগে যখন মুসলমানদের উপর কাফিরদের যুলুম-নির্যাতন চরমে উঠেছিল, তখনই এ সূরা নাযিল হয়েছে। ইতিপূর্বেকার সূরা আর রা'দ-এর নাযিলের সময়কালও এটাই। সূরার বর্ণনা ও বাচনভঙ্গি দ্বারাই এটা সুস্পষ্টভাবে অনুমিত হয়।

আলোচ্য বিষয়

রাসূলুল্লাহ (স)-এর রিসালাতকে অমান্য করার সাথে সাথে রাসূলের দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যারা নিকৃষ্ট ও জঘন্যতম কূটকৌশল এবং ষড়যন্ত্র করছিল, তাদেরকে এ সূরায় তিরস্কার ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিলকৃত সূরাগুলোতে যেমন শাসনের চেয়ে বুঝানোর সুর মুখ্য ছিল, এ সূরায় তেমনি বুঝানোর চেয়ে তিরস্কার, শাসানো ও সতর্কীকরণের সুর মুখ্য। কারণ বুঝানো সত্ত্বেও কুরাইশ কাফিরদের জিদ, হঠকারিতা, আক্রোশ ও যুলুম নির্যাতন বেড়েই চলছিল।



ব্রহ্ম : ৭

१४. सूरा इब्राहीम-याक्की

আয়াত : ৫২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① الرَّاكِبُ كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ

১. আলিফ, লাম, রা ; এটা এমন একটি কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাখিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে বের করে নিয়ে আসতে পারেন অন্ধকার থেকে

إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝۱۱۱ اللَّهُ الَّذِي

আলোর দিকে ; তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে স্বতঃ প্রসংশিত^১ পরাক্রমশালীর (নির্দেশিত) পথে^২। ২. আল্লাহ (তিনিই) যার

[illegible]

১. 'হামীদ' শব্দের অর্থ স্বতই প্রশংসার অধিকারী। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক বা না করুক। আর এর সমার্থক শব্দ 'মাহমুদ অর্থাৎ—যার প্রশংসা করা হয়েছে বা হবে। এর মধ্যে 'নিজ সন্তায় প্রশংসিত' এ অর্থ বঝায় না।

২. অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা, গুমরাহীর জমাট অন্ধকার পথ থেকে হিদায়াতের আলোতে নিয়ে আসা কারো পক্ষে সম্ভব নয় যদি আল্লাহর অনুমতি না হয়। কোনো নবী বা রাসূলের পক্ষেও এটা সম্ভবপর নয়। এটা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কুরআন মাজীদে অন্যায় আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ হিদায়াত লাভের তাওফীক তাদেরকেই দেন যারা হিদায়াত লাভে আগ্রহী এবং সেজন্য চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত। অপরদিকে যারা দীনের প্রতি অন্ধ-বিদ্বেষ পোষণ করে, নিজ লালসা-বাসনার অনুসারী, চোখ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে ও চিন্তা-ভাবনা করে পথ চলে না ; কান থাকা সত্ত্বেও দীনের কথা শুনতে আগ্রহী হয় না অথবা শুনলেও তা বিচার বিশ্লেষণ করে না এবং গ্রহণ করে না, তাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখান না।

لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ

যা কিছু আছে আসমান ও যমীনে তা তাঁরই ; আর কাকিরদের জন্য দুর্ভোগ—

مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَجِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

কঠোর শাস্তির ৩. যারা দুনিয়ার জীবনকে ভালবাসে

عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ أُولَٰئِكَ

আখিরাতের উপর° এবং বিরত রাখে (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে
আর তার বাঁকা হয়ে যাওয়া কামনা করে° ; তারা

فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ

গভীর গুমরাহীতে নিমজ্জিত । ৪. আর আমি কোনো রাসূল তাঁর নিজ জাতীয়
ভাষাভাষী ছাড়া পাঠাইনি,

مَا ; ও- ; (ফী+আল+সমুত)-আসমানে ; مَا-যা কিছু আছে ; لَ-তাঁরই ;
-যা কিছু আছে ; وَ-আর ; (ফী+আল+আরু)-যমীনে ; (ফী+আল+আরু)-যা কিছু আছে ;
। কঠোর-শাস্তির ; مِنْ-একটি ; عَذَابٍ-কাকিরদের জন্য ; (আল+আল+কফরিন)-লিকফরিন
। (আল+)-দুনিয়া ; (আল+আল+হায়া)-জীবনকে ; (আল+আল+হায়া)-ভালবাসে ; (আল+আল+হায়া)-যারা ; (আল+আল+হায়া)-
-যা কিছু আছে ; (আল+আল+হায়া)-আখিরাতের ; (আল+আল+হায়া)-এবং ; (আল+আল+হায়া)-উপর ; (আল+আল+হায়া)-দুনিয়ার ;
বিরত রাখে (মানুষকে) ; (আল+আল+হায়া)-পথ ; (আল+আল+হায়া)-আল্লাহর ; (আল+আল+হায়া)-আর ;
أُولَٰئِكَ-কামনা করে তার (পথের) ; (আল+আল+হায়া)-বাঁকা হয়ে যাওয়া ; (আল+আল+হায়া)-তারা ;
-আর ; (আল+আল+হায়া)-আমি পাঠাইনি ; (আল+আল+হায়া)-কোনো রাসূল ; (আল+আল+হায়া)-হায়া ; (আল+আল+হায়া)-
ভাষাভাষী ; (আল+আল+হায়া)-তাঁর নিজ জাতির ;

৩. অর্থাৎ যাদের চিন্তা-চেতনা শুধুমাত্র এ দুনিয়াকে ঘিরে, পরকালের ব্যাপারে তারা কোনো চিন্তাই করে না। যারা দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও আরাম-আয়েশের বিনিময় আখিরাতের সফলতা ও সুখ-শান্তিকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করে না। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের তুলনা করে দুনিয়াকে-ই গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা দুনিয়ার সাথে আখিরাতের স্বার্থের সংঘর্ষ হলে আখিরাতের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে দুনিয়ার স্বার্থকেই গ্রহণ করে নেয়, তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের কঠিন শাস্তি।

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ

যাতে তিনি তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন^৮ ; আর যাকে চান আল্লাহ
বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে চান সৎপথ দেখান^৯ ; এবং তিনি

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ

পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়^১ । ৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার
নিদর্শনাবলীসহ (এই বলে) যে, বের করে আনো তোমার সম্প্রদায়কে

(+)-فَيُضِلُّ-তাদেরকে ; لَهُمْ-তাদেরকে ; لِيُبَيِّنَ-যাতে তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন ; يَهْدِي-এবং ; وَ-আর ; يَضِلُّ-আর বিভ্রান্ত করেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; مَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-চান ; مَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-চান ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; الْعَزِيزُ-সৎপথ দেখান ; الْحَكِيمُ-প্রজ্ঞাময় । ⑤-আর ; أَرْسَلْنَا-আমিতো পাঠিয়েছিলাম ; مُوسَىٰ-মূসাকে ; بِآيَاتِنَا-আমার নিদর্শনাবলীসহ ; أَنْ-
(এই বলে) যে, (قوم+ك)-তোমার সম্প্রদায়কে ; (أَخْرِجْ-বের করে আনো) ;

৪. অর্থাৎ তারা চায় যে, আল্লাহর দীন তাদের খেয়াল-খুশীর অধীন হোক। তাদের খেয়াল-খুশীকে আল্লাহর দীনের অনুগত করতে তারা আগ্রহী নয়। তারা চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে এমন কোনো আকীদা-বিশ্বাসকে-ই মেনে নিতে রাজী নয়—যা তাদের মগজে আসে না ; বরং শয়তান তাদেরকে যে দিকে চালাতে চায় তারা সে দিকেই চলতে চায় এবং আল্লাহর দীনকেও তাদের মনের চাহিদার অনুরূপ পেলে তারা তা মানতে রাজী, অন্যথায় নয়।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা যখনই কোনো জাতির নিকট নবী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন, সে জাতির লোকদের মধ্য থেকে তাদের নিজস্ব ভাষাভাষী লোককেই সেজন্য নির্বাচিত করেছেন, যেন তিনি তাদের ভাষায়-ই আল্লাহর দীনকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, যাতে তারা একথা বলে কোনো ওয়র পেশ করার সুযোগ না পায় যে, আমরা তো তাঁর ভাষা-ই বুঝি না—ঈমান আনবো কেমন করে।

এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, যে জাতির মধ্যে নবী পাঠিয়েছেন কিতাবও পাঠিয়েছেন সে জাতির ভাষায় যাতে তারা তা ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়।

৬. অর্থাৎ এ কিতাবকে বুঝার পর যেসব লোক হিদায়াত পেয়ে যাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই ; কারণ হিদায়াত ও গুমরাহীর চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান তাঁর কিতাবের মাধ্যমে হিদায়াত দান করেন ; আবার যাকে চান এ কিতাবকে-ই তার গুমরাহীর কারণ বানিয়ে দেন।

مِنَ الظُّلُمِ إِلَى النُّورِ وَذَكَرَهُمُ بِأَيِّمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

অন্ধকার থেকে আলোতে ; এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনগুলো^১ তথা ইতিহাস স্মরণ
করিয়ে উপদেশ দাও, নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে^২

لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا

প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দার জন্য^{১০}। ৬. আর মুসা যখন তাঁর জাতিকে বললেন—তোমরা স্মরণ করো

نِعْمَةٌ ^اللهِ ^اعَلَيْكُمْ ^ااِذَا ^ااَنْجَاكُمْ ^امِنْ ^ااِلٍ ^افِرْعَوْنَ ^ايَسْمُونَكُمْ

তোমাদের উপর (বর্ষিত) আল্লাহর নিয়ামতসমূহ যখন তিনি তোমাদেরকে ফিরাউনের লোকদের থেকে মুক্ত করেছিলেন—সে তোমাদেরকে বাধ্য করছিল

আলোতে (الى+ال+নর)-الى النور; অন্ধকার (ال+ظلمت)-الظلمت; থেকে-مِنْ
দিনগুলো (ب+ইম)-يأيّم; তাদেরকে উপদেশ দাও (ذ+রহম)-ذِكْرُهُمْ; এবং-وَ
ইতিহাস স্মরণ করিয়ে; لَأَيِّتٍ-ذَلِكَ; নিশ্চয়ই; إِنَّ-আল্লাহর-اللّٰهُ; নিদর্শন; لِكُلِّ-প্রত্যেকের জন্য; شَكُورٍ-কৃতজ্ঞ (৩) আর্; إِذْ-যখন;
তামরা স্মরণ করো; اذْكُرُوا; (ল+قوم+হ)-لِقَوْمِهِ; বললেন; قَالَ
তোমাদের উপর (বর্ষিত) عَلَيْكُمْ; আল্লাহর-اللّٰهُ; নিয়ামত; نِعْمَةً
তিনি মুক্ত করেছিলেন তোমাদেরকে; (انجى+কম)-مِنْ; লোকদের-أَلْ-থেকে-مِنْ
তোমাদেরকে বাধ্য করেছিল; (يسومون+কম)-يَسُومُونَكُمْ; ফিরাউনের-فِرْعَوْنَ

৭. অর্থাৎ কাউকে হিদায়াত দান করা বা গুমরাহ করা আল্লাহর সুবিবেচনা, প্রজ্ঞা ও ন্যায়-ইনসাফের ভিত্তিতে হয়। যাকে তিনি হিদায়াত দান করেন তা যেমন আল্লাহর উচ্চতম পরাক্রম ও হিকমত তথা প্রজ্ঞার ভিত্তিতে করেন, তেমনি যাকে তিনি গুমরাহ করেন তা-ও তাঁর ন্যায়-ইনসাফ ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই করেন। যে হিদায়াত লাভ করে সে যুক্তিসংগত কারণেই তা লাভ করে আর যে গুমরাহ হয় সে নিজেই গুমরাহ হওয়ার কারণ সৃষ্টি করে বলেই সে গুমরাহ হয়।

৮. ‘আইয়্যামুল্লাহ’-আল্লাহর দিনগুলো দ্বারা সেসব অতীত ইতিহাসকে বুঝানো হয়েছে। যার মাধ্যমে অতীতের বড় বড় ব্যক্তিত্ব ও প্রসিদ্ধ জাতিসমূহের কাজের পরিণাম সম্পর্কে জানা যায়। ইতিহাসের সেসব ঘটনা উল্লেখ করে লোকদেরকে উপদেশ দান করার কথা এখানে বলা হয়েছে।

سَوَاءَ الْعَذَابِ وَإِنْ يَكُونُ أَبْنَاءُ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ

কঠিন শাস্তি ভোগ করতে এবং সে হত্যা করছিল তোমাদের পুত্র-সন্তানদেরকে ও
জীবিত রাখছিল তোমাদের মেয়েদেরকে ;

وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

আর এতেই নিহিত ছিল তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক
কঠিন পরীক্ষা ।

সে- يُذَبِّحُونَ ; এবং-وَ ; শাস্তি ভোগ করতে- (ال+عذاب)-العَذَابِ ; কঠিন-سَوَاءَ ;
হত্যা করছিল-يَسْتَحْيُونَ ; ও-وَ ; তোমাদের পুত্র-সন্তানদেরকে- (ابناء+كم)-أَبْنَاءُ كُمْ ;
জীবিত রাখছিল- (نساء+كم)-نِسَاءَ كُمْ ; আর-وَ ; তোমাদের মেয়েদেরকে-
فِي ; এতেই তোমাদের জন্য নিহিত ছিল-وَفِي ذَلِكَ ; এক পরীক্ষা-بَلَاءٌ ; পক্ষ থেকে-مِّن ;
কঠিন-عَظِيمٌ ; তোমাদের প্রতিপালকের- (رب+كم)-رَبِّكُمْ ।

৯. অর্থাৎ অতীতের সেসব ইতিহাসের মধ্যে এমন সব নিদর্শন তথা প্রমাণ রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ ও তা মেনে চলার ফলাফল এবং শিরক ও কুফরের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর। তার মাধ্যমে তাওহীদ ও আখিরাতের অনিবার্যতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় এবং হিদায়াত লাভ করার জন্য যথার্থ উপাদান পাওয়া যায় যাতে করে উপদেশ গ্রহণ সহজ হয়।

১০. অর্থাৎ ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে তারাই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে যারা আল্লাহর নিয়ামতের হুকুম বুঝতে পেরে তার সঠিক ব্যবহার করে এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অহংকার না করে তাঁর অনুগত হয়ে জীবনযাপন করে।

১ম 'ক্বক্ব' (আয়াত ১-৬)-এর শিক্ষা

১. শিরক-কুফর-এর পথ হলো অনিচ্ছিত অঙ্গকারের পথ। আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন মানুষকে সেই অঙ্গকার পথ থেকে ঈমান ও আমলের আলোকময় পথে পরিচালিত করার জন্য। সুতরাং মানুষের কর্তব্য নবী-রাসূলদের দেখানো হিদায়াতের আলোকময় পথে চলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

২. হিদায়াত লাভ করতে আগ্রহী এবং সে অনুযায়ী চেষ্টাকারী ব্যক্তি-ই হিদায়াত লাভ করতে সক্ষম হতে পারে। আর সেজন্য আল্লাহর নিকট সাহায্যও চাইতে হবে।

৩. আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সকল হিকমত ও মহাপরাক্রমের অধিকারী, তাই তাঁর পথ-ই মানুষের জন্য কল্যাণকর একমাত্র পথ।

৪. আসমান-যমীন ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তার নিরংকুশ মালিকানা যেহেতু আল্লাহর ; সুতরাং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের পরিণাম মারাত্মক হতে বাধ্য ; কারণ আল্লাহর মালিকানার বাইরে গিয়ে পালালোর কোনো স্থান-ই নেই।

৫. দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের মুকাবিলায় প্রাধান্য দেয়া, মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে বাধ্য দেয়া এবং আল্লাহর দীনের বিধানকে নিজের মর্জিমত হওয়ার অন্যায়া আশা অন্তরে পোষণ করা-ই চরম গুমরাহীর মূল কারণ।

৬. আল্লাহ তা'আলা পূর্বেকার সকল জাতির জন্য তাদের মধ্য থেকে তাদের ভাষাভাষী নবী পাঠিয়েছেন, যাতে তাঁরা আল্লাহর কিতাবকে তাঁদের জাতির লোকদেরকে বুঝিয়ে সহজে হিদায়াতের আলোকে নিয়ে আসতে পারেন।

৭. মুহাম্মাদ (স)-কেও তাঁর নিজস্ব ভাষায় কিতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তবে তিনি ছিলেন শেষ নবী এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের আগমন দুনিয়াতে ঘটবে তাদের সকলের নবী, তাই বহু বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আরবী ভাষায়ই কুরআন নাখিল করা হয়েছে।

৮. আরবী ভাষাকে বেছে নেয়ার কারণ হলো, এ ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলী।

(ক) এ ভাষা উর্ধ্বজগতের ভাষা (খ) ফেরেশতাদের ভাষা আরবী (গ) লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত কুরআনের ভাষা আরবী (ঘ) জান্নাতের ভাষা আরবী। সুতরাং মু'মিনে নিকট সকল ভাষার মধ্যে আরবীর গুরুত্ব সর্বাধিক হওয়া উচিত।

৯. আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরাক্রম ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই কাউকে হিদায়াত দান করেন, আবার কাউকে পথভ্রষ্ট করেন এবং তিনি যা করেন তা-ই ন্যায়সংগত।

১০. অতীতের জাতিসমূহের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া মানুষের জন্য একান্ত কর্তব্য। কারণ তাতে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দাহর উপদেশ গ্রহণের অনেক উপাদান নিহিত রয়েছে।

১১. প্রত্যেকের উচিত তার উপর আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহ হিসেবে জীবনযাপন করা।

১২. সুদিন ও দুর্দিন সকল অবস্থায়-ই আল্লাহর নিকট-ই আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং তাঁর নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করতে হবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-২
পারা হিসেবে রুকু'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৬

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ

৭. আর (স্মরণ করো) যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তোমরা যদি শোকার কর তবে অবশ্যই আমি তোমাদের আরো বেশী দেবো ; আর যদি তোমার না-শোকারী কর

إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنَا

তবে নিশ্চিত আমার আযাব অত্যন্ত কঠোর^{১১} । ৮. আর মূসা তাদেরকে বললেন, যদি কুফরী কর তোমরা

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ أَلَمْ يَأْتِكُمْ

এবং যারা যমীনে আছে তারা সকলেই (কুফরী করে) তবে অবশ্যই আল্লাহ অমুখাপেক্ষী-নিজ সত্তায় প্রশংসিত^{১২} । ৯. তোমাদের^{১৩} কাছে কি পৌছেনি

১-আর ; إِذْ-(স্মরণ করো) যখন ; تَأَذَّنَ-ঘোষণা দিয়েছিলেন ; رَبُّكُمْ-(রব+কম)-তোমাদের প্রতিপালক ; لَئِنْ-যদি ; شَكَرْتُمْ-তোমরা শোকার কর ; لَأَزِيدَنَّكُمْ-তবে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আরো বেশী দেবো ; وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; كَفَرْتُمْ-তোমরা নাশোকারী কর ; إِنَّ-তবে নিশ্চিত ; عَذَابِي-(عَذَاب+ই)-আমার আযাব ; تَكْفُرُوا-অত্যন্ত কঠোর । ২-আর ; قَالَ-বললেন ; مُوسَىٰ-মূসা ; إِنْ-যদি ; أَنَا-কুফরী কর ; أَنْتُمْ-তোমরা ; وَ-এবং ; مَنْ-যারা আছে ; فِي الْأَرْضِ-(فِي+ال+ارض)-যমীনে ; جَمِيعًا-তারা সকলেই (কুফরী করে) ; فَإِنَّ-তবে অবশ্যই ; اللَّهُ-আল্লাহ ; أَلَمْ يَأْتِكُمْ-(أَلَمْ+يأت+কম)-তোমাদের কাছে কি পৌছেনি ;

১১. 'শোকার' করার অর্থ আল্লাহর নিয়ামতের হক বা মর্যাদা বুঝতে পেরে তার যথাযথ ব্যবহার করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধে অহংকার, বিদ্রোহ, হঠকারিতা না করা ; বরং তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করে নিয়ে অনুগত হয়ে চলা ।

১২. নিয়ামতের 'নাশোকারী' করার অর্থ—আল্লাহর নিয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতায় এবং অবৈধ কাজে ব্যয় করা । শরীয়তের বিধি-বিধান তথা ফরয-ওয়াজিব পালনে অবহেলা দেখানোও নাশোকারীর মধ্যে शामिल । আর নাশোকারী বা অকৃতজ্ঞতার কঠোর শাস্তি

نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودُ وَالَّذِينَ

তাদের খবর যারা তোমাদের আগে ছিল : নূহের জাতির এবং আদ ও
সামূদ জাতির ; আর যারা ছিল

مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ

তাদের পরে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না ; তাদের নিকট তাদের
রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন

فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ

তারা তখন নিজেদের মুখে হাত চেপে ধরলো^{১৫} এবং বললো—তোমরা যা নিয়ে
প্রেরিত হয়েছে নিশ্চয়ই আমরা তা অস্বীকার করি

খবর ; -الَّذِينَ- তাদের যারা ; -مِنْ قَبْلِكُمْ- (মন+قبل+কম)-ছিল তোমাদের আগে ;
-و- সামূদ জাতির ; -ثَمُودُ- ও ; -و- এবং ; -و- নূহের ; -نُوحٍ- জাতির ; -قَوْمُ-
আর ; -الَّذِينَ- যারা ; -مِنْ بَعْدِهِمْ- তাদের পরে ; -لَا يَعْلَمُهُمْ- (লা+يعلم+হম)-তাদের
সম্পর্কে কেউ জানে না ; -الْأ- ছাড়া ; -اللَّهُ- আল্লাহ ; -جَاءَتْهُمْ- তাদের নিকট এসেছিলেন ;
-بِالْبَيِّنَاتِ- (ব+আল+বিন্ত)-তাদের রাসূলগণ ; -رُسُلُهُمْ- (রসল+হম)-তাদের
; -مِنْ- মধ্যে ; -أَيْدِيَهُمْ- তাদের হাত ; -فَرَدُّوا- (ফ+র্দো)-তারা তখন চেপে ধরল
-كَفَرْنَا- নিশ্চয়ই আমরা ; -و- এবং ; -و- তাদের মুখগুলোর ; -أَفْوَاهِهِمْ-
অস্বীকার করি ; -بِمَا- যা নিয়ে ; -أُرْسِلْتُمْ- তোমরা প্রেরিত হয়েছে ; -ت- তা ;

স্বরূপ দুনিয়াতে প্রদত্ত নিয়ামত ছিনিয়েও নেয়া হতে পারে, অথবা এমন বিপদ-মসীবত
আসতে পারে যেন নিয়ামত ভোগ করা সম্ভব না হয় এবং আখিরাতেও কঠোর শাস্তি দেয়া
হতে পারে ।

১৩. অর্থাৎ তোমরা যদি নাশোকরী করো এবং দুনিয়াতে বসবাসকারী সকল মানুষও
যদি আল্লাহর নিয়ামতের নাশোকরী করে, এতে আল্লাহর কোনো ক্ষতির আশংকা
নেই। তিনি কারো তা'রীফ—প্রশংসা কৃতজ্ঞতা-অকৃজ্ঞতার বহু উর্ধে। তিনিতো নিজ
সত্তায়-ই প্রশংসিত। তোমরা মানুষেরা তাঁর প্রশংসা না করলেও অগণিত অসংখ্য ফেরেশতা,
সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁর প্রশংসায় সদা সর্বদা মুখর।

শোকর বা কৃতজ্ঞতার উপকার সবই তোমাদের জন্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার
তাকীদ করা তাঁর নিজের জন্য নয় ; বরং এটাও তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি—
দয়া-অনুগ্রহ।

وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝ قَالَتْ رُسُلُهُمْ

এবং তোমরা আমাদেরকে যে দিকে ডাকছো, আমরা তাতে নিশ্চিত
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সন্দেহান্বিত ১০. তাদের রাসূলগণ বললেন—

إِنِّي إِلَهُ شَكَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ

সন্দেহ কি আল্লাহ সম্পর্কে? আসমান ও যমীনের স্রষ্টা^{১১}; তিনি তো তোমাদেরকে
ডাকছেন যাতে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন

(من+মা+তদعونনা)-মِمَّا تَدْعُونَنَا-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-লَفِي شَكٍّ-আমরা নিশ্চিত; إِنَّا-এবং; وَ-
-قَالَتْ ১০-সন্দেহান্বিত-مُرِيبٍ-তাতে; إِلَيْهِ-যেদিকে তোমরা আমাদেরকে ডাকছো; السَّمَوَاتِ-আসমান (أ+فِي+الله)-আল্লাহ (أ+فِي+الله)-আসমান; وَالْأَرْضِ-যমীনের (ال+أَرْضِ)-যমীনের; يَدْعُوكُمْ-তিনি তো তোমাদেরকে
সম্পর্কে কি; لِيَغْفِرَ-ক্ষমা করে দিতে পারেন; لَكُمْ-তোমাদেরকে;

১৪. এর আগের আয়াত পর্যন্ত সন্ধান করা হয়েছিল মুসা (আ)-এর জাতি তথা বনী
ইসরাঈল। এখান থেকে মক্কার কাফিরদেরকে সরাসরি সন্ধান করে কথা বলা হয়েছে।

১৫. মুখে হাত চেপে ধরার অর্থ রাগ মিশ্রিত অস্বীকৃতি ও অবাক হওয়ার ভাব দেখানো,
যেন তারা এমন অদ্ভুত কথা শুনেছে যা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

১৬. অর্থাৎ তোমরা আমাদেরকে যে দিকে ডাকছো তা আমাদেরকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ফেলে
দিয়েছে। আমরা এটাকে পূর্ণ নিশ্চিততা সহকারে অস্বীকার করতে পারছি না, আবার
এটাকে গ্রহণ করে নেয়াও আমাদের কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূলত সত্যের দাওয়াতের
বৈশিষ্ট্য এটাই। সত্য দীনের দাওয়াত এর বিরুদ্ধবাদীদের মনেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।
নবী রাসূলদের নিষ্কলুষ চরিত্র তাদের দাওয়াতের মর্মস্পর্শী ভাষা, দাওয়াত গ্রহণকারীদের
জীবনে বৈপ্রবিক পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে বিরুদ্ধবাদীরাও আন্তরিকভাবে এটাকে স্বীকার
করতে বাধ্য, যদিও বাহ্যিকভাবে তারা এ দাওয়াতের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। বিরুদ্ধবাদীরা
যদিও সত্যের দাওয়াত দানকারীদেরকে যুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ করে তুলুক না কেন,
তারা নিজেরাও শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে না। তাদের বিবেক সত্যকে সমর্থন
করে; কিন্তু তাদের মিথ্যা অহমিকা ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এটাকে গ্রহণ করে
নিতে বাধার সৃষ্টি করে।

১৭. অর্থাৎ আসমান-যমীনের স্রষ্টা যে আল্লাহ তা-তো তোমরা স্বীকার করো, তাহলে
তোমাদের সন্দেহ কোন বিষয়ে? আমি তো তোমাদেরকে সেই আল্লাহর ইবাদাত করার

مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ

তোমাদের অপরাধসমূহ এবং তোমাদেরকে অবকাশ দিতে পারেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত^{১৮}; তারা বললো—তোমরাতো কিছু নও মানুষ ছাড়া—

مِثْلَنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصْوَغُوا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَآتُونَا

আমাদের মতো^{১৯} তোমরা চাচ্ছে আমাদেরকে বিরত রাখতে তা থেকে যার বন্দেগী
আমাদের বাপ-দাদারা করে আসছে, তাহলে নিয়ে এসোনা আমাদের নিকট

بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٥٥﴾ قَالَتْ لَهْمُ رَسُولٍ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ^{২০}। ১১. তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বললেন, ‘আমরা তো তোমাদের মত মানুষ ছাড়া কিছু নই ;

يُؤَخِّرْكُمْ (+) يُوَخِّرُكُمْ; وَ-এবং; -তোমাদের অপরাধসমূহ; (من+ذنوب+كم)-مِنْ ذُنُوبِكُمْ
-مُسْمًى; একটি সময়; أَجَلٍ-পর্যন্ত; إِلَى-তোমাদেরকে অবকাশ দিতে পারেন;
-নির্দিষ্ট; -মানুষ; -ছাড়া; الْآ-তোমরা তো কিছু নও; أَنْتُمْ; -তারা বললো; قَالُوا;
-আমাদের মতো; -তোমরা চাচ্ছে; تَرِيدُونَ; (مثل+نا)-مِثْلَنَا
-তোমাদেরকে বিরত রাখতে; عَمَّا-তা থেকে যার; (عن+ما)-كَانَ يَعْبُدُ;
-আমাদের বাপ-দাদারা; (أَبَاؤُنَا)-فَاتَوْنَا; -বন্দেগী করে আসছে;
-সুস্পষ্ট; -কোনো প্রমাণ; مُبِينٍ; -তাহলে নিয়ে এসো না আমাদের নিকট; (نا)
-তাদের রাসূলগণ; (رَسُولَهُمْ)-إِنْ نَحْنُ; -তাদেরকে; لَهُمْ; -বললেন; قَالَتْ ۖ
-তোমাদের মতো; (مثل+كم)-مِثْلَكُمْ; -মানুষ; -ছাড়া; الْآ-আমরা তো কিছু নই;

কথাই বলছি। প্রকৃতপক্ষে ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র অধিকারীতো তিনিই, যাকে তোমরা আসমান যমীনের স্রষ্টা হিসেবে স্বীকার করে থাক। তাহলে তোমরা কি সেই আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছো।

১৮. 'নির্দিষ্ট সময়' পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার কথা বলে বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা যদি তোমাদের মধ্যকার ঋণাপ গুণসমূহ ত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে ভাল গুণের বিকাশ সাধন করো, তাহলে তোমাদের কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি করে দেয়া হতে পারে, এমনকি তার দৈর্ঘ্য কিয়ামত পর্যন্তও হতে পারে। আর যদি সেসব ত্যাগ না করো তাহলে তোমাদের কাজের মেয়াদ কমিয়ে দেয়া হতে পারে। আসলে আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাতি নিজেদের মধ্যকার গুণাবলীর পরিবর্তন না করে।

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ

কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যার উপর চান ইহসান করেন^{১৯},

আর আমাদের এ ইখতিয়ারও নেই যে,

نَاتِيكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদেরকে কোনো সনদ এনে দেখাবো ; আর ঈমানদার লোকদেরতো আল্লাহর উপরই ভরসা রাখা উচিত ।

﴿١٩﴾ وَمَا لَنَا اِلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ

আর আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা রাখবো না ! অথচ তিনিই আমাদেরকে আমাদের পথ দেখিয়েছেন ; এবং অবশ্যই আমরা সবর করবো

- يَشَاءُ ; যার ; مَنْ ; উপর ; عَلَى ; ইহসান করেন ; يَمُنُّ ; আল্লাহ ; اللّٰه ; কিন্তু وَلَكِنْ - এ - مَا كَانَ ; আর ; وَ ; তাঁর বান্দাহদের (عباده) - عِبَادِهِ ; মধ্য থেকে ; مِنْ ; চান ; نَاتِيكُمْ - (নাতী+কম) - نَاتِيكُمْ ; যে - اَنْ ; আমাদের ; لَنَا ; ইখতিয়ারও নেই ; اللَّهُ - আল্লাহর ; اِلَّا - ছাড়া ; سُلْطٰنٍ - কোনো সনদ ; بِلَا - উপরই ; وَعَلَى - উপরই ; تَوَكَّلَ - (ফ+লিতোকল) - فَلْيَتَوَكَّلِ ; আল্লাহর ; اللّٰه ; ভরসা করা উচিত ; الْمُؤْمِنُونَ - (মু+মুন) - الْمُؤْمِنُونَ ; আর ; وَ ﴿١٩﴾ - কি হয়েছে ; لَنَا ; আমাদের ; مَا ; উপর ; عَلَى ; যে, আমরা ভরসা রাখবো না ; اِلَّا نَتَوَكَّلَ - (অন+লা নতোকল) - اِلَّا نَتَوَكَّلَ ; আল্লাহর ; اللّٰه ; তিনিই আমাদেরকে দেখিয়েছেন ; قَدْ هَدٰنَا - হেদানা ; وَ ; অথচ ; وَ ; আল্লাহর ; اللّٰه ; আমাদের পথ ; وَلَنَصْبِرَنَّ - অবশ্যই আমরা সবর করবো ; وَ ; এবং ;

১৯. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে একজন মানুষের মধ্যকার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের অতিরিক্ত কোনো বিষয় দেখা যাচ্ছে না। তাহলে এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায় যে, তোমাদের সাথে আল্লাহ কথা বলেন এবং ফেরেশতারাও তোমাদের নিকট আসে। তোমরাতো আমাদের মতই খাওয়া-দাওয়া করো ; রোগ-শোক, সর্দী-গম্ভী সবকিছুই আমাদের মতই বুঝতে পার ; আমাদের মত স্ত্রী-পুত্র-পরিজনও আছে তাহলে তোমাদেরকে মানতে হবে কেন ?

২০. অর্থাৎ তোমরা আমাদের নিকট কোনো সনদ বা প্রমাণ নিয়ে এসো, যা আমরা চোখে দেখে এবং হাত দিয়ে ছুয়ে দেখে বুঝতে পারবো যে, তোমরা আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ ; আর যা তোমরা পেশ করছো তা-ও আল্লাহর পয়গাম ।

عَلَىٰ مَا أَدَيْتُمُونَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

তাতে যে কষ্ট তোমরা আমাদেরকে দিচ্ছ ; আর ভরসাকারীদেরতো
আল্লাহর উপরই ভরসা রাখা কর্তব্য ।

و- তাতে ; عَلَى-তাতে ; مَا-যে ; أَدَيْتُمُونَا-কষ্ট আমাদেরকে তোমরা দিচ্ছ ;
আর ; اللَّهُ-উপরই ; فَلْيَتَوَكَّلِ-ভরসা রাখা কর্তব্য ;
ال-ভরসাকারীদের ।

২১. অর্থাৎ আমরা যে তোমাদের মতই মানুষ এতে কোনোই সন্দেহ নেই ; তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়ে আমাদেরকে নির্ভুল ইলুম ও পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন । এতে অবশ্য আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই, এটা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতির। তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে চান তাকেই তা অনায়াসে দান করেন ।

‘২য় রুকু’ (আয়াত ৭-১২)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলার অগণিত-অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে আমরা ডুবে আছি । আর সেজন্য আমাদেরকে অবশ্যই তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহর আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করতে হবে ।
২. আল্লাহর দেয়া নিয়ামতকে তাঁর মজির খেলাফ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে ।
৩. আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিনয়ানত থাকতে হবে, আর বিনয় প্রকাশের সর্বোচ্চ রূপ হলো নামায আদায় করা ।
৪. আল্লাহ তা'আলার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা পোষণ করতে হবে ।
৫. আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নিয়ামতের মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিক বিশ্বাসস্থাপন করতে হবে ।
৬. আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের ভিত্তিতে তাঁর হামদ ও সানা করতে হবে । উল্লিখিত বিষয়গুলো হলো আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায়ের মূল ভিত্তি ।
৭. শোকর-এর বিপরীত হলো কুফর । আর কুফর-এর পরিণাম হলো কঠোর আযাব । সুতরাং কঠোর আযাব থেকে বাঁচার জন্যই শোকর আদায়কারী হিসেবে জীবন যাপন করতে হবে ।
৮. দুনিয়ার সকল মানুষের আল্লাহর বিধান মেনে চলায় আল্লাহর কোনো লাভ নেই ; আর সকল মানুষের কুফরী করায়ও আল্লাহর কোনো রূপ ক্ষতির বিন্দুমাত্র আশংকা নেই । সুতরাং আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে নিজেদের কল্যাণে ।
৯. আসমান-যমীনের প্রভা হিসেবে আল্লাহকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই । মানবীয় বিবেক এর সাক্ষী । আল্লাহর বিধান অমান্যকারীরা মানবীয় বিবেক-এর বিরুদ্ধে কাজ করে । তাই তাদের অন্তরে প্রকৃত শান্তি থাকতে পারে না । প্রকৃত শান্তি একমাত্র আল্লাহর বিধান মানার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ।
১০. আল্লাহর বিধান মেনে চললেই তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্তি ও কর্ম-মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে ।
১১. সকল অবস্থাতে আল্লাহর উপর ভরসা রাখাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য ।

সূরা হিসেবে রুকু'-৩
পাৰা হিসেবে রুকু'-১৫
আয়াত সংখ্যা-৯

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا ۖ

১৩. আর যারা কুফরী করেছিল তারা তাদের রাসূলগণকে বললো—আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে অবশ্যই বের করে দেবো

أَوْ لَنَعُودَنَّ فِيْ مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ

অথবা তোমরা আমাদের ধর্মমতে অবশ্যই ফিরে আসবে^{২২} ; তখন তাদের প্রতিপালক তাদের নিকট ওহী পাঠালেন—‘অবশ্যই আমি ধ্বংস করে দেবো

الظَّالِمِينَ ۖ ۝ وَلَنُصَبِّحَنَّكَ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْهُ ذَٰلِكَ لِمَنِ

যালিমদেরকে । ১৪. আর তাদের পরে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করবো তোমাদেরকে^{২৩} ; এটা তার জন্য, যে

ল(+)-আর ; وَقَالَ-তারা বললো ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছিল ; لِرُسُلِهِمْ-তাদের রাসূলগণকে ; لَنُخْرِجَنَّكُمْ-(لنخرجن+كم)-আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই বের করে দেবো ; مِّنْ-থেকে ; أَرْضِنَا-(ارض+نا)-আমাদের দেশ ; أَوْ-অথবা ; لَنَعُودَنَّ-তোমরা অবশ্যই ফিরে আসবে ; فِيْ مِلَّتِنَا-(في+ملة+نا)-আমাদের ধর্মমতে ; رَبُّهُمْ-তাদের নিকট ; فَأَوْحَىٰ-(ف+أوحى)-তখন ওহী পাঠালেন ; إِلَيْهِمْ-তাদের প্রতিপালক ; لَنُهْلِكَنَّ-অবশ্যই আমি ধ্বংস করে দেবো ; الظَّالِمِينَ-(رب+هم)-যালিমদেরকে ; وَلَنُصَبِّحَنَّكَ-প্রতিষ্ঠিত করবো তোমাদেরকে ; مِنَ الْأَرْضِ-যমীনে ; مِنْ بَعْدِ هِمْهُ-তার জন্য যে, ۝

২২. নবী-রাসূলগণ নবুওয়াত পাওয়ার আগেও কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিলেন না, তাই কাফিরদের—‘আমাদের ধর্মমতে ফিরে আসতে হবে’—একথা দ্বারা এটা বুঝার কোনো সুযোগ নেই যে, নবুওয়াতের দায়িত্ব পাওয়ার আগে তাঁরা গোমরাহ জাতির ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। নবুওয়াতের আগে যেহেতু তাঁরা নীরব জীবনযাপন করতেন এবং কোনো দীনের প্রচার বা তৎকালীন প্রচলিত ধর্মের প্রতিবাদ করার মতো কোনো কাজ করতেন না, তাই তাঁদের জাতির লোকেরা তাঁদেরকে নিজেদের ধর্মমতের অনুসারী-ই মনে করতো ; আর যখন তাঁরা সত্য দীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন তখন তাঁদের জাতির লোকেরা অভিযোগ করলো যে, এরা আমাদের পূর্ব-পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করেছে।

خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدٍ ۝۱۵ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ

ভয় করে আমার সামনে দাঁড়ানোর এবং যে ভয় রাখে আমার আযাবের। ১৫. আর তারা চেয়েছিল ফায়সালা, অতপর ব্যর্থ হয়ে গেলো প্রত্যেক উদ্ধত

عِنْدِي ۝۱۶ مِنْ وَّرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ ۝۱۷ يَتَجَرَّعُهُ

হটকারী। ১৬. তার পেছনে আছে জাহান্নাম এবং তাকে পান করানো হবে পূজের পানি। ১৭. সে তা কষ্ট করে গলায় ঢুকাতে চাইবে,

وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۝

কিন্তু সে তা সামান্যও গিলতে সক্ষম হবে না এবং মৃত্যু প্রত্যেক দিক থেকে তার দিকে ধেয়ে আসবে অথচ সে মরবে না ;

خَاف-ভয় করে ; مَقَامِيْ-(মقام+য়)-আমার সামনে দাঁড়ানোর ; وَ-এবং ; وَعِيْدٍ-আমার আযাবের ; ۝১৫-আর ; وَاسْتَفْتَحُوا-তারা চেয়েছিল ফায়সালা ; جَبَّارٍ-শক্তিমান ; عِنْدِي-উদ্ধত-অতপর ; وَخَابَ-ব্যর্থ হয়ে গেলো ; كُلُّ-প্রত্যেক ; ۝১৬-তার পেছনে আছে ; جَهَنَّمُ-জাহান্নাম ; ۝১৭-পূজের পানি ; يَتَجَرَّعُهُ-(من+ماء+صدید)-তাকে পান করানো হবে ; يَتَجَرَّعُهُ-সে তা কষ্ট করে গলায় ঢুকাতে চাইবে ; وَلَا يَكَادُ-কিন্তু সে সক্ষম হবে না ; وَيَأْتِيهِ-(ياتی+ه)-তার দিকে ; وَيُسِيغُهُ-(يسیغ+ه)-তা সামান্যও গিলতে ; الْمَوْتُ-(ال+موت)-মৃত্যু ; مِنْ-থেকে ; مِنْ كُلِّ-প্রত্যেক ; مَكَانٍ-দিক ; وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ-(ما+هو+ب+میت)-সে মরবে না ; وَ-অথচ ;

২৩. অর্থাৎ বাতিল ধর্মের অনুসারী এসব লোকের হুমকী-ধমকীতে ভয় পেয়ো না, তারা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে পারবে না ; বরং তাদেরকেই বের করে দিয়ে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীদেরকেই এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

২৪. বাহ্যত এখানে অতীত জাতিসমূহের কথা বলা হলেও বর্ণনাভঙ্গী দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে মক্কার কাফিরদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে— অতীতের সত্যের দূশমনরা যেমন ব্যর্থ হয়ে গেছে তেমনি তোমরাও আত্মাহর দীনের সাথে যদি দূশমনি করো, তাহলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আরবের এ যমীনে তোমাদের ঠাই হবে না। ইতিহাস সাক্ষী আত্মাহর এ ঘোষণা প্রমাণিত সত্য। মাত্র পনের বছরের মধ্যে আরবের সরযমীন মুশরিক শূন্য হয়ে গিয়েছিল। সমগ্র আরবে একজন মুশরিকের অস্তিত্বও ছিল না।

وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٥﴾ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ

আর তার পরেই (তার উপর আসবে) এক কঠিন আযাব। ১৫. যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে কুফরী করেছে তাদের উপমা—তাদের আমল

كَرَّمَادٍ اِشْتَدَّتْ بِسَبِّهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا

সেই ছাই-এর মতো, যা এক ঝড়ো-দিনে প্রবল বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেছে ;
তারা তা থেকে লাভ করতে সক্ষম হবে না

كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَلُ الْبَعِيدُ ﴿١٦﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

কোনো কিছু—যা তারা কামাই করেছে^{২৫} ; এটাই সবচেয়ে বড় গোমরাহী।
১৬. তোমরা কি দেখনা যে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই

আর ; -عَذَابٌ-এক আযাব ; (من+وراء+ه)-তার পরেই (আসবে) ; (من+وَأَرْأَيْتُمْ)-আর ; -كَرَّمَادٍ-কঠিন ; (مَثَلُ-উপমা ; (الَّذِينَ-তাদের যারা ; (كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; (أَعْمَالُهُمْ-তাদের আমল ; (اعمال+هم)-তাদের প্রতিপালকের সাথে ; (ب+رب+هم)-তাদের ; (عَاصِفٍ-উড়িয়ে নিয়ে গেছে ; (اِشْتَدَّتْ-সেই ছাইয়ের মতো ; (كَرَّمَادٍ-প্রবল বাতাস ; (الرِّيحُ-তা থেকে যা ; (كَسَبُوا-তারা কামাই করেছে ; (أَلَمْ تَرَ-কোনো কিছু ; (الضَّلَلُ-গোমরাহী ; (الْبَعِيدُ-সবচেয়ে বড় ; (أَلَمْ تَرَ-তোমরা কি দেখ না যে, (أَلَمْ تَرَ)-আল্লাহ তাআলা ;

২৫. অর্থাৎ যারা তাদের মা'বুদের নাফরমানী করেছে, মা'বুদের আনুগত্য ও দাসত্বের যে দাওয়াত নবী-রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন, তা কবুল করতে অস্বীকার করেছে, তাদের সারা জীবনের আমলের পুঁজি নিষ্ফল ও অর্থহীন হয়ে গেছে। এটা সেই ছাইয়ের ত্বপের মতো যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত জমে বিশাল ত্বপের আকার ধারণ করেছে ; কিন্তু শুধুমাত্র একটি দিনের ঝড়ো হাওয়া কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

মূলত বাতিলের সকল প্রকার চাকচিক্যময় সমাজ-সভ্যতা, শিল্প-সংস্কৃতি, বিশ্বয়কর আবিষ্কার ও উন্নত প্রযুক্তি তাদের বাহ্যিক লোক দেখানো সততা ও জনকল্যাণের মোড়কে পরিচালিত কর্ম-তৎপরতা, এসবই কিয়ামতের দিনের ঝড়ো হাওয়া এমনভাবে শূন্যে মিলিয়ে দেবে যার একটি কণাও পরকালের কঠিন দিনে কোনো মূল্য লাভের যোগ্য হবে না—সবই নিষ্ফল প্রমাণিত হবে।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ يَاسَّأُنَ يَشَاءُ يَذَّ هِبَكُمُ وَيَاتِ

যথাযথভাবে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন^{২৬} ; তিনি যদি চান তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং নিয়ে আসবেন

يَخْلُقُ جَدِيدٍ ۖ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝ ٢٠ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا

এক নতুন সৃষ্টি । ২০. আর এটা (করা) আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন ব্যাপার নয়^{২৭} ।

২১. আর তারা সকলেই আল্লাহর নিকট হাজির হবে^{২৮}

فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا آنتُمْ مُغْنُونَ

তখন দুর্বলেরা—যারা সবল ছিল তাদেরকে বলবে—‘আমরাতো (দুনিয়াতে)

তোমাদের অধীন ছিলাম, তবে তোমরা কি রক্ষাকারী হতে পারো।

ব+আল+)-বالحَقِّ-সৃষ্টি করেছেন ; السَّمَوَاتِ-আসমান ; وَ-ও ; وَالْأَرْضَ-যমীন ; يَخْلُقُ-তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন ; وَ-এবং ; وَيَاتِ-নিয়ে আসবেন ; جَدِيدٍ-এক সৃষ্টি ; (ب+খলُق)-يَخْلُقُ-এক সৃষ্টি ; وَمَا-আর ; ذَلِكَ-এটা (করা) ; عَلَى-জন্য ; اللَّهُ-আল্লাহর ; وَبَرَزُوا-তারা হাজির হবে ; لِلَّهِ-আল্লাহর ; جَمِيعًا-সকলেই ; فَقَالَ-তখন বলবে ; الضُّعَفَاءُ-দুর্বলরা ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; اسْتَكْبَرُوا-সবল ছিল ; إِنَّا-আমরাতো ; كُنَّا-ছিলাম ; تَبَعًا-তোমাদের ; اَنْتُمْ-অধীন ; فَمَا-তবে তোমরা ; مُغْنُونَ-হতে পারো রক্ষাকারী ;

২৬. অর্থাৎ আসমান ও যমীন যেমন সত্যের উপর যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত তোমাদের সকল আমল ও সমাজ-সভ্যতা কোনোটাই সেরূপ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই তা কখনো স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। মিথ্যা, ধারণা, অনুমান-এর উপর যে জিনিসের ভিত্তি, তা কোনো স্থায়ী ফল বয়ে আনতে পারে না। তার পরিণাম নিষ্ফল হতে বাধ্য।

২৭. অর্থাৎ মিথ্যা-বাতিলকে ধ্বংস করে দিয়ে তার পরিবর্তে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়। আসলে এসব বাতিলপন্থী ও দুষ্কৃতকারী লোক প্রতিমুহূর্তে কঠিন বিপদের সম্মুখীন ; যে কোনো সময় তাদেরকে অপসারিত করে অন্যদেরকে সুযোগ দেয়া হতে পারে। যদি এ বিপদ আসতে বিলম্ব হয়, তাতে তারা বিপদমুক্ত হয়ে গেছে—একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। তাদের উচিত এ অবকাশকে মহা মূল্যবান মনে করে নিজেদের কর্মপদ্ধতিকে অনতিবিলম্বে সুদৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা।

عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَمَدَّ يَنْكَرُ

আমাদের, আল্লাহর আযাব থেকে কিছুটা ; তারা বলবে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে নাজাতের কোনো পথ দেখাতেন, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকেও পথ দেখাতাম

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا ۖ أَصَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝

(এখন) আমরা আহাজারি করি অথবা সবর করি উভয় আমাদের জন্য সমান, আমাদের কোনো রেহাই নেই^{২৮}।

عَنَّا-আমাদের ; مِنْ-থেকে ; عَذَابِ-আযাব ; اللَّهُ-আল্লাহর ; مِنْ-কিছুটা ;
اللَّهُ-আল্লাহ ; قَالُوا-তারা বলবে ; لَوْ-যদি ; هَدَّيْنَا-আমাদেরকে কোনো পথ দেখাতেন ;
سَوَاءٌ-সমান ; أَصَبَرْنَا-আমরা আহাজারি করি ; مَا-অথবা ; لَنَا-আমাদের জন্য ;
مَحِيصٍ-আমরা সবর করি ; عَنَّا-আমাদের ; لَوْ-যদি ; هَدَّيْنَا-আমাদেরকে কোনো পথ দেখাতেন ;

২৮. অর্থাৎ মানুষ যে আল্লাহর সামনে একেবারে উন্মুক্ত ও আবরণহীন আখিরাতে তা সে বুঝতে সক্ষম হবে। বান্দাহতো প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লাহর সামনে প্রকাশিত কিন্তু দুনিয়াতে সে তা অনুধাবন করতে পারে না। আখিরাতে সে চাক্ষুষ অনুধাবন করতে পারবে যে, তার কোনো ক্ষুদ্রতম তৎপরতা এমনকি তার মনের গহীনে উদ্ভূত কামনা-বাসনাও আল্লাহর সামনে উন্মোচিত হয়ে আছে, তার অন্তরের কোনো ইচ্ছা-বাসনাও আজ গোপন হয়ে থাকতে পারেনি—সবকিছুই একমাত্র মহাবিচারকের সামনে আবরণহীন।

২৯. এখানে সেসব নির্বোধ লোকদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যারা চোখ বন্ধ করে অপরের পেছনে চলে এবং নিজেদের দুর্বলতাকে একটা অজুহাত মনে করে শক্তিদর যালিম লোকদের আনুগত্য করে। তাদেরকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলা হচ্ছে যে, দুনিয়াতে তোমরা যেসব লোককে নেতার আসনে বসিয়ে চোখ বন্ধ করে তাদের কথা মেনে চলেছ, তাদের হুকুমে ন্যায়-অন্যায়, জোর-যুলুম করতে কোনো প্রকার সংকোচ করেনি। তারা তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে এক বিন্দু পরিমাণ রেহাই দিতেও সক্ষম হবে না। সুতরাং তোমাদের চিন্তা-ভাবনা করে দেখার প্রয়োজন আছে যে, তারা কোথায় যাচ্ছে আর তোমরাই বা তাদের পেছনে পেছনে কোথায় চলেছ।

৩য় রুকু' (আয়াত ১৩-২১)-এর শিক্ষা

১. কুফরী শক্তি মু'মিনদেরকে দীনে হক থেকে সরিয়ে নিতে সদা-সর্বদা সচেষ্ট থাকে। সুতরাং তাদের কোনো কথা বিনা পরীক্ষায় বিশ্বাস করা যাবে না।

৫. মু'মিনরা যদি তাদের দায়িত্ব সাধ্যমত পালন করে, তাহলে কুফরী শক্তির সকল ষড়যন্ত্র ও কটকৌশল ব্যর্থ হতে বাধ্য। আল্লাহ তাআলা মু'মিনদেরকে-ই যমীনে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

৬. দুনিয়াতে মু'মিনদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো—আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো এবং তাঁর আযাবের ভয় মনে জামত রেখে জীবনযাপন করতে হবে।

৭. কাফিরদের জন্য জাহান্নামের কঠিন আযাব প্রস্তুত রয়েছে। সেখানে তাদেরকে পিপাসা নিবারণের জন্য জাহান্নামীদের ক্ষত থেকে নির্গত পুঁজ-মিশ্রিত পানি দেয়া হবে যা তারা গিলতে সক্ষম হবে না।

৮. কঠিন আযাব ভোগ করতে করতে কাফিররা জাহান্নামে চারিদিকে মৃত্যুভয়ে ভীত থাকবে, অথচ তারা মরবে না।

৯. কাফিরদের কোনো সৎকাজই গৃহীত হবে না এবং এসব সৎকাজ আখিরাতে কঠিন আযাব থেকে তাদেরকে কিছুমাত্র রেহাই দিতে পারবে না।

১০. আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদেরকে উৎখাত করে তদন্তুলে অনুগতদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর স্থায়ী নীতি এবং তাঁর জন্য কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়।

১১. দুনিয়ার বাতিল নেতৃত্ব আখিরাতে তাদের অনুগতদের আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য কোনো ভূমিকা রাখা দূরের কথা, তারা নিজেরা নিজেদেরকেও বাঁচাতে পারবে না।



সূরা হিসেবে রুকু'-৪
পারা হিসেবে রুকু'-১৬
আয়াত সংখ্যা-৬

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

২২. আর যখন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে দেয়া হবে তখন শয়তান বলবে—নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন

وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ

আর আমিও তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম তবে আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছি^{৩০} ; আর তোমাদের উপরতো আমার এ ছাড়া কোনো ক্ষমতা ছিল না যে,

دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْ مَوْءَا أَنْفُسَكُمْ ۚ

আমি তোমাদেরকে (আমার পথে) ডেকেছিলাম, এবং তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো^{৩১} ; অতএব তোমরা আমাকে দোষারোপ করো না, তোমাদের নিজেদেরকেই দোষারোপ করো ;

৩০. আর ; قَالَ -বলবে ; الشَّيْطَانُ - (শয়তান) - (আল+শয়তান) ; যখন ; لَمَّا -চূড়ান্ত করে দেয়া হবে ; وَعَدَكُمْ - (ও+কম) ; وَعَدْتُكُمْ - (ও+কম) ; وَالْحَقِّ - (আল+হক) ; ওয়াদা ; وَوَعَدْتُكُمْ - (ও+কম) ; وَأَخْلَفْتُكُمْ - (আমিও তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম) ; وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ - (ফ+আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছি) ; إِلَّا أَنْ - (ফ+আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছি) ; دَعَوْتُكُمْ - (দে+কম) ; فَاسْتَجَبْتُمْ لِي - (ফ+আমি তোমাদেরকে ডেকেছিলাম) ; فَلَا تَلُمُونِي - (ফ+তোমরা আমাকে দোষারোপ করো না) ; وَلَوْ مَوْءَا أَنْفُسَكُمْ - (আমি তোমাদের নিজেদেরকেই দোষারোপ করো) ;

৩০. অর্থাৎ এখনতো প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর ওয়াদা-ই সত্য ছিল। আর আমি যত ওয়াদা-ই তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা কোনোটিই আমি পূরা করিনি ; তোমাদেরকে আমি মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিয়ে রেখেছিলাম। তোমাদেরকে আমি ধোঁকাই দিয়েছিলাম।

৩১. অর্থাৎ ব্যাপারতো এমন ছিল না যে, তোমরা সত্যপথের উপর ছিলে আর আমি তোমাদেরকে জোরপূর্বক পথভ্রষ্ট করেছি ; বরং আমি তো তোমাদেরকে আমার পথে

مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ

(এখন) না আমি তোমাদের উদ্ধারকারী হতে পারি আর না তোমরা আমার উদ্ধারকারী হতে পারো ; আমি অস্বীকার করছি তা

بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

তোমরা যে আমাকে (আল্লাহর) শরীক বানিয়ে নিয়েছিলে^{৩২} ইতিপূর্বে ;
যালিমদের জন্য অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে ।

وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي

২৬. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে (এমন) জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, প্রবাহমান থাকবে

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ

যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ, তারা তাদের প্রতিপালকের অনুমতিতে সেখানে চিরদিন থাকবে ; 'সালাম' হবে সেখানে তাদের সম্বর্ধনার ভাষা^{৩৩}

مَا-না; أَنَا-আমি ; مُصْرِخِكُمْ-(ব+মصرخ+কম)-তোমাদের উদ্ধারকারী হতে পারি ;
و-আর; مَا-না ; أَنتُمْ-তোমরা ; مُصْرِخِيَّ-(ব+মصرخ+য)-আমার উদ্ধারকারী হতে
পার ; إِنِّي-আমি ; كَفَرْتُ-অস্বীকার করছি ; بِمَا-তা ; أَشْرَكْتُمُونِ-তোমরা যে
আমাকে শরীক বানিয়ে নিয়েছিলে ; مِن قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; الظَّالِمِينَ-অবশ্যই ;
و- ৩২. أَشْرَكْتُمُونِ-তোমরা যে আমাকে শরীক বানিয়ে নিয়েছিলে ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; عَذَابٌ-আযাব রয়েছে ;
و- ৩৩. الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; جَنَّاتٍ-প্রবেশ করানো হবে ;
تَجْرِي-প্রবাহমান থাকবে ; الصَّالِحَاتِ-সৎকাজ ; وَعَمِلُوا-করেছে ; وَأَدْخِلَ-প্রবেশ করানো হবে ;
و- ৩৪. الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; جَنَّاتٍ-প্রবেশ করানো হবে ;
تَجْرِي-প্রবাহমান থাকবে ; الصَّالِحَاتِ-সৎকাজ ; وَعَمِلُوا-করেছে ; وَأَدْخِلَ-প্রবেশ করানো হবে ;
و- ৩৫. الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; جَنَّاتٍ-প্রবেশ করানো হবে ;
তাদের প্রতিপালকের ; تَحِيَّتُهُمْ-তাদের সম্বর্ধনার ভাষা হবে ; فِيهَا-সেখানে ;
سَلَامٌ-সালাম' ।

ডেকেছি, তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছ ; তোমরা যদি সাড়া না দিতে তাহলে আমার কোনো ক্ষমতা-ই ছিল না তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার । সুতরাং আমাকে তিরস্কার করার আগে তোমাদের নিজেদেরকে তিরস্কার করো ; কারণ তোমাদের পথভ্রষ্টতার জন্য আমি পুরোপুরি দায়ী নই, তোমরা-ই এর জন্য প্রধানত দায়ী ।

﴿الرَّكَيفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾

২৪. আপনি কি দেখছেন না আল্লাহ কিভাবে কালিমায়ে তাইয়েবার তুলনা করেছেন^{৩৪} যে, তা একটি পবিত্র গাছের মত

﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ ﴿تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾

যার মূল মাটির গভীরে মজবুত এবং তার শাখা-প্রশাখা আসমানে।^{৩৫}

২৫. তা প্রতিটি মুহূর্তে ফল দিচ্ছে

﴿الرَّكَيفَ﴾-আপনি কি দেখছেন না ; ﴿كَيفَ﴾-কিভাবে ; ﴿ضَرَبَ﴾-করেছেন ; ﴿اللَّهُ﴾-আল্লাহ ; ﴿طَيِّبَةٍ﴾-গাছের (ক+শجرة)-কশجرة ; ﴿كَلِمَةً﴾-কালিমা ; ﴿طَيِّبَةً﴾-তাইয়েবার ; ﴿مَثَلًا﴾-তুলনা ; ﴿أَصْلُهَا﴾-পবিত্র ; ﴿ثَابِتٌ﴾-মজবুত (মাটির গভীরে) ; ﴿فَرْعُهَا﴾-তার শাখা-প্রশাখা ; ﴿فِي السَّمَاءِ﴾-আসমানে (ফী+আল+সমاء) ; ﴿تُؤْتِي﴾-দেখে ; ﴿أُكْلَهَا﴾-তার ফল (আকল+হা) ; ﴿كُلَّ حِينٍ﴾-প্রতিটি মুহূর্তে ;

৩২. আকীদা-বিশ্বাসগত শিরক ছাড়াও কর্মগত শিরক-ও এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর দেয়া সনদ ছাড়া অথবা আল্লাহর বিধানের বিপরীত কারো আনুগত্য ও অনুসরণ করে যাওয়াও একটি অতি বড় শিরক। মুখে মুখে বাতিল নেতৃত্বের উপর অভিশাপ করলেও কার্যতঃ যদি তাদের নিয়ম-বিধান অনুসরণ করে চলা হয়, কুরআনের দৃষ্টিতে তা-ও আল্লাহর সাথে শরীক করা হয়। আকীদা-বিশ্বাসে মুশরিকদের মতো শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদেরকে মুশরিক বলা হোক বা না-ই বলা হোক তাতে কোনো পার্থক্য নেই।

৩৩. ‘তাহিয়াতুহুম’ অর্থাৎ তাদের পরস্পরকে সম্বর্ধনা জানানোর ধরন তথা পারস্পরিক অভিবাদন জানানোর ভাষা এমন হবে যে, তারা ‘সালাম’-এর মাধ্যমে পরস্পরের সফলতার প্রকাশ ঘটাবে। অর্থাৎ তারা একে অপরকে ‘চির শান্তির সুবারকবাদ’ জানাবে।

৩৪. ‘কালিমায়ে তাইয়েবাহ’ দ্বারা সত্যকথা, নেক ও নির্মল আকীদা-বিশ্বাস যা পুরোপুরি প্রকৃত সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার উপর ভিত্তিশীল তা-ই বুঝানো হয়েছে। কুরআন মাজীদে দৃষ্টিতে তাওহীদের স্বীকৃতি অংগীকার, আশ্বিয়ায়ে কিরাম ও আসমানী কিতাব-সমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি বিষয়গুলোই প্রকৃত সত্য। আর ‘কালিমায়ে তাইয়েবাহ’ দ্বারা এসব বিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট কথা ও বিশ্বাসকে-ই বুঝানো হয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত যাবতীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা-ই প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ; আর মু‘মিন ব্যক্তির অংগীকার এবং বিশ্বাসও প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মু‘মিনের কথা ও বিশ্বাস প্রাকৃতিক ব্যবস্থার প্রতিকূল নয়। আর এজন্যই যমীন ও তার গোটা ব্যবস্থাপনা মু‘মিনের সাথে সহযোগিতা করে।

يَا ذِي رِبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

তার প্রতিপালকের হুকুমে^{৩৬} ; আর আল্লাহ মানুষের জন্য এসব উদাহরণ দিয়ে থাকেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে ।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ۖ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ۖ

২৬. আর খারাপ কথার^{৩৭} উদাহরণ হলো একটি খারাপ গাছের মত যা উপড়ে ফেলা যায় মাটির উপর থেকে

مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۖ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

যার নেই কোনো স্থায়িত্ব^{৩৮} । ২৭. আল্লাহ তাদেরকেই প্রতিষ্ঠিত রাখবেন—যারা ঈমান রাখে উল্লিখিত মজবুত কথায়—

- يَضْرِبُ ; আর ; وَ-তার প্রতিপালকের ; (رب+ها)-রَبِّهَا ; (ب+اذن)-بِإِذْنِ-উদাহরণ দিয়ে থাকেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; الْأَمْثَالَ-(ال+امثال)-এসব উদাহরণ ; النَّاسِ-মানুষের জন্য ; لَعَلَّهُمْ-যাতে তারা ; يَتَذَكَّرُونَ-উপদেশ গ্রহণ করে ।
- (ك+شجرة)-كَشَجَرَةٍ ; خَبِيثَةٍ-খারাপ ; كَلِمَةٍ-কথার ; وَمَثَلُ-উদাহরণ ; (و-আর ;
-فَوْقِ-থেকে ; مِنْ-যা উপড়ে ফেলা যায় ; اجْتُثَّتْ-খারাপ ; خَبِيثَةٍ-গাছের মতো ;
- يَثْبُتُ ۖ (ث-যা উপড়ে ফেলা যায় ; ث-নাহ ; قَرَارٍ-যার ; قَرَارٍ-কোনো স্থায়িত্ব^{৩৮} ;
- প্রতিষ্ঠিত রাখবেন ; الَّذِينَ-তাদেরকেই যারা ; اللَّهُ-আল্লাহ ;
- (ال+ثابت)-الثَّابِتِ ; (ب+ال+قول)-بِالْقَوْلِ-উল্লিখিত কথায় ;

৩৬. অর্থাৎ এ কালিমা এমন যে, যে ব্যক্তি বা যে জাতিই এর উপর ভিত্তি করে নিজ জীবন ও সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবে প্রতিটি মুহূর্তে সে ব্যক্তি বা জাতি এর সুফল ভোগ করতে থাকবে। সেই ব্যক্তি বা জাতির চিন্তায় থাকবে পরিচ্ছন্নতা, স্বভাব-চরিত্রে থাকবে নির্মলতা; থাকবে নীতিতে দৃঢ়তা ও পবিত্রতা, আত্মিক পরিপূর্ণতা, দৈহিক গুণিতা, পারম্পরিক কাজকর্মে ন্যায়পরায়ণতা, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে উৎকর্ষতা, অর্থনীতিতে ইনসাফ ও বিশ্বস্ততা, যুদ্ধ-বিগ্রহে ন্যায়তা, সন্ধি-চুক্তিতে আন্তরিকতা এবং রাজনীতিতে পরিচ্ছন্নতা ও বিশ্বস্ততা। আসলে এ কালিমা এক মহাশক্তির উৎস যা মানুষকে সত্যিকার মানুষে পরিণত করে।

৩৭. ‘কালিমায়ে খাবীসা’ হলো ‘কালিমায়ে তাইয়েয়া’র বিপরীত কথা যা প্রকৃত সত্যের বিপরীত। অর্থাৎ এমন বাতিল আকীদা-বিশ্বাস ও জীবনব্যবস্থা যা নবী-রাসূলগণের নিকট থেকে গৃহীত নয় বরং তাঁদের মূল শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। নাস্তিকতা, শিরক, বিদয়াত, মূর্তিপূজা ইত্যাদি এ জাতীয় কথাগুলোই ‘কালিমায়ে খাবীসা’।

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۖ

দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে^{৩৯}; আর যালিমদেরকে আল্লাহ গুমরাহ করে দেন;^{৪০}

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝

এবং আল্লাহ যা চান তা-ই করেন।

[illegible]

৩৮. ‘কালিমায়ে খাবীসা’ তথা বাতিল আকীদা-বিশ্বাস যেহেতু প্রকৃত সত্যের বিপরীত তাই তা প্রাকৃতিক আইনেরও বিপরীত। সেজন্য প্রাকৃতিক আইন তার সঙ্গে খাপ খায় না। বিশ্ব-প্রকৃতির সবকিছুই তার বিরোধিতা করে, প্রতিবাদ করে এবং ওটাকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করে। এ খারাপ গাছ যমীনে তার মূল গভীরে পৌছতে পারে না, আকাশে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করতে পারে না। সামান্য ঝড়েই তা উপড়ে পড়ে। তবে মানুষের পরীক্ষার প্রয়োজনেই এ জাতীয় গাছ দুনিয়াতে রোপিত হয়েছে, নচেৎ দুনিয়াতে এর অস্তিত্বই থাকতো না।

আর এজন্যই দুনিয়াতে প্রথম মানুষ থেকে ‘কালিমায়ে তাইয়্যোবা’ একইভাবে অস্তিত্ববান আছে। এর কোনো পরিবর্তন নেই। আর ‘কালিমায়ে খাবীসা’র উদ্ভব হয়েছে অসংখ্য। কালিমায়ে তাইয়্যোবাকে সমূলে বিনাশ করা কখনো সম্ভব হয়নি ; অপর দিকে ‘কালিমায়ে খাবীসা’ একটি নির্মূল হয়েছে এবং অন্য একটির উদ্ভব ঘটেছে এভাবে তার তালিকা দীর্ঘায়িত হয়েছে। অবশেষে এর বিনাশ অবশ্যাত্বাবী।

৩৯. অর্থাৎ এ কালিমার আলোকে জীবন গড়ার কারণে তারা এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ লাভ করতে সক্ষম হবে। জীবনের সকল সমস্যার সমাধান তারা সহজেই করতে পারবে। জীবনযাপনের এক রাজপথের সন্ধান তারা পেয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাহীন জীবন লাভ করবে। তাদের জীবন হবে নিক্তি পরম প্রশান্তিময়। অতপর যখন মৃত্যুর পর আখিরাতের জীবনে তারা প্রবেশ করবে সেখানে তাদেরকে কোনো চিন্তা-পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হবে না। ইতিপূর্বে দুনিয়াতে তারা যে কালিমায় বিশ্বাসী ছিল সেই বিশ্বাসের সুফল তারা আখিরাতের জীবনে পেতে থাকবে। তাদের আশা-আকাংখার বিপরীত ফল দেখে তাদেরকে হতাশ ও চিন্তিত হতে হবে না।

৪০. অর্থাৎ ‘কালিমায়ে খাবীসা’র আনুগত্যকারী যালিমদের মন-মগযকে আল্লাহ বিপর্যস্ত করে দেন, ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাদের সকল চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

৪র্থ রুকু' (আয়াত ২২-২৭)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহকে যেসব ওয়াদা দিয়েছেন তা তাঁর রাসূলের মাধ্যমেই বান্দাহর নিকট পৌছেছে। কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমেই আমরা তা জানতে পারি। এসব ওয়াদা-ই সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে।

২. কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত শয়তানী প্ররোচনা এবং তা সবই মিথ্যা। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত মত ও পথকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

৩. শেষ বিচারের দিন শয়তানের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার কথা তার নিজের স্বীকৃতির মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং সে নিজেকে তার অনুসারীদের অপরাধের দায় থেকে দায়মুক্ত বলে ঘোষণা করবে। কিন্তু তখনতো শোধরাবার কোনো উপায় থাকবে না।

৪. শয়তানের অনুসরণকারী কাফির-মুশরিকদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে—এটা আল্লাহর ওয়াদা; আর এ ওয়াদা সত্য—এতে অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

৫. আল্লাহর ওয়াদায় বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিনদের জন্য চির সুখময় জান্নাত রয়েছে, এটাও আল্লাহর-ই ওয়াদা—এতেও অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের দাবী।

৬. ওহী ভিত্তিক সকল কথা-ই কালিমায়ে তাইয়েবার অন্তর্ভুক্ত। কালিমায়ে তাইয়েবা-ই বিশ্বপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। সুতরাং কালিমায়ে তাইয়েবার উপর ভিত্তি করে যে জীবন গড়ে উঠে, তাতেই প্রকৃত শান্তি নিহিত।

৭. 'কালিমায়ে খাবীসা' তথা নাপাক কালিমা বিশ্ব-প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় তার উপর ভিত্তিশীল জীবনই সকল অশান্তির মূল।

৮. 'কালিমায়ে তাইয়েবা'-ই কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে, অপরদিক 'কালিমায়ে খাবীসা' মূলহীন বিধায় তা অবশ্যই ধ্বংস হবে।—এটা আল্লাহর ওয়াদা; সুতরাং এতেও অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-৫
পারা হিসেবে রুকু'-১৭
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٦٧﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحْلَوْا قَوْمَهُمْ

২৮. আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি যারা আল্লাহর নিয়ামতকে (শোকর-এর পরিবর্তে) না-শোকরীতে বদলে নিয়েছে এবং ক্বেলৈ দিয়েছে তাদের (অনুসারী) জাতিকে

دَارَ الْبَوَارِ ۝ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا

ধ্বংসের ঘরে । ২৯.—জাহান্নামে ; তারা তাতে প্রবেশ করবে ; আর তাঁ কতইনা
খারাপ বাসস্থান । ৩০. আর তারা স্থির করে নিয়েছে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ,

لِيُضْلَوْا عَنْ سَبِيلِهِ ۖ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۖ قُلْ

যেন তারা তাঁর পথ থেকে (তাদেরকে) গুমরাই করে দিতে পারে ; আপনি বলে দিন—(দিন কতক) মজা করে নাও, অতপর তোমাদের গন্তব্যস্থল অবশ্যই জাহান্নাম হবে । ৩১. (হে নবী) আপনি বলে দিন

لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

আমার বান্দাদেরকে যারা ঈমান এনেছে, তারা (যেন) নামায কায়েম করে এবং খরচ করে তা থেকে সংকাজে যা আমি তাদেরকে দিয়েছি

[illegible]

سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَ ۝

গোপনে ও প্রকাশ্যে^{৪১}, সেদিন আসার আগে যেদিন কোনো বেচা-কেনা চলবে না এবং কোনো বন্ধুত্বও থাকবে না।^{৪২}

﴿٥٦﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

৩২. আল্লাহ তিনিই^{৪০} যিনি পয়দা করেছেন আসমান ও যমীন এবং নাযিল করেছেন আসমান থেকে পানি

فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ

অতপর তা দ্বারা তোমাদের রিয়ক হিসেবে নানা প্রকার ফল-ফলাদির উদ্ভব ঘটিয়েছেন ; আর তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন নৌকা-জাহাজকে

-يَوْمٌ ; আসার-أَنْ يَأْتِي ; আগে-مِنْ قَبْلُ ; প্রকাশ্যে-عَلَانِيَةً ; ও-وَ ; গোপনে-سِرًّا
 لاَ خَلَلٌ ; এবং-وَ ; তাতে-فِيهِ ; কোনো বোচাকেনা ; لاَ يَبِيعُ ; সেদিন যেদিন ;
 পয়দা-خَلَقَ ; যিনি-الَّذِي ; তিনিই-اللَّهُ ۝ (৩) থাকবে না কোনো বন্ধুত্বও ।
 নাযিল-أَنْزَلَ ; এবং-وَ ; যমীন-الْأَرْضَ ; ও-وَ ; আসমান-السَّمَوَاتِ ;
 করেছেন ; (ف+اخرج)-فَاخْرَجَ ; পানি-مَاءٍ ; আসমান-السَّمَاءِ ; থেকে-مِنْ ;
 রিয়ক-رِزْقًا ; নানা প্রকার ফল-ফলাদি ; مِنَ الثَّمَرَاتِ ; তা-بِهِ ; উদ্ভব ঘটিয়েছেন ;
 তোমাদের-لَكُمْ ; অধীন করে দিয়েছেন ; سَخَّرَ ; আর-وَ ; তোমাদের-لَكُمْ ;
 নৌকা জাহাজকে ; الْفُلُوكَ

৪১. অর্থাৎ কাকির তথা আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তির যেন আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করে অকৃতজ্ঞতার আচরণ করে, মু'মিনরা সেরূপ আচরণ করবে না। তারা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে। আর আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের বাস্তব উপায় হলো আল্লাহর দেয়া রিয়ক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁর পথে খরচ করা।

৪২. অর্থাৎ আখিরাতের জীবনে প্রবেশের পূর্বেই আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার তাকীদেই তাঁর পথে মাল-সম্পদ খরচ করতে হবে ; কেননা মাল-সম্পদ, কেনা-বেচা চলবে না যে, তা বেচা-কেনা করে মুক্তি পাওয়া যাবে ; আর না সেখানে এমন কোনো বন্ধ থাকবে যার সুপারিশে আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

৪৩. অর্থাৎ যে আল্লাহ তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের রিস্কের ব্যবস্থা করেছেন, তিনিইতো সেই আল্লাহ যার নিয়ামতের নাসোেকরী তোমরা করছো এবং যার আনুগত্য থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে চলছো।

لَتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمُ

যাতে তা চলাচল করে তাঁর আদেশে নদী-সমুদ্রে ; আর নদ-নদীকেও তোমাদের
অধীন করে দিয়েছেন । ৩৩. আর তিনি অধীন করে দিয়েছেন তোমাদের

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ وَاتَّخَذَ

অবিরাম চলমান সূর্য ও চাঁদকে ; এবং তোমাদের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন রাত
ও দিনকে^{৪৪} । ৩৪. আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন

مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ

সব কিছুই যা তোমরা তাঁর কাছে চেয়েছো^{৪৫} ; অতপর যদি তোমরা আল্লাহর
নিয়ামতগুলোকে গুণে দেখতে চাও তবে তা শেষ করতে পারবে না ;

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝

আসলে মানুষ বড়ই যালিম ও অকৃতজ্ঞ ।

ল-তَجْرِي-যাতে তা চলাচল করে ; فِي الْبَحْرِ-(ফী+আল+বহর)-নদী-সমুদ্রে ; بِأَمْرِهِ -
-তোমাদের ; لَكُمْ ; وَسَخَّرَ-অধীন করে দিয়েছেন ; وَ-আর ; وَأَنْتُمْ-তাঁর আদেশে ; (ব+আমর+)
-তোমাদের ; لَكُمْ ; وَسَخَّرَ-তিনিই অধীন করে দিয়েছেন ; وَ-আর ; وَالْأَنْهَارَ-নদ-নদীকেও । ৩৩
-চাঁদকে ; (আল+আমর)-সূর্য ; (আল+শমস)-শমস ; وَالْقَمَرَ-চাঁদকে ; (আল+আমর)-
তোমাদের ; لَكُمْ ; وَسَخَّرَ-কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন ; وَ-এবং ; وَاللَّيْلَ-রাত ; (আল+আমর)-
তোমাদের ; لَكُمْ ; وَالنَّهَارَ-দিনকে ; (আল+আমর)-আর ; وَأَنْتُمْ-তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন ;
-সবকিছুই ; مِّنْ كُلِّ-তোমরা তাঁর কাছে চেয়েছো ; وَإِن-অতপর ; تَعُدُّوا-তোমরা গুণে দেখতে
চাও ; لَا تَحْصُوهَا-নিয়ামতসমূহকে ; اللَّهُ-আল্লাহর ; وَ-তবে ; (আল+আমর)-তোমরা
তা শেষ করতে পারবে না ; إِنَّ-আসলে ; الْإِنْسَانَ-মানুষ ; لَظَلُومٌ-বড়ই যালিম ;
كَفَّارٌ-অকৃতজ্ঞ ।

৪৪. অর্থাৎ নদী-সমুদ্র, নৌকা-জাহাজ, সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদিকে আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক
বিধানের অধীন হওয়ার কারণেই তোমরা এসব কিছুকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে
সক্ষম হচ্ছে ; যদি তা না হতো তাহলে তোমাদের জীবনলাভ ও জীবনযাপন যে সহজ-
সাধ্য হতো না, তা নয় বরং অসম্ভব হতো ।

৪৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমাদের জীবনলাভ ও জীবনযাপনের জন্য যা কিছুই প্রয়োজন তার সবই তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। তোমাদের অবস্থান ও বিকাশলাভের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো উপায়-উপাদানই তোমাদেরকে দিতে বাদ রাখেননি।

৫ম রুকু' (আয়াত ২৮-৩৪)-এর শিক্ষা

১. অতীতের কাফির-মুশরিকরা যে শুধুমাত্র নিজেরা-ই হয়েছে তাই নয়-বরং তাদের সমাজ ও জাতিতেও ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কাফির-মুশরিকদের পরিণতিও একই হতে বাধ্য। যেহেতু এটা আল্লাহর-ই কথা।

২. আল্লাহর যাত ও সিফাতে অন্য কোনো সত্তাকে শরীক করা চরম গুমরাহী। সুতরাং শিরক-এর মতো চরম গুমরাহী থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৩. ঈমান, নামায এবং আল্লাহর পথে খরচের মাধ্যমেই আখিরাতে আল্লাহর পাকড়াও হতে মুক্তি লাভ করার চেষ্টা করতে হবে।

৪. স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ, সুতরাং আনুগত্য করতে হবে তাঁর বিধানের। তাঁর বিধান মানুষের নিকট এসেছে রাসূলের মাধ্যমে, তাই আল্লাহর সাথে রাসূলেরও আনুগত্য করতে হবে।

৫. আল্লাহর সৃষ্টিজগতকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। তবেই আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

৬. সৃষ্ট জীবের জীবন লাভ এবং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপায়-উপাদান আল্লাহ-ই ব্যবস্থা করেন—এ বিশ্বাসকে অন্তরে সুদৃঢ় করতে হবে।

৭. আল্লাহর অগণিত-অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে ডুবে থেকেও আল্লাহর নাক্ষরমানী করা চরম যুল্ম ও চূড়ান্ত অকৃতজ্ঞতা।



সূরা হিসেবে রুকু'-৬
পারা হিসেবে রুকু'-১৮
আয়াত সংখ্যা-৭

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ

৩৫. আর (স্বরণ করুন) যখন ইবরাহীম বলেছিলেন^{৩৫}—হে আমার প্রতিপালক ! এ শহর (মক্কা)-কে^{৩৬}
নিরাপদ করে দিন ; আর বাঁচিয়ে রাখুন আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে

أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۚ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ

মূর্তির পূজা থেকে । ৩৬. হে আমার প্রতিপালক ! এরা অবশ্যই গুমরাহ করেছে
মানুষের মধ্য থেকে অনেককে^{৩৭} ;

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۳۶ رَبَّنَا

অতপর (আমার সন্তানদেরকে) যারা আমাকে অনুসরণ করবে তারা আমার মধ্যে গণ্য হবে, আর যারা আমাকে
অমান্য করবে (তাদের জন্য) তবে আপনি অবশ্যই হবেন ক্ষমাশীল, দয়ালব^{৩৮} । ৩৭. হে আমাদের প্রতিপালক !

৩৫-আর ; إِذْ-যখন ; قَالَ-বলেছিলেন ; إِبْرَاهِيمُ-ইবরাহীম ; رَبِّ-হে আমার
প্রতিপালক ! اجْعَلْ-করে দিন ; هَذَا-এ ; الْبَلَدَ-শহরকে ; آمِنًا-নিরাপদ ;
(بَنِي+ي)-বন্য ; وَ-ও ; وَاجْنُبْنِي-আমাকে ; (اجنب+ني)-বাঁচিয়ে রাখুন আমাকে ;
আমার সন্তান-সন্ততিকে ; أَنْ نَّعْبُدَ-পূজা ; الْأَصْنَامَ-মূর্তি । ৩৬-হে
আমার প্রতিপালক ; إِنَّهُمْ-এরা অবশ্যই ; أَضَلُّنَ-গুমরাহ করেছে ;
আমার প্রতিপালক ; كَثِيرًا-অনেককে ; مِّنَ النَّاسِ-মানুষদের ;
আমাকে ; (تبع+ني)-আমাকে ; (فمن+من)-অতপর যারা ;
আমার মধ্যে গণ্য হবে ; (عصاني)-আমাকে অমান্য করবে ;
তবে আপনি অবশ্যই হবেন ; (غفور+رحيم)-ক্ষমাশীল, দয়ালব । ৩৭-হে আমাদের প্রতিপালক !

৪৬. এখানে কুরাইশদের প্রতি আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন ।
সে সাথে ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ায় তাঁর যে আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে তার উল্লেখ
করে কুরাইশ কাফিরদেরকে নিজেদের জীবনে সেসব অনুগ্রহ ও ইবরাহীম (আ)-এর
আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ।

৪৭. 'এ শহর' দ্বারা মক্কা শরীফকে বুঝানো হয়েছে ।

إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۖ

আমি আমার সন্তানদের আপনার সম্মানিত ঘরের নিকটে
এক অনাবাদি উপত্যকায় পূর্ণবাসন করেছি ;

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ

হে আমাদের প্রতিপালক ! তারা যেন নামায কয়েম করে অতএব আপনি মানুষের
অন্তরকে তাদের দিকে করে দিন যেন তা আকৃষ্ট হয় ।

وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ

এবং ফল-ফলাদি থেকে তাদের রিয়কের ব্যবস্থা করুন, ৫০ সম্ভবত তারা (আপনার)
শোকর আদায় করবে । ৩৮. হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনিতো অবশ্যই জানেন

إِنِّي-অবশ্যই আমি ; أَسْكَنْتُ-পূর্ণবাসন করেছি ; مِنْ-আমার সন্তানদের
কর্তৃককে ; بُوَادٍ-এক উপত্যকায় ; غَيْرِ ذِي زَرْعٍ-অনাবাদী ; عِنْدَ-নিকটে ;
بَيْتِكَ-আপনার ঘরের ; الْمُحَرَّمِ-সম্মানিত ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক !
لِيُقِيمُوا-তারা যেন কয়েম করে ; الصَّلَاةَ-নামায ; فَاجْعَلْ-তারা যেন আকৃষ্ট হয় ;
أَفْنَدَةً-মনকে ; مِنَ النَّاسِ-মানুষের ; تَهْوِي-যেন তা আকৃষ্ট হয় ;
إِلَيْهِمْ-তাদের প্রতি ; وَ-এবং ; أَرْزُقْهُمْ-তারাদের রিয়কের ব্যবস্থা করুন ;
مِنْ-তারাদের রিয়কের ব্যবস্থা করুন ; الثَّمَرَاتِ-ফল-ফলাদি থেকে ; لَعَلَّهُمْ-সম্ভবত তারা ;
يَشْكُرُونَ-তারা শোকর আদায় করবে ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ! إِنَّكَ-আপনিতো অবশ্যই ; تَعْلَمُ-জানেন ;

৪৮. অর্থাৎ এ মূর্তিগুলো বহু মানুষের গুমরাহ হওয়ার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে ; যদিও
মানুষকে গুমরাহ করার কোনো ক্ষমতা এ মূর্তিগুলোর নেই ; কারণ এগুলো নিষ্প্রাণ জড়
পদার্থ ।

৪৯. হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর অনুগত সন্তানদেরকে তাঁর নিজ দলভুক্ত বলে
ঘোষণা দিলেও অবাধ্য অমান্যকারী সন্তানদেরকে আল্লাহর আযাবে নিপতিত দেখতেও
প্রস্তুত ছিলেন না। আসলে এটা-ই ছিল নবীদের বৈশিষ্ট্য। নবী-রাসূলদের অন্তরের
প্রশস্ততা এবং মানবজাতির প্রতি তাঁদের অশেষ সহানুভূতির কারণেই ইবরাহীম (আ)
বলতে পেরেছিলেন যে, ‘আমার অবাধ্য সন্তানদের জন্যতো তোমার ক্ষমা ও দয়া-
রহমত রয়েছে। হযরত ঈসা (আ) ঈসায়ীদের ব্যাপারে বলেছিলেন, (“হে আল্লাহ)
আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে এরাতো আপনারই বান্দাহ, আর যদি মাফ করে
দেন তবে আপনিতো সর্বজয়ী সুবিজ্ঞানী ।”

مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۚ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ

যা আমরা গোপন করি এবং যা আমরা প্রকাশ করি^{৭৯} : আর^{৮০} গোপন নেই
আল্লাহর নিকট কোনো বস্তুই যমীনে

وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ

আর না (গোপন আছে) আসমানে । ৩৯. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি বুড়ো
বয়সে আমাকে দান করেছেন

إِسْمِعِيلَ ۚ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِي

দুই পুত্র ইসমাইল ও ইসহাক নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক দোয়া শ্রবণকারী ।
৪০. হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে বানিয়ে দিন

مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي

নামায কায়মকারী, এবং আমার সন্তানদের থেকেও (এমন লোক বানিয়ে দিন) ; হে আমাদের প্রতিপালক ;
আর আমার দোয়া কবুল করুন ৪১. হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাকে মাফ করে দিন

مَا-যা ; مَا-আমরা গোপন করি ; وَ-এবং ; مَا-যা ; نُعْلِنُ-আমরা প্রকাশ করি ;
مَا-গোপন নেই ; عَلَى اللَّهِ-আল্লাহর নিকট ; مِنْ شَيْءٍ-কোনো
-فِي السَّمَاءِ ; (গোপন আছে) ; وَ-আর ; وَ-আর ; فِي الْأَرْضِ-যমীনে ;
-وَهَبَ-দান ; الَّذِي-যিনি ; الْحَمْدُ-সকল প্রশংসা ; ৩৯. আল্লাহর জন্যই ;
-لِي-আমাকে ; -بُড়ো বয়সে ; -إِسْمِعِيلَ-ইসমাইল ; -وَ-ও ;
-إِسْحَاقَ-ইসহাককে ; -إِنَّ-নিশ্চয়ই ; -رَبِّي-আমার প্রতিপালক ; -لَسَمِيعُ-শ্রবণকারী ;
-اجْعَلْنِي-আমাকে বানিয়ে দিন ! -رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক । ৪০. -الدُّعَاءِ-দোয়া ;
-ذُرِّيَّتِي-(যি)-আমার সন্তানদের ; -مِنْ-থেকেও ; -وَ-এবং ; -مُقِيمَ-কায়মকারী ;
-رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ! -وَ-আর ; -تَقَبَّلْ-কবুল করুন ;
-اغْفِرْ لِي-আমাকে মাফ করে দিন ! -رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক । ৪১. -وَعَاء-আমার দোয়া ;

৫০. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফলেই সমগ্র আরব এবং সারা দুনিয়া
থেকেই হজ্জ ও উমরা করার জন্য মানুষ মক্কা শরীফে ছুটে আসছে। তা ছাড়া তাঁর
দোয়ার ফলে সারা দুনিয়া থেকে বিভিন্ন প্রকার ফলমূল, খাদ্যশস্য-সেখানে পৌছতে
থাকে। অথচ আরব উপত্যকা এমন একটি স্থান যেখানে পণ্ডখাদ্য পর্যন্ত জন্মে না।

وَلِوَالِدَيْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

আর (মাফ করে দিন) আমার পিতা-মাতাকে ও মু'মিনদেরকে
—যেদিন কায়েম হবে হিসাব।^{৩৩}

- لِلْمُؤْمِنِينَ ; وَ- আর ; وَلِوَالِدَيْكَ-আমার পিতামাতাকে (মাফ করে দিন) ;
মু'মিনদেরকে ; يَوْمَ-যেদিন ; يَقُومُ-কায়েম হবে ; الْحِسَابُ-হিসাব।

৫১. অর্থাৎ আমার প্রকাশ্য কথা ও অন্তরের আবেগ যা ভাষায় প্রকাশ করতে আমি সক্ষম নই সবইতো আপনার জানা রয়েছে।

৫২. এ বাক্যটি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথার সত্যতা ঘোষণার জন্য মাঝখানে বলা একটি বাক্য বিশেষ।

৫৩. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আল্লাহর দূশমন ছিলেন, তা সত্ত্বেও এখানে তাঁর পিতার জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করেছিলেন। এর কারণ ছিল—তিনি দেশ ত্যাগ করার সময় “আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো” বলে ওয়াদা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পিতা আল্লাহর দূশমন তখন তিনি তা থেকে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করলেন।

৬ষ্ঠ রুকু' (আয়াত ৩৫-৪১)-এর শিক্ষা

১. এখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, শিরক ও কুফর থেকে নিরাপদ থাকার জন্যও আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে।

২. নবী-রাসূলদের দলভুক্ত হয়ে আল্লাহর সন্তোষ পেতে চাইলে তাঁদের আনিত দীনের বিধান অনুসারেই জীবনযাপন করতে হবে।

৩. শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-ও একই দীন নিয়ে এসেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী-রাসূল দুনিয়াতে আসবেন না। এখন দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য একমাত্র দীনে মুহাম্মাদীর অনুসরণ ছাড়া বিকল্প নেই।

৪. ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার বরকতেই মক্কা মুয়াযযামায় কোনো কৃষিযোগ্য এলাকা শিল্পাঞ্চল না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, দুনিয়ার আর কোনো শহরে এরূপ পাওয়া যায় না। এ বরকতময় পবিত্র স্থানের মর্যাদা প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে থাকা একান্ত কর্তব্য।

৫. সকল নবীর দীনে নামাযের বিধান ছিল। তাই ইবরাহীম (আ)-ও তাঁর সন্তানদের জন্য নামাযী হয়ে জীবনযাপন করার তাওফীক চেয়ে দোয়া করেছেন। অতএব একমাত্র নামায-ই হলো অনুগত বান্দার প্রধান পরিচয়। সুতরাং আমাদেরকেও অনুরূপ নামাযী হয়ে জীবনযাপনের তাওফীক চেয়ে দোয়া করতে হবে।

৬. প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই আল্লাহ জানেন। আসমান ও যমীনে কোনো কিছুই আল্লাহর অজ্ঞাতে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহর শর্তহীন আনুগত্যের মাধ্যমেই জীবন গড়তে হবে।

৭. সম্ভান-সম্ভতি আল্লাহর এক বড় নিয়ামত সুতরাং এ জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে এবং তাদেরকে দীনের পথে রাখার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে।

৮. মাতা-পিতার মাগফিরাতের জন্যও আল্লাহর দরবারে দোয়া জানাতে হবে। তাঁরা যদি কাফির বা মুশরিক হয়ে থাকে এবং জীবিত থাকে তবে তাদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করতে হবে। আর যদি কাফির-মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়ে থাকে তাহলে তাদের মাগফিরাতের দোয়া করা ঈমানী চেতনার খেলাফ।

৯. আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত বান্দাহর সকল দোয়া-ই কবুল করেন। কোনো দোয়ার ফলাফল তাৎক্ষণিক পাওয়া যায়, কোনো দোয়ার ফলাফল দেরীতে পাওয়া যায়, আবার কোনো দোয়ার ফল আখিরাতে পাওয়া যাবে। মোট কথা কোনো দোয়া-ই ব্যর্থ হয় না। এ বিশ্বাস অন্তরে রেখেই দোয়া করতে হবে।

১০. নিজেদের জন্য দোয়া করার সাথে সাথে সকল মু'মিনের জন্য দোয়া করতে হবে।



সূরা হিসেবে রুক'-৭
পারা হিসেবে রুক'-১৯
আয়াত সংখ্যা-১১

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ

৪২. আর এ যালিমরা যা করছে সে সম্পর্কে আল্লাহকে আপনি বে-খবর মনে করবেন না ; তবে তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন

تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝ مَهْطَعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ

যাতে (যেদিনে) চোখগুলো পলকহীন চেয়ে থাকবে। ৪৩. তারা দৌড়রত থাকবে তাদের মাথাকে উর্ধ্বমুখী করে^{৪৪} নিজেদের দিকে ফিরবে না

طَرَفُهُمْ وَانفِتَتْهُمُ هَوَاءٌ ۝ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ

তাদের দৃষ্টি এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য। ৪৪. (হে নবী) আপনি মানুষকে সেদিন সম্পর্কে ভয় দেখাতে থাকেন যেদিন তাদের কাছে আসবে আযাব,

فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ

এখন যারা করেছিল যুলম তারা বলবে—‘হে আমাদের প্রতিপালক ! অল্প কিছু সময় আমাদেরকে অবকাশ দিন ; আমরা সাড়া দেবো

৪২-আর ; لَا تَحْسَبَنَّ-আপনি মনে করবেন না ; اللَّهُ-আল্লাহকে ; غَافِلًا-বেখবর ; عَمَّا-সে সম্পর্কে যা ; يُؤَخَّرُهُمْ-করছে ; الظَّالِمُونَ-এ যালিমরা ; إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ-তবে তিনি অবকাশ দিচ্ছেন তাদেরকে ; لِيَوْمٍ-সেদিন পর্যন্ত ; تَشْخَصُ-পলকহীন চেয়ে থাকবে ; فِيهِ-যাতে (যেদিনে) ; الْأَبْصَارُ-চোখগুলো। ৪৩-তারা দৌড়রত থাকবে ; مُهْطَعِينَ-উর্ধ্বমুখী করে ; مُقْنِعِي-উর্ধ্বমুখী করে ; رُءُوسِهِمْ-তাদের মাথাকে ; وَ-এবং ; انْفِتَتْهُمُ-তাদের দৃষ্টি ; هَوَاءٌ-শূন্য। ৪৪-আর ; وَأَنْذِرِ-আপনি ভয় দেখাতে থাকুন ; النَّاسَ-মানুষকে ; يَوْمَ-সেদিন সম্পর্কে যেদিন ; يَأْتِيهِمُ-তাদের কাছে আসবে ; الْعَذَابُ-আযাব ; فَيَقُولُ-তখন বলবে ; الَّذِينَ-তারা যারা ; ظَلَمُوا-যুলম করেছিল ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; أَخْرِنَا-আমাদেরকে অবকাশ দিন ; إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ-কিছু সময় পর্যন্ত ; نُّجِبْ-আমরা সাড়া দেবো ;

دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُم

আপনার ডাকে এবং (আপনার) রাসূলদের আনুগত্য করবো' (তখন বলা হবে)

“তোমরা কি আগেও কসম করতে না যে, তোমাদের নেই

مِنْ زَوَالٍ ۖ وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكِنٍ ۚ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

কোনো পতন ? ৪৫. অথচ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছিল

তাদের বাসস্থানেই তোমরা বাস করতে

وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ۝

এবং তোমাদের কাছে পরিষ্কার ছিল ‘আমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলাম, আর আমি তোমাদের কাছে উদাহরণও দিয়েছিলাম।

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ۚ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ

৪৬. আর তারা ভীষণ চাল চলেছিল কিন্তু তাদের চালগুলো আল্লাহর নিকট

(রক্ষিত) ছিল ; যদিও তাদের চালে ছিল

الرُّسُلَ - الرَّسُولَ - আনুগত্য করবো ; وَ - এবং ; دَعْوَتَكَ - আপনার ডাকে ;

وَتَتَّبِعِ - আনুগত্য করবো ; وَ - এবং ; دَعْوَتَكَ - আপনার ডাকে ;

وَتَتَّبِعِ - আনুগত্য করবো ; وَ - এবং ; دَعْوَتَكَ - আপনার ডাকে ;

وَتَتَّبِعِ - আনুগত্য করবো ; وَ - এবং ; دَعْوَتَكَ - আপনার ডাকে ;

وَتَتَّبِعِ - আনুগত্য করবো ; وَ - এবং ; دَعْوَتَكَ - আপনার ডাকে ;

وَتَتَّبِعِ - আনুগত্য করবো ; وَ - এবং ; دَعْوَتَكَ - আপনার ডাকে ;

وَتَتَّبِعِ - আনুগত্য করবো ; وَ - এবং ; دَعْوَتَكَ - আপনার ডাকে ;

وَتَتَّبِعِ - আনুগত্য করবো ; وَ - এবং ; دَعْوَتَكَ - আপনার ডাকে ;

وَتَتَّبِعِ - আনুগত্য করবো ; وَ - এবং ; دَعْوَتَكَ - আপনার ডাকে ;

وَتَتَّبِعِ - আনুগত্য করবো ; وَ - এবং ; دَعْوَتَكَ - আপনার ডাকে ;

وَتَتَّبِعِ - আনুগত্য করবো ; وَ - এবং ; دَعْوَتَكَ - আপনার ডাকে ;

وَتَتَّبِعِ - আনুগত্য করবো ; وَ - এবং ; دَعْوَتَكَ - আপনার ডাকে ;

وَتَتَّبِعِ - আনুগত্য করবো ; وَ - এবং ; دَعْوَتَكَ - আপনার ডাকে ;

وَتَتَّبِعِ - আনুগত্য করবো ; وَ - এবং ; دَعْوَتَكَ - আপনার ডাকে ;

وَتَتَّبِعِ - আনুগত্য করবো ; وَ - এবং ; دَعْوَتَكَ - আপনার ডাকে ;

৫৪. অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তাদের চোখগুলো পাথরের তৈরী চোখের মতো পলকহীন চেয়ে থাকবে। আর তারা মাথাকে উপরের দিকে তুলে দৌড়াতে থাকবে ; যদিও পালাবার কোনো পথ তারা খুঁজে পাবে না।

يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَرَّابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ

সেদিন কঠোরভাবে জিঞ্জীরে বাঁধা। ৫০. তাদের পোশাক হবে আলকাতরার

وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ۝ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ۖ

এবং তাদের চেহারাগুলো আগুনে ঢেকে ফেলবে ৫১. যাতে আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বদলা দিতে পারেন—যা সে কামাই করেছে ;

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا بَلَغَ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذِرُوا بِهِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত। ৫২. এটা মানুষের জন্য এমন বাণী যাতে এর দ্বারা তারা সতর্ক হয়ে যায়,

وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۚ

এবং তারা যাতে জানতে পারে যে, নিশ্চিত তিনিই একমাত্র ইলাহ আর যেন বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে (এটা থেকে)।

।-জিঞ্জীরে-(فی+ال+اصفاد)-فی الْأَصْفَاد-কঠোরভাবে বাঁধা ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; (من+قطران)-من قَطْرَانٍ-তাদের পোশাক হবে ; سَرَّابِيلُهُمْ-সَرَّابِيلُهُمْ ۝-তাদের (وجوه+هم)-وُجُوهَهُمْ-ঢেকে ফেলবে ; تَغْشَى-এবং ; و-আলকাতরার ; النَّارُ-আগুন ; لِيَجْزِيَ-যাতে বদলা দিতে পারেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; كُل-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তিকে ; مَا-যা ; كَسَبَتْ-সে কামাই করেছে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; هَذَا ۝-هَذَا ۝-হিসাব গ্রহণে-(ال+حساب)-الْحِسَاب-অত্যন্ত দ্রুত ; سَرِيعُ-আল্লাহ-আল্লাহ ; وَلِيُنْذِرُوا-তারা যাতে সতর্ক হয়ে যায় ; بَلَغَ-এমন বাণী ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; وَ-এবং ; وَلِيَعْلَمُوا-যাতে তারা জানতে পারে ; أُولُوا الْأَلْبَابِ-যে নিশ্চিত ; هُوَ-তিনিই ; إِلَهٌ-ইলাহ ; وَاحِدٌ-একমাত্র ; وَ-আর ; لِيَذَّكَّرَ-উপদেশ গ্রহণ করতে পারে ; ب-বুদ্ধিমান লোকেরা ।

৫৭. কুরআন মাজীদেদে এ জাতীয় আরও কিছু আয়াত এবং হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন আসমান-যমীনের বর্তমান কাঠামো এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য এক কাঠামো ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থা চালু করা হবে। শিংগায় প্রথম ফুঁক ও শেষ ফুঁকের মাঝখানের সময়টুকুতে এ পরিবর্তন সাধিত হবে যে, সময়ের পরিমাণ কত হবে তা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। মূলত সেটাই হবে আখিরাতের জগত। শিংগার

শেষ ফুঁকের সাথে সাথে আদম (আ) থেকে নিয়ে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে সবাই সেই জগতে একত্রিত হবে। আর সেটাই হলো ‘হাশর’। আমাদেরকে সেখানে যে জীবন দান করা হবে তা হবে বর্তমান জীবনের মতই। প্রত্যেক ব্যক্তিই আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব নিয়ে সেখানে হাজির হবে। যা নিয়ে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিল। এখানে দাঁড়ী-পাল্লা স্থাপন করা হবে এবং বিচার-ফায়সালা চূড়ান্ত করা হবে।

৫৮. অর্থাৎ তাদের পোশাকে এমন দাহ্য-পদার্থের মিশ্রণ থাকবে যাতে সহজেই আগুন ধরে যাবে। ‘কাতেরান’ শব্দ দ্বারা কেউ কেউ গন্ধক ও গলিত তামা অর্থ করেছেন ; তবে আরবী ‘কাতেরান’ শব্দ দ্বারা রাং-রজন, পিচ, আলকাতরা ইত্যাদি অর্থ বুঝায়।

৭ম রুকু’ (আয়াত ৪২-৫২)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দীনের প্রতি বিদ্রোহ পোষণকারী এবং দীন প্রতিষ্ঠায় বাধা দানকারী প্রত্যেকটি মানুষের তৎপরতা সম্পর্কে আল্লাহ অবগত।

২. বাতিল শক্তিকে দেয়া অবকাশ কিয়ামত পর্যন্ত। অতপর তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে।

৩. দীনের দাওয়াত দেয়ার সময় আখিরাতে নেক কাজের পুরস্কারের কথা বলার সাথে সাথে পাপ কাজের শাস্তির কথাও বলতে হবে।

৪. মানুষের পুঁজি হলো দুনিয়ার জীবনকাল। মৃত্যুর সাথে সাথে এ পুঁজি শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং জীবনকালের এ অমূল্য পুঁজির সদ্যবহার করতে হবে ; নচেৎ পরে পস্তাতে হবে কিন্তু তা কোনো কাজে আসবে না।

৫. অতীতের বাতিল শক্তির পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিসন্দেহে বাতিল শক্তির ধ্বংস অনিবার্য—এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সত্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

৬. বাতিলের বাহ্যিক জাঁকজমক ও গোপন ষড়যন্ত্র যত বিশাল-ই হোক না কেন তা ব্যর্থ হবে—এটা আল্লাহর ওয়াদা। আর আল্লাহর ওয়াদা কখনো খেলাফ হবার নয়।

৭. দুনিয়ার এ যমীনের পরিবর্তিত রূপ-ই হবে হাশরের ময়দান যেখানে আগে পরের সকল মানুষই একত্রিত হবে।

৮. বাতিলের অনুসারী ও পৃষ্ঠপোষকগণ কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসীরা বাঁধা অবস্থায় আল্লাহর সামনে নীত হবে। আর তাদের পোশাক হবে এমন দাহ্য বস্তুর যাতে সহজে আগুন ধরে যাবে।

৯. কুরআন মাজীদে বর্ণিত শাস্তি ও পুরস্কার বিবরণ থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথভাবে চেষ্টা করে তারাই বুদ্ধিমান। দুনিয়ার মানুষ তাদেরকে যা-ই বলুক না কেন তাতে কিছুই আসে যায় না।

সূরা ইবরাহীম সমাপ্ত

সূরা আল হিজ্র-মাকী

আয়াত ৪ ৯৯

রুকু' ৪ ৬

নামকরণ

সূরার ৮০ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত 'আল হিজ্র' শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরাও সূরা ইবরাহীম-এর সমসাময়িক কালেই নাযিল হয়েছে। সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে। বিরোধীদের অমান্য, অস্বীকৃতি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, প্রতিরোধ ও অত্যাচার-নির্যাতন যখন চরমে পৌঁছেছে, তখনই আব্বাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি ধমক ও সতর্কবাণী উচ্চারণ এবং তাঁর প্রিয় হাবীবকে সান্ত্বনা ও সাহস দেয়া উপলক্ষেই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

সূরার আলোচ্য বিষয়

রাসূলের দাওয়াতকে যারা অমান্য-অস্বীকার করছিল ; তাঁর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যুলুম-নির্যাতন করে তাঁকে একাজ থেকে বিরত রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছিল, সেসব বিরোধী তথা কাফির-মুশরিকদেরকে এ সূরায় সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। অপরদিকে বিরোধীদের আচার-আচরণে রাসূলুল্লাহ (স) যখন মনভাঙ্গা হয়ে পড়েছিলেন, তখন তাঁকে সান্ত্বনা দান করে তাঁর মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে উপদেশ ও নসীহতের মাধ্যমে বিপথগামীদেরকে সৎপথে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। একদিকে তাওহীদ সংক্রান্ত দলীল-প্রমাণের দিকে ইশারা করা হয়েছে, অপরদিকে আদম (আ) ও ইবলীস সংক্রান্ত ঘটনাবলী বর্ণনার মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

রুকু : ৬

১৫. সূরা আল হিজর-মাক্কী

আয়াত : ৯৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① الرَّتِّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ۝

১. আলিফ, লাম, রা ; এগুলো আল-কিতাব এবং সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত^১ ।

② رَبِّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝ ذَرْهُمْ

২. যারা কুফরী করেছে তারা অনেক সময় কামনা করবে যে, যদি তারা মুসলমান হতো । আপনি এদের ছেড়ে দিন

يَاكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمْلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

৩. তারা খেয়ে নিক ও মজা করে নিক এবং অলীক আশা তাদের ভুলিয়ে রাখুক ।
অতপর শীঘ্রই তারা (আসল ব্যাপার) জানতে পারবে ।

③ وَمَا أَهْلَكْنَاهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ۝ مَا تَسْبِقُ

৪. আর আমি কোনো এলাকাকে ধ্বংস করিনি তার জন্য
একটি লিখিত নির্দিষ্ট সময় ছাড়া^২ । ৫. এগিয়েও আনতে পারে না ।

①-আল (ال+كتب)-আল-কিতাব ; আয়াত ; তিলক ; আলিফ-লাম-রা ; ②-অনেক সময় ; رَبِّمَا-তারা কামনা করবে ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; لَوْ-যদি ; كَانُوا-তারা হতো ; مُسْلِمِينَ-মুসলমান । ③-আপনি তাদের ছেড়ে দিন ; ذَرْهُمْ-তারা খেয়ে নিক ; وَيَتَمَتَّعُوا-মজা করে নিক ; وَيُلْهِمُ-এবং ; الْأَمْلَ-অলীক আশা ; فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ-তাদেরকে ভুলিয়ে রাখুক ; وَيَكُلُوا-অতপর শীঘ্রই তারা জানতে পারবে । ④-আর ; وَمَا أَهْلَكْنَاهُمْ-আমি ধ্বংস করিনি ; قَرْيَةٍ-তার জন্য ; إِلَّا-ছাড়া ; وَلَهَا-একটি লিখিত ; كِتَابٌ-একটি নির্দিষ্ট সময় ; مَا تَسْبِقُ-এগিয়েও আনতে পারে না ;

১. অর্থাৎ এটা সেই কুরআনের আয়াত যা নিজের কথাকে সুস্পষ্ট ও খোলামেলাভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে । একথাটি সূরার ভূমিকা হিসেবে বলা হয়েছে । অতপর মূল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে ।

مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ⑤ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي

কোন জাতি তার নির্ধারিত সময় এবং পিছিয়েও নিতে পারে না।

৬. আর তারা বলে—হে ঐ লোক

نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ⑥ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ

যার উপর যিকির° (কুরআন) নাযিল হয়েছে° নিশ্চয়ই তুমি একটা পাগল।

৭. কেন তুমি নিয়ে আসছোনা ফেরেশতাদেরকে আমাদের কাছে

إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑦ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ

যদি তুমি সত্যবাদীদের মধ্যে शामिल হয়ে থাকো? ৮. আমি তো

ফেরেশতাদেরকে সঠিক কারণ ছাড়া নাযিল করি না,

مَا-এবং; وَمَا-এবং; وَقَالُوا-তারা বলে; ⑤-আর; وَيَسْتَأْخِرُونَ-পিছিয়েও নিতে পারে না। ⑥-কেন; لَوْ-কেন; تَأْتِينَا-আমাদের কাছে আসছোনা; بِالْمَلَكَةِ-ফেরেশতাদেরকে নিয়ে; ⑦-যদি; كُنْتَ-হয়ে থাকো; مِنَ-মধ্যে; الصَّادِقِينَ-সত্যবাদীদের; ⑧-আমি তো; نُنَزِّلُ-আমি তো; بِالْحَقِّ-সঠিক কারণ; ⑨-আমি তো; نُنَزِّلُ-আমি তো; بِالْحَقِّ-সঠিক কারণ;

২. অর্থাৎ কোনো জাতিকে তার কুফরী ও সীমালংঘনমূলক কাজের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করা হয় না; কারণ তাদের জন্যতো আগেই সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে জাতি তার ইচ্ছা ও ক্ষমতা মুতাবিক অপরাধ ও সীমালংঘনমূলক কাজ করে যেতে পারবে। তার জন্য নির্ধারিত সময় আসার আগ পর্যন্ত সে জাতিকে পাকড়াও করা আল্লাহর নিয়ম নয়।

৩. ‘যিকির’ শব্দের অর্থ ‘স্মরণ করিয়ে দেয়া’ ‘সতর্ক করা’ এবং ‘উপদেশ দান করা’। কুরআন মাজীদে ‘যিকির’ শব্দ দ্বারা খোদ কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ কুরআন আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ককারী উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবেই নাযিল হয়েছে। আর অতীতের নবী-রাসূলদের প্রতি যা কিছু নাযিল হয়েছিল তা-ও যিকির-ই ছিল।

৪. তারা একথা ঠাট্টা করে বলতো। তাদের কথার অর্থ হলো—হে ঐ ব্যক্তি, যে দাবী করছো, তোমার কাছে যিকির তথা কুরআন নাযিল হয়েছে। মুসা (আ)-এর দাওয়াত শুনে

وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ۝ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

আর তখনতো তারা সুযোগ লাভের অধিকারী হবে না^৯। ৯. কুরআনতো আমিই
নাযিল করেছি এবং তার হিফায়তকারীও^{১০} অবশ্যই আমি

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ

১০. আর নিঃসন্দেহে আপনার আগে বিগত অনেক জাতির কাছে আমি রাসূল
পাঠিয়েছিলাম ১১. আর তাদের কাছে এমন কোনো রাসূল আসেননি

إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝

যার সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি। ১২. এভাবেই আমি অপরাধীদের মনে তা
(বিদ্রূপের মনোভাব) ঢুকিয়ে দেই।

৯-আর ; مَا-তারা হবে না ; إِذَا-তখন ; مُنْظَرِينَ-সুযোগ লাভের অধিকারী
- وَ ; (ال+ذکر)-যিকির (কুরআন) ; نَحْنُ-আমিই ; نَزَّلْنَا-নাযিল করেছি ;
لَقَدْ-আর ; ১০-আর ; لَحَافِظُونَ-হিফায়তকারী ; ১১-আর ;
وَلَقَدْ-আর ; أَرْسَلْنَا-নিঃসন্দেহে আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম ; مِنْ قَبْلِكَ-আপনার আগে ;
فِي-কাছে ; شَيْعِ-মায়াতী (+) ; الْأَوَّلِينَ-বিগত (ال+اولین) ; وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ-তাদের কাছে আসেননি ;
إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ-তারা ; كَذَلِكَ-এভাবেই ; نَسْلُكُهُ-ঢুকিয়ে দেই ; فِي قُلُوبِ-মনে ;
ال-মজরমিন) (ال+مجرمین) ; الْمُجْرِمِينَ-আমি তা ঢুকিয়ে দেই ; (نسلک+ه)-
অপরাধীদের।

ফিরাউন-ও তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলেছিল যে, “তোমাদের রাসূল—যাকে
তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে” আসলেই একজন পাগল।

৫. অর্থাৎ ফেরেশতা আসলেতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েই আসবে। কারণ তখনতো
বিষয়টা গায়েব থাকবে না ; অথচ গায়েবের উপর ঈমান আনা-ই ফরয। ফেরেশতা
আসার পর ঈমান আনার কোনো সুযোগ বাকী থাকে না। আর ফেরেশতা কারো দাবী
মুতাবেকও আসে না। তারা যখন আসে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ও সত্য বিধান
সহকারে আসে এবং বাতিলকে উৎখাত করে সেখানে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে।

৬. অর্থাৎ তোমাদের কাছে আমার রাসূলের মাধ্যমে পাঠানো কিতাব তাঁর রচিত নয়।
এটার প্রেরক যেহেতু আমি সুতরাং এটার হিফায়তও আমি করবো। এটাকে বিনষ্ট বা
দমন করতে চাইলেও তা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তোমাদের কোনো কথা

২. এক সময় এই কিতাবের বিধান অমান্যকারীরা আফসোস করবে যে, যদি তারা এর বিধি বিধান মেনে চলতো ; কিন্তু সেই আফসোস কোনো কাজে আসবে না ।

৩. দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য আখিরাতকে ভুলিয়ে রেখেছে । তাদের এ অবস্থা দেখে মু'মিনরা বিভ্রান্ত হতে পারে না ।

৪. আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদের প্রত্যেকটি দল, গোষ্ঠী বা জাতিকেই আল্লাহ তাঁর নির্ধারিত সময়ে পাকড়াও করবেন—এতে কোনো প্রকার সংশয় সন্দেহের অবকাশ নেই ।

৫. আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে কোনো ঘটনা-ই ঘটে না ; আর কেউ তা করতে চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হতে বাধ্য ।

৬. দুনিয়াতে জনসমক্ষে ফেরেশতাদের প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার নয় । সুতরাং এ ধরনের দাবী বা আশা করা বাতুলতা মাত্র ।

৭. কোনো অবাধ্য জাতির প্রতি ফেরেশতা পাঠানো হলে সে জাতির চূড়ান্ত ধ্বংসের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য-ই পাঠানো হয়ে থাকে । আর এটাই আল্লাহর রীতি ।

৮. কুরআন মাজীদ কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের হিফায়ত তিনিই করবেন । অতএব একে বিনাশ করার ক্ষমতা কারো নেই ।

৯. নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের প্রতি বাতিলের পক্ষ থেকে ঠাট্টা-বিদ্বেষের ধারা সর্বকালেই জারী ছিল—ভবিষ্যতেও থাকবে ; আর এটাই স্বাভাবিক ।

১০. বাতিল শক্তির এ মানসিকতা তাদের মজ্জাগত । এদের সামনে অগণিত-অসংখ্য প্রমাণ থাকা এমন কি আসমানে উঠে দেখে আসার জন্য সিঁড়ি তৈরী করে দিলেও তাদের ঈমান নসীব হবে না ।

১১. দীনের দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে এসব কটর মানসিকতার লোকদেরকে এড়িয়ে চলা-ই সঠিক পন্থা । এদের সাথে বাক-বিতণ্ডায় সময় ক্ষেপণ করা উচিত নয় ।



সূরা হিসেবে রুকু'-২

পারা হিসেবে রুকু'-২

আয়াত সংখ্যা-১০

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝۱ۭ وَحَفِظْنَاهَا ۝۱ۮ

১৭. আর নিঃসন্দেহে আমি আসমানে অনেক মজবুত দুর্গ বানিয়েছি এবং তাকে দর্শকদের জন্য সাজিয়ে দিয়েছি^{১৭}। আর তাকে করেছি সুরক্ষিত

مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝۱۹ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ ۝۲০

প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে^{১৯}। ১৮. কিন্তু কেউ চুরি করে শুনতে চেষ্টা করলে^{২০} তাহলে তার পেছনে ধাওয়া করে

১৭- فِي السَّمَاءِ ; নিঃসন্দেহে আমি বানিয়েছি ; (ل+قد جعلنا)-لَقَدْ جَعَلْنَا ; আর ; ১৮- (و+زيناها)-زَيَّنَّاهَا ; এবং ; (و+مজবুত দুর্গ ; (و+ال+سماء)-فِي السَّمَاءِ ; (و+حفظناها)-حَفِظْنَاهَا ; দর্শকদের জন্য ; (ل+ال+ناظرين)-لِلنَّاظِرِينَ ; ১৯- (و+مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ)-مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ; প্রত্যেক ; (و+ال+استرق السمع)-اسْتَرَقَ السَّمْعَ ; যদি ; (و+مَنْ)-مَنْ ; কিন্তু ; ২০- (و+ال+فاتبعه)-فَاتَّبَعَهُ ; তাহলে তার পেছনে ধাওয়া করে ;

৮. ‘মজবুত দুর্গ’ (বুরজ) অর্থ দুনিয়াতে তৈরী ইট-পাথরের মজবুত ভবন নয় ; বরং এর অর্থ অত্যন্ত দৃঢ় মজবুত অদৃশ্য সীমানা দ্বারা চিহ্নিত এলাকা। প্রত্যেক এলাকা শূণ্যলোকে অঙ্কিত হয়ে আছে। কোনো জিনিস এক এলাকা অতিক্রম করে অন্য এলাকায় যেতে পারে না। অতএব ‘মজবুত দুর্গ’ দ্বারা ‘সুরক্ষিত এলাকা’ অর্থ নেয়া-ই সঠিক।

৯. অর্থাৎ ‘সুরক্ষিত এলাকা’ সমূহকে শুধুমাত্র মজবুত ও সুদৃঢ় করা হয়নি, বরং সে সাথে এগুলোকে অতুজ্জ্বল তারার মালা দিয়ে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে অসীম সৃষ্টি লোক অন্ধকার ও ভয়াবহ রূপে দেখা না দেয়। এসব সুরক্ষিত জগত ও শোভাময় সৃষ্টি আমাদের এক মহান শাস্ত্র বিজ্ঞানময় এবং সুনিপুণ শিল্পী-স্রষ্টার কথাই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

—“তিনিই সেই সত্তা যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকেই অত্যন্ত সুন্দর ও নিখুঁত করে সৃষ্টি করেছেন।”

১০. এখানে মানুষের একটি ভুল ধারণার নিরসন করা হয়েছে। মানুষ ধারণা করতো যে, শয়তান ও তার অনুচরদের বৃষ্টি আল্লাহর রাজ্যের সর্বত্র অবাধ যাতায়াতের ক্ষমতা রয়েছে। এমন ধারণা অতীতের লোকেরা যেমন করতো, বর্তমান কালেও এমন কিছু

شَهَابٌ مُّبِينٌ ۝ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ

একটি উজ্জ্বল আগুনের শিখা^{১১}। ১৯. আর যমীন—তাকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি এবং গেড়ে দিয়েছি তাতে পাহাড়-সারি

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۝ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ

আর উৎপন্ন করেছি তাতে প্রত্যেক জিনিস সুপরিমিতভাবে^{১২}। ২০. আর আমি তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য।

- مَدَدْنَاهَا ; -الْأَرْضَ-যমীন ; -و- ۝ ۱۹. -উজ্জ্বল-مُبِينٌ ; -একটি-شَهَابٌ
-فِيهَا- ; -الْقَيْنَا-গেড়ে দিয়েছে ; -এবং-و- ; -তাকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি-(-مَدَدْنَا+ها)
-তাতে- ; -فِيهَا- ; -উৎপন্ন করেছি- ; -আর-و- ; -পাহাড়-সারি-رَوَاسِيَ ;
-আর-و- ۝ ۲ۦ. -সুপরিমিতভাবে-مَوْزُونٍ ; -প্রত্যেক জিনিস-(-من+كل+شَيْءٍ)- ; -কُلْ شَيْءٍ-
-জীবিকার-مَعَايِشَ ; -তাতে-فِيهَا ; -তোমাদের জন্য-لَكُمْ ; -আমি ব্যবস্থা করেছি-جَعَلْنَا

লোক রয়েছে যারা এমন ধারণা পোষণ করে। এখানে তাদের ধারণা যে সঠিক নয় তা উল্লিখিত হয়েছে।

১১. শয়তান জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত বিধায় তার অনুচররা জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য মানুষের মধ্যেও তার অনুসারী রয়েছে। জ্বিন-শয়তানদের গঠন-প্রকৃতি মানুষের চেয়ে ফেরেশতাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর তাই এসব শয়তানরা শেষ নবী আসার আগ পর্যন্ত অদৃশ্য জগত সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জেনে এসে দুনিয়াতে তাদের অনুসারী মানুষদেরকে জানিয়ে দিত। এসব লোক তার সাথে নিজেদের কিছু কথা মিশিয়ে লোকদেরকে বলতো এবং নিজেদেরকে ‘গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত’ বলে প্রচার করতো। শয়তানের এসব অনুসারীরা নিজেদেরকে সাধক মুনি-ঋষি, গণক, যোগী ও ফকীর ইত্যাদি নামে প্রকাশ করতো। তবে শেষ নবীর আবির্ভাবের পরে উর্ধ্বজগতের কোনো খবরাদি জানা শয়তানদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে গেছে।

১২. ‘উজ্জ্বল আগুনের শিখা’ বলতে আমরা যেসব উজ্জ্বল অঙ্কুর রাত্রে আকাশ থেকে পড়তে দেখি তা-ও হতে পারে অথবা এমন কোনো মহাজাগতিক আলোক রশ্মি হতে পারে যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না, তবে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন যে, প্রতিদিন কোটি কোটি উজ্জ্বল রাশি শূণ্যলোক থেকে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে এবং তারা শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে তা দেখতেও পেয়েছেন। সম্ভবত এসব উজ্জ্বলতার কারণেই শয়তানদের পক্ষে উর্ধ্বজগতের কোনো সংবাদ জানার কোনো সুযোগ নেই। আর এভাবেই আল্লাহ তা‘আলা উর্ধ্বজগতকে সুরক্ষিত করে রেখেছেন। وَاللَّهُ أَعْلَمُ

১৩. আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়াতে যেসব জিনিস উৎপন্ন করেছেন সেসব জিনিসের পরিমাণ ও সংখ্যা সুষম ও পরিমিত রেখেছেন। এতেও আল্লাহ তা‘আলার মহান কুদরত

وَمِنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرِزْقٍ قَرِيبٍ ﴿١٥﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ

এবং তাদের জন্যও যাদের রিযিকদাতা তোমরা নও । ২১. আর এমন কোনো জিনিস
নেই যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই ;

وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بَقْدَرٍ مَعْلُومٍ ۝ ١٠٠ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا

আর তা-ও আমি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ছাড়া নাযিল করি না^{১৪}। ২২. আর বৃষ্টিবাহী
বাতাসও আমিই পাঠাই এবং বর্ষণ করি

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقِينَاكُمْ ۖ وَمَا أُنْتَرِلَهُ بَخْرَيْنِ ۝

আসমান থেকে পানি তারপর তা আমিই তোমাদেরকে পান করাই ;
আর তোমরাতো নও তার ভাগ্য-রক্ষাকারী ।

১৩-রিয়িকদাতা ; بِرَزْقَيْنِ-তারদের জন্য ; لَهُ-তারদের জন্য ; لَسْتُمْ-তোমরা নও ; مِنْ-এবং ; وَ-আর ; عِنْدَنَا-নেই ; الْ-নেই ; امِنْ-কোনো জিনিস এমন ; ان-নেই ; وَ-আর ; نَزَلَهُ-তা-ও নাযিল কাহে ; (نَزَلَ+ه)-مَا نُزِلَ ; وَ-আর ; (خَزَانَتِ+ه)-خَزَائِنُهُ-যার ভাণ্ডার ; وَ-আর ; اِلَّا-ছাড়া ; اَرْسَلْنَا-আমিই করি না ; وَ-আর ; اَرْسَلْنَا-আমিই পাঠাই ; (ف+انزلنا)-فَانْزَلْنَا ; (ال+رياح)-الرِّيح-বাতাস ; (ال+رياح)-الرِّيح-বাতাস ; وَ-আর ; فَاَسْقَيْنَكُمُوهُ-পানি-পানি ; (ال+سَّمَاء)-السَّمَاء-আসমান ; مِنْ-থেকে ; وَ-আর ; (ف+اسقيناكموا+ه)-فَاَسْقَيْنَكُمُوهُ-তারপর তা আমি তোমাদেরকে পান করাই ; وَ-আর ; نَـوَ-নও ; (ب+خازنين)-بِخَازِنَيْنِ-ভাণ্ডার রক্ষাকারী ।

ও আসীম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। দুনিয়াতে যেসব উদ্ভিদরাশির পরিচয় আমরা পাই তার প্রতিটি প্রজাতির মধ্যে বংশ রক্ষার এক প্রবল শক্তি রয়েছে। এর একটিকে যদি যমীনে অবাধে বংশ বিস্তার করতে দেয়া হতো তাহলে, সারা দুনিয়াতে সেটি ছাড়া আর কোনো উদ্ভিদ আমাদের চোখে পড়তো না। কিন্তু মহান আল্লাহর নিরংকুশ কুদরত ও সুবিবেচিত পরিকল্পনার ফলেই সকল উদ্ভিদের সুসমন্বিত সংখ্যা ও পরিমাণ দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করেছে এবং কোনো কিছুই আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হচ্ছে না।

১৪. দুনিয়াতে আমরা যা কিছুই দেখতে পাই তা উদ্ভিদ হোক, আলো, বাতাস, পানি, জীবজন্তু, পশুপাখি ইত্যাদি যা-ই হোক না কেন এ সবকিছুর মধ্যে প্রবৃদ্ধির প্রবণতা বিদ্যমান রয়েছে। তবে এসব কিছুর প্রবৃদ্ধি সীমাহীন নয়। এগুলোর জন্য নির্ধারিত সীমা কখনো অতিক্রম করতে পারে না। নির্ধারিত সীমায় পৌঁছেই তাদের প্রবৃদ্ধির গতি থেমে

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝۲৩ وَلَقَدْ عَلِمْنَا

২৩. আর নিশ্চয়ই আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু দান করি এবং আমিই চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী^{২৩}। ২৪. আর আমি নিশ্চিত জানি

الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝۲৪ وَإِنَّ رَبَّكَ

তোমাদের পূর্বে গমনকারীদের এবং পরে আগমনকারীদেরকেও আমি নিশ্চিত জানি।
২৫. আর (হে নবী!) আপনার প্রতিপালক—নিশ্চিত

هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

তিনিই তাদেরকে একত্র করবেন; অবশ্যই তিনি মহাকৌশলী মহাজ্ঞানী^{২৫}।

- نُمِيتُ ; وَ- জীবন দান করি ; نُحْيِي ; -আমিই ; لَنَحْنُ ; -নিশ্চয় ; -আর ; ২৩-
চূড়ান্ত (-ال+وارثون)-ال-وارثُونَ ; -আমিই ; نَحْنُ ; -এবং ; وَ- ; মৃত্যু দান করি ;
-ال-الْمُسْتَقْدِمِينَ ; -আমি নিশ্চিত জানি ; وَلَقَدْ عَلِمْنَا ; -আর ; ২৪-
আমি -لَقَدْ عَلِمْنَا ; -এবং ; وَ- ; তোমাদের ; مِنْكُمْ ; -পূর্বে গমনকারীদের ; (مستقدمين)-
নিশ্চিত জানি ; ২৫-
-وَ- ২৪। পরে আগমনকারীদেরকেও (-ال+مستأخرين)-الْمُسْتَأْخِرِينَ ;
-يَحْشُرُهُمْ ; তিনিই ; هُوَ ; -আপনার প্রতিপালক ; (رب+ك)-رَبُّكَ ; -নিশ্চিত ; إِنَّ ;
; মহাকৌশলী ; حَكِيمٌ ; -অবশ্যই তিনি ; إِنَّهُ ; -তাদেরকে একত্র করবেন ; (يحشر+هم)-
-মহাজ্ঞানী । عَلِيمٌ

যেতে বাধ্য। বিশ্বলোকের এই যে পরিমাণ নির্ধারণ, যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত সৃষ্টিলোকের এ পরিমিতি ও ভারসাম্য সামঞ্জস্যতা ও আনুপাতিকতা—এটাই প্রমাণ করে যে, এসব কিছু এক মহাশক্তির বিজ্ঞানময় মহান সত্তার সৃষ্টি। এটা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলও নয়, আর একাধিক খোদার সৃষ্টিও নয়। যদি তা হতো, তাহলে এসবের মধ্যে এ পরিমিতি, পরিপূর্ণ ভারসাম্যতা, সামঞ্জস্যতা ও আনুপাতিকতা কোনো মতেই সম্ভব হতো না।

১৫. অর্থাৎ তোমাদেরকে এ দুনিয়াতে যা কিছুই দেয়া হয়েছে তার কোনো কিছুই তোমরা নিয়ে যেতে পারবে না। আমার দেয়া সব জিনিসই আমার ভাণ্ডারেই জমা হবে সবকিছু পরিত্যাগ করে খালি হাতেই তোমাদেরকে এ দুনিয়া ছেড়ে চলে আসতে হবে।

১৬. অর্থাৎ আগের-পরের সকল মানুষকে একত্র করতে সক্ষম। তাঁর মহাকৌশল ও বিজ্ঞানময়তার সামনে এটা নিতান্ত নগণ্য ব্যাপার মাত্র। যারা তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিতান্ত অজ্ঞ তারাই এটাকে অসম্ভব মনে করে। তাদের সামনে আল্লাহর কুদরের

অগণিত-অসংখ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা আখিরাত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। আসলেই এরা নির্বোধ ও মূর্খ।

২য় রুকু' (আয়াত ১৬-২৫)-এর শিক্ষা

১. ওহীর জ্ঞান ছাড়া আল্লাহ তা'আলার উর্ধ্বজগত সম্পর্কে কোনো গায়েবী তত্ত্ব ও তথ্য শয়তান—জ্বিন বা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। নবী-রাসূল ছাড়া যদি কেউ এমন দাবী করে তবে বুঝতে হবে সে ভ্রান্ত।

২. দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটি জিনিস-ই সুপরিমিত ও যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, এর মধ্যে কোনো প্রকার অসামঞ্জস্যতা বা অমিল নেই।

৩. দুনিয়ার সকল প্রাণীর রিয়িকের ব্যবস্থাকারী একমাত্র আল্লাহ।

৪. দুনিয়ার সকল জিনিসের মূল ভাণ্ডার আল্লাহর নিকটই সংরক্ষিত। আমাদের প্রয়োজন অনুপাতে তিনি আমাদের জন্য তা নাযিল করেন। প্রয়োজনের কিছুমাত্র কমও করেন না, বেশীও করেন না।

৫. দুনিয়াতে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য যতটুকু পানি প্রয়োজন এবং কখন কোথায় কতটুকু পানি প্রয়োজন তার সুব্যবস্থা তিনিই করেন।

৬. সকল প্রাণীর জীবন ও মৃত্যু তিনিই দান করেন। দুনিয়ার যাবতীয় সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর পবিত্র সত্তা-ই চিরস্থায়ী—চিরবিরাজমান। সুতরাং সবকিছুর মালিকানাও তাঁর।

৭. তিনি যেহেতু প্রথম এবং তিনিই যেহেতু শেষ, সুতরাং সকল কিছুর চূড়ান্ত উত্তরাধিকারও একমাত্র তাঁর।

৮. অতীতে দুনিয়া থেকে যারা চলে গেছে এবং ভবিষ্যতে যারা আসবে সকল মানুষকে আল্লাহ জানেন। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কেউ নেই। সুতরাং তাঁর জ্ঞানের বাইরে কেউ কিছু করতে পারে না।

৯. আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে নিঃসন্দেহে এক নির্দিষ্ট দিনে একত্র করবেন। এবং তিনি তা করতে সক্ষম। কেননা তাঁর কৌশল ও জ্ঞান অসীম-অনন্য।



সূরা হিসেবে রুকু'-৩
পারা হিসেবে রুকু'-৩
আয়াত সংখ্যা-১৯

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝

২৬. আর নিসন্দেহে আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে
শুকনো ঠনঠনে মাটির খামির থেকে^{১৭}।

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ۝ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ

২৭. আর জ্বিন—তাকে আমি সৃষ্টি করেছি ইতিপূর্বে অতি উত্তপ্ত শিখার আগুন
থেকে^{১৮}। ২৮. আর যখন আপনার প্রতিপালক বললেন

لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝

ফেরেশতাদেরকে—“অবশ্যই আমি শুকনো মাটির ঠনঠনে
খামির থেকে মানুষ সৃষ্টি করছি”

৩৬-আর; وَلَقَدْ خَلَقْنَا-নিসন্দেহে আমি সৃষ্টি করেছি; الْإِنْسَانَ-(আল+আন)-মানুষকে;
وَالْجَانَّ ৩৭। শুকনো-مَسْنُونٍ; খামির থেকে-مِنْ حَمَإٍ; মাটির ঠনঠনে-صَلْصَالٍ; থেকে-مِنْ-
আর; مِنْ قَبْلُ-তাকে সৃষ্টি করেছি; خَلَقْنَاهُ-(খলফনা+হ)-জ্বিন; (আল+জান)-الْجَانُّ; ইতিপূর্বে;
আর; وَإِذْ ৩৮। অতি উত্তপ্ত শিখা-السَّمُومِ; আগুন-نَّارٍ; থেকে-مِنْ; যখন-إِذْ;
আপনার প্রতিপালক-رَبُّكَ; বললেন-قَالَ; যখন-إِذْ;
মِنْ-মানুষ; بَشَرًا-সৃষ্টি করছি; إِنِّي-অবশ্যই আমি; الْمَلَكَةِ-ফেরেশতাদেরকে;
শুকনো-مَسْنُونٍ; খামির থেকে-مِنْ حَمَإٍ; মাটির ঠনঠনে-صَلْصَالٍ; থেকে-مِنْ-

১৭. এখানে বলা হয়েছে যে, মানুষ তৈরীর মূল উপাদান হলো কাদামাটি যাকে শুকিয়ে
ঠনঠনে করা হয়েছে। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মানুষ আত্মাহুতের সরাসরি সৃষ্টি। মানুষ
কোনো পশুর বিবর্তিত রূপ নয়। সুতরাং বানর থেকে ক্রম-পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ
সৃষ্টি হওয়ার মতবাদ নিসন্দেহে ভ্রান্ত।

১৮. জ্বিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে অত্যন্ত উষ্ণ আগুনের ভাঁপ থেকে। কুরআন মাজীদের
অনেক জায়গায়-ই জ্বিন জাতির সৃষ্টি আগুন থেকে বলে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে
সেসব আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে যে, ‘আগুন থেকে’ কথাটির অর্থ এটা নয় যে,
আগুন দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে; বরং এর অর্থ হলো আগুনের অতি উষ্ণ ভাঁপ থেকে
জ্বিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

﴿١٥﴾ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعْوَاهُ سَجِدِينَ ○

২৯. “অতপর যখন তাকে আমি পূর্ণাঙ্গ করবো এবং তাতে আমার রূহ থেকে কিছু ফুঁকে দেবো” তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে।”

﴿٥٥﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٥٦﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ

৩০. তখন ফেরেশতারা সবাই এক সাথে সিঁজদায় পড়ে গেল। ৩১. একমাত্র ইবলীস ছাড়া ; সে শামিল হতে অস্বীকার করলো।

السَّجْدِينَ ٥٩ قَالَ يَا بَلِيسَ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونُ مَعَ السَّجْدِينَ ٥٠

সিজদাকারীদের^{২০}। ৩২. তিনি (আল্লাহ) বললেন, হে ইবলীস! তোর কি হয়েছে যে, তুই সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলি না ?

ও ; -তাকে আমি পূর্ণাঙ্গ করবো ; (সুইত+হ)-سُوَيْتُهُ ; -অতপর যখন (ফ+আ)-فَإِذَا ۞
 (-روح+ی)-رُوحِي ; -থেকে কিছু مِن ; -তাতে-فِيهِ ; -ফুঁকে দেবো-فُفِّخْتُ ; -এবং-
 আমার রুহ ; -তার সামনে-لَهُ ; -তখন তোমরা সবাই পড়ে যাবে (ফ+قعوا)-فَقَعُوا ;
 -الْمَلَائِكَةُ ; -তখন সিজদায় পড়ে গেলো (ফ+سجد)-فَسَجَدَ ۞
 -ابْلِيسَ ; -একমাত্র ছাড়া ۞
 -السُّجْدِينَ ; -শামিল-مَعَ ; -হতে-أَنْ يَكُونَ ; -সে অস্বীকার করলো-أَبَى ;
 -تَوَالِكَ ; -হে ইবলীস (বা+ابليس)-يَا ابْلِيسَ ; -তিনি বললেন-قَالَ ۞
 -السُّجْدِينَ ; -শামিল-مَعَ ; -তুই হলি না-أَلَا تَكُونُ ;
 মধ্যে ।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের দেহে যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, তা আল্লাহ তা'আলার গুণের প্রভাব বা ছায়া মাত্র। মানুষের জীবনী শক্তি, ইচ্ছা, ক্ষমতা ইত্যাদি যেসব গুণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়, সেসব গুণ আল্লাহর গুণের অত্যন্ত হালকা প্রতিচ্ছায়া। আর এর ফলেই দুনিয়ার বুকে মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধির সম্মানে ভূষিত। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর গুণাবলীর অত্যন্ত হালকা প্রতিফলন দুনিয়ার সকল প্রাণীর মধ্যেই রয়েছে ; কিন্তু মানুষের মধ্যে এ প্রভাব ও প্রতিফলন সকল জীবের চেয়ে ব্যাপক। তাই মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তবে আল্লাহর গুণাবলী এ প্রভাব প্রতিফলন লাভ করার অর্থ কোনো মতেই আল্লাহর উলূহিয়াতের অংশ লাভ নয়। কারণ, উলূহিয়াতের ব্যাপার সমস্ত সৃষ্টির আয়ত্বের সম্পূর্ণ বাইরে। তা লাভ করা কোনো সৃষ্টির পক্ষেই সম্ভব নয়।

﴿قَالَ لَمَّا كُنْ لِاسْجَدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ

৩৩. সে (ইবলীস) বললো, আমি এমন মানুষকে সিজদা করার লোক নই যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন ঠনঠনে খামির থেকে

مَسْنُونٍ ﴿٣٤﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ

শুকনো মাটির। ৩৪. তিনি (আল্লাহ) বললেন, তাহলে তুই বের হয়ে যা এখান থেকে, কেননা তুই অবশ্যই অভিশপ্ত। ৩৫. আর অবশ্যই তোর উপর লা'নত

إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٦﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

কিয়ামত দিবস পর্যন্ত। ৩৬. সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! তাহলে সে দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন যেদিন পুনরায় উঠানো হবে

﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾

৩৭. তিনি বললেন, অবশ্যই তুই অবকাশ প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল—

৩৮. সুনির্দিষ্ট সময়ের দিবস পর্যন্ত।

﴿قَالَ-সে বললো; لَمَّا-আমি লোক নই; لِاسْجَدَ-সিজদা করার; لِبَشَرٍ-এমন মানুষকে; خَلَقْتَهُ-(-خلقت+)-যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন; صَلْصَالٍ-থেকে; مِنْ-থেকে; حَمَإٍ-খামির; مَسْنُونٍ-শুকনো মাটির। ৩৪. তিনি বললেন; فَإِنَّكَ-(-ف+ان+)-তাহলে তুই বের হয়ে যা; مِنْهَا-এখান থেকে; رَجِيمٌ-অভিশপ্ত। ৩৫. আর; أَنْ-অবশ্যই; عَلَيْكَ-তোর উপর; اللَّعْنَةَ-লা'নত; إِلَى-পর্যন্ত; يَوْمٍ-দিবস; الدِّينِ-কিয়ামত। ৩৬. সে বললো; فَأَنْظِرْنِي-(-ف+انظرني)-তাহলে আমাকে অবকাশ দিন; إِلَى-পর্যন্ত; يَوْمٍ-সে দিবস; يُبْعَثُونَ-যেদিন পুনরায় উঠানো হবে। ৩৭. তিনি বললেন; الْمُنْظَرِينَ-অবকাশ প্রাপ্তদের মধ্যে; أَنْ-অবশ্যই তুই; مِنْ-শামিল; الْوَقْتِ-(-ال+وقت)-সময়ের; الْمَعْلُومِ-সুনির্দিষ্ট। ৩৮।

২০. এ সম্পর্কিত আলোচনা সূরা বাকারার ৩৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় করা হয়েছে।

২১. অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তুই অভিশপ্ত থাকবি, এরপর যখন বিচার করা হবে তখন তোকে এ অপরাধের দরুন শাস্তি দেয়া হবে। তখন শয়তান বললো যে, তাহলে আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করুন।

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَنَّهُمْ﴾

৩৯. সে বললো, হে আমার প্রতিপালক ! আপনি আমাকে যেভাবে গুমরাহ করেছেন আমিও অবশ্যই দুনিয়াতে তাদের জন্য (পাপকে) শোভনীয় করবো এবং গুমরাহ করে দেবো

﴿اجْمَعِينَ﴾ ﴿إِنَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ ﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ﴾

তাদের সবাইকে^{২২}। ৪০. তবে আপনার বান্দাহদের মধ্য থেকে মুখলিস বান্দাহগণ ছাড়া। ৪১. তিনি বললেন, এটাই পথ

﴿عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ﴾

আমার দিকে যাওয়ার-সরল সুদৃঢ়^{২৩}। ৪২. নিশ্চয় আমার যারা বান্দাহ তাদের উপর তোর কোনো কর্তৃত্ব থাকবেনা, তবে যারা তোর অনুসরণ করবে

﴿قَالَ﴾-সে বললো ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; بِمَا-যেভাবে ; أَغْوَيْتَنِي-আপনি আমাকে গুমরাহ করেছেন ; لَأُزَيِّنَنَّ-আমিও অবশ্য অবশ্যই পাপকে শোভনীয় করবো ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; فِي الْأَرْضِ-দুনিয়াতে ; وَ-এবং ; لَاغْوِيَنَّهُمْ-গুমরাহ করে দেবো তাদের ; اجْمَعِينَ-সবাইকে। ৪০। لَأُ-তবে ছাড়া ; عِبَادَكَ-আপনার বান্দাহদের ; هَذَا-এটাই ; الْمُخْلَصِينَ-মুখলিস। ৪১। قَالَ-তিনি বললেন ; صِرَاطٌ-পথ ; مُسْتَقِيمٍ-সরল সুদৃঢ়। ৪২। إِنَّ-নিশ্চয়ই ; عِبَادِي-যারা আমার বান্দাহ ; لَيْسَ-থাকবে না ; لَكَ-তোর ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; اتَّبَعَكَ-(اتبع+ك)-তোর অনুসরণ করবে ;

২২. অর্থাৎ নিকৃষ্ট কাঁদামাটির নগণ্য সৃষ্টিকে সিজদা করার নির্দেশ দিয়ে যেভাবে সে নির্দেশ অমান্য করতে তুমি আমাকে বাধ্য করেছো, আমি তেমনি তাদের সামনে দুনিয়ার জীবনকে চাকচিক্যময় করে তুলে ধরবো, যাতে করে তারা তোমার দেয়া খিলাফতের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে তোমার নাফরমানী করা শুরু করে, যার ফলে তারাও আমার দলভুক্ত হয়ে যায়।

২৩. অর্থাৎ শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর অনুগত থাকাই আল্লাহর নিকট পৌছার সরল-সুদৃঢ় পথ।

مِنَ الْغَوِينَ ۝ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدٌ لَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ

গুমরাহদের মধ্য থেকে^{২৪} (তারা ছাড়া)। ৪৩. আর অবশ্যই জাহান্নাম তাদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান ৪৪. তার আছে সাতটি দরজা,

لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۝

প্রত্যেক দরজার জন্য নির্দিষ্ট আছে তাদের এক একটি শ্রেণী^{২৫}।

গুমরাহদের-الْغَوِينَ-থেকে ; জাহান্নাম-جَهَنَّمَ ; অবশ্যই-إِنَّ ; আর-وَ ۝। তার-لَهَا ۝। সকলের-أَجْمَعِينَ ; প্রতিশ্রুত স্থান ; (ল+মোعد+হম)-لَمَوْعِدُهُمْ ; সাতটি-سَبْعَةُ ; দরজা-أَبْوَابٍ ; প্রত্যেকটির জন্য আছে-لِكُلِّ ; দরজার-بَابٍ ; নির্দিষ্ট-مَّقْسُومٌ ; এক একটি শ্রেণী-جُزْءٌ ; তাদের-مِنْهُمْ ।

২৪. অর্থাৎ যারা একনিষ্ঠভাবে আমার ইবাদাত-আনুগত্য করে জীবনযাপন করবে তাদের উপর তোর কোনো জোর চলবে না। আর আমার ইবাদাত করার এ পথ-ই হচ্ছে আমার নিকট পৌঁছার একমাত্র সরল পথ। যারা এ পথ অবলম্বন করবে তারা শয়তানের ফাঁদ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সমর্থ হবে এবং আমিও তাদেরকে নিজের বান্দাহ হিসেবে গ্রহণ করে নেবো। তবে যারা তোর প্ররোচনা অনুসারে চলতে রাজি হবে না তাদেরকে তোর আনুগত্য করতে বাধ্য করার কোনো ক্ষমতা তোকে দেয়া হচ্ছে না। হ্যাঁ স্বেচ্ছায় যারা তোর প্রলোভনে পড়ে তোর অনুসারী হবে, তারা তোর সাথেই জাহান্নামী হবে।

২৫. অর্থাৎ শয়তানের প্রলোভনে পড়ে যারা গুমরাহ হবে তাদের স্থান জাহান্নামে হবে ; কেননা শয়তানতো তাদেরকে গুমরাহ হতে বাধ্য করেনি, তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় জাহান্নামের পথ নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছে।

২৬. অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার গুমরাহে লিগু লোকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দরজা জাহান্নামে রাখা হয়েছে। কেউ নাস্তিকতার পথে জাহান্নামে যাবে, কেউ বা নিফাকীর পথে, কেউ প্রকৃতি পূজার পথে, আবার কেউ ফিসক-ফুজুরীর পথে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৩য় রুকু' (আয়াত ২৬-৪৪)-এর শিক্ষা

১. মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি। মানুষের দেহ মাটি থেকে সৃষ্টি হলেও তার রূহ হলো আল্লাহর নির্দেশ।

২. মানব জাতির পূর্বে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে অপর এক জাতিকে সৃষ্টি করেছিলেন, তারা ছিল অত্যন্ত উষ্ণ আগুনের বাষ্প থেকে সৃষ্টি। তাদেরকে বলা হতো জ্বিন।

৩. মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ফেরেশতাদেরকে আদমের সামনে সিজদাবনত হওয়ার নির্দেশ দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

৪. গর্ব-অহংকার একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই শোভনীয়। কোনো সৃষ্টির জন্য তা বৈধ হতে পারে না। ইবলীস অহংকার করে নিজের উপর যুল্ম করেছে।

৫. কোনো মানুষের জন্য অহংকার করা বৈধ হতে পারে না। অহংকার-ই মানুষের পতনের মূল।

৬. অহংকারী নিজেকে আল্লাহর লা'নতের উপযুক্ত করে ফেলে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—‘অহংকার আমার চাদর’। সুতরাং গর্ব-অহংকার বিষের তুল্য পরিত্যাজ্য।

৭. শয়তানকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার জীবনকে চাকচিক্যময় করে মানুষের সামনে তুলে ধরার ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার মোহে পড়ে শয়তানের প্রলোভনে আল্লাহর দেয়া খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ভুলে গেলে মানুষের শেষ পরিণতি হবে ভয়াবহ।

৮. শয়তানের প্রলোভনকে উপেক্ষা করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলাই মু'মিনের কাজ। এতেই রয়েছে মানুষের উভয় জাহানের কামিয়াবী।

৯. আর যারা শয়তানের আনুগত্য করবে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নাম।

১০. জাহান্নামীদের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশ পথ থাকবে। এক শ্রেণীর জাহান্নামী অপর শ্রেণীর প্রবেশ পথে জাহান্নামে ঢুকতে পারবে না।



সূরা হিসেবে রুকু'-৪

পারা হিসেবে রুকু'-৪

আয়াত সংখ্যা-১৬

﴿٥٥﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٦﴾ أَدْخَلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ ﴿٥٧﴾

৪৫. মুক্তাকীগণ^{২৭} অবশ্য থাকবে ঝর্ণাধারা বিশিষ্ট জান্নাতসমূহে। ৪৬. (বলা হবে)

তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাতে প্রবেশ করো।

﴿٩٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۝

৪৭. আর তাদের দিলে যা কিছু (একে অপরের প্রতি) শত্রুতা ছিল তা আমি দূর করে দেবো^৬ (ফলে) তারা পরস্পর ভাইভাই হিসেবে সামনা-সামনি উঁচু উঁচু আসনে বসে থাকবে।

﴿٨٩﴾ لَا يَسْمُرُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ ﴿٩٠﴾ نَبِيُّ عِبَادِي

৪৮. সেখানে তাদেরকে স্পর্শ করবে না কোনো ক্লাস্তি এবং সেখান থেকে তারা বহিষ্কৃতও হবে না^{২৯}। ৪৯. আপনি আমার বান্দাহদেরকে জানিয়ে দিন যে,

وَعِیُونَ ; থাকবে জান্নাতে -(ফী+জন্ত)-فِی جَنَّتْ ; মুতাকীগণ ; الْمُتَّقِیْنَ ; অবশ্য ۞(১০) (ب+سلم)-بِسْلَم ; তোমরা প্রবেশ কর ۞(১১) اَدْخُلُوْهَا ; ঋর্ণাধারা বিশিষ্ট -(و+عیون)-
শান্তির সাথে; اَمْنِیْنَ ; নিরাপত্তার (সাথে) ۞(১২) وَ-আর ; نَزَعْنَا ; আমি দূর করে দেবো ;
(من+غل)-مِنْ غَلٍ ; তাদের দিলে ; (فِی+صدر+هم)-فِی صُدُورِهِمْ ; যা কিছু ছিল ;
-শত্রুতা ; اِخْوَانًا ; ভাই ভাই হিসেবে ; اُتُوا ; আসনে ; اُتُوا ; উঁচু উঁচু আসনে ;
সামনা-সামনি বসে থাকবে ۞(১৩) لَا یَمَسُّهُمْ ; তাদেরকে স্পর্শ করবে না ; (لایمس+هم)-لَا یَمَسُّهُمْ ۞(১৪)
من+)-مِنْهَا ; তারা হবে না ; مَا هُمْ ; আর ; وَ-কোনো ক্লাস্তি ; نَصَبٌ ; সেখানে ;
فِیْهَا ; আপনি জানিয়ে দিন যে ۞(১৫) تَبَیَّنَ ; তারা বহিষ্কৃতও ۞(১৬) بِمُخْرَجِیْنَ ; সেখান থেকে (হা
-আমার বান্দাহদেরকে ; (عباد+ی)-عِبَادِی ;

২৭. 'মুক্তাকী' সেসব লোক যারা শয়তানের আনুগত্য থেকে বেঁচে থাকবে এবং আল্লাহকে ভয় করে তাঁর অনগত হয়ে জীবনযাপন করবে।

২৮. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে কোনো ভুল বুঝাবুঝির কারণে নেক লোকদের মধ্যে আপোষে যদি পরস্পরের মধ্যে কোনো তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে থাকে, জান্নাতে তাদের দিল থেকে তা দূর হয়ে যাবে এবং তারা সেখানে ভাই ভাই হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করবে।

إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۖ وَأَنْ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝

আমিই একমাত্র ক্ষমাশীল ও একমাত্র দয়াবান ৫০. আর আমার আযাবও একমাত্র যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(21) وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا

৫১. আর তাদেরকে জানিয়ে দিন ইবরাহীমের মেহমানদের সম্পর্কে^{৩০} । ৫২. যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হলো এবং তাঁকে 'সালাম' জানালো ।

قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٥﴾ قَالُوا لَا تَوَجَّلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَظِيمٍ ۝

তিনি বললেন, ‘আমরা তো তোমাদের সম্পর্কে আতঙ্কিত’^{৩১}। ৫৩. তারা বললো—
‘ভয় করবেন না, আমরা তো আপনাকে এক বড় জ্ঞানী ছেলের সুসংবাদ দিচ্ছি।’^{৩২}

(১) -الرَّحِيمُ ; একমাত্র ক্ষমাশীল -(ال+غفور)-العَفُوْرُ ; আমি-أَنَا ; আমি-إِنِّي
তা-هُوَ ; আমার আযাব-عَذَابِي ; নিশ্চিত-أَنْ ; আর-وَاللهِ । একমাত্র দয়াবান (رحيم)
আর-وَاللهِ । একমাত্র আযাব-(ال+الم)-الأَلَمُ ; যন্ত্রণাদায়ক -(ال+عذاب)-العَذَابُ
; মেহমানদের-ضَيْفٌ ; সম্পর্কে-عَنِ ; তাদেরকে জানিয়ে দিন-نَبِّئُهُمْ
তার নিকট-عَلَيْهِه ; তারা উপস্থিত হলো-دَخَلُوا ; যখন-اِذَا(২) । ইবরাহীম-ابْرَاهِمَ
তিনি বললেন-قَالَ ; সালাম-سَلَامًا ; এবং জানালো-فَقَالُوا
তারা বললো-قَالُوا(৩) । আতঙ্কিত-وَجِلُّونَ ; তোমাদের সম্পর্কে-مِنْكُمْ ; আমরাতো
না-لَا تَوَجَّلْ ; আপনাকে সুসংবাদ-(نبشر+ك)-تُبَشِّرُكَ ; আমরাতো-أَنَا ; ভয় করবেন না
দ্বিচ্ছিন্ন-بَدَّدَ جَانِبِي ؛ এক-غُلْمٍ-(ب+غلـم)-يَغْلُمُ

২৯. অর্থাৎ যেসব কারণে মানুষের ক্লান্তি ও পেরেশানী আসে তা সেখানে থাকবে না। হাদীসে আছে যে, জান্নাতবাসীদেরকে বলা হবে—“এখন তোমরা চিরকাল সুস্থ ও নিরোগ থাকবে। কখনো অসুস্থ হবে না ; এখন তোমরা চিরদিন জীবিত থাকবে, কখনো তোমাদের মৃত্যু হবে না ; এখন তোমরা চিরদিন যুবক থাকবে। কখনো বৃদ্ধ হবে না ; এখন তোমরা এখানে চিরদিন অবস্থান করবে, কোথাও সফর করার প্রয়োজন হবে না।” অন্য হাদীসে রয়েছে যে, জান্নাতে লোকদের জীবিকার জন্য কোনো পরিশ্রম করতে হবে না, বিনা পরিশ্রমেই তারা সবকিছু লাভ করবে।

৩০. সূরার ৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মক্কার কাফির সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেছিল যে, তুমি যদি সত্যই নবী হয়ে থাকো, তাহলে ফেরেশতাদেরকে আমাদের কাছে নিয়ে এসো। সেখানে এর সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়া হয়েছে যে, ফেরেশতারা একমাত্র মহাসত্য

﴿٥٨﴾ قَالَ ابْشِرْ تَمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسْنِي الْكِبَرُ فِيمِ رَبِّشِرُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا ابْشِرْكَ

৫৪. তিনি বললেন—‘তোমরা কি আমাকে এমন অবস্থায় সুসংবাদ দিচ্ছে যে, বার্বাক্য আমাকে স্পর্শ করেছে?’

তাহলে তোমরা কেমন সুসংবাদ দিচ্ছ। ৫৫. তারা বললো—‘আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি

بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَظِطِينَ ﴿٥٩﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ

যথার্থই’ অতএব আপনি নিরাশ লোকদের শামিল হবেন না। ৫৬. তিনি বললেন,

‘নিজের প্রতিপালকের রহমত থেকে কে নিরাশ হয়,

إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٦٠﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٦٠﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا

গুমরাহ লোকেরা ছাড়া?’ ৫৭. তিনি বললেন—‘হে আল্লাহ-প্রেরিত দূতগণ, তাহলে তোমাদের কোন বিশেষ

কাজে আছে?’ ৫৮. তারা বললো—‘নিশ্চয়ই আমরা প্রেরিত হয়েছি

﴿٥٨﴾-তিনি বললেন ; (أ+بشرقوا+নি)-তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ

দিচ্ছে ; (مس+নি)-আমাকে স্পর্শ করেছে ; (مسنى)-যে ; (أن)-তোমরা কি আমাকে এমন অবস্থায় ;

﴿٥٨﴾-তোমরা সুসংবাদ দিচ্ছ। (فيم)-তোমরা ; (ف+ম)-তোমরা ; (ف+ম)-তোমরা ; (ف+ম)-তোমরা ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

﴿٥٩﴾-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; (بشرنا+ক)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ;

নিয়েই নাযিল হয়ে থাকে। এখানে ফেরেশতাদের নাযিল হওয়ার ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে বিস্তারিত জবাব দেয়া হয়েছে। ফেরেশতার ‘ওহী’ নিয়ে আসে যা মহাসত্য ; অথবা আসে কোনো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের চূড়ান্ত ফায়সালা নিয়ে, যেমন এসেছে ‘কওমে লুত’-এর নিকট।

৩১. সূরা হূদের ৭ম রুকু’তে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তৎসংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাবলী দ্রষ্টব্য।

৩২. এখানে ‘বড় জ্ঞানী ছেলে’ দ্বারা হযরত ইসহাক (আ)-এর সুসংবাদ বুঝানো হয়েছে।

إِلَى قَوْمٍ مَّجْرُمِينَ ۖ إِلَّا أَل لُّوْطٍ ۚ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

এক অপরাধী জাতির প্রতি^{৩৮}—৫৯. লুতের পরিবার ছাড়া ;

আমরা অবশ্যই তাদের সবার রক্ষাকারী—

إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَرْنَا ۖ إِنَّمَا لِمَنِ الْغَيْرُ ۖ

৬০. তার স্ত্রীকে ছাড়া, (আল্লাহ বলেন)—আমি ফায়সালা করেছি, নিশ্চিত সে পেছনে পড়ে থাকা লোকদের শামিল ।’

লুট-পরিবার ; অল-ছাড়া ; ৫৯-অপরাধী ; মজরুমিন ; এক-জাতির ; প্রতি-আলী
 ৬০-সবার ; অজমৈন ; আমরা অবশ্যই ; লুতের ; আমরা-আমরা ; লুত-
 -আমরা ; অমরাত-তার স্ত্রীকে ; আমরা ফায়সালা করেছি ; আমরা-আমরা ; ছাড়া-
 -আমরা ; ফাদর-আমি ফায়সালা করেছি ; আমরা-আমরা ; ছাড়া-
 নিশ্চিত সে ; শামিল-শামিল ; গের-পেছনে পড়ে থাকা লোকদের ।

৩৩. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আতঙ্কিত হওয়ার কারণ ছিল ফেরেশতাদের মানুষের আকৃতিতে আসা। কারণ কোনো অস্বাভাবিক অবস্থায়ই ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে এসে থাকেন। কোনো কঠিন পরিস্থিতিতেই আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাদেরকে মানুষের আকৃতিতে দুনিয়াতে পাঠিয়ে থাকেন।

৩৪. এখানে ‘অপরাধী জাতি’ বলতে যে, ‘কওমে লুত’কে বুঝানো হয়েছে তা ইবরাহীম (আ)-এর বুঝতে অসুবিধা হয়নি ; কারণ তাদের অপরাধ সীমালংঘন করে ফেলেছিল। তাই ‘অপরাধী জাতি’ বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল, তাদের নাম উল্লেখের প্রয়োজন হয়নি।

৪র্থ ব্লক* (আয়াত ৪৫-৬০)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহকে ভয় করে যারা জীবনযাপন করবে তারা অবশ্যই ঋণাধারা বিশিষ্ট জান্নাতে স্থান লাভ করবে। সুতরাং জান্নাত লাভ করতে চাইলে আমাদের জীবনের সকল স্তরেই আল্লাহর ভয়কে মনে সর্বদা জাগরুক রাখতে হবে।

২. জান্নাতবাসীদের দিলে পরস্পরের মধ্যে কোনো প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, বা পরশ্রীকাতরতা থাকবে না। তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে জীবনযাপন করবে।

৩. জীবিকা অর্জনের জন্য তাদেরকে কোনো শ্রম দিতে হবে না, তাই ক্লান্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে না।

৪. জান্নাত থেকে তাদের কখনো বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। সুতরাং সেখানে তারা লাভ করবে পরম শান্তি আর শান্তি।

৫. বান্দাহর অপরাধ ক্ষমা করার এবং বান্দাহর প্রতি দয়া করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং ক্ষমা চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহর নিকট। আর দয়াও চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহর নিকট।

৬. ফেরেশতাদের মানুষের আকৃতি ধারণ করে দুনিয়াতে আগমন কোনো কঠিন পরিস্থিতিতেই হয়ে থাকে। কোনো সীমালংঘনকারী জাতিকে শান্তি দানের জন্যই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে মানুষের রূপে দুনিয়াতে পাঠিয়ে থাকেন।

৭. কোনো জাতি পাপকাজে সীমালংঘন করে গেলে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা পাঠিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন।

৮. আল্লাহ তা'আলা চাইলে কাউকে বৃদ্ধ বয়সেও সন্তান দান করেন, যেমন ইব্রাহীম (আ)-কে দান করেছেন।

৯. যারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় তারা ওমরাহ তথা পথভ্রষ্ট। সুতরাং জীবনের কোনো অবস্থায়ই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না।

১০. দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় লোকেরাই দুনিয়াতে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পায়। আর আখিরাতেও আল্লাহর সম্ভাষণ লাভ করে জান্নাতের অধিকারী হয়।



সূরা হিসেবে রব্বু'-৫

পারা হিসেবে রুকু'-৫

ଆସ୍ଥାତ ସଂଖ୍ୟା-୧୯

﴿٥٦﴾ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مَنَّكُونَ ﴿٥٨﴾

৬১. অতপর যখন দূতগণ লুতের পরিবারের কাছে আসলো^{৩৫}। ৬২. (তখন) তিনি (লুত) বললো, 'আপনারাতো অপরিচিত লোক'^{৩৬}।

﴿٥٥﴾ قَالُوا بَلْ جِنَّاتِكُمْ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ

৬৩. তারা বললো—‘না বরং আমরাতো তা-ই নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, যে সম্পর্কে তারা সন্দেহ করছিল। ৬৪. আর আমরা আপনার কাছে এসেছি সত্য নিয়ে

وَإِنَّا لَصِدْقُونَ ﴿٥٠﴾ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْيَلِّ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ

এবং আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। ৬৫. সুতরাং রাতের কোনো এক অংশে আপনি নিজ পরিবার পরিজন নিয়ে বের হয়ে পড়ুন এবং আপনি তাদের পেছনে পেছনে চলুন^{৩৭} ;

১১-নূতের (ال+লুট)-আল লুট; আসলো-جَاءَ; অতপর যখন (ف+লম)-فَلَمَّا পরিবারের কাছে; -انْكَمْ; তিনি বললেন; قَالَ-১২-দূতগণ (ال+মরسلون)-الْمُرْسَلُونَ; তারা বললো; قَالُوا-১৩-অপনারাতো; -ان+কম)-قَوْمٌ; লোক; مُنْكَرُونَ; অপরিচিত; ১৪-কাতরা; كَانُوا; বরং; -نا-نا; নিয়ে এসেছি আপনার কাছে; جِئْنَا-ই যে সম্পর্কে; -تَا-تَا; ১৫-আর; -اتينا+ক)-اتينا; তারা যাতে সন্দেহ পোষণ করছিল; وَ-১৬-আমরা আপনার কাছে এসেছি; -ب+আল+হক)-بالحق; সত্য নিয়ে; -و-এবং; -اْنَا-আমরা অবশ্যই; -لُصْدُقُونَ-সত্যবাদী; ১৭-সুতরাং আপনি বের হয়ে পড়ুন; -ب+আল+ক)-بِأهلك; নিজ পরিবার পরিজন নিয়ে; -ب+আল+ক)-بِأهلك; -কোনা এক অংশে; -مِنْ-মِنْ; -ال+আল+লিল)-مِنَ اللَّيْلِ; রাতের; -و-এবং; -اتَّبَعَ-আপনি চলুন; -ادْبَارَهُمْ-তাদের পেছনে পেছনে;

৩৫. 'কাওমে লুত'-এর ঘটনা সূরা আ'রাফ-এর ৮০ আয়াত থেকে ৮৪ আয়াত এবং সূরা হুদ-এর ৬৯ আয়াত থেকে ৮৩ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহ ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাবলী দ্রষ্টব্য।

৩৬. কুরআন মাজীদে অ্যান্যান্য আয়াত এবং হাদীস থেকে জানা যায় যে, এ ফেরেশতারা সুশ্রী কিশোর বয়সের ছেলেদের রূপ ধারণ করে এসেছিল। লুত (আ) নিজ জাতির

وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ

আর আপনাদের কেউ যেন পেছনে না তাকায়^{৬৬}, এবং যদিকে যেতে আদেশ করা হচ্ছে সেদিকেই চলে যান। ৬৬. আর আমি তাকে জানিয়ে দিলাম

ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَجَاءَ

এ বিষয় যে, ভোর হওয়া মাত্রই ওদের শেকড়-কাঁটা হয়ে যাবে।

৬৭. অতপর আসলো

أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ۝

নগরবাসীরা আনন্দ করতে করতে^{৬৮}। ৬৮. তিনি (লূত) বললেন—‘এরাতো আমার মেহমান, অতএব তোমরা আমাকে অপমানিত করো না’

ও-আর ; -এবং ; -কেউ ; -আপনাদের ; -পেছনে না তাকায় ; -লা-ইল্-ফিত্ ; -আর ; -আল-আমর- ; -এ- ; -তাকে ; -আমি জানিয়ে দিলাম ; -আর ; -আর ; -বিষয় ; -মুস্বিহীন ; -শেকড় ; -ডাবির ; -যে- ; -আন ; -ভোর হওয়া মাত্রই । -অতপর ; -আসলো ; -জা- ; -আহল-আল-মদিনে- ; -আনন্দ করতে করতে । -তিনি (লূত) বললেন ; -আন-ইস্-তাব্শিরুন ; -নগরবাসীরা ; -ফা-লা-তফ্-যুহুন ; -আমার মেহমান (যিফ+ই) ; -যিফি ; -এরাতো (আন+হুলা-) ; -হুলা- ; -অতএব তোমরা আমাকে অপমানিত করো না । -ফা-লা-তফ্-যুহুন

লোকদের সমকামী চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত অসহায় বোধ করেছিলেন। কারণ মেহমানদেরকে তো ফিরিয়ে দেয়াও যাচ্ছে না, আবার এ সুদর্শন বালক মেহমানদেরকে তাঁর জাতির দুষ্ট লোকদের হাত থেকে রক্ষা করাও তাঁর জন্য কঠিন মনে হচ্ছিল। তিনি মেহমানদেরকে মানুষই মনে করেছেন।

৩৭. অর্থাৎ আপনার লোকেরা যেন চলার পথে থেকে পেছনের দিকে না তাকায় সেজন্য আপনি তাদের পেছনে পেছনে চলুন।

৩৮. অর্থাৎ পেছনের আওয়াজ, হট্টগোল ও কল্লণ চিৎকার শুনে পেছনে তাকালেই আপনার লোকদের সামনে চলার শক্তি রহিত হয়ে যাবে। তাহলে এ ধ্বংসলীলা আপনাদের উপরও এসে পড়তে পারে। সুতরাং আপনাদের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আল্লাহর আযাবে পতিত লোকদের থেকে দূরে সরে যাওয়াই কল্যাণকর।

৩৯. এটা থেকেই অনুমান করা যায় যে, ‘কাওমে লূত’-এর নীতি নৈতিকতা কতটুকু নীচে নেমে গিয়েছিল। লূত (আ)-এর বাড়ীতে আগত মেহমানদের কথা শুনে তারা যেভাবে

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْا ۖ قَالُوا أَوْلَمْ نُنْهَكْ عَنِ الْعُلَمِينَ ۝﴾

৬৯. আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে শরমিন্দা (লজ্জিত) করো না। ৭০. তারা বললো—
'আমরা কি তোমাকে সারা দুনিয়ার লোক সম্পর্কে নিষেধ করিনি।'

﴿قَالَ هُوَ لَا بَنَتِي ۖ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۝ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ ۝﴾

৭১. তিনি বললেন—'তোমরা যদি কিছু করতেই চাও তাহলে এই আমার কন্যারা
আছে'। ৭২. (হে নবী) আপনার জীবনের কসম তারাতো নিজেদের নেশায়

يَعْمَهُونَ ۝ فَاخْذِ ثَمَرِ الصَّيْحَةِ مُشْرِقِينَ ۝ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ۝

দিশেহারা হয়ে ঘুরছে। ৭৩. অতপর এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করলো সূর্যোদয়ের সাথে
সাথেই। ৭৪. তারপর আমি তার (জনপদের) উপরের দিককে তার নীচের দিকে (উল্টো) করে দিলাম ;

৬৯- لَا تُخْزَوْنَ ; এবং-وَاتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; ৭০-আর ; ৭১-আমাকে শরমিন্দা (লজ্জিত) করো না ; ৭২-তারা বললো ; ৭৩-আমরা কি তোমাকে নিষেধ করিনি ; ৭৪-সম্পর্কে ; ৭৫-সারা দুনিয়ার লোক ; ৭৬-তিনি বললেন ; ৭৭-এই আছে ; ৭৮-আমার কন্যারা ; ৭৯-যদি ; ৮০-তোমরা কিছু করতেই চাও ; ৮১-ল+এমর+ ; ৮২-আপনার জীবনের কসম ; ৮৩-তারাতো ; ৮৪-ল+ফী+সকর+হম- ; ৮৫-নিজেদের নেশায় ; ৮৬-ফ+আখড+হম- ; ৮৭-অতপর তাদেরকে পাকড়াও করলো ; ৮৮-এক বিকট আওয়াজ ; ৮৯-ফ+জেলনা- ; ৯০-তারপর আমি করে দিলাম ; ৯১-স+ফল+হা- ; ৯২-তার উপরের দিককে ; ৯৩-এলী+হা- ; ৯৪-তার নীচের দিকে ;

তাঁর বাড়ীতে চড়াও হয়েছিল, অন্য লোকেরা কতটুকু অসহায় অবস্থায় ছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এ জাতির লোকদের বিভিন্ন অপকর্মের বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দ করার মত লোকও সেখানে অবশিষ্ট ছিল না। লূত (আ)-এর পরিবার ছাড়া কোনো লোক-ই অপরাধ থেকে মুক্ত ছিল না।

৪০. হযরত লূত (আ)-এর এ বক্তব্য থেকেই তাঁর অসহায় অবস্থার করুণ চিত্র আমাদের সামনে ভেসে উঠে। কোনো মানুষ যখন চারিদিক থেকে মারাত্মকভাবে নিরুপায় হয়ে পড়ে ঠিক তখনই তার মুখে এরূপ কথা উচ্চারিত হতে পারে ; কিন্তু 'কাওমে লূত'-এর

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سَجِّيلٍ ۝۱৫ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

এবং তাদের উপর পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করলাম^{৪১}।

৭৫. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে অনেক নিদর্শন

لَلْمُتَوَسِّمِينَ ۝۱৬ وَإِنَّمَا لَيْسَبِيلٌ مُّقِيمٌ ۝۱৭ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً

চিন্তাশীল লোকের জন্য। ৭৬. আর তা (জনপদটি) লোক চলাচল পথের পাশেই অবস্থিত^{৪২}। ৭৭. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন

لَلْمُؤْمِنِينَ ۝۱৮ وَإِنْ كَانَ أَصْحَبُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ۝۱৯ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

মু'মিনদের জন্য। ৭৮. আর আইকাবাসীরাও^{৪৩} অবশ্যই যালিম ছিল।

৭৯. সুতরাং আমি তাদের থেকেও প্রতিশোধ নিয়েছি।

وَأَنَّهُمَا لِيَأَمَامٍ مِّبِينٍ ۝

আর দু'টো (এলাকা)-ই প্রকাশ্য রাজপথের পাশেই অবস্থিত^{৪৪}।

ও-এবং ; -বর্ষণ করলাম ; -তাদের উপর ; -পাথর ; -চিন্তাশীল লোকের জন্য ; -আর ; -অবশ্যই তা ; -লোক চলাচল পথের পাশেই ; -নিদর্শন ; -অবস্থিত ; -নিশ্চয়ই ; -এতে রয়েছে ; -অবশ্যই যালিম ; -সুতরাং আমি প্রতিশোধ নিয়েছি ; -আর ; -দু'টোই অবস্থিত ; -রাজপথের পাশেই ; -প্রকাশ্য ।

লোকেরা তাঁর সকল আত্ননাদ ও কাকুতি-মিনতিকে উপেক্ষা করে তাঁর মেহমানদের ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একথা সুস্পষ্ট যে, তখন পর্যন্ত হযরত লূত (আ) জানতে পারেননি যে, মেহমানরা মানুষ নন—তারা ফেরেশতা। কারণ তিনি যদি আগেই তা জানতে পারতেন তাহলে বদমাইশ লোকদের কাছে মেহমানদের মান-সম্মান রক্ষার জন্য কাকুতি-মিনতি করতেন না।

৪১. পোড়ানো মাটির পাথর সম্ভবত উষ্ণাপিণ্ড অথবা আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার শীতল রূপ হতে পারে। সে যা-ই হোক এ পাথর বৃষ্টির মত তাদের উপর বর্ষিত হয়েছিল।

৪২. হিজায় থেকে সিরিয়া এবং ইরাক থেকে মিশর যাওয়ার পথে উল্লিখিত ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা চোখে পড়ে। এ এলাকা এখনও বর্তমান রয়েছে। লূত সাগরের দক্ষিণ-পূর্বাংশে এলাকাটি অবস্থিত। ভূগোলবিদদের মতে এ এলাকার মতো ধ্বংস ও বিলয়ের চিহ্ন দুনিয়ার আর কোথাও দেখা যায় না।

৪৩. 'আইকাবাসী' দ্বারা হযরত শুয়াইব (আ)-এর জাতির লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, এদেরকে 'বনু মাদইয়ান'ও বলা হতো। এ সম্পর্কে সূরা শুয়ারা'র ১৭৬ থেকে ১৯১ আয়াত পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে উক্ত আয়াত এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাবলী দ্রষ্টব্য।

৪৪. 'মাদইয়ান' ও আইকাবাসীদের বসবাসস্থল বর্তমান হিজায় থেকে ফিলিস্তীন ও সিরিয়া যাওয়ার পথেই অবস্থিত ছিল। এদের ধ্বংসাবশেষ এখনও এ পথের যাত্রীদের চোখে পড়ে।

৫ম রুকু' (আয়াত ৬১-৭৯)-এর শিক্ষা

১. 'কাওমে লূত'-এর কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হলো—দীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান, পাপাচারে সীমালংঘন এবং আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ব্যক্তি, দল বা দেশের উপর যুলম নির্যাতনের ফলে দুনিয়াতেই আল্লাহর আযাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

২. যারা মানুষকে দীনের পথে ডাকে, তাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই; কেননা তাদের সাথে আল্লাহ আছেন। আল্লাহ যথাসময়ে তাদের সাহায্য করবেন, তাদেরকে অবশ্যই একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে।

৩. আল্লাহর রহমতের দৃঢ় আশা মনে রেখে এবং আল্লাহর পাকড়াওর ভয় করে দীনের দাওয়াতের কাজ করে যেতে হবে।

৪. কোনো জাতির ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেলে সে জাতির ধ্বংস সাধনে ফেরেশতাদেরকে মানব রূপে দুনিয়াতে পাঠানো হয়ে থাকে।

৫. কোনো এলাকাতে আসমানী আযাব চলতে থাকলে, সে অবস্থায় তামাশা দেখার জন্য সেদিকে তাকানো সমিচীন নয়; বরং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে এলাকা ত্যাগ করাই কল্যাণকর।

৬. সদাসর্বদা তাওবা ইসতিগফার-এর মাধ্যমে আসমানী বালা-মসীবত বা যমীনী বালা-মসীবত থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়া কর্তব্য।

৭. কুরআন মাজীদে বর্ণিত এসব জাতির করুণ পরিণতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে নিজেদের ইমানকে মজবুত করা জরুরী।

৮. যাদের পক্ষে সম্ভব তাদের উচিত এসব জাতির ধ্বংসাবশেষের এলাকা সফর করে মিথ্যাবাদীদের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ইমানকে মজবুত করা।

৯. এ ছাড়াও অন্যান্য পঞ্চত্রয় জাতির ইতিহাস কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য অর্থসহ কুরআন-হাদীসের অধ্যয়ন করা কর্তব্য। যাদের পক্ষে অধ্যয়ন সম্ভব নয়, তাদের উপর কর্তব্য তারা যেন-দীনী দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত সংগঠনে যোগদান করে। এরূপ সংগঠনে যোগ দিলে শুনে শুনেই অনেক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাওয়া যাবে।

সূরা হিসেবে রুক'-৬

পারা হিসেবে রুক'-৬

আয়াত সংখ্যা-২০

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ۖ وَآتَيْنَهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا

৮০. আর হিজর^{৪৫} বাসীরাও রাসূলগণকে নিঃসন্দেহে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল।

৮১. আর আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলীও দিয়েছিলাম ; কিন্তু তারা ছিল

عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۖ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ۝

তার প্রতি উপেক্ষাকারী। ৮২. আর তারা নিরাপদে থাকার জন্য

পাহাড় কেটে বসতঘর বানাতে।

فَاَخْلَتْهُمْ الصِّحَّةُ مُصْبِحِينَ ۖ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

৮৩. তারপর ভোর হতে না হতেই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করলো।

৮৪. ফলে যা তারা কামাই করেছিল তা তাদের কোনো কাজেই আসলোনা^{৪৬}।

অ-আর ; أَصْحَابُ-নিসন্দেহে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; (ل+قد+কذب)-لَقَدْ كَذَّبَ ; ৮০-আর ;
-রাসূলগণকে। (ال+مرسلين)-الْمُرْسَلِينَ ; -হিজর বাসীরাও ; (اصحاب+ال+حجر)-الْحِجْرِ

আমার-আيَاتِنَا ; আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম ; (آتينا+هم)-آتَيْنَهُمُ ; ৮১-আর ;
উপেক্ষাকারী। مُعْرِضِينَ-তার প্রতি ; عَنْهَا-কিন্তু তারা ছিল ; فَكَانُوا ; নিদর্শনাবলী ;

পাহাড় ; (من+ال+جبال)-مِنَ الْجِبَالِ-তারা কেটে বানাতে ; (كَانُوا يَنْحِتُونَ)-আর ; ৮২-
-পাহাড় ; (ف+أخذت+هم)-فَأَخَذَتْهُمْ ৮৩-নিরাপদে থাকার জন্য ; آمِنِينَ-বসত ঘর ; بُيُوتًا

তারপর তাদেরকে পাকড়াও করলো ; (ال+صحبة)-الصِّحَّةُ ; এক বিকট আওয়াজ ;
-ফলে কোনো কাজেই-فَمَا أَغْنَىٰ (ف+ما+اغنى)-فَمَا أَغْنَىٰ ৮৪-ভোর হতে না হতেই ; مُصْبِحِينَ

আসলো না ; عَنْهُمْ-তাদের ; مَا-তা যা ; كَانُوا يَكْسِبُونَ-তারা কামাই করেছিল।

৪৫. 'কাওমে সামূদ' 'হিজর'-এর অধিবাসী ছিল। 'হিজর' ছিল তাদের প্রধান শহর। মদীনার উত্তর পশ্চিমে তাবুক যাওয়ার প্রধান সড়কের পাশে এ শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান রয়েছে। কোনো মুসাফির এখানে অবস্থান করে না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী দ্রুত এ স্থান অতিক্রম করে যেতে হয়। মশহুর পর্যটক ইবনে বতুতার বর্ণানুযায়ী এখানে পাথর খোদাই করা লাল রংয়ের কারুকার্যময় প্রাসাদগুলো সুদৃঢ় অতীতের সাক্ষ্য স্বরূপ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এসব প্রাসাদগুলোতে মৃত মানুষের দেহাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

﴿١٦﴾ لَا تَهْدِنَا عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

৮৮. আপনি কখনো আপনার দু'চোখ তুলে সেদিকে তাকাবেন না, যেসব ভোগের সামগ্রী আমি তাদের মধ্যে
বিভিন্ন শ্রেণীকে দিয়ে রেখেছি এবং তাদের জন্য দুঃখ বোধও করবেন না^{৭১} ;

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٥﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٦٦﴾

আর আপনি শুধু মু'মিনদের প্রতিই আপনার বিনম্র আচরণ প্রদর্শন করুন।

৮৯. আর বলুন, আমি তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

﴿٥٥﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٥٤﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝

৯০. যেমন আমি সেই বিভক্তকারীদের উপর নাযিল করেছি।

৯১. যারা কুরআনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে^{৭২}।

- الی ; آپনার দুচোখ তুলে ; عَيْنُكَ - আপনি কখনো তাকাবেন না ; لَا تُمَدِّنْ ﴿١٩﴾
- বিভিন্ন - اَزْوَاجًا ; যে-মে- مَتَعْنَابِهَ ; ভোগের সামগ্রী আমি দিয়ে রেখেছি ; مَا
- عَلَيْهِمْ ; তাদের মধ্যে- مَنَّهُمْ ; এবং- وَ ; দুঃখবোধও করবেন না ; لَا تَحْزَنْ
- আপনার বিনম্র আচরণ প্রদর্শন করুন ; اخْفِضْ جَنَاحَكَ ; আর- وَ ;
আমিতো শুধুমাত্র- اِنِّیْ اَنَا ; বলুন- قُلْ ; আর- وَ ﴿٢٠﴾ ।
- اُنۡزَلْنَا ; যেমন- كَمَا ﴿٢١﴾ । সুস্পষ্ট- (ال+মবিন)- الْمُبِينُ ; সতর্ককারী- (ال+নডির)- النَّذِيرُ
- সেই- (ال+মقسمین)- الْمُقْسِمِينَ ; উপর- عَلَى ; আমি নাযিল করেছি ;
; কুরআনকে- الْقُرْآنَ ; ফেলেছে- جَعَلُوا ; যারা- الَّذِينَ ﴿٢٢﴾ ।
- خণ্ড বিখণ্ড । عَصِيْنَ

থেকে রক্ষা পেতে পারে না। মানুষের সংশোধনের জন্য আপনার চেষ্টা-সাধনা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় বাতিলের সকল ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি জ্ঞাত। সূত্রাং আপনি, এতে ঘাবড়াবেন না, সময় আসলে এর সঠিক ফায়সালা হয়ে যাবে।

৪৯. এর দ্বারা সূরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে। বুখারী শরীফে সংকলিত দু'টো হাদীসেও এর প্রমাণ রয়েছে।

৫০. একথাগুলো রাসূলুল্লাহ (স)-কে সান্ত্বনা দানের জন্য বলা হয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (স) এবং অন্যান্য সকল মুসলমানই নিত্যস্থ দৃঃখ দৈন্যতার মধ্যেই জীবন যাপন করছিলেন। আবার বাতিলের পক্ষ থেকে তাদের উপর অর্থনৈতিক বয়কট ও শারীরিক নির্যাতনও বেড়ে গিয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করছেন যে, আপনাকেতো মহাঐশ্বর আল করআনের মতো মহাসম্পদ দেয়া

﴿فَوَرِّكَ لَنَسْتَلْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ১৭০ ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ১৭১ ﴿فَاصْدَعْ﴾

১৭০. সূতরাং আপনার প্রতিপালকের কসম, আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করবো ;

১৭১. সে সম্পর্কে যা তারা করতো । ১৭২. অতএব আপনি প্রকাশ্যে বলে যান

﴿يَا تُؤْمِرُ وَاعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ ১৭৩ ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ ১৭৪

সে সম্পর্কে যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করুন ।

১৭৫. সেসব বিদ্রূপকারীদের মুকাবিলায় আমিই আপনার পক্ষে যথেষ্ট ।

﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ১৭৬ ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ﴾ ১৭৭

১৭৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ বানিয়ে নেয়, তারা অতিসত্বর জানতে পারবে ।

১৭৭. আর আমি তো নিশ্চিত জানি—

﴿لَنَسْتَلْهُمْ﴾-সূতরাং আপনার প্রতিপালকের কসম ; ﴿فَوَرِّكَ﴾-সবাইকে ।
﴿أَجْمَعِينَ﴾-আমি অবশ্য-অবশ্যই তাদের জিজ্ঞেস করবো ; ﴿لَنَسْتَلْهُمْ﴾-সে সম্পর্কে যা ;

﴿فَاصْدَعْ﴾-তার করা করতো ; ﴿عَمَّا﴾-অতএব আপনি প্রকাশ্যে বলে যান ;

﴿يَا تُؤْمِرُ﴾-আপনাকে আদেশ করা হয়েছে ; ﴿وَاعْرِضُ﴾-উপেক্ষা করুন ; ﴿عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾-মুশরিকদেরকে ;

﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ﴾-আমিই ; ﴿الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾-মুশরিকদেরকে ;

﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾-সেসব বিদ্রূপকারীদের মুকাবিলায় ;

﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾-তার জানতে পারবে ;

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ﴾-আমি তো নিশ্চিত জানি ;

হয়েছে। যার তুলনায় দুনিয়ার সকল নিয়ামতই অত্যন্ত নিকট। আপনার জ্ঞান ও নৈতিক সম্পদ-ই আসল গর্বের বস্তু। বাতিলের বৈষয়িক সম্পদের আল্লাহর নিকট কানাকড়ি মূল্যও নেই। অবশেষে তারা নিঃস্ব অবস্থায়ই আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

৫১. মক্কার এ কাফিররা যে তাদের কল্যাণকামী ব্যক্তিকে তাদের শত্রু মনে করে নিয়েছে এবং আপনার সকল চেষ্টা-সাধনাকে ব্যর্থ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এজন্য আপনি দুঃখিত হবেন না। তাদের পরিণাম ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়। তারা নিজেরা যে এতে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে শুধু তা নয়। গোটা জাতিকে তারা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

৫২. এখানে ইয়াহুদীদের কথা বলা হয়েছে। ‘কুরআন’ দ্বারাও ‘তাওরাত’ বুঝানো হয়েছে। ইয়াহুদীরা তাওরাতের বিধানকে ভাগ ভাগ করে নিয়েছে। কিছু কিছু বিধান

أَنَّكَ يَفِئْتِي مَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ

তারা যা বলে তাতে অবশ্যই আপনার দিল ব্যথিত হয়। ৯৮. অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং शामिल হোন

مِّنَ السَّجْدِينَ ۖ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

সিজদাকারীদের। ৯৯. আর ইবাদাত করতে থাকুন আপনার প্রতিপালকের যতক্ষণ না আপনার নিকট উপস্থিত হয় মৃত্যু^{৩৩}।

أَنَّكَ-অবশ্যই আপনার ; يَفِئْتِي-ব্যথিত হয় ; مَدْرَكَ-(صدر+ك)-আপনার দিল ; بِمَا-তাতে যা ; يَقُولُونَ-তারা বলে। ۖ فَسَبِّحْ-(ف+سبح)-অতএব আপনি পবিত্রতা বর্ণনা করুন ; وَ-এবং ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার রবের ; وَ-আপনার ; السَّجْدِينَ-(ال+سجدين)-সিজদাকারীদের। ۖ وَ-আর ; عِبُدْ-ইবাদাত করতে থাকুন ; حَتَّى-যতক্ষণ না ; الْيَقِينُ-(ال+يقين)-মৃত্যু।

মেনে নিয়েছে আর কিছু কিছু বিধান করেছে অমান্য। উম্মতে মুহাম্মাদীকে যেমন কুরআন দেয়া হয়েছে, তাদেরকেও তেমনি তাওরাত দেয়া হয়েছিল ; কিন্তু তারা তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে নিয়েছে। আল্লাহর কিতাবের সাথে তাদের এ আচরণের ফলে তারা যে পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে তা উল্লেখ করে উম্মতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা যদি কুরআনের সাথে অনুরূপ আচরণ করো, তাহলে তোমাদেরকেও তাদের মতো পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

৫৩. অর্থাৎ দীনে হক পৌঁছানো এবং মানুষের ইসলামের জন্য চেষ্টা-সাধনা ও বিপদ মসীবতের মুকাবিলা করার শক্তি একমাত্র সালাত ও আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমেই আপনি লাভ করতে সক্ষম হবেন। এর দ্বারাই আপনি গভীর সান্ত্বনা লাভ করবেন। আপনার মধ্যে ধৈর্য ও সবরের শক্তি এর দ্বারাই অর্জিত হবে। বিরোধীদের বিদ্রূপ-নির্যাতন ইত্যাদির মুকাবিলায় অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি সালাত ও আল্লাহর ইবাদাতে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মাধ্যমেই লাভ করা যাবে। আর এর মধ্যেই রয়েছে মহান আল্লাহর সন্তোষ।

৬ষ্ঠ রুকু' (আয়াত ৮০-৯৯)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর দীনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনকারীদের পরিণাম হিজরবাসী সামুদ জাতির মতো হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ দীন ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে আমাদের সামনে বর্তমান রয়েছে—এ দীনকে মেনে চলা সকল মানুষের কর্তব্য।

২. দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সুউচ্চ ইমারত-ভবন আল্লাহর আযাব থেকে দুনিয়া-আখিরাত কোনো জাহানেই রক্ষা করতে পারে না, যেমন পারেনি সামূদ জাতিকে।

৩. কিয়ামত অবশ্যই আল্লাহর নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৪. মহাশয় আল কুরআন এক অমূল্য গ্রন্থ যার মূল্য আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু থেকে অনেক বেশী। অতএব এ কুরআনকে বুঝতে হবে এবং এর বিধানগুলো মেনে চলতে হবে। আর তখনই দুনিয়াতেও শান্তি ফিরে আসবে এবং আখিরাতের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

৫. বাতিলের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি ক্রক্ষেপ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর নিকট এসবের কানাকড়ি মূল্যও নেই।

৬. মু'মিনদের সকল মনযোগের কেন্দ্রবিন্দু হবে তাদের দীনী ভাইদের প্রতি। তারা একে অপরের প্রতি হবে অত্যন্ত রহম দিল।

৭. আল্লাহর দীনের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌছানোই মু'মিনের দায়িত্ব। হিদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। হিকমত ও সদুপদেশ দানের মাধ্যমেই মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে হবে। ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে নয়।

৮. আল্লাহর কিতাবকে ঋণ বিঞ্চ করে মানার কোনো সুযোগ নেই। কামনা-বাসনার অনুকূল বিধানগুলো মানা আর তার বিপরীতগুলো অমান্য করলে কোনো ফল পাওয়া যাবে না।

৯. ইয়াহুদীদের মতো আল্লাহর কিতাবের সাথে আচরণ করলে দুনিয়া-আখিরাতে মহাশক্তির সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং ইয়াহুদীদের পদাংক অনুসরণ থেকে বাঁচতে হবে।

১০. সকল অবস্থাতেই আল্লাহর হামদ তথা প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল থাকতে হবে।

১১. আমৃত্যু সালাত ও সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলার জন্য সদা সচেতন থাকতে হবে।



সূরা আন নাহল-মাক্কী

আয়াত : ১২৮

রুকু' : ১৬

নামকরণ

‘আন-নাহল’ (النحل) শব্দের অর্থ মৌমাছি। সূরার ৬৮ আয়াতে উল্লিখিত النحل শব্দটি সূরার চিহ্ন স্বরূপ এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরায় উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়াদী পর্যালোচনা করার পর ইংগিত পাওয়া যায় যে, সূরা ‘আল আনআম’ ও সূরা ‘আন নাহল’ সমসাময়িককালে নাযিল হয়েছে। আর এ সময়টি ছিল মাক্কী জীবনের শেষ দিকে যখন মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতন চরমে উঠেছিল। আর তখনই মুসলমানদেরকে হাবশা তথা বর্তমান ইথিওপিয়ায় হিজরত করতে হয়েছিল।

এ সময় যুলুম-নির্যাতন এতদূর তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, কঠোর নির্যাতনের ফলে কেউ যদি ‘কুফরী-কালিমা’ উচ্চারণ করে বসে, তার কি হুকুম হবে সে বিষয়ে বিধান নাযিল হওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে।

নবুওয়াত লাভের পর মক্কায় যে কঠিন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তার অবসানও এ সূরা নাযিলের সময় পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল।

উল্লিখিত বিষয়াবলীর আলোকে সূরাটি মাক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ের সূরা হিসেবেই প্রমাণ পাওয়া যায়।

আলোচ্য বিষয়

কাফিররা সবসময় যে কথাটি প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতো, তা ছিল— ‘যে আযাব আসার ভয় তুমি দেখাচ্ছ, তুমি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাক, তাহলে তা নিয়েই আসো’। তাদের এসব কথার জবাবে সূরার শুরুতেই সতর্কবাণী দ্বারা সূচনা করা হয়েছে। অতপর শির্ক-এর প্রতিবাদ করে বিভিন্ন প্রকার যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তার বাতুলতা ও তাওহীদের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। বিরোধীদের সকল প্রকার আপত্তি, প্রশ্ন, সন্দেহ-সংশয় ইত্যাদি সম্পর্কে এক এক করে জবাব দেয়া হয়েছে। শির্ক-এর উপর হঠকারিতা এবং তাওহীদ-এর উপর গর্ব-অহংকার করে বেড়ানোর পরিণাম সম্পর্কে মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। অতপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহকে মানার দাবী করার সাথে সাথে কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। এবং নিজেদের জীবনে তার

প্রতিফলনও ঘটাতে হয় ; তা না হলে শুধু দাবীর মাধ্যমে আখিরাতের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

অবশেষে নবী করীম (স) ও সাহাবায়ে কিরামকে সাহস দেয়া হয়েছে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধতা ও যুলুম-নির্যাতনের মুকাবিলায় যে নীতি-আচরণ অবলম্বন করতে হবে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।



রুকু : ১৬

১৬. সূরা আন নাহল-মাক্কী

আয়াত : ১২৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۖ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

১. এসে গেছে আল্লাহর সিদ্ধান্ত, অতএব তোমরা তাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে চেয়ো না ; তিনি আল্লাহ তো পূতঃপবিত্র এবং তারা যে শিরকে লিঙ তা থেকে তিনি অনেক উঁচুতে ।

①-এসে গেছে ; অমর-সিদ্ধান্ত ; الله-আল্লাহর ; অতএব তোমরা তাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে চেয়ো না ; তিনি পূত-পবিত্র ; এবং ; এবং-এবং ; তিনি অনেক উঁচুতে ; তা থেকে যে ; শিরক তারা করছে ।

১. এখানে বলা হয়েছে যে, ‘আল্লাহর সিদ্ধান্ত এসে গেছে’ অথচ বাস্তবে তা দেখা যায়নি । এর অর্থ ‘সিদ্ধান্ত’ আসা এমন নিশ্চিত এবং নিকটবর্তী যে, অতীতকালে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা যেমন নিশ্চিত । আর এজন্যই এখানে ভবিষ্যৎকালের ব্যবহার না করে অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে । আর কাফিরদের সীমালংঘনমূলক কাজ ও আল্লাহর দীনের বিরোধিতা এবং পাপ কাজও কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, এখন চূড়ান্ত পদক্ষেপ বাকী ।

এখন প্রশ্ন হলো—সেই সিদ্ধান্তটা কি ? যার আসাটা একেবারেই নিশ্চিত আর তা যখন এসে পৌঁছেছিল তখন তার রূপ-ই বা কি ছিল ? মুফাসসিরীনে কিরামের কারো কারো মতে সেই সিদ্ধান্ত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় । কারো মতে তা ছিল সেই ওয়াদা যা আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে দিয়েছিলেন তা হলো, আল্লাহ মু‘মিনদেরকে বিজয় দান করবেন এবং কাফির-মুশরিকদেরকে পরাজিত করবেন । মাওলানা মওদুদী (র)-এর মতে সেই সিদ্ধান্ত ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি হিজরতের নির্দেশ । কারণ এর কিছুদিন পরেই এর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ।

কুরআন মাজীদে উল্লিখিত নবী-রাসূলদের ঘটনা থেকে জানা যায় যে, যাদের প্রতি নবী পাঠানো হয়েছে তাদের চূড়ান্ত অস্বীকৃতি ও অমান্যতার পরপরই নবীদের প্রতি হিজরতের নির্দেশ হয়েছে । আর এর সাথেই সেই জাতির ভাগ্যের ফায়সালাও হয়ে যায় । অতপর তাদের উপর হয়তো আসমানী আযাব এসে পড়ে, নচেৎ নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের হাতে সেই জাতির আদর্শিক বিলুপ্তি ঘটে । এখানে উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের সিদ্ধান্ত আসার পর কাফিররা এটাকে তাদের অনুকূলে মনে করেছিল; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী মাত্র আট-দশ বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূখণ্ড থেকেই কুফর ও শিরক-এর বিলুপ্তি ঘটেছিল ।

③ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ

২. তিনিতো নিজের হুকুমেই তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যার প্রতিই চান ফেরেশতাদেরকে ওহী সহ^৩ নাযিল করেন (এ আদেশ দিয়ে)^৪ যে

أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ⑤ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

তোমরা সতর্ক করে দাও অবশ্যই আমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ (স্বা'বুদ) নেই, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো^৫। ৩. তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীনকে

③ بِالرُّوحِ - ফেরেশতাদেরকে ; (ال+ملئكة)- الْمَلَائِكَةُ ; তিনি নাযিল করেন يُنَزِّلُ-
 প্রতি- عَلَى ; তাঁর নিজের হুকুমেই (من+امر+ه)- مِنْ أَمْرِهِ ; সহ (ب+ال+روح)- ওহী সহ ;
 যে- أَنْ ; তাঁর বান্দার (عباد+ه)- عِبَادِهِ ; থেকে- مَنْ ; চান- يَشَاءُ ; যার- مِنْ ;
 কোনো ইলাহ- إِلَهَ ; নেই- لَا ; অবশ্যই- أَنَّهُ ; তোমরা সতর্ক করে দাও- أُنْذِرُوا ;
 আমি- أَنَا ; ফাত্তুন- فَاتَّقُونِ ; আতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো। ⑤ خَلَقَ
 তিনি সৃষ্টি করেছেন ; السَّمَوَاتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضَ-যমীনকে ;

২. অর্থাৎ তোমরা যে মনে করছো, তোমাদের অনুসৃত মুশরিকী ধর্মমত সঠিক—
 তোমরা ভাবছো মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর প্রচারিত দীন সত্য হলে তোমাদের অমান্যতার কারণে তোমাদের উপর আযাব আসে না কেন। তোমরা তাড়াহুড়ো করো না, সিদ্ধান্ত এসে পড়েছে এবং তোমাদের শিরকী মতবাদ থেকে আল্লাহ পবিত্র এবং অনেক উর্ধে।

৩. অর্থাৎ রূহ তথা নবুওয়াতের প্রাণ হলো 'ওহী'। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে এ ওহী যার প্রতি ইচ্ছা নাযিল করেন। ওহীকে রূহ হিসেবে এজন্য অভিহিত করা হয়েছে—জীবের জন্য রূহ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ওহী হলো নবুওয়াতের প্রাণশক্তি। আর মানুষের নৈতিক জীবনেও এ ওহীই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্যই কুরআন মাজীদে অনেক জায়গায়ই ওহীকে রূহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ তোমরা মুহাম্মাদ (স)-কে অমান্য করছো এবং তাঁর নবুওয়াতকে চ্যালেঞ্জ করছো। তাঁর কথাকে বানোয়াট মনে করছো। না, তোমাদের এ ধারণা সঠিক নয়। তিনি কথা বলছেন আমার প্রেরিত 'রূহ' তথা ওহীর ভিত্তিতে। তিনি নিজ থেকে কিছু বলেন না। তিনিতো শুধু নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করছেন। আর তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপর এ দায়িত্ব দেয়ার ব্যাপারটাও আমি ভাল করেই জানি যে, কার হাতে এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হবে। তোমাদের নিকট এ ব্যাপারে পরামর্শের কোনো প্রয়োজন আমার নেই। আমি আমার বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে এ গুরুভার পালনের উপযুক্ত মনে করি তাকেই তা দিয়ে থাকি।

بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ

সত্যের ভিত্তিতে ; তারা যে শিরুক করছে তা থেকে তিনি অনেক উদ্ধে । ৪. তিনি এক ফোঁটা গুত্র থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অথচ এখন সে

خَصِيرٌ مُبِينٌ ① وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا

প্রকাশ্য বিতর্ককারী^১। ৫. আর চতুর্দশ পন্থও (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ; এতে রয়েছে তোমাদের জন্য শীতের পোশাক আরও অনেক উপকারী বস্তু এবং তা থেকে কিছু

তা থেকে -تَا عَمَّا ; তিনি অনেক উর্ধে -تَعَالَى ; সত্যের ভিত্তিতে -بِالْحَقِّ (ব+অ+হক)-যে (+)-الْإِنْسَان ; তিনি সৃষ্টি করেছেন ; يَشْرِكُونَ -তারারা শিরক করছে ; (অ+অন)-অথচ এখন -إِذَا (অ+অ+আ)-এক ফোঁটা শুক্র ; نُطْقَةٍ -থেকে ; مِنْ (ম+ন)-মানুষ ; (অ+অ+আ)-চতুষ্পদ -الْأَنْعَام ; আর -وَالْأَنْعَام -প্রকাশ্য ; مُبِينٌ -বিতর্ককারী ; حَصِيمٌ -সে ; هُوَ -তোমাদের জন্য ; لَكُمْ -তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন ; (অ+অ+হক)-এতে রয়েছে ; فِيهَا -অনেক উপকারী বস্তু ; وَمِنَافِعُ -আরও ; وَفِي -শীতের পোশাক ; (অ+অ+হক)-এবং ; مِنْهَا -তা থেকে কিছু ;

৫. এখান থেকে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তাহলো—উল্লেখিত তথা ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা ও অধিকার একমাত্র আল্লাহর। সকল নবী-রাসুলের দাওয়াতের মূলকথা এটাই ছিল। সুতরাং ভয় করতে হবে একমাত্র তাঁকে। অপর কোনো মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টির অসন্তোষ ও শাস্তির ভয় অথবা অপর কোনো সৃষ্টির আদেশ-নিষেধ অমান্য করার পরিণতি বা শাস্তির ভয় করা যাবে না এবং এরূপ হওয়া কোনোমতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

৬. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) যে শিরক-এর প্রতিবাদ করেন এবং যে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেন, আসমান-যমীন তথা গোটা বিশ্বব্যবস্থা-ই তার সাক্ষী। এ বিশাল ব্যবস্থাপনা মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর কোথাও তোমাদের অনুসৃত শিরক-এর সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাবে না। বিশ্ব-জাহানের কোনো জিনিসের গঠন ও অস্তিত্বের পেছনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনো ভূমিকা আছে বলে কোনো সাক্ষ-প্রমাণই পাওয়া যাবে না। এ মহাসত্য যখন প্রতিষ্ঠিত তখন তোমাদের রচিত শিরক-এর স্থান কোথায়। অতএব তোমাদের শিরকী বিশ্বাস থেকে তিনি অনেক অনেক উর্ধে।

৭. এ আয়াত দ্বারা মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমার সৃষ্টির পর্যায়গুলো সম্পর্কে তোমার চিন্তা করে দেখা উচিত। কোন্ অবস্থা থেকে কি কি পর্যায় অতিক্রম করে তুমি দুনিয়াতে এসেছো। তারপর কোন্ কোন্ অবস্থা পার হয়ে তুমি একজন সুস্থ-সবল যুবকে পরিণত হয়েছো। এসব চিন্তা করলেই আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে তোমার বিতর্কের জিহ্বা সংযত হয়ে যাবে। শিরকের পক্ষে বলার কোনো কথাই ঝুঁজে পাবে না।

تَأْكُلُونَ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْكَوْنَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ ۝

তোমরা খেয়েও থাক। ৬. আর তোমাদের জন্য এতে রয়েছে সৌন্দর্যের উপকরণ যখন তোমরা (পশুগুলোকে) সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আন এবং সকালে যখন (সেগুলোকে) চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও।

① وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَاغِيهِ إِلَّا بَشَقَّ الْأَنفُسُ ۖ

৭. আর ওরা তোমাদের বোঝাগুলো বহন করে এমন শহরে নিয়ে যায় যেখানে তোমাদের পৌঁছানো সম্ভব হতো না, নিজেদেরকে শান্ত-ক্লান্ত করা ছাড়া।

إِنْ رَبُّكُمْ لَعَٰفُوفٌ رَّحِيمٌ ٥ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا

নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক বড়ই স্নেহপরায়ণ, পরম দয়ালু। ৮. আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া—খচ্চর ও গাধা, যাতে তোমরা চড়তে পার তাদের উপর

وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ

এবং শোভাস্বরূপ ; আর তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু যা তোমরা জানো-ই না^৮ ।

৯. আর আল্লাহরই দায়িত্ব সঠিক পথে পরিচালনা।

তাত্ত-فِيهَا-তোমাদের জন্য ; لَكُمْ-আর ; وَ-আর ; تَأْكُلُونَ-তোমরা খেয়েও থাক। ৩০-তোমরা সন্ধ্যায়
সন্ধ্যায়-تَرِيحُونَ-তোমরা সন্ধ্যায় ; حِينَ-যখন ; جَمَالٌ-সৌন্দর্যের উপকরণ ; রয়েছে ;
পশুগুলোকে ফিরিয়ে আন ; وَ-এবং ; حِينَ-যখন ; تَسْرَحُونَ-সকালে চারণভূমিতে
নিয়ে যাও। ৩১-আর ; وَ-আর ; تَحْمِلُ-ওরা বহন করে ; اِثْقَالَكُمْ-(اِثْقَال+كم)-তোমাদের
বোঝাগুলো ; اِلَى-الى(الى+بلد)-এমন শহরে নিয়ে যায় ; لَمْ-لَمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ-
শান্ত-بَشَق-শান্ত ; اِلَّا-ছাড়া ; وَ-আর ; تَكُونُوا بَلِغًا-যেখানে তোমাদের পৌছানো সম্ভব হতো না ;
ক্লাস্ত করা ; اِنْ-নিশ্চয়ই ; رُبَّكُمْ-(رُب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; اِنْ-নিশ্চয়ই ; اِنْ-নিশ্চয়ই ; اِنْ-নিশ্চয়ই ;
তোমাদের প্রতিপালক ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;
খচ্ছর ; اِلَى-الى(الى+بَغَال)-খচ্ছর ; وَ-ও ; وَ-ও ; وَ-ও ; وَ-ও ; وَ-ও ; وَ-ও ;
চড়তে-لَتَرْكَبُوا(ها)-যাতে তোমরা চড়তে ; وَ-ও ; وَ-ও ; وَ-ও ; وَ-ও ; وَ-ও ; وَ-ও ;
তিনি সৃষ্টি-يَخْلُقُ-তিনি সৃষ্টি ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;
-عَلَى-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;
পথে ; اِلَى-الى(الى+سَبِيل)-সঠিক পথে ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;

وَمِنْهَا جَائِرٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهْدُكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

তবে তার মধ্যে বাঁকাপথও আছে^১; এবং তিনি যদি চাইতেন তবে তোমাদের সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতেন^{১০}।

و-তবে ; مِنْهَا-তার মধ্যে আছে ; جَائِرٌ-বাঁকা পথও ; وَلَوْ-এবং ; شَاءَ-তিনি চাইতেন ; لَهْدُكُمْ-(لهدى+كم)-তোমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতেন ; أَجْمَعِينَ-সবাইকে।

৮. অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষের সেবায় আল্লাহ তা'আলা কতসব জিনিস তৈরি করে রেখেছেন এবং সেসব জিনিসের কোন্টি মানুষের কোন সেবা আঞ্জাম দিচ্ছে। তার খবর মানুষের নিকট নেই।

৯. ইতিপূর্বকার আয়াতসমূহে তাওহীদ, রহমত ও রুব্বিয়াতের প্রমাণাদি পেশ করার পর এখানে নবুওয়াতের প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে প্রাণী হিসেবে টিকে থাকার জন্য আবশ্যকীয় সকল প্রয়োজন-ই পূরণ করেছেন ; কিন্তু যে প্রয়োজন পূরণ না হলে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে, সে প্রয়োজন পূরণ না করে মানুষকে অন্ধকারে হাতড়ে মরার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন—আল্লাহ সম্পর্কে এমন চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই। মানুষের সে প্রয়োজনটি সিরাতুল মুসতাকীম তথা সেই সরল-সুদৃঢ় পথ। যে পথে চললে মানুষ আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য মানবিক প্রয়োজনগুলো যেমন পূরণ করেছেন, তেমনি সর্বাধিক প্রয়োজনীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল পথটিও নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষকে তাঁর নিকট পৌছার পথ জানানো তাঁর যে দায়িত্ব তা তিনি যথাযথই পালন করেছেন। কারণ মানুষের নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে সেই পথটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব না হওয়ার আশংকা-ই অধিক।

১০. অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে মানুষকে অন্যান্য অনেক সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক জগতের সৃষ্টিরাজির মতো ইচ্ছা-ক্ষমতা শূন্য ও জন্মগতভাবে হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং কোনো প্রকার অন্যায়-অপরাধ করার ক্ষমতাহীন করে সৃষ্টি করতে পারতেন ; কিন্তু তিনি তা চাননি। তিনি চেয়েছেন ইচ্ছা-শক্তির ব্যবহার করতে সক্ষম একটি মাখলুক সৃষ্টি করতে। সেই মাখলুকের সত্য-মিথ্যা, ভুল-নির্ভুল সব রকমের পথেই চলার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। স্বাধীনতা ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের সুযোগও তার থাকবে। জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক পরিচালনার যোগ্যতাও তাকে দেয়া হবে। অপর দিকে সকল প্রকার কামনা-বাসনা পরিপূরণের সে ক্ষমতাশালী হবে। নিজের ভেতরকার ও বাইরের সকল প্রকার উপায়-উপকরণ নিজ কাজে লাগাবার এখতিয়ারও তার থাকবে। তার হিদায়াত ও গুমরাহীর কার্যকারণগুলোও রক্ষিত থাকবে। মানুষের যদি আযাদী ও স্বাধীনতা না থাকতো, তাহলে

উন্নতির উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হওয়া তার পক্ষে কোনো মতে সম্ভব হতো না এবং তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যও যথাযথভাবে পূর্ণ হতো না। আর তাকে পুরস্কৃত করা বা শাস্তি দেয়ার কোনো যুক্তিও থাকতো না। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জবরদস্তী হিদায়াত নীতির পরিবর্তে নবুওয়াত-রিসালাতের মাধ্যমে হিদায়াতের নীতি গ্রহণ করেছেন। যাতে মানুষের আযাদী-স্বাধীনতা রক্ষিত থাকে এবং পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যও সফল হয়। আর সত্য-সঠিক ও নির্ভুল পথও তার সামনে সঠিকভাবে পেশ করে দেয়া হয়।

১ম রুকু' (১-৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মু'মিন কখনো আল্লাহর আযাব ও গযবকে আস্থান জানাতে পারে না ; বরং সে সদা-সর্বদা তা থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য তাওবা-ইসতিগফার করবে।

২. কাউকে নবুওয়াত দান করা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইখতিয়ারাধীন। এমনকি নবুওয়াত পাওয়ার আগে স্বয়ং নবীও জানতে পারেন না যে, তাঁকে নবুওয়াতের দায়িত্ব দান করা হবে।

৩. সকল নবীর দাওয়াতের মূলকথা ছিল—আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ তথা হুকুমদাতা নেই। অর্থাৎ হুকুম মানতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং এ ব্যাপারে আনুগত্য করতে হবে তাঁর রাসুলের। আর ভয়ও করতে হবে একমাত্র আল্লাহকে।

৪. দুনিয়াতে অন্য যত হুকুম আমাদেরকে মানতে হয়, সেগুলো যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের বিপরীত হয় সেগুলো মানা যাবে না।

৫. ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং অন্য সব মূশরিক আল্লাহর সাথে যেসব ব্যাপারে শিরক করে আল্লাহ সেসব শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও অনেক উর্ধে।

৬. আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে বিতর্ককারীদের নিজেদের সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে চিন্তা করা কর্তব্য। তাহলেই তার বিতর্কের ভাষা সংযুক্ত হতে বাধ্য।

৭. সৃষ্টি জগতের অগণিত-অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষের উপকারের জন্য আল্লাহ যে চতুশ্চন্দ্র প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো নিয়ে চিন্তা করলেও তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যাবে। এগুলোর উপকারিতা বলে শেষ করা যাবে না।

৮. আমরা সার্বক্ষণিক আল্লাহর রহমতের মধ্যে ডুবে আছি। কোনো একটি মুহূর্তও তাঁর রহমতের ছায়া ছাড়া আমরা বাঁচতে পারবো না। সুতরাং সর্বদা তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা কর্তব্য।

৯. দুনিয়াতে মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলা আরও কতসব জিনিস সৃষ্টি করে রেখেছেন যা জানা মানুষের জন্য কখনো সম্ভব নয়।

১০. হিদায়াত দান করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং তাঁর নিকট হিদায়াত চাইতে হবে। আর হিদায়াত দান করেন নবীদের মাধ্যমে। অতএব অনুসরণ করতে হবে নবীদের দেখানো পথের।



সূরা হিসেবে ক্বক্ব'-২

পারা হিসেবে ক্বক্ব'-৮

আয়াত সংখ্যা-১২

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ

১০. তিনিই (সেই সত্তা) যিনি তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন পানি আসমান থেকে, তার কিছু অংশ পানীয় এবং তা থেকেই উদ্ভিদ (উৎপন্ন হয়)

فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ

তাতেই তোমরা পশুচারণ করে থাক' ১১. তিনি তদ্বারা উৎপন্ন করেন তোমাদের শস্য, যায়তুন-খেজুর

وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

ও আঙ্গুর এবং সবরকম ফল-ফলাদি ; নিশ্চয়ই এতে রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন

يَتَفَكَّرُونَ ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ

যারা চিন্তা-গবেষণা করে' ১২. তিনিই তোমাদের খেদমতে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে ;

১০-তিনিই (সেই সত্তা) ; الَّذِي-যিনি ; أَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; مِنْ-থেকে ; هُوَ-তার কিছু ; السَّمَاءِ-(আসমান) ; مَاءً-পানি ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِنْهُ-তার থেকেই (উৎপন্ন হয়) ; شَجَرٌ-উদ্ভিদ ; فِيهِ-তাতেই ; تُسِيمُونَ-তোমরা পশুচারণ করে থাক । ১১-তিনি উৎপন্ন করেন ; يُنْبِتُ-তোমাদের জন্য ; بِهِ-তার দ্বারা ; الزَّرْعَ-(শস্য) ; الزَّيْتُونَ-(যায়তুন) ; النَّخِيلَ-(খেজুর) ; الْأَعْنَابَ-(আঙ্গুর) ; مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ-সব রকম ফল-ফলাদি ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِي-এতে রয়েছে ; لَآيَةً-নিদর্শন ; لِّقَوْمٍ-এমন সম্প্রদায়ের জন্য ; يَتَفَكَّرُونَ-যারা চিন্তা গবেষণা করে । ১২-আর ; سَخَّرَ-খিদমতে নিয়োজিত করেছেন ; اللَّيْلَ-রাতকে ; وَالنَّهَارَ-(দিনকে) ; وَالشَّمْسَ-সূর্য ; وَالْقَمَرَ-(চন্দ্রকে) ;

وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

আর তারকাগুলোও বশীভূত তাঁরই হুকুমে ; নিশ্চয়ই এতে রয়েছে

এমন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন

يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا ذَرَأَا لَكُم فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ

যারা জ্ঞান বুদ্ধি রাখে^{১৩} । ১৩. আর তিনি যে যমীনে বস্তুরাজি সৃষ্টি করেছেন

তোমাদের জন্য, সেগুলোর রংও বিভিন্ন ;

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ

নিশ্চয়ই এতে রয়েছে সে লোকদের জন্য নিদর্শন যারা উপদেশ গ্রহণ করে^{১৪} ।

১৪. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি বশীভূত করেছেন সমুদ্রকে

ব+আমর+)-بِأَمْرِهِ ; বশীভূত-مُسَخَّرَاتٍ ; তারকাগুলোও-(ال+نجوم)-النُّجُوم ; আর-و-
এমন-لِّقَوْمٍ ; নিদর্শন-لَآيَاتٍ ; এতে রয়েছে-فِي ذَلِكَ ; নিশ্চয়ই-إِنَّ ; তাঁরই হুকুমে-
সম্প্রদায়ের জন্য ; يَعْقِلُونَ-যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে। ১৩-وَمَا ; যে-ذَرَأَا ; তিনি সৃষ্টি
করেছেন বস্তুরাজি ; مُخْتَلِفًا-যমীনে-فِي الْأَرْضِ ; তোমাদের জন্য-لَكُمْ ; বিভিন্ন-
لَآيَةً ; এতে রয়েছে-فِي ذَلِكَ ; নিশ্চয়ই-إِنَّ ; সেগুলোর রং-(الوان+)-الْوَانُ ;
নিদর্শন ; يَذْكُرُونَ-যারা উপদেশ গ্রহণ করে। ১৪-وَهُوَ الَّذِي ; তিনিই সেই সত্তা ;
সমুদ্রকে-(ال+)-الْبَحْرَ ; বশীভূত করেছেন-سَخَّرَ ; যিনি-الَّذِي ;

১১. এখানে شَجَرَ শব্দ দ্বারা সাধারণত গাছ বুঝালেও কোনো কোনো সময় অন্যান্য উদ্ভিদ তথা ঘাস বা লতাপাতা অর্থেও ব্যবহৃত হয় ; যেমন এখানে বুঝানো হয়েছে ; কেননা এর পরপরই পশুচারণের কথা বলা হয়েছে। আর পশুচারণের সাথে ঘাসের সম্পর্কই বেশী ।

১২. আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা যতই করা হবে ততই আল্লাহর ‘তাওহীদ’ তথা একত্ববাদের প্রমাণগুলো চিন্তাশীল লোকদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে । এজন্যই বলা হয়েছে—চিন্তাশীল লোকেরাই এসব সৃষ্টি থেকে আল্লাহর একত্ববাদের নিদর্শনগুলো চিনতে সক্ষম হয় ।

১৩. তারকাগুলো যে, আল্লাহর নির্দেশের অনুগত তা বুঝার জন্য খুব একটা চিন্তা-ফিকিরের প্রয়োজন হয় না । সামান্য বুদ্ধি-জ্ঞান যাদের আছে তারাও খুব সহজেই এটা বুঝতে সক্ষম । কেননা এতে কোনো মানুষের (যা অন্য কোনো সৃষ্টির) কোনোরূপ ভূমিকা নেই ।

لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا قَلِيلًا تُبَسُّوهُا

যাতে তা থেকে তোমরা টাটকা গোশত (মাছ) খেতে পার এবং তা থেকে বের করে নিতে পার সাজ-সজ্জার উপকরণ, যা তোমরা পরিধান কর^{৩৫} ;

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

আর তুমি দেখে থাক নৌকা-জাহাজকে তাতে চলাচলকারী হিসেবে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ খুঁজে নিতে পার^৬ ও তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পার।

﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تُبَدِّلَكُمْ وَهُنَّ رُحَمَاءٌ حَقَصْنَ لَكُمْ الْأَرْضَ وَهِنَّ صَوَابُ قُرْآنِهِمْ عَلَيْكُمْ وَأَن يُدْرِكَنَّ الْأَوْاسِي الْأَوَابِي وَأَن يُدْرِكَنَّ الْأَوْاسِي الْأَوَابِي﴾

১৫. আর তিনি স্থাপন করেছেন যমীনে পাহাড় সারী যাতে তা (যমীনে) না দোলে তোমাদের নিয়ে^{১৭} এবং (তিনি সৃষ্টি করেছেন) নদী-ঝরণা ও নানা প্রকার পথ^{১৮}

[illegible]

১৪. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট বিভিন্ন রং ও আকার-আকৃতিবিশিষ্ট অগণিত বস্তু মানুষের সামনে রয়েছে এবং এগুলো যে এক আল্লাহর সৃষ্টি তার প্রমাণও বর্তমান রয়েছে ; আর এ থেকে শিক্ষা উপদেশ গ্রহণের জন্য অন্য কোনো কিছু প্রয়োজন হয় না। উপদেশ গ্রহণের জন্য এগুলোই যথেষ্ট।

১৫. আকাশ ও ভূমির সৃষ্টবস্তুর উপকারিতা বর্ণনা করার পর সমুদ্রের মধ্যকার সৃষ্টবস্তুর উপকারিতা বর্ণনা করা হচ্ছে। সমুদ্র থেকে মানুষ টাটকা গোশত তথা মাছ আহরণ করে। মাছকে গোশত বলার কারণ হলো—স্থলভাগের হালাল পশুও যবেহ করা ছাড়া তার গোশত হালাল হয় না, অথচ মাছকে যবেহ করা ছাড়াই তার গোশত হালাল—এ যেন নিজে-নিজেই তৈরি গোশত।

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ وَعَلَّمْتُ بِالْجَمْرِ يَهْتَدُونَ ﴿١٧﴾

যাতে তোমরা গন্তব্যে পৌছতে পার। ১৬. আরও (তিনি রেখে দিয়েছেন) পথের চিহ্নসমূহ^{১৬}, এবং তারকার সাহায্যেও তারা পথের দিশা পায়^{১৭}।

﴿١٨﴾ أَفَمِنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٩﴾ وَإِنْ تَعْدُوا

১৭. তাহলে কি যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তার মতো যে সৃষ্টি করতে পারে না^{১৮} ? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না ? ১৮. আর তোমরা যদি গুণে দেখতে চাও

لَعَلَّكُمْ-যাতে তোমরা ; تَهْتَدُونَ-গন্তব্যে পৌছতে পার। ﴿١٦﴾-আরও ; عَلَّمْتُ-(তিনি রেখে দিয়েছেন) পথের চিহ্নসমূহ ; وَ-এবং ; بِالْجَمْرِ-(ব+আল+জম) ; তারকার সাহায্যেও ; يَهْتَدُونَ-পথের দিশা পায়। ﴿١٧﴾-অফম-((অ+ফ+ম)-তাহলে কি যিনি ; لَا يَخْلُقُ-সৃষ্টি করেছেন ; كَمَنْ-(ক+ম)-তার মতো যে ; يَخْلُقُ-সৃষ্টি করতে পারে না ; أَفَلَا تَذَكَّرُونَ-((অ+ফ+লা+ত+জ+ক+র)-তবুও কি তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করবে না। ﴿١٩﴾-আর ; وَإِنْ-যদি ; تَعْدُوا-তোমরা গুণে দেখতে চাও ;

সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত অপর উপকারিতা হলো—তার থেকে ডুবুরীদের আহরিত সাজ-সজ্জার উপকরণ, যা মহিলারা পরিধান করে থাকে। এখান থেকে মহিলাদের সাজ-সজ্জার বৈধতা বরং নির্দেশ-ই পাওয়া যায়।

১৬. অর্থাৎ হালাল উপায়ে তোমরা যাতে রিযিক হাসিল করতে পার।

১৭. এ আয়াত থেকে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য জানা যায়, আর তাহলো—যমীনের কম্পন বন্ধ করা। যমীন যদি কাঁপতে থাকতো তাহলে তা আমাদের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়তো। এমনকি এতে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান এতদূর অগ্রসর হতে পারতো না। কুরআন মাজীদে আরও অনেক আয়াতেই একথা বলা হয়েছে। অবশ্যই এসবের সৃষ্টির পেছনে আরও কল্যাণ থাকতে পারে ; কিন্তু সেগুলো গৌণ।

১৮. অর্থাৎ সেসব পথ যা নদী-নালা, সমুদ্র ও খাল-বিলের সাথে সংযুক্ত ও চলমান। এসব প্রাকৃতিক পথ-ঘাটের গুরুত্ব পাহাড়ী অঞ্চলেই বেশী অনুভূত হয়। যদিও সমতল ভূমিতেও এর গুরুত্ব কম নয়।

১৯. আল্লাহ ভূপৃষ্ঠে মানুষের চলাচলের জন্য তার গঠন অনুযায়ী যেমন বিভিন্ন পথ তৈরি করেছেন, তেমনি তারা যেন পথ না হারায় সেজন্য ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন চিহ্ন ঐকে দিয়েছেন। আবার আকাশেও অসংখ্য তারকা সৃষ্টি করে দিয়েছেন সেই একই উদ্দেশ্যে। এসব প্রাকৃতিক চিহ্নের গুরুত্ব মরুভূমি ও সমুদ্রের যাত্রীরাই অনুধাবন করতে পারে।

نِعْمَةً ۙ اللَّهُ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

আল্লাহর নিয়ামতরাশি তবে তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না ; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু^{২২} । ১৯. আর আল্লাহতো জানেন

مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

তোমরা যা গোপন করে থাক এবং যা তোমরা প্রকাশ করে থাক^{২৩} ।

২০. আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে

তোমরা তা গুণে (لا تحصوها+ها)-আল্লাহর ; নিয়ামতরাশি-نِعْمَةً ; শেষ করতে পারবে না ; নিশ্চয়ই-اللَّهُ ; অত্যন্ত ক্ষমাশীল-لَغُفُورٌ ; আল্লাহ-اللَّهُ ; জানেন-يَعْلَمُ ; আল্লাহতো-اللَّهُ ; আর-و- ১৯। পরম দয়ালু-رَحِيمٌ ; তোমরা গোপন করে থাক ; এবং-و- ; যা-مَا ; তোমরা প্রকাশ করে থাক ২০।-تُعْلِنُونَ ; তোমরা যা গোপন করে থাক ; আল্লাহকে-اللَّهُ ; আল্লাহকে ; ডাকে-يَدْعُونَ ; যারা-الَّذِينَ ; আর-আর ;

এ আয়াত থেকে যেভাবে আল্লাহর তাওহীদ, রহমত ও রব্বিয়াতের প্রমাণ পাওয়া যায় ; তেমনি রিসালাতের ইংগিতও এখান থেকে পাওয়া যায় । অর্থাৎ যে আল্লাহ (ভূ-পৃষ্ঠে) মানুষকে বহুগত জীবনে পথ দেখাবার জন্য এতসব প্রাকৃতিক চিহ্ন রেখে দিয়েছেন, তিনি কি করে নৈতিক জীবনে মানুষকে এমন পথ খুঁজে ফেরার জন্য ছেড়ে দিতে পারেন ? তিনি অবশ্যই মানুষের নৈতিক জীবনের দিশারী পাঠিয়ে হিদায়াত দান করেছেন ; আর তারাই হলেন নবী-রাসূল ।

২০. অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে ও আকাশ জগতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দৃশ্যমান যেসব চিহ্নসমূহ রেখে দিয়েছেন এবং মানুষ এসবের সুবিধাভোগী, সে মানুষের সামনে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতের সত্যতা প্রমাণের জন্য অন্য কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না । সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিও এসব দেখে দুনিয়া-আখিরাতে উভয় জাহানের পথের দিশা পেতে সক্ষম ।

২১. অর্থাৎ আল্লাহ যে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা একথা তো তোমরাও মান ; তোমাদের বানানো খোদাগুলোর এতে কোনো-ই ক্ষমতা নেই, তাহলে সৃষ্টিকর্তার মর্যাদার সাথে সৃষ্টির মর্যাদার সমতা কেমন করে হতে পারে ? সৃষ্টিকর্তার অধিকারের সাথে তাদের অধিকারের সামঞ্জস্য কি কখনো হতে পারে ? তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্যের সাথে তাদের গুণ-বৈশিষ্ট্যের মিল কিভাবে হতে পারে ? সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির জাতীয়তাও কখনো এক হতে পারে না ।

২২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন । মানুষের প্রতি তাঁর অসীম-অসংখ্য নিয়ামত থাকা সত্ত্বেও তারা নিমকহারামী, ওয়াদা খেলাফী ও বিদ্রোহ করে যাচ্ছে । অথচ তিনি কতইনা দয়াময় ও কতইনা ধৈর্যশীল । তিনি

لَا يَخْلُقُ ۖ وَنَ شَيْئًا وَهَمْ يَخْلُقُونَ ۖ ۝۱۱ ۖ أَمْوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءٍ ۖ

তারা কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদের নিজেদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ২১. (তারা) প্রাণহীন—জীবিত নয়,

وَمَا يَشْعُرُونَ ۖ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۖ

তারা খবর রাখে না কবে তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে^{২৪}।

لَا يَخْلُقُونَ-তারা সৃষ্টি করতে পারে না ; وَ-বরং ; هُمْ-তাদের নিজেদেরকেই ; يَخْلُقُونَ-সৃষ্টি করা হয়েছে ۝১১- (তারা) প্রাণহীন ; غَيْرَ أَحْيَاءٍ-জীবিত নয় ; أَيَّانَ-কবে ; يُبْعَثُونَ-তারা খবর রাখে না ; তাদেৱকে পুনরায় উঠানো হবে।

শত শত বছর ধরে তাঁর সৃষ্টি বিদ্রোহী জাতিকে নিজের অক্ষুরন্তু নিয়ামত দানে ধন্য করে যাচ্ছেন। মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা প্রকাশ্যে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে যাচ্ছে ; তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা তাঁর মূল সত্তা, গুণ-বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তাঁরই সৃষ্টিকে অংশীদার বানাচ্ছে। কিন্তু এতসব অপরাধ সত্ত্বেও তিনি দানের হাত ফিরিয়ে নিচ্ছেন না। এতেই প্রমাণ হয়—তিনি কতইনা ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

২৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এতসব নাফরমানী সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিয়ামত দানের ধারা বন্ধ না করায় একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তিনি বুঝি এসব বিষয় সম্পর্কে বেখবর অথবা তাঁর অজ্ঞাতেই এসব বিদ্রোহ ও নিমকহারামীর কাজ সংঘটিত হচ্ছে। আসলে তাঁর অজ্ঞাতে কিছু হওয়া সম্ভব নয়, কেননা তিনি মানুষের প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড ও গোপন কর্মকাণ্ড সবই জানেন। তবে তাঁর অপার ধৈর্য ও অসীম বদান্যতা, দানশীলতা ও ক্ষমাশীলতার কারণেই তিনি তাঁর নিয়ামতের ধারা বন্ধ করছেন না। আর এটা একমাত্র রাব্বুল আলামীন তথা সমস্ত জগতের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব।

২৪. এখানে 'যাদেরকে ডাকে' কথা দ্বারা কবরে শায়িত সেসব মৃত নবী-রাসূল, পীর-দরবেশ, নেতা-নেত্রী ও নেক লোকদের কথা বলা হয়েছে যাদের মাজারে মানুষ নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যায়। যাদের মূর্তি বানিয়ে মানুষ পূজা করে, ফুল দেয়, মানত করে এবং হাদীয়া তোহফা প্রদান করে। এখানে এটা সুস্পষ্ট যে, জ্বিন ফেরেশতা বা শয়তান ইত্যাদির কথা এখানে বলা হয়নি ; কেননা জ্বিন, ফেরেশতা ও শয়তান জীবিত—মৃত নয়। আবার এখানে পাথরের মূর্তির কথাও বলা হয়নি, কেননা পাথরের মূর্তিগুলোকে আখিরাতে পুনর্জীবিত করার সম্ভাবনা নেই। তাই এটা সুস্পষ্ট যে এখানে উপরোল্লিখিত মৃত ব্যক্তিদের কথাই বলা হয়েছে।

২য় রুকু' (আয়াত ১০-২১)-এর শিক্ষা

১. পানির অপর নাম জীবন। এ পানি আল্লাহ তা'আলা-ই আসমান থেকে নাযিল করেন। প্রাণীজগত ও উদ্ভিদ জগতের জীবন স্থিতি পানির উপর-ই নির্ভরশীল। অতএব এজন্য আমাদেরকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

২. আমাদের চিন্তা করে দেখা উচিত—যদি আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ না করেন এবং ভূগর্ভের পানিও আমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তাহলে দুনিয়াতে মানুষ, জীব-জন্তু পশু-পাখী এবং কোনো প্রকারের উদ্ভিদ কিছুই জন্ম হতো না। অতএব পানি আল্লাহর এক অনুপম নিদর্শন।

৩. অনুরূপ আকাশে তারকার মেলা ও আল্লাহর অতি উজ্জ্বল নিদর্শন দিক-চিহ্নহীন মরুভূমিতে এবং তদ্রূপ মহাসমুদ্রে তারকারাজির সাহায্যেই মানুষ চলাচল করে। এসব নিদর্শন-এর প্রয়োজনীয়তা বুঝার জন্য আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির সাধারণ প্রয়োগ-ই যথেষ্ট। এর দ্বারাই আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারি।

৪. আল্লাহ তা'আলা-ই আমাদের জন্য রংবেরংয়ের অগণিত-অসংখ্য বস্তুরাজি সৃষ্টি করেছেন। এসব কিছুই আল্লাহর বিধান অনুসারে চলছে। প্রকৃতিতে তাই কোনো অশান্তি বিশৃংখলা নেই। আমরা যদি এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে আমাদের সার্বিক জীবনে তাঁর বিধান অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের সমাজেও কোনোরূপ অশান্তি-বিশৃংখলা থাকবে না। অতএব মানব সমাজের অশান্তি-বিশৃংখলা দূরীকরণের একমাত্র উপায় আল্লাহর বিধান কার্যকরী করা।

৫. সমুদ্রও আল্লাহর এক অনুপম নিদর্শন। এ সমুদ্রপথে মানুষ নৌকা-জাহাজের সাহায্যে দেশ থেকে দেশান্তরে সহজেই পণ্য-সম্ভার আনা-নেয়া করে। সমুদ্র থেকেই মানুষ আহরণ করে নিজেদের খাদ্য ও সাজ-সজ্জার উপকরণ। এসব কিছু মানুষ নিজে সৃষ্টি করেনি এবং তার পক্ষে এটা সম্ভবও নয়। এসব আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের উজ্জ্বল প্রমাণ। অতএব আমাদেরকে এসব নিয়ামতের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

৬. আল্লাহর অপর এক সৃষ্টি পাহাড়-পর্বত। এ পাহাড়-পর্বতের সাহায্যেই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে দোলা ও কম্পন থেকে রক্ষা করেছেন। তা না হলে আমাদের পক্ষে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস ও চলাচল করা কোনো মতেই সম্ভব হতো না।

৭. আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন নদী-ঝরণা বিভিন্ন প্রকার চলাচল-পথ যার সাহায্যে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌছতে পারি।

৮. আল্লাহ তা'আলা স্থলভাগের সমতলে ও পাহাড়ী অঞ্চলে এবং সমুদ্র পথে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন পথচিহ্ন, যার সাহায্যে আমরা পথের দিশা ঠিক করতে পারি।

৯. আল্লাহ আমাদের জন্য দৃশ্য-অদৃশ্য অগণিত অসংখ্য নিয়ামতরাজি সৃষ্টি করেছেন যার সীমা-সংখ্যা নির্ধারণ করা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদেরকে দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর-ই করতে হবে।

১০. আল্লাহ তা'আলা বস্তু জগতে যেসব আমাদের জন্য অগণিত নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন, যাতে আমরা পথ হারিয়ে না ফেলি তদ্রূপ নৈতিক জীবনে আমরা যেন পথভ্রষ্ট না হই সেজন্য পাঠিয়েছেন অগণিত-অসংখ্য দিকনির্দেশক নবী-রাসূল। অতএব আমাদের সার্বিক জীবনে দিকনির্দেশনার জন্য অনুসরণ করতে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূলের।

১১. রাসূলকে অনুসরণ-অনুকরণে ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গেলে তাতে নিরাশ হওয়া যাবে না। তখন আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের আশা মনে রেখে তাওবা-ইসতিগফার করতে হবে।

১২. আল্লাহ তা'আলা আমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব খবরই রাখেন সুতরাং আমাদের সকল কথা ও কাজ করতে হবে ইখলাস তথা বিমুদ্র নিয়তে।

১৩. স্মরণ রাখতে হবে আমাদের সকল চাওয়া-পাওয়ার স্থান একমাত্র আল্লাহর দরবার। কোনো জীবিত বা মৃত লৌকিক বা অলৌকিক এবং কোনো শরীরী বা অশরীরী কোনো সৃষ্টিই আমাদের কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না। এটাই তাওহীদের মূল কথা।



সূরা হিসেবে রুকু'-৩

পারা হিসেবে রুকু'-৯

আয়াত সংখ্যা-৪

﴿١٩﴾ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ

২২. তোমাদের ইলাহ—একই ইলাহ ; সুতরাং যারা আখিরাতের উপর
ঈমান রাখে না, তাদের অন্তরসমূহ

مُنْكِرَةٌ ۖ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٠﴾ لَا جَرَءَ أَنْ اللَّهُ يَعْلَمَ مَا يَسِرُّونَ

অস্বীকারকারী এবং তারা অহংকারীও^{২৫} । ২৩. কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা যা
গোপন করে আল্লাহ তা নিশ্চিত জানেন ।

وَمَا يَعْلَنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢١﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ

এবং যা প্রকাশ করে তাও (এটা) নিশ্চিত তিনি (আল্লাহ) অহংকারীদেরকে
ভালবাসেন না । ২৪. আর^{২৬} যখন তাদেরকে বলা হয়—কি নাখিল করেছেন

ফ(+)-فَالَّذِينَ ; একই-وَاحِدٌ ; ইলাহ-إِلَهُ ; তোমাদের ইলাহ-(اله+كم)-إِلَهُكُمْ ﴿١٩﴾
- (ب+ال+آخِرَةِ)-بِالْآخِرَةِ ; ঈমান রাখে না ; لَا يُؤْمِنُونَ ; সুতরাং যারা (الذين
আখিরাতের উপর ; قُلُوبُهُمْ)- (قلوب+هم)-তাদের অন্তরসমূহ ; مُنْكِرَةٌ-অস্বীকারকারী ;
- أَنْ ; কোনো সন্দেহ নেই ﴿٢٠﴾ لَا جَرَءَ-অহংকারীও^{২৫} ; هُمْ-তারা ; وَم-এবং ;
নিশ্চিত ; يَعْلَمُ-জানেন ; مَا يَسِرُّونَ ; তারা গোপন করে ; وَي-এবং ;
ভালবাসেন لَا يُحِبُّ ; নিশ্চিত তিনি (ان+ه)-إِنَّهُ ; তারা প্রকাশ করে ; وَمَا
- قِيلَ ; যখন ; إِذَا ; আর ﴿٢١﴾ وَي-আর^{২৬} ; (ال+مُسْتَكْبِرِينَ)-المُسْتَكْبِرِينَ ;
বলা হয় ; لَهُمْ-তাদেরকে ; مَاذَا ; কি ; أُنْزِلَ-নাখিল করেছেন ;

২৫. অর্থাৎ আখিরাতকে অস্বীকার করে । যার ফলে তাদের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হয়েছে ।
তারা দুনিয়ার জীবনে এতই মগ্ন হয়ে পড়েছে যে, আখিরাতের মতো মহাসত্যকে অস্বীকার
করতে তারা একটুও কুণ্ঠিত হয় না । কোনো সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করতে তারা রাজী
নয় । নিজেদের নফসের উপর কোনোরূপ নৈতিক বিধি-নিষেধ মানতে তারা প্রস্তুত নয় ।

২৬. রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতের বিরুদ্ধে মক্কার কাফিররা যেসব অপকর্ম করত ;
ঈমান আনা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যেসব যুক্তি-প্রমাণ ও বাহানা তারা খুঁজে ফিরত ;

رَبُّكُمْ قَالُوا أَطِيعُوا الْأَوَّلِينَ ۖ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً

তোমাদের প্রতিপালক ? তারা বললো, পূর্ববর্তীদের গল্প কাহিনী^{২৭} ২৫. ফলে তারা
নিজেদের (পাপের) বোঝা বহন করবে পরিপূর্ণ মাত্রায়

يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضْلُونَهُمْ بَغِيرِ عِلْمِ

কিয়ামতের দিন এবং তাদের (পাপের) বোঝা থেকেও (বহন করবে) যাদেরকে তারা
শুঁয়োঁয়া করেছো মূর্খতার কারণে ;

أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ

জেনে রেখো! তারা যা বহন করবে তা কতইনা নিকৃষ্ট।

الأَوَّلِينَ-তোমাদের প্রতিপালক ; قَالُوا-তারা বললো ; أَطِيعُوا-গল্প-কাহিনী ;
(অ+উ+আর+হুম)-অ+উ+আর+হুম-ফলে তারা বহন করবে ; (অ+উ+আর+হুম)-
(অ+উ+আর+হুম)-পূর্ববর্তীদের ; (অ+উ+আর+হুম)-ফলে তারা বহন করবে ;
(অ+উ+আর+হুম)-নিজেদের (পাপের) বোঝা ; (অ+উ+আর+হুম)-পরিপূর্ণ মাত্রায় ;
(অ+উ+আর+হুম)-দিন-কিয়ামে ; (অ+উ+আর+হুম)-কিয়ামতের ;
(অ+উ+আর+হুম)-এবং ; (অ+উ+আর+হুম)-থেকেও ; (অ+উ+আর+হুম)-তাদের ;
(অ+উ+আর+হুম)-মূর্খতার ; (অ+উ+আর+হুম)-যাদেরকে তারা শুঁয়োঁয়া করেছো ;
(অ+উ+আর+হুম)-জেনে রেখো ; (অ+উ+আর+হুম)-কতইনা নিকৃষ্ট ; (অ+উ+আর+হুম)-তারা বহন করবে ।

এখান থেকে সেসব বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ, নসীহত, তীতি ও ধমকী দান ইত্যাদির মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে।

২৭. রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতের কাজ যখন ব্যাপকভাবে চালু হলো, তখন মক্কার লোকেরা যেখানেই যেত সেখানকার লোকেরা তাদের রাসূল (স)-এর দাওয়াতের বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইতো। তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কেও তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। এসব প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার জবাবে কাফিররা যা বলতো তাতে প্রশ্নকারীর মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হতো এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াত ও তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে তার মনে কোনো আশ্রয় অবশিষ্ট থাকত না। যেমন তারা বলতো যে, কুরআন মাজীদে শুধুমাত্র পুরোনো দিনের গল্প-কাহিনী রয়েছে।

৩য় রুকু' (২২-২৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আশিরাত তথা পরকালকে অস্বীকারকারী কাফির। আর এ ধরনের লোকদের মধ্যেই গর্ব-অহংকার সৃষ্টি হয়। অন্য কথায় অহংকারী কুফরীতে লিপ্ত। অতএব সকল অবস্থায়ই অহংকার থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

২. আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয় জানেন। সুতরাং তিনি অহংকারী ব্যক্তির অন্তরের খবরও জানেন। আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে অহংকার সর্বাবস্থায় পরিত্যাগ করতে হবে।

৩. আমাদের অবশ্যই কুরআন মাজীদে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে হবে। এ সম্পর্কে কোনো ধারণা ছাড়া এমন কথা বলা যাবে না, যার ফলে শ্রোতার মনে কুরআন সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং শ্রোতা গুমরাহ হয়ে যায়।

৪. কারো কথা বা কাজের ফলে অন্য কেউ গুমরাহ হলে, তার (পাপের) বোঝাও সেই ব্যক্তিকে বহন করতে হবে, যার কথা বা কাজের ফলে এ ব্যক্তি গুমরাহ হয়েছে।



সূরা হিসেবে রুকু'-৪
পারা হিসেবে রুকু'-১০
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾

২৬. নিসন্দেহে তারাও চক্রান্ত করেছিল যারা ছিল এদের পূর্বে, তারপর আল্লাহ তাদের ভিত্তিমূল থেকে উপড়ে ফেলেছিলেন

فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ

ফলে উপর থেকে ইমারতের ছাদ তাদের উপর ধসে পড়েছে এবং তাদের উপর আযাব আসলো এমন দিক থেকে যে

لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي

তারা ধারণা-ই করতে পারেনি। ২৭. অতপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে অপমানিত করবেন এবং বলবেন, আমার শরীকরা কোথায়

الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

যাদের ব্যাপারে তোমরা বাক-বিতণ্ডা করতে ;

যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে—

﴿قَدْ مَكَرَ﴾-নিসন্দেহে তারাও চক্রান্ত করেছিল ; الَّذِينَ-যারা ; مِنْ قَبْلِهِمْ (+) -পূর্বে ; بُنْيَانُهُمْ-ছিল এদের পূর্বে ; فَاتَى-তারপর উপড়ে ফেলে দিলেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; الْقَوَاعِدِ-(ال+قواعد)-মূল ; فَخَرَّ-ফলে ধসে পড়েছে ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; السَّقْفُ-(ال+سقف)-ইমারতের ছাদ ; مِنْ-তাদের উপর ; أَتَاهُمْ-তাদের উপর ; وَأَتَاهُمْ-তাদের উপর ; الْعَذَابُ-আযাব ; مِنْ-তাদের উপর ; حَيْثُ-এমন দিক ; لَا يَشْعُرُونَ-তারা ধারণা-ই করতে পারেনি ; ثُمَّ-অতপর ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيَمَةِ-(ال+قيمه)-কিয়ামতের ; يُخْزِيهِمْ-তিনি তাদেরকে অপমানিত করবেন ; وَيَقُولُ-বলবেন ; أَيْنَ-কোথায় ; شُرَكَائِي-আমার শরীকরা ; الَّذِينَ-যাদের ; كُنْتُمْ تَشَاقُّونَ-তোমরা বাক-বিতণ্ডা করতে ; فِيهِمْ-তাদের ব্যাপারে ; قَالَ-তারা বলবে ; الَّذِينَ-যাদের ; أُوتُوا الْعِلْمَ-(ال+علم)-জ্ঞান ;

إِنَّ الْحِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝۳۷ الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ

নিশ্চয়ই আজ কাফিরদের জন্যই অপমান ও দুর্ভাগ্য^{২৮}।

২৮. যাদের^{২৯} প্রাণ হরণ করে

الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ

ফেরেশতারা—নিজেদের উপর যুলম করতে থাকা অবস্থায়^{৩০}, তখন তারা এই বলে আত্মসমর্পণ করে ‘আমরাতো কোনো খারাপ কাজ করতাম না’

بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۳۸ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ

ফেরেশতারা বলবে—হাঁ, (অবশ্যই করতে), তোমরা যা করছিলে আল্লাহ অবশ্যই তা জ্ঞাত। ২৯. অতএব জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো

(ال+সুوء)-السُّوءَ ; ও-و ; আজ-الْيَوْمَ ; অপমান-(ال+খযী)-الْخِزْيَ ; নিশ্চয়ই-إِنَّ ;
(تتوفى+হম)-تَتَوَفَّيهِمُ ; যাদের-الَّذِينَ ۝৩৭ ; কাফিরদের-الْكَافِرِينَ ; জন্য-عَلَى ; দুর্ভাগ্য ;
ফেরেশতারা-(ফেরেশতারা)-الْمَلَائِكَةُ ; প্রাণ হরণ করে তাদের ;
ফ+القوا)-فَأَلْقَوْا السَّلَامَ ; নিজেদের উপর-(অনفس+হম)-أَنْفُسِهِمْ ; থাকা অবস্থায় ;
আমরাতো করতাম-مَا كُنَّا نَعْمَلُ ; তখন তারা এই বলে আত্মসমর্পণ করে ; (তখন তারা এই বলে)-
اللَّهُ-اللَّهُ ; অবশ্যই-إِنَّ ; হাঁ-بَلَى ; (অবশ্যই করতে) ; কোনো খারাপ কাজ-مِنْ سُوءٍ ;
ফ+ادخلوا)-فَادْخُلُوا ۝৩৮ ; তোমরা যা করছিলে-كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ; তা, যা-بِمَا ; জ্ঞাত-عَلِيمٌ ;
জাহান্নামের-جَهَنَّمَ ; দরজা দিয়ে-أَبْوَابَ ; অতএব প্রবেশ করো-(ফ+ادخلوا)-

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা যখন কিয়ামতের ময়দানে ‘আমার শরীকরা কোথায়’ বলে জিজ্ঞেস করবেন তখন সেখানে এক কঠোর নিরবতা বিরাজমান থাকবে। কাফির মুশরিকদের বাকশক্তি রহিত হয়ে যাবে। তাদের নিকট এর কোনো জবাব থাকবে না—বিশ্বয় বিমূঢ়তা তাদের কথা বলার শক্তি রহিত করে দেবে। তবে যাদের দীনী জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা নিজেদের মধ্যে এসব কথা বলাবলি করতে থাকবে।

২৯. একথাগুলোকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করাই অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। জ্ঞানী লোকদের কথার সাথে আল্লাহ তা‘আলা ব্যাখ্যা স্বরূপ একথাগুলো সংযোজন করেছেন। তবে অনেক মুফাসসির একথাগুলোকে জ্ঞানী লোকদের কথা বলে মত প্রকাশ করেছেন।

৩০. অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন ফেরেশতারা তাদের রুহগুলোকে তাদের দেহ থেকে বের করে নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে নেবে।

خَلِدِينَ فِيهَا فَلْيُبْسِ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا

চিরকাল থাকার জন্য^{৩১} ; বস্তুত অহংকারীদের ঠিকানা কতইনা মন্দ। ৩০. আর যারা
তাকওয়া অবলম্বন করেছিল তাদেরকে বলা হবে—

مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

তোমাদের প্রতিপালক কি নাযিল করেছেন ? তখন তারা বলে, ‘অত্যন্ত ভালো
(নাযিল করেছেন)^{৩২}, যারা এ দুনিয়ায় নেককাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে এতে

حَسَنَةٌ وَلِلَّذِينَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلِنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝ جَنَّاتُ عَدْنٍ

কল্যাণ ; আর আখিরাতের বাসস্থানতো আরো ভালো ; আর মুতাকীদের বাসস্থান
কতইনা চমৎকার। ৩১. (তা হল) চিরস্থায়ী জান্নাত—

খলদীন-চিরকাল থাকার জন্য ; فِيهَا-তাতে ; فَلْيُبْسِ-(ফ+ল্যুস)-বস্তুত কতইনা
মন্দ ; وَقِيلَ-আর ; وَقِيلَ-বলা হবে ;
وَالْمُتَكَبِّرِينَ-অহংকারীদের ; ۝-আর ; وَقِيلَ-বলা হবে ;
وَالَّذِينَ اتَّقَوْا-তাদেরকে যারা ; اتَّقَوْا-তাকওয়া অবলম্বন করেছিল ; مَاذَا-কি ;
وَأَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; خَيْرٌ-তারে বলে ; قَالُوا-তোমাদের প্রতিপালক ;
رَبُّكُمْ-(র+ব+কুম)-তোমাদের প্রতিপালক ;
وَأَحْسَنُوا-তাদের জন্য রয়েছে যারা ; فِي-এই দুনিয়ায় ;
وَالْآخِرَةُ-আখিরাতের ; دَارُ-বাসস্থানতো ; وَلِنِعْمَ-কতইনা চমৎকার ;
وَالْمُتَّقِينَ-মুতাকীদের ; جَنَّاتُ-জান্নাত ; عَدْنٍ-চিরস্থায়ী ;

৩১. এ আয়াত এবং কুরআন মাজীদের আরো কিছু আয়াত দ্বারা কবর তথা বরযখের
জগতে আযাব হওয়া প্রমাণিত। মৃত্যুর পরমুহূর্ত থেকে শেষ বিচার দিন পর্যন্ত মানুষের রূহ
যে জগতে থাকবে সেটাকেই ‘আলমে বরযখ’ তথা ‘বরযখের জগত’ বলা হয়। সেই জগতে
নেককারদের রূহ অবশ্যই বিচার পরবর্তীতে যে সুখময় জীবন লাভ করবে তার পূর্বাভাস
পাবে। অপরদিকে কাফির, মুশরিক ও বদকারদের রূহ বিচার পরবর্তী জীবনে যে দুঃখময়
জীবন যাপন করবে, তার পূর্বাভাসও তারা পাবে।

এখানে স্মরণীয় যে, ‘মৃত্যু’ অর্থ দেহ থেকে রূহের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। আর দেহ থেকে
রূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও রূহের চেতনা ও অনুভূতি বিনাশ হয়ে যায় না।

৩২. অর্থাৎ বাইরের লোকেরা যখন মক্কাবাসীদেরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপস্থাপিত
শিক্ষা ও দাওয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো তখন তাদের মধ্যকার মু’মিন
আল্লাহভীরু সত্যপন্থী লোকদের জওয়াব ও কাফিরদের জওয়াবে পুরোপুরি ভিন্নতা দেখা

يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

যাতে তারা প্রবেশ করবে, তার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বহমান থাকবে, সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই তাদের জন্য থাকবে^{৩৩} ;

كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٩﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ

আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে বদলা এমনই দিয়ে থাকেন।

৩২. যাদের জান কবয করে ফেরেশতারা

طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

পবিত্র অবস্থায়—ফেরেশতারা বলতে থাকে ‘তোমাদের উপর সালাম, তোমরা যে কাজ (দুনিয়াতে) করতে তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।’

﴿٣٩﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ مِنْ رَبِّكَ ۖ

৩৩. হে নবী ! তবে কি তারা তাদের কাছে ফেরেশতা আসার অপেক্ষায় আছে অথবা আপনার প্রতিপালকের আদেশ আসার (অপেক্ষা করছে) ^{৩৪} ?

[illegible]

যেত। সত্যপন্থীরা কোনো প্রকার মিথ্যা, বানোয়াট ও প্রতারণামূলক জবাব দিয়ে লোকদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়ার কোনো চেষ্টা করতো না। বরং তারা আল্লাহর নবীর উপস্থাপিত শিক্ষার প্রশংসা এবং দীনের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করতো।

৩৩. জান্নাত-এর আসল পরিচয় হলো—সেখানে জান্নাতীরা যা চাবে তা-ই পাবে। এতে কোনো প্রকার সময় ক্ষেপণ করা হবে না। মনের কোণে ইচ্ছা-বাসনা জাগার সাথে

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن

তাদের আগে যারা ছিল তারাও এমনই করেছিল ; তাদের প্রতি আল্লাহ কোনো
অবিচার করেননি, বরং

كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٨﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمُ

তরাই নিজেদের উপর অবিচার করতো । ৩৪. অতপর তাদের উপর এসে পড়েছে—
তারা যে (খারাপ) কাজ করেছে তার খারাপ ফল এবং তা-ই তাদেরকে ঘিরে ধরেছে

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ

যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-মশকরা করতো ।

—ছিল (من+قبل+হম)-মِنْ قَبْلِهِمْ; তারা, যারা; الَّذِينَ-তারা; —এমনই; كَذَلِكَ-
তাদের আগে; —এবং; وَ-; —তাদের প্রতি কোনো অবিচার করেননি; —আল্লাহ; وَلَكِن;
—তরাই নিজেদের উপর অবিচার করতো; —অতপর তাদের উপর এসে পড়েছে; —
তার খারাপ ফল; —যে (খারাপ) কাজ তারা করেছে; —; —তাদেরকে তা-ই; —যা; —
নিয়ে তারা; —তারা ঠাট্টা-মশকরা করতো ।

সাথেই তা পূরণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দুনিয়াতে কোনো রাজা-বাদশাহ, দুনিয়ার সেরা ধনী
কোনো সমাজ নেতা কেউ-ই এ ধরনের নিয়ামত লাভ করতে অতীতে পারেনি আর
ভবিষ্যতেও পারবে না। আর এটা লাভ করার কোনো সম্ভাবনাও কখনো হবে না। কিন্তু
জান্নাতী প্রত্যেক মানুষ-ই এ উচ্চমানের আনন্দ ও সুখ লাভ করবে। তাদের জীবনের
সব কামনা-বাসনা ও চাহিদা প্রতিটি মুহূর্তে পূরণ হতে থাকবে।

৩৪. অর্থাৎ এ লোকদেরকে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বুঝানোর যতরকম পথ ও পন্থা ছিল,
তার সব কটিই আপনি ব্যবহার করেছেন ; সবকিছুই দলীল-প্রমাণসহ আপনি প্রকাশ
করে দিয়েছেন। তারপরও তারা তাদের শিরক ও কুফরীর উপর অটল হয়ে বসে আছে কেন ?
তবে কি তারা মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের সামনে এসে দাঁড়ানোর অপেক্ষা করছে ? অথবা
আল্লাহর আযাব তাদের মাথার উপর এসে পড়ার অপেক্ষায় আছে ? সে অবস্থার সন্মুখীন
হলে তারা তখন মেনে নেবে ?

৪র্থ রুকূ' (আয়াত ২৬-৩৪)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য, যেমন অতীতের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

২. আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধবাদীরা আখিরাতে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৩. মৃত্যুর পর মুহূর্ত থেকেই কবর তথা বরযখের জগতে কাফির-মুশরিকদের উপর আযাব হতেই থাকবে এবং শেষ বিচারের পরে তারা স্থায়ীভাবে আযাবে পতিত হবে।

৪. যারা তাকওয়া অবলম্বন করে জীবনযাপন করবে তারা দুনিয়াতেও কল্যাণ লভ করবে এবং আখিরাতেও তারা জান্নাতে সুখময় জীবন লাভ করবে।

৫. আল্লাহভীরু লোকেরা জান্নাতে যা ইচ্ছা করবে, তা-ই পূরণ হয়ে যাবে—এটা জান্নাতের প্রধান পরিচয়।

৬. আল্লাহভীরু লোকদেরকে দুনিয়ায় তাদের নেক কাজের বিনিময়েই জান্নাত দান করবেন। এটা আল্লাহর অঙ্গীকার।

৭. কাফির-মুশরিকদের উপর আখিরাতে যে আযাব হবে, তা তাদের নিজেদেরই অর্জিত। এতে আল্লাহ তা'আলার কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব নেই।



সূরা হিসেবে রুকু'-৫
পারা হিসেবে রুকু'-১১
আয়াত সংখ্যা-৬

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ

৩৫. আর যারা শিরক করেছে তারা বলে—“আল্লাহ যদি চাইতেন
তাকে ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদাত

نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ لَكُمْ

না আমরা করতাম, আর না আমাদের বাপ-দাদারা এবং তাঁর হুকুম ছাড়া আমরা
কোনো কিছু হারামও করতাম না।”^{৩৫}, এমনই

فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَعَلَ عَلَى الرَّسْلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۖ

(বাহানা) করতো তারাও যারা ছিল তাদের আগে^{৩৬}, তবে কি রাসূলগণের উপর
সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া ছাড়া (অন্য কিছু আছে) ?

৩৫- আশ-যদি ; لو-শিরক করেছে ; الَّذِينَ-যারা ; قَالَ-তারা বলে ; وَ-আর ;
مِنْ (+)-مِنْ دُونِهِ-আমরা ইবাদাত করতাম না ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَبْدْنَا-আমরা ইবাদাত করতাম না ;
أَبَاؤُنَا ; لَا-না ; وَ-আর ; نَحْنُ-আমরা ; مِنْ شَيْءٍ-অন্য কিছুর ; تَكُن-তাকে ছাড়া ; (دون+)-
مِنْ دُونِهِ-আমাদের বাপ-দাদারা ; وَ-এবং ; لَحَرَمْنَا-আমরা হারামও করতাম না ;
تَأْمُر-তঁর হুকুম ছাড়া ; كُلُّ-এমনই ; فَعَلَ-তারাও করতো
(বাহানা) ; الَّذِينَ-যারা ; مِنْ قَبْلِهِمْ-ছিল তাদের আগে ; فَعَلَ-তবে কি ;
الْبَلْغُ-আমরা হারামও করতাম না ; إِلَّا-ছাড়া অন্য কিছু আছে ; عَلَى-উপর ;
الرُّسُلِ-রাসূলগণের ; (ال+رسول)-রাসূলগণের ; الْمُبِينُ-স্পষ্টভাবে ;
পৌছে দেয়া ; (ال+مبين)-স্পষ্টভাবে ।

৩৫. সূরা আন'আমের ১৪৮ ও ১৪৯ আয়াতেও মুশরিকদের এ ধরনের যুক্তি খাড়া করার
ব্যাপার আলোচিত হয়েছে। উল্লিখিত আয়াত দু'টোর সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৬. অর্থাৎ গুমরাহ বা পথভ্রষ্ট লোকেরা যুগে যুগে আল্লাহর ইচ্ছা বা চাওয়াকে নিজেদের
অপকর্মের জন্য যুক্তি হিসেবে দাঁড় করে—এটা কোনো নতুন কথা নয়। এসব অপরাধীরা
দীনের দাওয়াতের বিরুদ্ধে এই বলে প্রচারণা চালায় যে, এটা পুরাতন গল্প-কাহিনী মাত্র।
অথচ দীনের বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতার সকল কলা-কৌশল ও কথাবার্তা সবই হাজার
হাজার বছরের পুরাতন।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

৩৬. আর নিসন্দেহে আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই একজন রাসূল পাঠিয়েছি এই বলে যে, তোমরা দাসত্ব করো আল্লাহর এবং বেঁচে থাকো

الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَىٰ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ

তাগুত থেকে^{৩৭} ; অতপর তাদের মধ্যে কতককে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন এবং তাদের কিছু লোকের উপর গুমরাহী অবধারিত হয়ে গেছে^{৩৮} ।

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝

অতএব তোমরা যমীনে সফর করো এবং দেখে নাও
কেমন হয়েছিল মিথ্যাবাদীদের পরিণাম^{৩৯} ।

৩৬-আর ; وَلَقَدْ-নিসন্দেহে আমি পাঠিয়েছি ; كُلِّ-মধ্যেই ; أُمَّةٍ-প্রত্যেক ; اللَّهُ-উম্মতের ; رُسُولًا-রাসূল ; أَنِ-এই বলে যে ; اعْبُدُوا-তোমরা দাসত্ব করো ; وَاجْتَنِبُوا-আল্লাহর ; وَ-এবং ; اجْتَنِبُوا-বেঁচে থাকো ; الطَّاغُوتَ-(আল+টাগুত)-তাগুত থেকে ; وَمِنْهُمْ-অতপর তাদের মধ্যে ; مَّنْ-কতককে ; هَدَىٰ-হিদায়াত দান করেছেন ; حَقَّتْ-আল্লাহ ; عَلَيْهِ-উপর ; الضَّلَالَةُ-গুমরাহী ; فَسِيرُوا-(আল+ফসিরূ)-অতএব তোমরা সফর করো ; فِي الْأَرْضِ-(ফি+আল+আরু)-যমীনে ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; كَانَ-হয়েছিল ; كَيْفَ-কেমন ; فَانظُرُوا-(ফ+আনظরূ)-এবং দেখে নাও ; الْمُكَذِّبِينَ-(আল+মক্‌যিবীন)-মিথ্যাবাদীদের ।

৩৭. 'তাগুত' দ্বারা শয়তান এবং সত্য পথে চলার ক্ষেত্রে বাধাদানকারী শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া অহংকারী, স্বৈচ্ছাচারী ও অন্যায়ভাবে ক্ষমতার দাবীদার শক্তিকেও তাগুত বলা হয়। এখানে এর দ্বারা স্বৈচ্ছাচারিতাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করা এবং নিজেদের স্বৈচ্ছাচারিতাকে ত্যাগ করার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। অথচ গুমরাহ তথা পথভ্রষ্ট লোকেরা নিজেদের স্বৈচ্ছাচারিতাকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে যুক্ত করার অপচেষ্টা চালায়। তারা বলতে চায় যে, আল্লাহর ইচ্ছা না হলে তো আমরা হারাম কাজে লিপ্ত হতে পারতাম না। এসব পথভ্রষ্ট লোক আল্লাহর ইচ্ছাকে নিজেদের হারাম কাজের সনদ হিসেবে পেশ করে। আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তোষ যে দু'টো ভিন্ন জিনিস তা এদের বোধগম্য হয় না।

৩৮. অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর আগমনের পর তাঁর জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একভাগকে আল্লাহ তা'আলা নবীর কথাকে মেনে নেয়ার তাওফীক দিয়েছেন, আর অপর ভাগ গুমরাহীর উপর অটল হয়ে থেকেছে।

⑩ إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ

৩৭. (হে নবী!) আপনি যদিও তাদের হিদায়াতের আকাঙ্ক্ষা করেন, আল্লাহ যাদেরকে গুমরাহ করেছেন তাদেরকে কখনো হিদায়াত দান করেন না এবং তাদের থাকে না।

مِّنْ نَّصْرَيْنِ ۖ وَاقْسُمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتُ

কোনো সাহায্যকারী। ৩৮. আর তারা তাদের কসমের সাধ্য অনুসারে আল্লাহর নামে কসম করে বলে—যে ব্যক্তি মারা যায় আল্লাহ তাকে পুনরায় উঠাবেন না ;

بَلَىٰ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ

হ্যাঁ, (অবশ্যই উঠাবেন), এটাতো তাঁর ওয়াদা যা (পালন করা) তিনি নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ-ই তা জানে না।

⑪ لَيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا

৩৯. (তিনি উঠাবেন এজন্য) যেন তিনি প্রকাশ করে দিতে পারেন তাদের জন্য সেই বিষয় যাতে তারা মতভেদ করছে এবং যারা কুফরী করছে তারা যেন জেনে নিতে পারে—

⑩-তাদের (এলি+হুদী+হুম)-এলি হুদী হুদী ; আপনি আকাঙ্ক্ষা করেন ; إِنْ-যদি ; تَحَرَّصَ-হিদায়াতের ; هُدًى-কখনো ; فَإِنَّ-আল্লাহ ; اللَّهُ-হিদায়াত দান করেন না ; مَنْ-যাদেরকে তাদেরকে ; يُضِلُّ-গুমরাহ করেছেন ; وَمَا-এবং ; لَهُمْ-তাদের থাকে না ; مِّنْ-কোনো সাহায্যকারী। ⑪-আর ; وَاقْسُمُوا-তারা কসম করে বলে ; بِاللَّهِ-আল্লাহর নামে ; جَهْدَ-সাধ্য অনুসারে ; أَيْمَانِهِمْ-তাদের কসমের ; يَبْعَثُ-আল্লাহ পুনরায় উঠাবেন না ; اللَّهُ-আল্লাহ ; مَنْ-তাকে, যে ব্যক্তি ; لَا-আল্লাহ পুনরায় উঠাবেন না ; يَمُوتُ-মারা যায় ; بَلَىٰ-হ্যাঁ (অবশ্যই উঠাবেন) ; وَعَدَّا-ওয়াদা ; عَلَيْهِ-তাঁর নিজের উপর ; حَقًّا-আবশ্যক করে নিয়েছেন ; وَلَكِنَّ-কিন্তু ; أَكْثَرَ-অধিকাংশ ; النَّاسِ-আল+নাস)-আল+নাস)-মানুষই ; لَا-জানো না ; يَعْلَمُونَ-তিনি উঠাবেন এজন্য)-যেন তিনি প্রকাশ করে দিতে পারেন ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; الَّذِينَ-যাতে ; يَخْتَلِفُونَ-মতভেদ করছে ; كَفَرُوا-যারা ; الَّذِينَ-যারা ; لَا-এবং ; يَعْلَمُ-তারা যেন জেনে নিতে পারে ; فِيهِ-সেই বিষয়ে ; كَفَرُوا-কুফরী করছে ;

৩৯. অর্থাৎ প্রকৃত সত্য জানার জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতার বিকল্প নেই। তাই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হলো—তোমরা যমীনে সফর করো এবং তোমরা স্বচক্ষে দেখে নাও,

أَنَّمْ كَانُوا كَذِبِينَ ۝ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ

তারা নিশ্চিত মিথ্যাবাদী ছিল^{৪০}। ৪০. (পুনঃ উঠানো অসম্ভব নয়) কেননা, কিছু করার জন্য আমার কথা তো শুধু এতটুকুই যখন আমি তা করতে চাই

أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

যে, তখন আমি তার উদ্দেশ্যে বলি ‘হও’ অমনি তা হয়ে যায়^{৪১}।

قَوْلُنَا-তারা নিশ্চিত ; كَانُوا-ছিল ; كَذِبِينَ-মিথ্যাবাদী ৫০। إِنَّمَا-শুধু এতটুকুই ; قَوْلُنَا-আমার কথাতো ; لِشَيْءٍ-কোনো কিছুর জন্য ; إِذَا-যখন ; أَرَدْنَاهُ-আমি তা করতে চাই ; هَو-হও ; نَقُولُ-যে, তখন আমি বলি ; لَهُ-তার উদ্দেশ্যে ; كُنْ-হও ; فَيَكُونُ-অমনি তা হয়ে যায়।

আল্লাহর আযাব কাদের উপর এসেছিল। নূহ, ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা প্রমুখ আশ্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম এবং তাঁদের অনুসারীদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল—না কি যারা আশ্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াতকে অমান্য করেছিল তাদের উপর? আমার ইচ্ছা থাকা দ্বারা আমার ‘সন্তোষ’ তাদের শিরক ও জাহেলী কাজে রয়েছে বলে তাদের কাছে কোনো প্রমাণ আছে কি? ‘ইচ্ছা’ ও ‘সন্তোষ’ এক কথা নয়। আমার ‘ইচ্ছা’-কে ‘সন্তোষ’ মনে করে এরা গুমরাহীতে ডুবে আছে। মূলতঃ আমার ইচ্ছা তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অপরাধ করে যাওয়ার সুযোগ দেয়; অতপর যখন তাদের অপরাধের পাত্র পূর্ণ হয়, তখন তাদেরকে পাকড়াও করা হয়।

৪০. মৃত্যুর পরের জীবন এবং এখানকার ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দকাজের শাস্তি সেখানে লাভ করা বা না করার ব্যাপারে দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই মানুষের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তবে বিবেক ও ইনসাফের দাবী হলো—মৃত্যুর পরের জীবন থাকা এবং ময়দানে হাশরের বিচারকার্য সংঘটিত হওয়া। মানব বিবেকের দাবী হলো কোনো না কোনো সময় মানুষের মধ্যকার এ গুরুতর মতভেদের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাওয়া, যাতে কোন্টা হক ও কোন্টা বাতিল তা জানার প্রকাশ্য একটা সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু বর্তমান দুনিয়াতে মানুষের সামনে এ সুযোগ আসার কোনো সম্ভাবনা নেই—থাকতেও পারে না। অতএব বিবেক বুদ্ধির দাবী পূরণের জন্য অপর একটি জগতের অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য।

৪১. অর্থাৎ মৃত্যুর পরে তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা এবং পরকালের জগত সৃষ্টি করাকে তোমরা খুব কঠিন কাজ বলে মনে করছো; কিন্তু তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, কোনো কিছু সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তা’আলা কোনো উপায়-উপাদান বা অনুকূল অবস্থার মুখাপেক্ষী নন। তিনি যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন তার জন্য তাঁর ইচ্ছা-ই যথেষ্ট। তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য ‘হও’ বলা মাত্রই তা হয়ে যায়। বর্তমান

দুনিয়াও তাঁর নির্দেশে সৃষ্টি হয়েছে, আর পরকালের জগতও তাঁর নির্দেশেই সৃষ্টি হয়ে যাবে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

৫ম রুকু' (আয়াত ৩৫-৪০)-এর শিক্ষা

১. কোনো কাজে আল্লাহর ইচ্ছা থাকার অর্থ এটা নয় যে, সেই কাজে আল্লাহর সন্তোষও বুঝি রয়েছে। কুফর ও শিরকে আল্লাহর সন্তোষ নেই কিন্তু কেউ যদি তা করতে চায় আল্লাহর ইচ্ছায় সে তা করতে পারে। আল্লাহ তাকে তা করার ক্ষমতা দিয়ে দেন। সুতরাং আল্লাহ কোনো কাজ করার ক্ষমতা দিলেই তা করা যাবে না। দেখতে হবে সেই কাজে আল্লাহর সন্তোষ আছে কি না।

২. আল্লাহর ইচ্ছাকে বাহানা বানিয়ে অপরাধ করার প্রবণতা মানব ইতিহাসের এক অতি পুরাতন বিষয়। অতএব যে কাজে আল্লাহর ইচ্ছা আছে কিন্তু সন্তোষ নেই, সেই কাজ পরিত্যাজ্য।

৩. আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, কোন্ কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং কোন্ কাজে তিনি অসন্তুষ্ট। নবী-রাসূলদের দায়িত্ব ছিল তা মানুষকে জানিয়ে দেয়া। গ্রহণ বা অর্জনের ক্ষমতা তিনি মানুষকে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষ ইচ্ছা করলেই আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ করে উভয় জাহানে পুরস্কার লাভ করতে পারে অথবা এর বিপরীত কাজ করে শাস্তির উপযুক্ত হতে পারে।

৪. সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের মূলকথা ছিল—ইবাদাত বা দাসত্ব করতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং তাগুত বা আল্লাহর বিরুদ্ধ শক্তির আনুগত্য থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৫. আল্লাহ যাদেরকে গুমরাহ করেন তাদেরকে হিদায়াত করার ক্ষমতা কারো নেই। এমনকি নবী-রাসূলরাও তাদেরকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসতে পারেন না।

৬. মৃত্যুর পর আল্লাহ মানুষকে অবশ্যই পুনরায় জীবিত করে তাদের সকল কাজের হিসেব নেবেন। মানুষের পুনরুত্থান অকাটা সত্য।

৭. পরকাল অবিশ্বাসকারীরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা যে মিথ্যাবাদী তা মৃত্যুর সাথে সাথেই জানতে পারবে। অতএব পরকাল বিশ্বাস করেই জীবনযাপন করা বুদ্ধিমানের কাজ।

৮. জেনে রাখা উচিত যে, কোনো কাজ করার জন্য আল্লাহ কোনো উপায়-উপাদানের মুখাপেক্ষী নন। এজন্য শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছা-ই যথেষ্ট। 'হও' বলার সাথে সাথেই তা হয়ে যায়।



সূরা হিসেবে রুকু'-৬
পারা হিসেবে রুকু'-১২
আয়াত সংখ্যা-১০

(٨١) وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَنْبُوْنَهُمْ

৪১. আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহর জন্য যুন্ম-নির্যাতন ভোগ করার পর, তাদেরকে আমি অবশ্যই পুনর্বাসিত করবো

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

দুনিয়াতে ভালোভাবে ; আর আখিরাতেও প্রতিফলতো সবচেয়ে বড়^{৪২} ;
যদি তারা জানতো—

﴿٥٩﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

৪২. যারা সবার করেছে এবং তাদের প্রতিপালকের উপরই তারা ভরসা রাখে।

৪৩. (হে নবী !) আমি তো আপনার আগে পাঠাইনি কাউকে

আল্লাহর- (فِي+اللّه)-فِي اللّٰهِ ; হিজরত করেছে ; هَاجَرُوا ; يَارَا-الَّذِينَ ; আর وَ(89)
 (لَنُبَيِّنَ+هَمْ)-لَنُبَيِّنَنَّهَمْ ; যুলুম-নির্যাতন ভোগ করার ; ظَلَمُوا ; প-পَر ; مِنْ+بَعْدَ ;
 তাদেরকে আমি অবশ্যই পুনর্বাসিত করবো ; فِي الدُّنْيَا- (فِي+ال+دُنْيَا)-দুনিয়াতে ;
 (ال+اٰخِرَةِ)-الْاٰخِرَةِ ; প্রতিফলতো ; لَا جُرْ ; আর وَ- ; ভালভাবে ; حَسَنَةً
 صَبَرُوا ; يَارَا-الَّذِينَ (89)। كَانُوا يَعْلَمُونَ ; যদি-لَوْ ; সবচেয়ে বড় ; اَكْبَرُ
 তাদের প্রতিপালকের ; (رَب+هَمْ)-رَبِّهَمْ ; উপর-عَلَى ; এবং وَ- ; সবর করেছে ;
 آمِنَ ; আমিতো পাঠাইনি কাউকে ; مَا أَرْسَلْنَا ; আর وَ(90)। يَتَوَكَّلُونَ
 আপনার আগে ; قُلْ

৪২. এখানে মুহাজিরদের কথা বলা হয়েছে যারা কাফিরদের যুলুম-নির্যাতন ভোগ করেও নিজেদের দীন ও ঈমান রক্ষার্থে মক্কা থেকে হাবশায় তথা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। এখানে মুহাজিরদের উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো—দীন ও ঈমানের জন্য যুলুম-নির্যাতন ভোগ করা এবং দেশত্যাগে বাধ্য হওয়া বেহুদা কাজ নয় বরং এর শুভ প্রতিফল দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে। আর যারা এসব মু'মিনদের উপর যুলুম করেছে তারাও রেহাই পাবে না। তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং এ কাজের শাস্তি অবশ্যই তারা পাবে।

السَّيَّاتِ أَنْ يَخْشِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ

খুবই নিকৃষ্টভাবে যে, আল্লাহ তাদেরকে যমীনে ধসিয়ে দেবেন অথবা
তাদের উপর আযাব এনে দেবেন

مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثِقَلِهِمْ فَمَأْهُمُ

এমন দিক থেকে যার ধারণাও তারা করতে পারবে না। ৪৬. অথবা তাদের
চলাফেরা অবস্থায় তাদেরকে পাকড়াও করবেন; এবং তারাতো নয় তা

بِمُعْجِزَيْنِ ۝ أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ۖ فَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّءُوفُ

ব্যর্থ করতে সক্ষম। ৪৭. অথবা তাদেরকে পাকড়াও করবেন তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত
অবস্থায়, আসলে আপনার প্রতিপালক বড়ই স্নেহশীল

-بِهِمْ; আল্লাহ; -يَخْشِفَ; ধসিয়ে দেবেন; -أَنْ; যে; -السَّيَّاتِ-খুবই নিকৃষ্টভাবে; তাদেরকে; -الْأَرْضَ; যমীনে; -أَوْ; অথবা; -يَأْتِيَهُمْ; এনে দেবেন তাদের উপর; -الْعَذَابُ; আযাব; -مِنْ; থেকে; -حَيْثُ; এমন দিক; -لَا يَشْعُرُونَ; যার ধারণাও তারা করতে পারবে না। ৪৬. অথবা; -أَوْ; -يَأْخُذْهُمْ; (যা+অ+হম)-তাদেরকে পাকড়াও করবেন; -فَمَأْهُمُ; (ফ+মা+হম)-এবং তারাতো নয়; -بِمُعْجِزَيْنِ; (ব+মু+জ+ইন)-তা ব্যর্থ করতে সক্ষম। ৪৭. অথবা; -عَلَى; -تَخَوُّفٍ; ভীত-সন্ত্রস্ত; -فَإِنَّ; -رَبَّكُمُ الرَّءُوفُ; (ল+র+ও+ফ)-বড়ই স্নেহশীল; -وَفٍ; আসলে; -رَبُّكُمْ; আপনার প্রতিপালক;

নবী কুরআনকে মৌখিকভাবে মানুষকে বুঝিয়ে দিয়ে দায়িত্ব শেষ করে দেবেন না বরং তিনি কুরআনের বিধি-বিধানকে বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে একটি গোটা সমাজ গঠন করে তা পরিচালনার মাধ্যমেই তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ করবেন। সকল নবীকে মানুষ হিসেবে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য এটাই। কুরআনকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে অথবা গ্রন্থাকারে একই সাথে দুনিয়ার মানুষের কাছে পাঠালে তা মানুষের জন্য উপযোগী হতো না এবং মানুষ তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে অক্ষম হতো। এ আয়াত দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন বুঝার জন্য নবী (স)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যা-ই আমাদের জন্য অনুসরণীয়। আর কুরআনের ব্যাখ্যা নবী (স)-এর বাণী, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমেই আমাদের নিকট এসেছে যা হাদীসে রাসূল নামে আমাদের সামনে বর্তমান রয়েছে। সুতরাং হাদীসকে বাদ দিয়ে কুরআনের অনুসরণ কোনোমতেই সম্ভব নয়। আসলে হাদীসকে অস্বীকার কুরআনকে অস্বীকারের নামান্তর।

رَحِيمٌ ﴿٥٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّرُ ۖ ظِلُّهُ

অত্যন্ত দয়াময়। ৪৮. তারা কি লক্ষ্য করে না সে জিনিসের প্রতি যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, যার ছায়া ঢলে পড়ে

عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَخَرُونَ ○

ডান দিকে ও বাম দিকে^{৪৬} আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত,
এভাবেই তারা সবাই বিনীত হয়।

﴿٥٦﴾ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّ

৪৯. আর আল্লাহর জন্যই সিজদা করে যা কিছু আছে আসমানে ও যা কিছু আছে
যমীনে প্রাণী জগতের মধ্য থেকে এবং

الْمَلِكَةُ وَهِيَ لَا يُسْتَكْبَرُونَ ﴿١٥﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ

ফেরেশতারাও (সিজদাবনত)^{৪৭}, আর তারা অহংকার করে না।

৫০. তারা ভয় করে তাদের প্রতিপালককে (যিনি)

[illegible]

৪৬. দেহবিশিষ্ট সকল বস্তুর-ই ছায়া রয়েছে। আর এ ছায়া-ই প্রমাণ করে যে, সকল সৃষ্টি-ই এক সর্বগ্রাসী আইনের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ। সকল বস্তু বা প্রাণীর ঘাড়েই দাসত্বের এক কঠিন বেড়ী রয়েছে। আর দাসত্ব হলো সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক এক আল্লাহর।

৪৭. এ আয়াতে ইংগিত রয়েছে, শুধুমাত্র যমীনের সকল সৃষ্টিই যে আল্লাহর দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ তা নয়। আসমানের যারা অধিবাসী—যাদেরকে প্রাচীনকাল থেকে কিছু কিছু

مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

তাদের উপরে অবস্থানরত এবং তাদেরকে যা কিছু আদেশ করা হয়,
তা-ই তারা পালন করে।

يَفْعَلُونَ ; এবং ; وَ- (যিনি) তাদের উপরে অবস্থানরত ; (من+فوق+هم)-مِنْ فَوْقِهِمْ -
তারা পালন করে ; مَا-যা কিছু ; يُؤْمَرُونَ-তাদেরকে আদেশ করা হয়।

মানুষ দেবতা, আল্লাহর নিকটাত্মীয় ইত্যাদি মনে করে পূজা করে আসছে তারাও আল্লাহর দাস হিসেবে তাঁর সামনে সিজদাবনত রয়েছে। আল্লাহর কর্তৃত্বে তাদের কোনো অংশ-ই নেই।

‘৬ষ্ঠ রুকু’ (আয়াত ৩৫-৪০)-এর শিক্ষা

১. যারা আল্লাহর দীনের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছে, কাফির-মুশরিকদের হাতে ভোগ করেছে অমানুষিক যুলুম-নির্যাতন ; সহায়-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, স্বজন-স্বদেশ সব ছেড়ে নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে, আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

২. আল্লাহর জন্য আল্লাহর দেয়া জান-মান দিয়ে তাঁরই পথে তাঁর দীন কায়েমে যারা সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা জারী রাখে, তাদের জন্য তিনি আখিরাতে অফুরন্ত নিয়ামত রেখেছেন—এতে কোনোই সন্দেহ নেই। আর দুনিয়াতেও তিনি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

৩. দীন কায়েমের সংগ্রামের সকল পরিস্থিতিতে সবার ও আল্লাহর উপরে পূর্ণ ভরসা রেখে এগিয়ে যেতে হবে।

৪. মানুষের হিদায়াতের জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে সর্ব-যুগেই আল্লাহ তা‘আলা মানুষ-ই পাঠিয়েছেন। আর মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক মানুষ হওয়াই বিজ্ঞানসম্মত।

৫. দীন সম্পর্কে সকল জিজ্ঞাসার জবাব একমাত্র তাঁরাই দিতে পারেন, যাঁরা ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানী। সুতরাং দীন সম্পর্কে সকল জিজ্ঞাসা তাদের নিকট-ই করতে হবে।

৬. আল্লাহর দীনকে মানব সমাজে পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাসূলকে পাঠানো হয়েছে এবং তিনি যথাযথভাবে তা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে তা-ই অনুসরণ করতে হবে।

৭. দীনকে জানা ও মানা ফরয। সুতরাং এ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা আমাদের কর্তব্যের অন্তর্গত। দীনী জ্ঞান হাসিল করা সর্বাত্মক ফরয। এতে অবহেলা করলে মুসলমান হিসেবে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

৮. দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সকল ষড়যন্ত্র কখনো সফল হতে পারে না। অবশেষে তারা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তবে এর জন্য আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব পালনে তৎপর থাকতে হবে।

৯. আল্লাহ তা‘আলা চাইলে তাঁর দীনের বিরোধীদের তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করতে পারেন, কিন্তু তাদেরকে দুনিয়াতে সকল জীবিকার ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। এটা আল্লাহর মেহশীলতা ও অসীম দয়াশীলতার প্রমাণ।

১০. সৃষ্টিকূলের সবকিছুই আল্লাহর সামনে সিজদাবনত। এমনকি উর্ধ্বজগতের ফেরেশতারাও আল্লাহর সামনে সিজদারত।

১১. ফেরেশতারা আল্লাহর ভয়ে সদা কম্পমান। আল্লাহ তা'আলা যা হুকুম দেন তা-ই তারা পালন করে।

১২. সকল সৃষ্টিই রাক্বুল আলামীনের হুকুম পালনে সদা-সর্বদা নিয়োজিত। তাঁর হুকুম অমান্য করার ক্ষমতা তাদের নেই! কিন্তু সীমিত ক্ষেত্রে মানুষকে ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তাই মানুষ যদি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাশক্তিকে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কাজ না করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তাহলে আল্লাহ মানুষকে এমন পুরস্কার দেবেন যার কোনো তুলনা দুনিয়াতে নেই।



সূরা হিসেবে রুকু'-৭
পারা হিসেবে রুকু'-১৩
আয়াত সংখ্যা-১০

① وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ

৫১. আর আল্লাহ বলেন, তোমরা দু'ইলাহ^{৪৮} বানিয়ে নিও না ;
তিনিতো একক ইলাহ ;

فَاِيَّايَ فَارْهَبُونِ ② وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ

—অতএব আমাকেই তোমরা ভয় করো। ৫২. আর আসমান ও যমীনের মধ্যে—
যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর এবং তাঁরই জন্য

الدِّينِ وَاَصْبًا ۚ اَفَغَيَّرَ اللَّهُ تَتَّقُونَ ③ وَمَا يَكْمُرُ مِنْ نِعْمَةٍ

আনুগত্য সার্বক্ষণিক বিরাজিত^{৪৯} ; তা সত্ত্বেও তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয়
করবে^{৫০} ; ৫৩. আর তোমাদের যে নিয়ামত-ই আছে

①-আর ; قَالَ-বলেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لَا تَتَّخِذُوا-তোমরা বানিয়ে নিও না ; إِلَهَيْنِ-
ইলাহ (+) ; فَاِيَّايَ-একক ; وَاحِدٌ-ইলাহ ; اِنَّمَا-তিনিতো ; هُوَ-দুই ; اثْنَيْنِ-
; আর ②-অতএব আমাকেই ; ارْهَبُونِ-(+ফ+)-তোমরা ভয় করো ; اِيَّايَ-
; الْأَرْضِ-ও ; وَمَا-রয়েছে আসমানে ; فِي السَّمٰوٰتِ-সবই তাঁর ; وَلَهُ-
যমীনে ; وَ-এবং ; لَهُ-তাঁরই জন্য ; الدِّينِ-(ال+دين)-আনুগত্য ; وَاَصْبًا-সার্বক্ষণিক
বিরাজিত ; اَفَغَيَّرَ اللَّهُ-তোমরা ভয় ; تَتَّقُونَ-তা সত্ত্বেও আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে
করবে ③-আর ; وَمَا-যে ; يَكْمُرُ-তোমাদের আছে ; نِعْمَةٍ-নিয়ামত-ই ;

৪৮. 'দুই ইলাহ' না বানানোর কথা বলা থেকে দুই জনের বেশী বানানোর নিষিদ্ধতাও
আপনা-আপনিই প্রমাণিত হয়ে যায়।

৪৯. অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের গোটা ব্যবস্থাপনা আল্লাহর আনুগত্যের উপরই বিরাজমান।
স্রষ্টার আনুগত্যের মধ্যেই সৃষ্টির কল্যাণ নিহিত।

৫০. অর্থাৎ এক আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য কোনো সত্তার ভয় তোমাদের জীবনব্যবস্থার
ভিত্তি হতে পারে না। অপর কারো সন্তোষ-অসন্তোষের পরওয়া তোমরা করতে পার না।

فَمِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ ﴿٥٨﴾ ثُمَّ إِذَا

তা আল্লাহর-ই পক্ষ থেকে, আবার যখন দুঃখ দৈন্যতা তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁর কাছেই-তো ফরিয়াদ কর^{৫৮}। ৫৪. অতপর যখন

كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

তোমাদের থেকে দুঃখ দৈন্যতা তিনি দূর করে দেন তখন তোমাদের মধ্য থেকে একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক সাব্যস্ত করে^{৫৯}

﴿٥٩﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا بِفُسُوفٍ تَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ وَيَجْعَلُونَ

৫৫. তা অস্বীকার করার জন্য যা আমি তাদেরকে দান করেছি ; অতএব (ক্ষণেক) ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। ৫৬. আর তারা ঠিক করে রাখে

(-مس+কম)-مَسَّكُمْ ; -যখন ; إِذَا ; -আবার ; ثُمَّ ; -আল্লাহর-ই ; اللَّهُ ; -পক্ষ থেকে ; فَمِنْ-তোমাদেরকে স্পর্শ করে ; الضُّرُّ ; -দুঃখ-দৈন্যতা ; (ال+ضر)-الضُّرُّ ; -তোমরা ফরিয়াদ করো ; تَجْئَرُونَ ; -যখন ; إِذَا ; -অতপর ; ثُمَّ ﴿٥٨﴾ ; -যখন ; إِذَا ; -তোমাদের থেকে ; عَنْكُمْ ; -দুঃখ-দৈন্যতা ; الضُّرُّ ; -তিনি দূর করে দেন ; كَشَفَ-তখন ; (ب+رب+হম)-بِرَبِّهِمْ ; -তোমাদের মধ্য থেকে ; مِّنْكُمْ ; -একটি দল ; فَرِيقٌ ; -তোমাদের প্রতিপালকের সাথে ; يُشْرِكُونَ-শরীক সাব্যস্ত করে ; ﴿٥٩﴾ لِيَكْفُرُوا-অস্বীকার করার জন্য ; بِمَا-তা যা ; آتَيْنَهُمْ ; -আমি তাদেরকে দান করেছি ; (ف+সوف تعلمون)-فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ; -অতএব ভোগ করে নাও ; (ف+تمتعوا)-فَتَمْتَعُوا-শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে ; ﴿٦٠﴾ وَيَجْعَلُونَ-আর ; তারা ঠিক করে রাখে ;

৫১. অর্থাৎ আল্লাহর এককত্বের সাক্ষ্য-প্রমাণ তোমাদের নিজেদের স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তোমরা যখন কঠিন মসীবতে পড়ো তখন তোমাদের মনে আশ্রয়স্থল হিসেবে এক আল্লাহর কথাই সর্বাত্মে জাগ্রত হয়। কিছুক্ষণের জন্য হলেও তোমাদের অন্তরে মূল ভাব জেগে উঠে। সে মুহূর্তে তোমাদের অন্তরে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ, অন্য কোনো প্রতিপালক, অথবা অন্য কোনো একক স্বাধীন সত্তার অস্তিত্ব থাকে না। তখন তোমরা তার কাছেই নিজ ফরিয়াদ পেশ করে থাক।

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ যখন তোমাদের দুঃখ দৈন্যতা দূর করে দেন সাথে সাথেই তোমরা আল্লাহর সাথে শিরক করা আরম্ভ করো। তোমরা কোনো পীর-বুয়ুর্গ, কোনো দেব-দেবী বা অন্য কোনো দৃশ্য-অদৃশ্য সত্তার নামে বা কোনো মৃত ব্যক্তির মাজারে নয়র-নিয়ায দিতে শুরু করো। আর মনে মনে বলতে থাক যে, এঁরা যদি আল্লাহর কাছে সুপারিশ

لَا يَلْعَلُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْهُمَا كُنْتُمْ تَفْتُرُونَ ۝

তাদের জন্য—যাদেরকে তারা জানে না^{৫৩}—তা থেকে একটি অংশ যে রিয়ক আমি তাদেরকে দিয়েছি^{৫৪} ;
আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে সে সম্পর্কে যে মিথ্যা বানিয়ে বেড়াতে।

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ۝ وَإِذَا بُشِّرَ

৫৭. আর তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান ঠিক করে^{৫৫} (অথচ) তিনি (তা থেকে) পবিত্র ; আর যা তারা
কামনা করে তা (ঠিক করে) নিজেদের জন্য^{৫৬}। ৫৮. আর যখনই সুখবর দেয়া হয়েছে

أَحَدَهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ يَتَوَارَىٰ

তাদের কাউকে মেয়ে হওয়ার, হয়ে গেছে তার চেহারা কালো এবং সে হয় রাগ
দমনকারী। ৫৯. সে পালিয়ে বেড়ায়।

لَا-তাদের জন্য যাদেরকে ; لَا يَلْعَلُونَ-তারা জানে না ; نَصِيبًا-একটি অংশ ; مِمَّا-
তা থেকে যে ; رَزَقْنَاهُمْ-(রজনা+হম)-রিয়ক আমি তাদেরকে দিয়েছি ; تَاللَّهِ-আল্লাহর
কসম ; لَتُسْأَلُنَّ-তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে ; عَنْهُمَا-সে সম্পর্কে যে ;
يَجْعَلُونَ-তারা ঠিক করে ; الْبَنَاتِ-(ال+বنت)-কন্যা সন্তান ; سُبْحَنَهُ-তিনি পবিত্র (তা
থেকে) ; وَ-আর ; لَهُمْ-তাদের নিজেদের জন্য ; مَا-তা যা ; يَشْتَهُونَ-তারা কামনা
করে ; (أَحَدَهُمْ)-একজন ; إِذَا-যখনই ; بُشِّرَ-সুখবর দেয়া হয়েছে ; وَ-আর ;
وَجْهَهُ-তার চেহারা ; ظَلَّ-হয়ে গেছে ; بِالْأُنْثَىٰ-(ب+ال+انثى)-মেয়ে হওয়ার ; مُسْوَدًّا-কালো ; وَ-এবং ; هُوَ-সে ; كَظِيمٌ-রাগ দমনকারী
হয় ; يَتَوَارَىٰ-সে পালিয়ে বেড়ায় ;

না করতেন এবং আমার প্রতি দয়া করতে আল্লাহকে বাধ্য না করতেন, তবে আল্লাহ
কখনো দয়া করতেন না।

৫৩. অর্থাৎ এসব সন্তাকে তারা যে আল্লাহর শরীক বা অংশীদার বানিয়ে নিয়েছে এটা
জ্ঞানের কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বানায়নি। আল্লাহ তাঁর নিজ
ক্ষমতার কিছু কিছু অথবা নিজ সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ এদেরকে দিয়ে দিয়েছেন বলে
কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ এসব মূর্খের কাছে নেই।

৫৪. অর্থাৎ এরা নযর-নিয়ায ও ভেট-বেগাড় দেয়ার জন্য তাদেরকে আমার দেয়া
আয়-রোযগারের একটি অংশ এবং যমীনের ফসলের অংশ নির্দিষ্ট করে রাখে।

مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ

লোকদের থেকে—যে সুখবর তাকে দেয়া হয়েছে তার লজ্জায়, (সে ভাবে)—লজ্জা নিয়েও তাকে (জীবিত) রেখে দেবে অথবা পুঁতে ফেলবে

فِي التُّرَابِ ۖ إِلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٦٠﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

মাটির মধ্যে ; জেনে রেখো ! তারা যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা অত্যন্ত মন্দ^{৫৭} ।

৬০. যারা ঈমান রাখেনা আখিরাতের উপর

مَثَلُ السَّوِّءِ ۚ وَبِاللهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

মন্দের উদাহরণ তারাই ; আর আল্লাহর জন্য রয়েছে মহত্তম গুণরাজী ;

এবং তিনি পরাক্রমশালী মহাকুশলী ।

-থেকে ; الْقَوْمُ-লোকদের ; مِنْ-লজ্জায় ; مَآ-যে ; بُشِّرَ-সুখবর তাকে দেয়া
 হয়েছে ; عَلَى هُوْنٍ-লজ্জা ; تَارَ-তার ; أَيْمِسْكُهُ-(إِ+يَمْسِكُ)-তাকে কি রেখে দেবে ;
 فِي(ال+)-ফী التُّرَابِ-তাকে পুঁতে ফেলবে ; أَمْ-অথবা ; يَدُسُّهُ-(يَدْسُ+)-
 -يَحْكُمُونَ ; مَآ-যে ; تَأْتِ-তাত্ত্ব মন্দ ; جَنَّةٍ-জেনে রেখো ;
 -بِالْآخِرَةِ-না ; لِّلَّذِينَ ۞-যারা, তারাই ; لَا يُؤْمِنُونَ-ঈমান রাখে না ;
 -عَزِيزٌ ; تَرْنِي-তিনি ; هُوَ-এবং ; مَهْلِكٌ-মহাকুশলী ;
 -عَزِيزٌ-পরাক্রমশালী ; الْحَكِيمُ-মহাকুশলী ।

৫৫. এখানে মুশরিকদের আকীদার কথা বলা হচ্ছে। মুশরিকদের উপাস্যদের মধ্যে দেব-দেবী তথা নারীদের সংখ্যা-ই ছিল বেশী। বর্তমানেও দেখা যায় হিন্দুদের উপাস্যদের মধ্যে দেবীর সংখ্যা অধিক। আর তারা এসব দেবীদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে মনে করতো। তাছাড়া ফেরেশতাদেরকেও তারা আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করতো।

৫৬. অর্থাৎ তারা নিজেদের জন্য পুত্র-সন্তান কামনা করতো। কন্যা সন্তানকে তারা দর্ভাগ্যের লক্ষণ মনে করতো।

৫৭. আল্লাহ সম্পর্কে মুশরিকদের আকীদা বিশ্বাস যে কতটুকু নীচ এবং তাদের এ অপরাধের মাত্রা যে কতটুকু চরম তা এ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমত আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করা এক অমার্জনীয় অপরাধ। অতপর যে কন্যা সন্তান হওয়ার ব্যাপারকে তারা নিজেদের জন্য অবমাননাকর মনে করে তা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা আর এক ঘৃণ্য অপরাধ। মোটকথা আল্লাহ সম্পর্কে মুশরিকদের আচরণ চরম বেয়াদবীমূলক ও মূর্খতার পরিচায়ক।

৭ম রুকু' (আয়াত ৫১-৬০)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ এক, তাঁর মূল সত্তা বা গুণাবলীতে কোনো অংশীদার নেই। এতে অংশীদার সাব্যস্ত করা শিরক। শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ। শিরকের গুনাহ মাফ হবে না। শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য দীনী জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য।

২. আল্লাহ যেহেতু একক, সর্বশক্তিমান, সুতরাং ভয় করতে হবে একমাত্র তাঁকেই।

৩. আসমান-যমীনের সবকিছুর স্রষ্টা তিনি এবং এসবের মালিকানাও তাঁরই। দুনিয়ার দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় সদা-সর্বদা তাঁরই আনুগত্য করে যাচ্ছে। সুতরাং মানুষকেও সদা-সর্বদা সকল কাজে তারই আনুগত্য করতে হবে।

৪. মানুষের মৌলিকত্ব হলো আল্লাহর দাসত্ব। আর এ জন্যই চরম নাস্তিক লোকও কঠিন বিপদের সময় আল্লাহর নিকটই আশ্রয় চায়। তাই সুসময় বা দুঃসময় সকল অবস্থায় আল্লাহর নিকটই কৃতজ্ঞতা বা ফরিয়াদ জানাতে হবে।

৫. দুঃসময় পার হয়ে গেলে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে দুঃসময় দূর করার কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ বা কার্যকারণের প্রতি স্থাপন করা শিরক। এ জাতীয় শিরক থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে।

৬. আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো দেব-দেবী, পীর-মুরশিদ বা দৃশ্য-অদৃশ্য কোনো সত্তার জন্য মানত করা শিরক। সুতরাং এ জাতীয় শিরক থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

৭. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীবের বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কারো থেকে জন্ম নেননি—এসব জীবের বৈশিষ্ট্য। তিনি চিরজীব, তিনি আদি, তিনি অন্ত। আল্লাহর যাত ও সিফাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেই উপরোল্লিখিত শিরক থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

৮. শিরক ও কুফর হচ্ছে জঘন্য মন্দ। সকল মহোত্তম গুণরাজির মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পরাক্রম ও কুশলতার অধিকারী।



সূরা হিসেবে রুকু'-৮
পারা হিসেবে রুকু'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৫

﴿وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكُوا عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ﴾

৬১. আর যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের যুলুমের কারণে পাকড়াও করতেন, (তাহলে) তারা (যমীনের) উপর একটি প্রাণীকেও ছেড়ে দিতেন না

﴿يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾

তিনি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। অতপর যখন তাদের মেয়াদ এসে পড়ে, তারা দেরী করতে পারে না

﴿سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾

এক মুহূর্তও আর না পারে এগিয়ে আনতে। ৬২. আর তারা আল্লাহর জন্য তা-ই সাব্যস্ত করে যা তারা নিজেরা অপছন্দ করে।

﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ۚ لَا جَرَءَ﴾

আর তাদের জিহ্বা মিথ্যা-যুক্ত হয় যে, সকল কল্যাণ তাদেরই জন্য ; সন্দেহ নেই।

﴿و-আর ; وَلَوْ-যদি ; يُؤَاخِذُ-পাকড়াও করতেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; النَّاسَ-মানুষকে ;

عَلَيْهَا-তাদের যুলুমের কারণে ; تَرَكَ-ছেড়ে দিতেন না ; ظُلْمِهِمْ-(ب+ظلم+هم)-তাদের যুলুমের কারণে ;

يُؤَخِّرُهُمْ-(+)-তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন ; دَابَّةٍ-একটি প্রাণীকেও ; وَلَكِنْ-তবে ;

مُسَمًّى-নির্দিষ্ট ; إِلَىٰ أَجَلٍ-অতপর যখন ; مُسَمًّى-মেয়াদ ; أَجَلٍ-মেয়াদ ;

يَجْعَلُونَ-তাদের মেয়াদ ; جَاءَ-এসে পড়ে ; أَجْلُهُمْ-(اجل+هم)-তাদের মেয়াদ ;

لَا يَسْتَأْخِرُونَ-তারা দেরী করতে পারে না ; سَاعَةً-এক মুহূর্তেও ;

و-আর ; لَا يَسْتَقْدِمُونَ-না পারে এগিয়ে আনতে ; ﴿و-আর ;

يَكْرَهُونَ-তারা নিজেরা অপছন্দ করে ; مَا-তা-ই যা ; لِلَّهِ-আল্লাহর জন্য ;

تَصِفُ-যুক্ত হয় ; أَلْسِنَتُهُمُ-জিহ্বা ; الْكُذْبَ-(السنه+هم)-তাদের জিহ্বা ;

لَهُمُ-তাদেরই জন্য ; الْحُسْنَىٰ-(ال+حسنی)-সকল কল্যাণ ; لَا جَرَءَ-সন্দেহ নেই ;

أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦٧﴾ تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ

তাদের জন্য রয়েছে নিশ্চিত জাহান্নাম এবং সর্বাত্মে তারাই (তাতে) নিক্ষিপ্ত হবে ।
৬৭. আল্লাহর কসম (হে নবী !) জাতিসমূহের নিকট পাঠিয়েছিলাম রাসূলদেরকে

مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَ لِيَهُمُ الْيَوْمَ

আপনার আগেও কিন্তু শয়তান তাদের (বদ) কাজগুলোকে তাদের সামনে সুন্দর করে
তুলে ধরেছে, তাই শয়তান-ই আজ তাদের অভিভাবক হয়ে দাঁড়িয়েছে

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٨﴾ وَمَا أَتٰنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا

আর যজ্ঞাদায়ক আযাব তাদের জন্যই । ৬৮. আর আমি তো আপনার উপর এ
কিতাব এছাড়া (অন্য কোনো কারণে) নাযিল করিনি

لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٩﴾

যাতে আপনি সে বিষয় তাদের সামনে প্রকাশ করে দিতে পারেন যাতে তারা মতভেদ করছে ; এবং যে সম্প্রদায়
(এ কিতাবের উপর) ঈমান রাখে তাদের জন্য (এটা) হিদায়াত ও রহমত হয়^{৬৮} ।

- أَنَّهُمْ ; এবং ; وَ - النَّارَ - (ال+নার) - জাহান্নাম ; لَهُمْ - তাদের জন্য রয়েছে ; تَاللّٰهِ - নিশ্চিত ; لَقَدْ - আল্লাহর কসম ; أَرْسَلْنَا - নিসন্দেহে পাঠিয়েছিলাম রাসূলদেরকে ; إِلَىٰ - নিকট ; أُمَمٍ - জাতিসমূহের ; مِّن قَبْلِكَ - আপনার পূর্বেও ; فَزَيَّنَ - (ف+زين) - সুন্দর করে তুলে ধরেছে ; لَهُمُ - তাদের জন্য ; الشَّيْطٰنُ - শয়তান ; أَعْمَالَهُمْ - (اعمال+হম) - তাদের (বদ) কাজ-
গুলোকে ; وَلِيَهُمُ - (ولى+হম) - তাদের অভিভাবক ; وَلَهُمْ - তাদের জন্যই ; عَذَابٌ - আযাব ; أَلِيمٌ - যজ্ঞাদায়ক । ﴿٦٨﴾ - আর ; الْكِتَابُ - এ কিতাব ; إِلَّا - (من+قبل+ك) - তাই সে-ই ; وَلِيَهُمُ - (ف+هو) - তাই সে-ই ; وَلَهُمْ - তাদের জন্যই ; عَذَابٌ - আযাব ; أَلِيمٌ - যজ্ঞাদায়ক । ﴿٦٩﴾ - আর ; لِتُبَيِّنَ - (ل+ت+بين) - যাতে আপনি প্রকাশ করে দিতে পারেন ; الَّذِي - সে বিষয় ; اخْتَلَفُوا فِيهِ - তারা মতভেদ করছে ; وَهُدًى - হিদায়াত ; وَرَحْمَةً - রহমত হয় ; لِّقَوْمٍ - (ل+ق+وم) - যে সম্প্রদায়ের জন্য ; يُؤْمِنُونَ - (ي+ؤمن) - যারা ঈমান রাখে (এ কিতাবের উপর) ।

৫৮. অর্থাৎ এ কিতাব নাযিল হওয়ার আগে তারা যেসব ধারণা-কল্পনার ভিত্তিতে গড়ে উঠা মত ও পথের অনুসারী ছিল এবং পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল,

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ

৬৫. আর আল্লাহ-ইতো আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং যমীনকে তা দ্বারা সজীব করেন তা মরে শুকিয়ে যাওয়ার পর ;

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা (মনোযোগ দিয়ে) শোনে।

৬৫-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ-ইতো ; أَنْزَلَ-বর্ষণ করেন ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-আসমান ; فَأَحْيَا-পানি ; الْأَرْضَ-যমীনকে ; তা দ্বারা ; (ف+احيا)-এবং সজীব করেন ; مَوْتِهَا-তা শুকিয়ে মরে যাওয়ার ; بَعْدَ-পর ; فِي ذَلِكَ-নিশ্চয়ই ; يَسْمَعُونَ-যারা (মনোযোগ দিয়ে) শোনে ; لِقَوْمٍ-সেই সম্প্রদায়ের জন্য ; لَآيَةً-নিদর্শন ; এতে রয়েছে ; (মনোযোগ দিয়ে) শোনে ।

তা থেকে মুক্তি পেয়ে একটি স্থায়ী ও মজবুত ভিত্তির উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ লাভে সক্ষম হয়েছে। (এটা অবশ্য) এ কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য আল্লাহর রহমত ও বরকত ছাড়া কিছু নয়। অপর দিকে এর বিরোধীরা পূর্বেকার অজ্ঞতা ও বিভেদের জালে জড়িয়ে থেকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যেই পড়ে থাকলো।

৫৯. অর্থাৎ রাসূলের মুখে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ করার কথা শুনে তোমাদের অবাক হওয়ার কারণতো কিছুই নেই। কেননা এর প্রমাণতো তোমাদের সামনেই রয়েছে। তোমাদের জীবনে তোমরা বহুবার এ দৃশ্য দেখে থাক যে, যমীন শুকিয়ে পাথরের মতো হয়ে পড়ে আছে, জীবনের কোনো লক্ষণ কোথাও দেখা যাচ্ছে না, এর মধ্যে যখন বৃষ্টির মৌসুম পড়ে এবং দু'এক পশলা বৃষ্টি হয়, সাথে সাথেই মাটির মধ্যে মরে পড়ে থাকা শিকড় থেকে জীবনের সূচনা হতে থাকে। অগণিত ভূমি-পোকা ও কীট-পতঙ্গ এবং উদ্ভিদরাজি মাটি থেকে বের হয়ে পড়ে। এসব দেখার পরও মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন লাভকে অসম্ভব মনে করার কোনো কারণ-ইতো থাকতে পারে না।

৮ম ব্লক (আয়াত ৬১-৬৫)-এর শিক্ষা

১. সকল প্রকার গুনাহ-ই যুলুম। তবে সবচেয়ে বড় যুলুম হলো শিরক। মানুষ যেসব গুনাহে লিপ্ত, সেজন্য আল্লাহ যদি পাকড়াও করতেন, তাহলে বাঁচার কোনো উপায়-ই থাকতো না। সুতরাং তা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো যথাযথ মানে তাওবা-ইসতিগফার করা।

২. গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পরবর্তীতে গুনাহ না করার প্রতিশ্রুতি-ই হলো 'তাওবা'।

তাওবা করার জন্য মানুষকে যে অবকাশ দেয়া হয়েছে তা হলো তার জীবনকাল। সুতরাং এ মুহূর্ত থেকে আমাদেরকে তাওবা-ইসতিগফার করে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে হবে। কারণ আমাদের অবকাশকাল তথা মেয়াদ কতদিন তা আমাদের জানা নেই।

৩. মানুষের জীবনকাল সুনির্দিষ্ট। এটাকে কমানো বাড়ানোর আমাদের কোনো ইচ্ছাওয়ার নেই। আর জীবনকালের শেষ সীমাও আমাদের জানা নেই; সুতরাং আমাদের হাতে আছে বর্তমানকাল, তাই বর্তমানকেই আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

৪. মুশরিকদের শেষ ঠিকানা নিশ্চিত জাহান্নাম। সুতরাং শির্ক থেকে বাঁচার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চালাতে হবে।

৫. শয়তানের অনুগতদের অভিভাবক হলো শয়তান। শয়তানের অনুগতদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। এ শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে, শয়তানের আনুগত্য ছেড়ে নবী-রাসুলদের আনুগত্য করতে হবে।

৬. সকল মতভেদ ও মতপার্থক্য নিরসনের উপায় হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাহর সমাধান মেনে নেয়া।

৭. আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে যেমন মৃত যমীনকে জীবিত করেন তেমনি মৃত্যুর পর আমাদেরকেও পুনরায় জীবিত করবেন এতে কোনোই সন্দেহ নেই।



সূরা হিসেবে রুকু'-৯
পারা হিসেবে রুকু'-১৫
আয়াত সংখ্যা-৫

وَإِنْ لَكُم فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ۖ نُفْسِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ۖ

৬৬. আর অবশ্যই গৃহপালিত পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে ;
আমি তোমাদেরকে পান করাই তা থেকে যা রয়েছে তার পেটে—

مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ ۖ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ ۖ

গোবর ও রক্তের মাঝে—খাঁটি দুধ^{৬০}, পানকারীদের জন্য তৃপ্তিদায়ক । ৬৭. আর

مِنْ ثَمَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا

খেজুর বৃক্ষের ফল ও আঙ্গুর—তা থেকে তোমরা বানিয়ে থাক নেশার জিনিস এবং

وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ

উত্তম রিযিক^{৬১}, নিশ্চয়ই এতে রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে । ৬৮. আর আপনার প্রতিপালক-ইতো আদেশ দিয়েছেন

(-ال+انعام)-الْأَنْعَام; -মধ্যে; -نَفْسِكُمْ; -তোমাদের জন্য; -إِنْ; -অবশ্যই; -و-আর; ৬৬)
-(-نُفْسِكُمْ+كم)-نُفْسِكُمْ; -শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে; -لَعِبْرَةٌ; -গৃহপালিত পশুর; -و-আর; ৬৭)
-(-فِي+في)-فِي بُطُونِهِ; -তা থেকে যা; -مِمَّا; -আমি তোমাদেরকে পান করাই; -و-আর; ৬৮)
-(-ر_دَمٍ+دَم)-ر_دَمٍ; -গোবর; -فَرْثٍ; -মাঝে; -مِنْ بَيْنِ; -রয়েছে তার পেটে; -و-আর; ৬৯)
-(-ل+ال+شاربين)-لِلشَّرْبِ; -তৃপ্তিদায়ক; -سَائِغًا; -খাঁটি; -خَالِصًا; -দুধ; -لَبْنَا
-(-ال+نخيل)-النَّخِيل; -ফল; -ثَمَرِ; -থেকে; -مِنْ; -আর; ৭০)
-(-و-و)-و-; -আঙ্গুর; -أَعْنَابِ; -তোমরা বানিয়ে থাক; -تَتَّخِذُونَ; -নেশার জিনিস; -سَكَرًا; -তা থেকে; -و-আর; ৭১)
-(-و-و)-و-; -উত্তম; -رِزْقًا; -রিযিক; -و-আর; ৭২)
-(-و-و)-و-; -নিদর্শন; -آيَةً; -এতে রয়েছে; -فِي; -নিশ্চয়ই; -و-আর; ৭৩)
-(-و-و)-و-; -আদেশ দিয়েছেন; -أَوْحَىٰ; -যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে; -يَعْقِلُونَ; -সম্প্রদায়ের জন্য; -و-আর; ৭৪)
-(-و-و)-و-; -আপনার প্রতিপালক; -رَبُّكَ;

৬০. 'গোবর ও রক্তের' মাঝে খাঁটি দুধ কথাটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, গৃহপালিত পশু যে খাদ্য খায় তা থেকে একদিকে তৈরি হয় রক্ত অপরদিকে হয় ময়লা-আবর্জনা; কিন্তু

إِلَى النَّخْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ

মৌমাছির প্রতি^{৬২} যে, ঘর (মৌচাক) বানাও পাহাড়ে ও গাছে

وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سَبِيلَ رَبِّكَ

এবং তারা (মানুষ) যে উঁচু ঘর বানায় তাতে। ৬৯. অতপর চুষে নাও প্রত্যেক ফল থেকে এবং চলতে থাকো তোমার প্রতিপালকের পথে—

- مِنَ الْجِبَالِ ; বানাও-اتَّخِذِي ; যে-أَنْ ; মৌমাছির ; (ال-নحل)-النَّخْلِ-প্রতি ; الى-
وَ ; গাছে-(من+ال+শجر)-مِنَ الشَّجَرِ ; ও-وُ ; ঘর-بُيُوتًا ; পাহাড়ে-(من+ال+جبال)-
-এবং ; চুষে-كُلِي ; অতপর-ثُمَّ ﴿٦٥﴾ ; তারা উঁচু ঘর বানায়-يَعْرِشُونَ ; যে তাতে-مِمَّا ;
নাও ; ফল ; (ال+ثمرت)-الثَّمَرَاتِ ; প্রত্যেক-كُلِّ ; থেকে-مِنْ ;
তোমার প্রতিপালকের ; (رب+ك)-رَبِّكَ ; পথে-سَبِيلَ ; এবং চলতে থাকো-(اسلكي) ;

এদেরই নারী গোত্রের মধ্যে একই খাদ্য থেকে উদ্ভিখিত দু'জিনিস ছাড়াও তৃতীয় আর একটি জিনিস তৈরী হয় যেটাকে আমরা দুধ নামে চিনি। এ দুধ রক্ত ও গোবর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। একই ঘাস পুরুষ গোত্রের পশুও খায় ; কিন্তু তাদের মধ্যে দুধ তৈরী হয় না। এ দুধ এত বেশী পরিমাণে উৎপাদিত হয় যে, পশুর বাচ্চার প্রয়োজন পূরণের পর মানুষের জন্যও তা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

৬১. অর্থাৎ ফল-ফলাদির রস মানুষের জন্য পবিত্র ও উত্তম খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, আবার মস্তিষ্ক বিকৃতকারী ও নেশার উপকরণ মদও তৈরি হতে পারে, এখন আমাদের চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে হবে যে, আমরা কোন্টা গ্রহণ করবো। উত্তম ও পাক পবিত্র খাদ্য, না কি হারাম নাপাক দুর্গন্ধযুক্ত মস্তিষ্ক বিকৃতকারী মদ।

৬২. 'ওহী' শব্দের শাব্দিক অর্থ সূক্ষ্ম ইংগীত যা ইংগীতকারী ও ইংগীত প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে 'ওহী' শব্দটি দ্বারা মনে কোনো বিষয় জাগিয়ে দেয়া (القاء) এবং গোপনে কোনো জ্ঞান জানিয়ে দেয়া ও শিক্ষা দেয়াকে (الهام) বুঝানো হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলুককে যে জ্ঞান শিক্ষা দেন তা কোনো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেয়া হয় না ; বরং এমন সূক্ষ্মভাবে এ শিক্ষা কার্যক্রম চলতে থাকে যে, প্রকাশ্যে এটা দেখা যায় না। আর তাই কুরআন মাজীদে এ শিক্ষাদানকে 'ওহী', 'ইলহাম' ও 'ইলকা' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। তবে বর্তমানে শব্দ তিনটিকে আলাদা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। 'ওহী' শব্দটিকে বিশেষভাবে নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে 'ইলহাম' শব্দটিকে আওলিয়ায়ে কিরাম ও আল্লাহর খাস বান্দাহদের ক্ষেত্রে এবং 'ইলকাকে' অপেক্ষাকৃত সাধারণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

এখানে আল্লাহ তা'আলা মৌমাছিকে তার যাবতীয় কাজের নির্দেশ তথা শিক্ষা দানের কাজকে 'ওহী' শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছেন। শুধু মৌমাছি নয়—মাছকে গভীর পানিতে সাঁতার

ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

একান্ত অনুগত হয়ে ; তার পেট থেকে বের হয়, বিভিন্ন রংয়ের পানীয়

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

তাতে রয়েছে মানুষের জন্য (রোগের) শিফা, নিশ্চয়ই এতে রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন যারা চিন্তা গবেষণা করে। ৬৭

ذُلًّا-একান্ত অনুগত হয়ে ; يَخْرُجُ-বের হয় ; مِنْ-থেকে ; بُطُونِهَا-(বটন+হা)-তার পেট ; شِفَاءٌ-তাতে রয়েছে ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِي ذَلِكَ-এতে রয়েছে ; يَتَفَكَّرُونَ-যারা চিন্তা-গবেষণা করে ; لَآيَةً-নিদর্শন ; لِّقَوْمٍ-সেই সম্প্রদায়ের জন্য ;

কাটার শিক্ষা ; পাখিকে শূন্যে উড়ে বেড়ানোর শিক্ষা, সদ্যজাত শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার শিক্ষা আল্লাহ তা'আলার ওহীর মাধ্যমে হয়ে থাকে।

৬৩. 'প্রতিপালকের পথে' অর্থ সেই পথ যে পস্থা বা পদ্ধতিতে মৌমাছির একটি দল কাজ করে। তাদের মৌচাকের ধরন, গঠন পদ্ধতি, তাদের দলগুলোর মধ্যকার শৃংখলা, তাদের কর্মবটন, খাদ্য আহরণের জন্য তাদের যাওয়া-আসা এবং মধু সঞ্চয়ের কৌশল ইত্যাদি নিয়ম-পদ্ধতি-ই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথ। আল্লাহ তা'আলা এসব কাজকে তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছেন যে, এর জন্য তাদের এক বিন্দু চিন্তা-ভাবনা বা চিন্তা-গবেষণা করতে হয় না।

৬৪. মধু খাদ্য হওয়া সম্পর্কে প্রায় সকলেই অবগত আছে ; কিন্তু তার ঔষধি গুণ সম্পর্কে আমরা সকলে অবগত নই। আল্লাহ তা'আলা তাই আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন। কোনো কোনো রোগের জন্য মধু অত্যন্ত উপকারী। কেননা মধুতে গ্লুকোজ বা শর্করা জাতীয় উপাদান খুব ভালভাবে বর্তমান থাকে। তা ছাড়া মধু নিজে পচেনা এবং অপর জিনিসকেও একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। আর মধুর এ গুণের জন্যই ঔষধ তৈরির কাজে এটাকে অনায়াসেই ব্যবহার করা যায়।

৬৫. দীর্ঘ আলোচনা করে এবং বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করে নবীর দাওয়াতের দ্বিতীয় অংশ তথা রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। নবী (স) আখিরাত এবং আল্লাহকেই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী মেনে নেয়ার জন্য বলেন ; কিন্তু কাফিররা তা মেনে নিতে রাজী নয়। কারণ তা মেনে নিলে তাদের মনগড়া নৈতিকতার গোটা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায় এবং শিরুক ও নাস্তিকতার ভিত্তিতে গঠিত সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। নবীর দাওয়াতের এ দু'টো অংশকে সত্য প্রমাণ করার জন্য আমাদের সামনে বর্তমান প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এসব নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলেই নবীর দাওয়াত এবং তাঁর রিসালাতের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَرْدُ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ ۚ

৭০. আর আল্লাহ-ইতো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আবার তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে পৌছে দেন সবচেয়ে মন্দ বয়সে

لَكِي لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

ফলে সে কোনো বিষয় জানার পরও সে জানতে (বুঝতে) পারে না^{৬৬} ;
নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ।

৭০-আর ; وَاللَّهُ-আল্লাহ-ইতো ; خَلَقَكُمْ-(খলু+কম)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ;
و-এবং ; يَتَوَفَّاكُمْ-(ইত্যুফী+কম)-তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন ;
و-আবার ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্য থেকে ; يَرْدُ-পৌছে দেন ;
إِلَى-কিছু লোককে ; أَرْدَلِ الْعُمُرِ-সবচেয়ে মন্দ বয়সে ;
لَكِي لَا يَعْلَمَ-(ল+কি+)-ফলে সে জানতে বুঝতে পারে না ;
بَعْدَ-পরও ; عِلْمٍ-জানার ; شَيْئًا-কোনো
বিষয় ; قَدِيرٌ-সর্বশক্তিমান ; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهُ-আল্লাহ ;

৬৬. অর্থাৎ তোমরা যে জ্ঞানের অহংকার করো এবং একমাত্র জ্ঞানের কারণে তোমরা যে অন্যান্য সকল সৃষ্টির উপর মর্যাদার দাবী করো তা-ও আমারই দান। তোমরাতো সদা-সর্বদা দেখতেই পাও যে, তোমাদের মধ্যে যাদেরকে আমি দীর্ঘ হায়াত দান করি সে ব্যক্তিই যে যৌবনে অন্যদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দান করতো, কেমন করে বার্ধক্যে এসে একটি অথর্ব গোশতের টুকরায় পরিণত হয়ে যায়, নিজ দেহের হুঁশ-জ্ঞানও তাঁর থাকে না।

৯ম রুকু' (আয়াত ৬৬-৭০)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন সেসব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। তাহলে আল্লাহর অস্তিত্ব আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

২. আমাদের পরিবেশে যেসব জিনিস রয়েছে কেবলমাত্র সেগুলো নিয়ে চিন্তা করলেই আল্লাহর অস্তিত্বের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে।

৩. আমরা গৃহপালিত পশুর দুধ খাই, মৌমাছির সংগৃহীত মধু পান করি ; খেজুর, আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল খাই—এসব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তা বা শক্তি যে হতে পারে না, তা অস্বীকার করার ক্ষমতা কারো নেই।

৪. আমাদের জীবন ও মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। দুনিয়ার কোনো শক্তি যেমন জীবন দান করতে পারে না, তেমনি মৃত্যুও আল্লাহ ছাড়া আর কারো হাতে নেই।

৫. মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আল্লাহর দান। এ জ্ঞান-বুদ্ধি খরচ করে আল্লাহকে চিনে নেয়া মানুষের কর্তব্য। এ জ্ঞান-বুদ্ধি তার হুকুম অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে।

৬. জ্ঞান-বুদ্ধির গর্ব-অহংকার করা যাবে না, কারণ আমাদের জ্ঞান নিতান্তই স্বল্প। আল্লাহ বৃদ্ধ বয়সে বড় জ্ঞানবান লোককেও জ্ঞানহীন পশুর অধম বনিয়ে দেন।

সূরা হিসেবে রুক'-১০

পারা হিসেবে বন্ধু'-১৬

ଆସ୍ଥାତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା-୬

﴿١١﴾ وَاللَّهُ فَضْلٌ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا

৭১. আর আব্বাহ প্রাধান্য দিয়েছেন তোমাদের কতককে কতকের উপর রিয়ক-এর ব্যাপারে ; কিন্তু যাদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তারা তো নয়

بِرَّادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ

ফেরত দানকারী তাদের রিয়ক তাদের অধীনস্থদের প্রতি যাতে তাঁরা সবাই তাতে সমান হয়ে যায় ;

أَفَبِعِنتِمَا اللَّهُ يُجَاهِدُونَ ﴿١٦﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

তবে কি তারা আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করবে^{৭১} ? ৭২. আর আল্লাহ-ই তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন

১৭) (بعض+কম)-بَعْضُكُمْ; প্রাধান্য দিয়েছেন; اللهُ-আল্লাহ; আর; (ال+)-الرِّزْقُ; ব্যাপারে; فِى-উপর; كَتَبَ-কতকের; عَلَى-তোমাদের কতককে; (رِزْق-রিযিকের; كَيْفًا-কিছু নয়; الَّذِينَ-তারা যাদেরকে; فَضَّلُوا-প্রাধান্য দেয়া হয়েছে; (رِزْق+হম)-رِزْقِهِمْ; ফেরতদানকারী; (ب+রাদী)-بِرَادَى; তাদের রিয়ক; (ف+হম)-فِهِمْ; তাহাদের অধীনস্তদের; مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ; প্রতি-عَلَى-সবাই; (ا+ف+ব+নعمه)-أَفْبَنَعَمَ; সমান হয়ে যায়; سَوَاءٌ; তাতে; فِيهِ-নিয়ামতকে; اللهُ-আল্লাহর; يَجْحَدُونَ-তারা অস্বীকার করবে। ১৮) (أَرْ-আর; اللهُ-আল্লাহ-ই; أَنْفُسِكُمْ; মধ্য থেকে; مِّنْ-তোমাদের জন্য; لَكُمْ; সৃষ্টি করেছেন; جَعَلَ; তোমাদের নিজেদের; (أَنْفُس+কম)-

৬৭. শিরুক যে বাতিল এবং তাওহীদ-ই একমাত্র সত্য তার পক্ষে যুক্তি পেশ করে এখানে বলা হচ্ছে যে, তোমরা নিজেদের গোলামদেরকে নিজেদের মাল-সম্পদ দিয়ে তোমাদের সমান মর্যাদা দিতে তোমরা রাজী নও অথচ এ সমস্ত মাল-সম্পদ আল্লাহর-ই দেয়া— তাহলে আল্লাহর গোলামদেরকে তাঁর সমকক্ষ ও তাঁর শরীক করে নিচ্ছ এটাতো সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর নিয়ামতের না-শোকরী ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের শোকর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য আদায় করা আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকার করার নামান্তর।

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبِ ۗ

এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের যুগল থেকে পুত্র ও পৌত্র । আর তোমাদের উত্তম বস্তু থেকে রিয়ক দান করেছেন ;

أَفِيبَاِطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٩٥﴾ وَيَعْبُدُونَ

তবে কি তারা বাতিলকে মেনে নিচ্ছে^{৬৮} এবং আল্লাহর নিয়ামতকে তারা অস্বীকার
করছে^{৬৯} ? ৭৩. আর তারা পূজা করবে

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ زَقَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا

আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর যারা না অধিকার রাখে তাদের জন্য কোনো কিছু রিয়ক হিসেবে দেয়ার আসমান ও যমীন থেকে,

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿١٨﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ؕ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

আর না তারা ক্ষমতা রাখে। ৭৪. অতএব তোমরা আল্লাহর জন্য তুলনা বানিয়ে নিও
না^{৭০}; নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন

-أَزْوَاجَكُمْ ; থেকে ; مَنْ-তোমাদের জন্য ; لَكُمْ-সৃষ্টি করেছেন ; وَ-এবং ;
 رَزَقَكُمْ ; আর ; وَ-পৌত্র ; حَفَدَةً-পুত্র ; وَ-তোমাদের যুগল ; (ازواج+কম)
 ; উত্তম বস্তু ; الطَّيِّبَاتِ-থেকে ; مَنْ-তোমাদেরকে রিয়ক দান করেছেন ; (রজق+কম)-
 وَ ; তারা মেনে নিচ্ছে ; يُؤْمِنُونَ-তবে কি বাতিলকে ; (ا+ف+ب+ال+باطل)-أَقْبَالَ بَاطِلٍ
 -يَكْفُرُونَ ; তারা ; هُمْ-আল্লাহর ; الله-নিয়ামতকে ; (ب+نعمت)-يَنْعَمْتَ ; এবং-
 الله ; হাড়া ; مَنْ دُونَ-তারা পূজা করবে ; وَ-আর ৩৭। অস্বীকার করছে
 ; তাদের জন্য ; لَهُمْ-না অধিকার রাখে ; لَا يَمْلِكُ-এমন কিছুর যারা ; آتَاهَا
 شَيْئًا ; যমীন ; الْأَرْضِ-ও ; وَ-আসমান ; السَّمَوَاتِ-থেকে ; مَنْ-রিষিক হিসেবে ; رَزَقًا
 (+) فَلَا تَضْرِبُوا ৩৮। না তারা ক্ষমতা রাখে ; وَ-আর ; وَ-কোনো কিছু-
 (ال+) الْأَمْثَالَ-আল্লাহর জন্য ; الله-অতএব তোমরা বানিয়ে নিও না ; (لا تضربوا
 ; জানেন ; يَعْلَمُ-আল্লাহ ; الله-নিশ্চয়ই ; إِنَّ-তুলনা ; امثال

৬৮. অর্থীৎ তাদের ভাগ্যের ভাল-মন্দ, কামনা-বাসনার পরিপূরণ, দোয়া-প্রার্থনা শোনা, সম্ভান-সমুত্তি দান করা, রুযী-রোযগারের ব্যবস্থা করা, মামলা-মোকদ্দমায় জয়ী বা পরাজিত করা, রোগ-শোক থেকে মুক্তি দেয়া ব্যাপারসমূহ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তার হাতে আছে বলে মনে করার অর্থই বাতিলকে মেনে নেয়া।

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝۹۵ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

এবং তোমরা জান না । ৭৫. আল্লাহ একটা উদাহরণ দিতেছেন ৯৫ অন্যের মালিকানাধীন একজন গোলাম, তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই,

وَمِنْ رِزْقِهِ مِئَارُ زُقَا حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۝

আর (একজন) যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তম রিয্ক দিয়েছি, এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে; এরা কি পরস্পর সমান হতে পারে ?

الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۹۶ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ

সকল প্রশংসা আল্লাহর-ই জন্য ৯৬; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না ৯৬।

৭৬. অতপর আল্লাহ দু'জন লোকের উদাহরণ দিতেছেন—

و-এবং; أَنْتُمْ-তোমরা; لَا تَعْلَمُونَ-তোমরা জান না ৭৫। ضَرَبَ-উদাহরণ দিতেছেন; عَبْدًا-একজন গোলাম; مَمْلُوكًا-অন্যের মালিকানাধীন; لَا يَقْدِرُ-করার ক্ষমতা নেই; عَلَى شَيْءٍ-কোনো কিছুই; وَ-আর; مِنْ رِزْقِهِ-তার রিয্ক থেকে; حَسَنًا-উত্তম; فَهُوَ-তাকে আমি রিযিক দিয়েছি; سِرًّا-গোপনে; وَجَهْرًا-প্রকাশ্যে; هَلْ يَسْتَوُونَ-এরা কি পরস্পর সমান হতে পারে? الْحَمْدُ-সকল প্রশংসা; لِلَّهِ-আল্লাহর-ই জন্য; بَلْ-কিন্তু; أَكْثَرُهُمْ-তাদের অধিকাংশই; لَا يَعْلَمُونَ-তা জানে না ৭৬। অতপর; وَ-অতপর; رَجُلَيْنِ-দু'জন লোকের; اللَّهُ-আল্লাহ; مَثَلًا-উদাহরণ দিতেছেন;

৬৯. সকল নিয়ামতের মালিক আল্লাহ। তাঁর বান্দাহদের নিয়ামত দানের জন্য কারো সুপারিশ করার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং কারো সুপারিশে আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন বলে মনে করা আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং গুণ-বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা।

৭০. অর্থাৎ আল্লাহকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মতো মনে করো না। বাদশাহগণ যেমন মোসাহেব সভাষদ ও মিকটবর্তী লোকজন দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং তাদের মাধ্যম বা সুপারিশ ছাড়া রাজা-বাদশাহদের কোনো আনুকূল্য পাওয়া যায় না; আল্লাহকেও তোমরা তেমন মনে করো না। তাঁকে এমন মনে করাই হচ্ছে তাঁর তুলনা বানিয়ে নেয়া।

৭১. আল্লাহ তা'আলা যেসব উদাহরণ দেন তা নির্ভুল উদাহরণ। মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে সে জন্যই আল্লাহ উদাহরণ দিয়ে থাকেন, মানুষও উদাহরণ দিয়ে থাকে কিন্তু তাদের উদাহরণ নির্ভুল হয় না; আর তাই মানুষের সিদ্ধান্ত ভুল হয়।

أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ ۖ

তাদের একজন বোবা-বধির, কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না এবং
সে তার মনিবের উপর বোঝা।

أَيْنَمَا يُوْجِهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۖ

তাকে মনিব যে দিকেই পাঠায় সে ভাল কিছু করে আসতে পারে না ;
সমান কি হতে পারে সে এবং সেই লোক যে হুকুম দেয় ইনসাফ সহকারে

وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

এবং সে সরল সঠিক মজবুত পথের উপর রয়েছে ৭৪।

أَحَدُهُمَا-তাদের একজন ; أَكْبَرُ-বোবা বধির ; لَا يَقْدِرُ-করার ক্ষমতা
রাখে না ; عَلَى-ওপর ; كَلٌّ-বোঝা ; هُوَ-সে ; وَ-এবং ; وَهُوَ-কিছুই ; عَلَى شَيْءٍ-
তার মনিবের ; أَيْنَمَا-যে দিকেই ; يُوْجِهُهُ-তাকে পাঠায় ;
هَلْ يَسْتَوِي-সমান ; هَلْ-ভাল কিছু ; يَأْتِ-সে করে আসতে পারে না ;
بِخَيْرٍ-সেই লোক যে ; هُوَ-সে ; وَ-এবং ; وَ-সেই লোক যে ; يَأْمُرُ-হুকুম দেয় ;
بِالْعَدْلِ-ইনসাফ সহকারে ; وَ-এবং ; وَ-সে রয়েছে ; عَلَى-উপর ;
صِرَاطٍ-পথের ; مُسْتَقِيمٍ-সরল-সঠিক-মজবুত।

৭২. আয়াতে প্রদত্ত উদাহরণে যে দু'জন গোলাম সমান হতে পারে না তা বলার
অপেক্ষা রাখে না। মুশরিকদের পক্ষেও উল্লিখিত দু'জন গোলামকে সমান বলা কিছুতেই
সম্ভব ছিল না। তাদের কিছু লোক হয়তো মৌখিকভাবে স্বীকার করে নিয়েছে যে, দু'জন
গোলাম সমান নয়। অপর কিছু লোক হয়তো চুপ করে থেকেই অন্যদের কথার সম্মতি দান
করেছে। রাসূলুল্লাহ (স) উভয় দলের জওয়াব পেয়েই “আল হামদুলিল্লাহ” বলে
শুকরিয়া আদায় করেছেন। “বলো, এ দু'জনই কি সমান ?” প্রশ্নটি এবং “আল
হামদুলিল্লাহ” এ দু'য়ের মাঝে যে শূন্যতা বিরাজমান তার সমাধান এভাবেই হতে পারে।

৭৩. অর্থাৎ তারা এতই অজ্ঞ যে, আল্লাহ তা'আলার মূল সত্তা, গুণাবলী, অধিকার ও
ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে তারা তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর সাথে শরীক করছে; অথচ একজন ইখতিয়ার
সম্পন্ন মানুষ ও ইখতিয়ারহীন মানুষের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পেরে তারা উভয়ের সাথে ভিন্ন
ভিন্ন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। তাদের সকল চাওয়াতো বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর
কাছেই হতে পারে; কিন্তু তারা তা না করে তাঁর সৃষ্ট গোলামদের নিকট চায়।

৭৪. অর্থাৎ আল্লাহ ও এসব বানানো মাবুদদের মধ্যকার পার্থক্য শুধু এতটুকই নয়
যে, আল্লাহ ইখতিয়ার তথা ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন সত্তা আর এরা ইচ্ছা শক্তিহীন সম্পন্ন গোলাম,

বরং এরা তো তোমাদের কোনো ডাক-ই শুনতে পায় না এবং তোমাদের ডাকে এরা সাড়াও দিতে পারে না। এরা নিজের ক্ষমতায় কোনো কাজই করতে পারে না বরং নিজের মনীবের উপর এরা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। মনীব যদি তাদের উপর কোনো কাজের দায়িত্ব দেন তারা তা-ও সুসম্পন্ন করতে পারে না। অপর দিকে মনীব এমন এক সত্তা তিনি যা বলেন, তা বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মতভাবে বলেন। তিনি দুনিয়াবাসীকে আদল ও ইনসাফের কথা বলেন। তিনি স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন সত্তাই শুধু নন; বরং তিনি স্বাধীন ইচ্ছায় যা করেন তা-ই একান্ত সত্য ও ন্যায়-ইনসাফ ভিত্তিক। উপরোল্লিখিত গোলাম ও এই মনীব কি কখনো সমান হতে পারে ?

১০ রুকু' (আয়াত ৭১-৭৬)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে রিয়ক তথা ভোগ্য সামগ্রী কম-বেশী দান করা একমাত্র আল্লাহর-ই ফায়সালা। দুনিয়ার কারো বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির এতে বিন্দুমাত্র ভূমিকা নেই।

২. আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে রিয়কের প্রাচুর্য দান করেছেন তাদের কর্তব্য গরীব-দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো; অন্যথায় আল্লাহর নিয়ামতের নাশোকরী হবে।

৩. মানুষের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, কামনা-বাসনা পূরণ, দোয়া-প্রার্থনা শোনা, সন্তান-সন্ততি দান, রুখী-রোযগার, রোগ-শোক থেকে মুক্তিদান এসব কিছুই একমাত্র আল্লাহই করেন। এতে অন্য কারো হাত আছে বলে মনে করাই বাতিলকে মনে নেয়া। সুতরাং এ বিশ্বাস থেকে পরহেয করতে হবে।

৪. আল্লাহ ছাড়া অপর কোনো শক্তি কিছুই দিতে পারে না; আর আল্লাহ কাউকে কিছু দিতে চাইলে দুনিয়ার কোনো শক্তি তা রুখতেও পারে না—এ বিশ্বাস ঈমানের দাবী।

৫. আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মতো নন। আল্লাহর রাজত্বের নিয়ম-নীতিও দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের নিয়ম-নীতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য রিসালাতের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। সুতরাং আল্লাহর তুলনীয় কিছু নেই।

৬. সকল ইল্মের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ রাসুলের মাধ্যমে ওহী দান করে মানুষকে যতটুকু ইল্ম দান করেছেন তা-ই একমাত্র নির্ভুল ও সত্য জ্ঞান।

৭. কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা যেসব উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলোও যথার্থ উদাহরণ। মানুষের অর্জিত জ্ঞান যেহেতু পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল নয়, তাই তাদের দেয়া উদাহরণও নির্ভুল নয়, যার ফলে মানুষের গৃহীত সিদ্ধান্তও নির্ভুল হতে পারে না, যদি না তা আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুনাহর আলোকে হয়।

৮. মানুষের সকল প্রকার আবেদন-নিবেদন শ্রবণকারী, সকল বিপদ-মসীবত থেকে উদ্ধারকারী সত্তা একমাত্র আল্লাহ। কেননা তিনিই একমাত্র ইখতিয়ার সম্পন্ন, যথার্থ ইনসাফকারী ও সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ সত্তা।

৯. সুতরাং কোনো কিছুতেই আল্লাহর সাথে তুলনীয় কিছু হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা-ই একমাত্র রিয়কদাতা, তিনিই একমাত্র বিধানদাতা, তিনিই একমাত্র হুকুমদাতা, তাঁর সিদ্ধান্তই একমাত্র নির্ভুল সিদ্ধান্ত; তাঁর ইল্ম-ই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল; তাই জীবনের সকল পর্যায়ে একমাত্র তাঁর হুকুমই কার্যকর করতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকু'-১১

পারা হিসেবে রুকু'-১৭

আয়াত সংখ্যা-৭

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ ۝

৭৭. আর আল্লাহরই আছে আসমান ও যমীনের যাবতীয় অদৃশ্য ইল্ম^{৭৫}; এবং
কিয়ামতের ব্যাপারে তো কিছু নয়—

إِلَّا كَلِمَ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

চোখের পলক পড়ার মত সময় ছাড়া অথবা তা এর চেয়েও নিকটতর^{৭৬} নিশ্চয়
আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونٍ أَمْهَتَكُم لَّا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۝

৭৮. আর আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেট থেকে বের করেছেন
(এমন অবস্থায়) যে, তোমরা কোনো কিছুই জানতে না ;

৭৭-ও ; السَّمُوت-আসমান ; غَيْبُ-অদৃশ্য ইল্ম ; وَ-আর ; ۝-আর ;
-الأ-যমীনের ; وَ-এবং ; مَا-নয় ; أَمْرُ-ব্যাপারতো ; السَّاعَةِ-কিয়ামতের ;
-أَوْ-চোখের (আল+বসর)-الْبَصَرِ ; -পলক পড়ার মতো (ক+লম)-كَلِمَ ;
-অথবা ; هُوَ-তা ; أَقْرَبُ-এর চেয়েও নিকটতর ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهُ-আল্লাহ ;
-উপর ; عَلَى-আল্লাহ ; ۝-আর ; قَدِيرٌ-সর্বশক্তিমান ; كُلِّ شَيْءٍ-সবকিছুর ;
-পেট ; بُطُونٍ-থেকে ; مِّنْ-অবস্থায় (অخرج+কম)-أَخْرَجَكُم ;
-তোমাদের মায়েদের (امهت+কম)-أَمْهَتَكُم ; لَّا تَعْلَمُونَ-(এমন অবস্থায় যে,)তোমরা
জানতে না ; شَيْئًا-কিছুই ;

৭৫. এখানে কাফিরদের একটি প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। তারা প্রায়ই রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করতো যে, তুমি যে কিয়ামতের কথা বলছো, তা যদি সত্যই হয়ে থাকে তবে বলো তা কবে তথা কোন্ তারিখে হবে ? এ উহ্য প্রশ্নের জবাবেই উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়েছে।

৭৬. অর্থাৎ কোনো পূর্ব-সতর্কতামূলক সংকেত দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে না। বরং তা কোনো একদিন সহসা চোখের পলক পড়তে যে সময় লাগে অথবা তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যেই এসে পড়বে। সুতরাং চিন্তা-চেতনা ও কাজে যে পরিবর্তন আনা দরকার

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

আর বানিয়েছেন তিনি তোমাদের কান চোখ ও দিল^{৭৭}

যেন তোমরা শোকর আদায় করতে পার^{৭৮}।

﴿١٩﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْاءِ السَّمَاءِ ۖ مَا يُمَسِّكُهُنَّ

৭৯. তারা কি পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করেনি যে, (কেমন করে) তারা আসমানের শূন্যলোকে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে ; কিসে তাদেরকে ধরে রেখেছে

إِلَّا اللَّهُ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٥﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ

আল্লাহ ছাড়া ? যেসব লোক ঈমান রাখে তাদের জন্য অবশ্যই এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। ৮০. আর আল্লাহ-ই বানিয়েছেন

ও; وَ-কান-(ال+سمع)-السَّمْعُ ; তোমাদের-لَكُمْ ; তিনি ; جَعَلَ-বানিয়েছেন ; وَ-
 لعل(+) -لَعَلَّكُمْ ; দিল-(ال+افئدة)-الْأَفئدةَ ; وَ-এবং ; وَ-(ال+ابصار)-الْأَبْصَارُ
 -(+لم يروا)-الْمَ يَرَوْنَ ৷(৭৬)। শোকর আদায় করতে পার ; تَشْكُرُونَ-যেন তোমরা ; (كم
 (কমেন)-مُسَخَّرُونَ ; পাখিদের-(ال+طير)-الطَّيْرُ ; প্রতি-الى ; তারা কি লক্ষ্য করে না ;
 (করে) নিয়ন্ত্রিত রয়েছে ; فِي جَوْ-শূন্যলোকে ; السَّمَاءِ-আসমানের ; مَا-কিসে ;
 فِي-অবশ্যই ; اِنْ-আল্লাহ ; الْا-ছাড়া ; يُمَسِّكُهُنَّ-তাদেরকে ধরে রেখেছে ;
 ذَلِكَ-এতে রয়েছে ; لِقَوْمٍ-অনেক নিদর্শন ; لَآيَتٍ-সেসব লোকের জন্য
 وَ-আর ; يُؤْمِنُونَ-ঈমান রাখে ; جَعَلَ-বানিয়েছেন ;

তা এখন থেকেই শুরু করা দরকার। কারণ কিয়ামত তথা চূড়ান্ত ফায়সালার সময় সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল এখনকার চিন্তা ও কাজের উপর। তাওহীদ ভিত্তিক চিন্তা ও কাজের ফলাফল এবং শিরক ভিত্তিক চিন্তা ও কাজের ফলাফল কোনোমতেই এক রকম হবে না।

৭৭. অর্থাৎ তোমাদেরকে এমন সব উপায়-উপাদান দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে তোমরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান হাসিল করে দুনিয়াতে অন্য সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পার। মানুষ জন্মগ্রহণের সময় যতটুকু অসহায় হয়ে থাকে, অন্য কোনো জীব-জন্তু জন্মগ্রহণের সময় এতো অসহায় থাকে না ; কিন্তু আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের উৎস ও উপায় শোনার শক্তি, দেখার শক্তি ও চিন্তা-উপলব্ধি করার শক্তির সাহায্যে সেই অসহায় মানব-শিশুই দুনিয়াতে প্রাধান্য বিস্তার করার যোগ্য হয়ে উঠে।

৭৮. অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া অমূল্য নিয়ামত চোখ, কান, মন তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা যেন আল্লাহর দেয়া চোখ দিয়ে তাঁর আয়াত ও নিদর্শনাবলী দেখবে, তাঁর দেয়া

لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের জন্য আরাম করার স্থান রূপে এবং বানিয়েছেন
পশুর চামড়া থেকে তোমাদের জন্য এমন ঘর ৭৯

تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمًا ظَعْنِكُمْ وَيَوْمًا إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَانِهَا

যা তোমরা হালকা মনে করো তোমাদের সফরের সময় এবং তোমাদের নিজ
এলাকায় অবস্থানের সময় ৮০; আর (তিনি বানিয়েছেন) এগুলোর পশম

وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارُهَا أَثَا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۖ وَاللَّهُ جَعَلَ

ও লোম এবং চুল থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত গৃহসামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী।
৮১. আর আল্লাহ-ই ব্যবস্থা করেছেন

لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ

তোমাদের জন্য তা থেকে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে
আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন আর ব্যবস্থা করেছেন

লَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِّنْ بُيُوتِكُمْ-(মন+বুত+কম)-তোমাদের ঘরগুলোকে ;
سَكَنًا-আরাম করার স্থান রূপে ; وَ-এবং ; جَعَلَ-বানিয়েছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ;
بُيُوتًا-এমন ঘর ; (ال+অনাম)-পশুর ; الْأَنْعَامِ-চামড়া ; جُلُودِ-থেকে ; مِّنْ-
ظَعْنِكُمْ-যা তোমরা হালকা মনে করো ; (تستخفون+ها)-সময় ; يَوْمًا-তোমাদের সফরের ;
و-এবং ; يَوْمًا-সময় ; إِقَامَتِكُمْ-তোমাদের নিজ ; (اقامت+কম)-
এলাকায় অবস্থানের ; وَ-আর ; مِّنْ-থেকে ; أَصْوَانِهَا-(অস্বাফ+ها)-এগুলোর পশম ;
(اشعار+ها)-এগুলোর লোম ; وَأَوْبَارِهَا-(অবার+ها)-এবং ; أَشْعَارُهَا-
অথবা ; أَثَا-অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী ; وَمَتَاعًا-ও ; إِلَىٰ حِينٍ-পার্যন্ত ;
جَعَلَ-ব্যবস্থা করেছেন ; (جعل+ই)-আল্লাহ-ই ; (جعل+ই)-আল্লাহ-ই ;
ظِلَالًا-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; خَلَقَ-তা থেকে যা ; مِمَّا-তোমাদের জন্য ;
لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; (لَكُمْ+জবাল)-পাহাড়ে ; (من+ال+জবাল)-
আশ্রয়ের ; (جعل+ব্যবস্থা করেছেন) ; (جعل+ব্যবস্থা করেছেন) ;

কান দিয়ে শুনবে তাঁর কলাম এবং তাঁর দেয়া মন দিয়ে চিন্তা করবে তোমাদেরকে দেয়া তাঁর
নিয়ামতের কথা ; আর এটাই হবে তাঁর প্রতি শোকর আদায় করা। আর এটা যদি না
করা হয় তবে তা হবে চরম নাশোকরী।

لَكُمْ سَرَائِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَائِيلَ تَقِيكُمْ بَاسَكُمْ كَذَلِكَ

তোমাদের জন্য (এমন) পোশাক পরিচ্ছদ যা তোমাদেরকে গরম থেকে বাঁচায়^{৮১}

এবং (এমন) পোশাক যা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে^{৮২}, এভাবেই

يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٥٧﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا

তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামতকে পূর্ণ করেন যেন তোমরা (তাঁর প্রতি) অনুগত হও^{৮৩}। ৮২. অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়

لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; سَرَائِيلَ-পোশাক-পরিচ্ছদ ; تَقِيكُمْ-(تقى+كم)-তোমাদেরকে বাঁচায় ; الْحَرَّ-(ال+حر)-গরম থেকে ; وَسَرَائِيلَ-(এমন) পোশাক-পরিচ্ছদ ; يُتِمُّ-তোমাদেরকে রক্ষা করে ; بَاسَكُمْ-তোমাদের যুদ্ধে ; كَذَلِكَ-এভাবেই ; نِعْمَتَهُ-তাঁর নিয়ামতকে ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; تَوَلَّوْا-তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ; فَإِنْ-অতপর যদি ; لَعَلَّكُمْ-যেন তোমরা ; تُسْلِمُونَ-অনুগত হও । ৫৭।

৭৯. অর্থাৎ চামড়ার তৈরী তাঁবু। আরব দেশে এ ধরনের তাঁবুর বহুল ব্যবহার আছে।

৮০. অর্থাৎ দূরে কোথাও সফরে যাও তখন তোমরা খুব সহজে এসব তাঁবু ভাঁজ করে বহন করে নিয়ে যেতে পার এবং কোথাও অবস্থান করার ইচ্ছা করলে এগুলোকে ভাঁজ খুলে খাটিয়ে নিয়ে আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিতে পার।

৮১. এখানে শীত থেকে রক্ষাকারী পোশাকের কথা না বলে গরম থেকে রক্ষাকারী পোশাকের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, যেসব দেশে অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক সাইমুম ঝড় প্রবাহিত হয় সেসব দেশে শীতের পোশাকের চেয়ে গরমের পোশাকের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। এসব দেশে মানুষ মাথাসহ, সমস্ত শরীর ঢেকে গরমের মৌসুমে ঘর থেকে বের হতে বাধ্য হয়, তা না হলে উত্তপ্ত বাতাস তার সমস্ত দেহ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে পারে। এমতাবস্থায় অনেক সময় মানুষকে শুধুমাত্র চোখ খোলা রেখে বাকী সমস্ত শরীর ঢেকে বাইরে বেরুতে হয়।

৮২. অর্থাৎ বর্ম বা দেহের আচ্ছাদন যা যুদ্ধ চলাকালীন পরিধান করা হয়।

৮৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সবকিছুর ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া তিনি মানুষের পরকালীন জীবনে মুক্তির জন্য দুনিয়াতে যা করা প্রয়োজন তারও সার্বিক ব্যবস্থা করেছেন। অতএব মানুষকে অবশ্যই আল্লাহর অনুগত হয়ে জীবনযাপন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা এত বে-শুমার নিয়ামত দান করেছেন যা গণনা করা মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়।

فَانَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ

তবে আপনার উপর দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া। ৮৩. তারা তো আল্লাহর নিয়ামতকে চেনে তারপরও

يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ۝

তা অস্বীকার করে ৮৪ এবং তাদের অধিকাংশই কাফির।

পৌছে-(ال+بلغ)- (ال+بلغ)-আপনার উপর দায়িত্বতো ; বরং তারা এসব নিয়ামতদাতা হিসেবে আল্লাহকে স্বীকার করতো ; তবে তাদের আকীদা ছিল—এসব নিয়ামত তাদের বুয়র্গ লোক ও দেব-দেবীদের বদৌলতেই আল্লাহ দিয়েছেন। আর এজন্য তারা আল্লাহর চেয়েও বেশী সেসব বুয়র্গ ও দেব-দেবীদের প্রতি শোকর আদায় করতো। এটাকেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামতের অস্বীকৃতি বলে অভিহিত করেছেন।

১১ রুকু' (আয়াত ৭৭-৮৩)-এর শিক্ষা

১. কিয়ামত কখন হবে তা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর নবীকেও অবগত করেননি।

২. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কোনো পূর্ব সতর্কতামূলক সংবাদ পাওয়া যাবে না। যে কোনো একদিন হঠাৎ চোখের পলকে কিয়ামত সংঘটিত হবে। সুতরাং সেজন্য প্রতুতি গ্রহণ করতে হবে নেক আমল করার মাধ্যমে।

৩. আল্লাহর দেয়া চোখ, কান ও অন্তর দিয়ে আল্লাহর দীনের জ্ঞান অর্জন করে সৃষ্টির সেরা জীব হওয়ার প্রমাণ পেশ করতে হবে।

৪. পাখির আকাশে ভেসে থাকার মধ্যে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন রয়েছে। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে তারাই উল্লিখিত নিদর্শনকে অনুধাবন করতে পারে।

৫. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাদের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য যে অমূল্য সম্পদ দিয়েছেন, তাহলো তার জ্ঞান। অন্য সকল জীবের থেকে মানুষের সমস্যা হবে অনেক বেশী ; কিন্তু সে তার সকল সমস্যা মুকাবিলা করবে জ্ঞান দিয়ে।

৬. বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণ, শীত-গ্রীষ্ম থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি, বাতিলের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সামগ্রী তৈরি ইত্যাদি সকল জ্ঞান আল্লাহ-ই মানুষকে দিয়েছেন।

৭. দুনিয়াতে মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তা সবই আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। আল্লাহ মানুষকে তার নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে দিয়েছেন। সুতরাং জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামত খুঁজে বের করা মানুষের কর্তব্য।

৮. মানুষকে দেয়া সকল নিয়ামতের শোকর তাঁর দীনের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমেই আদায় হতে পারে। আল্লাহর দেয়া দীন তথা জীবনব্যবস্থার বিপরীত কাজ করা হবে তাঁর নিয়ামতের চরম নাশোকরী। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর দীন অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে।

৯. যারা আল্লাহর দীনের দাওয়াত পেয়ে এবং তাঁর নিয়ামতের পরিচয় লাভ করেও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তারাই কাফির।

১০. যারা জেনে শুনে আল্লাহর নিয়ামতের ব্যাপারে কুফরী করবে তাদের ব্যাপারে দীনের দায়ী তথা আহ্বানকারীদের কোনো দায়িত্ব নেই।



সূরা হিসেবে রুক'-১২

পারা হিসেবে রুক'-১৮

আয়াত সংখ্যা-৬

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ

৮৪. আর যেদিন আমি দাঁড় করাবো প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী^{৮৪}; অতপর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে (কৈফিয়তের) সুযোগ দেয়া হবে না^{৮৫} এবং না তাদেরকে

يُسْتَعْتَبُونَ ۖ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ

ক্ষমা চাইতে বলা হবে^{৮৬}। ৮৫. আর যখন—যারা যুলুম করেছে তারা আযাব দেখবে তখন আর তাদের থেকে তা হালকা করা হবে না

৮৪- আর্মী ; উম্মত ; وَيَوْمَ-যে দিন ; نَبْعَثُ-দাঁড় করাবো ; مِنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; أُمَّةٍ-আর ; يُؤْذَنُ-অতপর ; ثُمَّ-অতপর ; شَهِيدًا-একজন করে সাক্ষী ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; وَلَا-এবং ; هُمْ-না তাদেরকে ; يُسْتَعْتَبُونَ-ক্ষমা চাইতে বলা হবে । ৮৫- আর্মী ; إِذَا-যখন ; رَأَى-তারা দেখবে ; الَّذِينَ-যারা ; ظَلَمُوا-যুলুম করেছে ; الْعَذَابَ-আযাব ; فَلَا يُخَفَّفُ-তখন তা হালকা করা হবে না ; عَنْهُمْ-তাদের থেকে ;

৮৫. অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের নবী অথবা তাঁর চলে যাওয়ার পর যে নবীর পদাংক অনুসরণ করে মানুষকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দীনের বিধান অনুযায়ী জীবনযাপনের দাওয়াত দেবে এবং রসম-রেওয়াজ, ধারণা-অনুমান ও শিরক থেকে মানুষকে সতর্ক ও সাবধান করবে এমন লোককেই সাক্ষ্য দানের জন্য ডাকা হবে। তিনি সাক্ষ্য দেবেন যে, “আমি এ লোকদের নিকট সত্যের মূল দাওয়াত পৌছে দিয়েছি। সুতরাং তারা যা কিছু করেছে তা জেনে-বুঝেই করেছে, না জেনে করেনি”।

৮৬. এখানে এটা বুঝানো হয়নি যে, তাদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ দেয়া হবে না ; বরং বলা হয়েছে যে, তাদের অপরাধ এতটাই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ এতটাই মজবুত থাকবে যে, তারা নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণের কোনো সুযোগ-ই পাবে না।

৮৭. অর্থাৎ তখন আর তাদেরকে একথা বলা হবে না যে, ‘তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও’। কেননা এটাতো চূড়ান্ত ফায়সালার সময়। ক্ষমা প্রার্থনার সময়তো পার হয়ে গেছে। তাওবা করে ক্ষমা চাওয়ার সময়তো ছিল দুনিয়ার জীবনকাল। তা-ও মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত। যখন মানুষ বুঝতে পারে যে, মৃত্যুকাল

وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٣٦﴾ وَإِذَا رَأَى الْإِنِّي شَرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ

এবং তাদেরকে কোনো বিরামও দেয়া হবে না। ৮৬. আর যখন—যারা শিরক করেছিল (দুনিয়াতে) তারা তাদের শরীকদেরকে দেখতে পাবে

قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ؕ

তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক ! এরাই আমাদের শরীক যাদের আমরা
ডাকতাম আপনাকে বাদ দিয়ে

فَالْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّا كَرِهَ لَكُمْ بُونٌ ﴿٦٩﴾ وَالْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ بِالسَّلَامِ

তখন তারা (শরীকরা) তাদের প্রতি জবাব দেবে—অবশ্যই তোমরা মিথ্যাবাদী।
৮৭. অতপর তারা আল্লাহর প্রতিই সেদিন পূর্ণ করবে আনুগত্য

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٦٧﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا

এবং তারা যা মিথ্যা রচনা করেছিল তা তাদের থেকে হারিয়ে যাবে^{১৮}। ৮৮. যারা (নিজেরা) কফরী করেছিল এবং বাধা দিয়েছিল অন্যদেরকে

و-এবং ; لَإِ-হবে না; هُمْ-তাদেরকে ; يُنْظَرُونَ-বিরামও দেয়া । ﴿٦٧﴾ و-আর ; إِذَا-যখন;
شُرَكَاءَهُمْ-তারার সাথে যারা ; أَشْرَكُوا-শিরক করেছিল ; الَّذِينَ-যারা ; رَأَى-দেখতে পাবে ;
رَبُّنَا-হে আমাদের শরীকদেরকে ; تَاللَّهِ-তাঁরা বলবে ; كُنَّا-আমাদের প্রতিপালক ;
الَّذِينَ-যাদেরকে ; عَرَفْنَا-আমাদের শরীক ; هَؤُلَاءِ-এরাই ; نَدْعُو-আমরা ডাকতাম ;
فَالْقَوْلُ-তখন দেবে ; مِنْ دُونِكَ-আপনাকে বাদ দিয়ে ; الْكَذِبُونَ-অবশ্যই তোমরা ;
أَتُكْفَرُونَ-তোমরা কুফর করছো ; الْقَوْلُ-জবাব (আল-ক্বোল) ; إِلَهُكُمْ-তোমাদের প্রতি ;
إِلَهُكُمْ-তোমাদের প্রতি ; إِلَى اللَّهِ-আল্লাহর প্রতি ; وَتَقُولُونَ-অতপর ;
مِنْهُمْ-তাদের হারিয়ে যাবে ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; أَمْ-এবং ; كَانُوا يَنْتَفِرُونَ-তারা মিথ্যা রচনা করেছিল । ﴿٦٨﴾

উপস্থিত হয়ে গেছে, তখন আর তাওবা গৃহীত হয় না। মৃত্যুর পর শুধু পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করার অধিকারই বাকী থাকে।

৮৮. মুশরিকদেরকে ‘মিথ্যাবাদী’ বলার অর্থ এ নয় যে, সেসব মাবুদরা—মুশরিকরা যে তাদেরকে প্রয়োজন পূরণ ও বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য ডাকতো তারা তা-ই অস্বীকার

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَنْ أَبَا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ۝

আল্লাহর পথ থেকে তাদেরকে আযাবের উপর আযাব বাড়িয়ে দেব^{৯০}

তারা যে ফাসাদ করে বেড়াত তার বিনিময়ে

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ

৮৯. আর (হে নবী, আপনি সতর্ক করে দিন) সেদিন আমি দাঁড় করাবো তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন করে সাক্ষী তাদের নিজেদের মধ্য থেকে এবং আপনাকে নিয়ে আসবো

شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

তাদের সকলের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে ; আর (তাই) আমি আপনার প্রতি আল-কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেক জিনিসের সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে^{৯১}

عَنْ-থেকে ; سَبِيلِ-পথ ; اللَّهُ-আল্লাহর ; زِدْنَاهُمْ-(زدنا+هم)-তাদেরকে বাড়িয়ে দেব ; كَانُوا-আযাব ; فَوْقَ-উপর ; الْعَذَابِ-আযাবের ; بِمَا-তার বিনিময়ে যে ; يُفْسِدُونَ-ফাসাদ করে বেড়াতো ১৮০-আর ; يَوْمَ-সেদিন ; نَبْعَثُ-আমি দাঁড় করাবো ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; مِنْ-থেকে ; أَنْفُسِهِمْ-তাদের নিজেদের ; وَ-এবং ; جِئْنَا-নিয়ে আসবো ; بِكَ-আপনাকে ; شَهِيدًا-সাক্ষী হিসেবে ; هَؤُلَاءِ-তাদের ; نَزَّلْنَا-আমি নাযিল করেছি ; عَلَيْكَ-আপনার প্রতি ; الْكِتَابَ-আল-কিতাব ; تِبْيَانًا-সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে ; لِكُلِّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-জিনিসের ;

করবে ; বরং এর অর্থ তারা যে এটা জানতো এবং এর প্রতি তারা রাজী-খুশী ছিল তারা তা-ই অস্বীকার করবে। তারা বলবে—আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদেরকে ডাকার জন্য তো আমরা তোমাদেরকে বলিনি। তোমরা যদি আমাদেরকে ‘দোয়া শ্রবণকারী’ ‘বিপদ উদ্ধারকারী’ ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী মনে করে থাকো তবে তা তোমাদের মনগড়া ও ভিত্তিহীন ধারণা ছিল ; এর জন্য তোমরাই দায়ী ; আমরা এর জন্য কোনো মতেই দায়ী নই।

৮৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে যাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, ফরিয়াদ শ্রবণকারী ও প্রয়োজন পূরণকারী মনে করে তাদের উপর নির্ভর করেছিল, কিয়ামতের মাঠে তাদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্য কারো বিপদ দূর করাতো দূরের কথা তারা নিজেদের বিপদও সরাতে সক্ষম হবেনা।

৯০. আযাবের উপর আযাব বাড়িয়ে দেয়ার অর্থ তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে। এক আযাব হলো তাদের নিজেদের কুফরীর কারণে ; আর অন্যটা হলো অন্যদেরকে আল্লাহর দীনের অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে রাখার কারণে।

وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ ۝

আর মুসলিমদের জন্য হিদায়াত ও রহমত এবং সুখবর দিয়ে ৯২।

و-আর ; وَ-হিদায়াত ; وَ-ও ; وَ-রহমত ; وَ-এবং ; وَ-বুশরী-সুখবর দিয়ে ;
لِّلْمُسْلِمِينَ-মুসলিমদের জন্য।

৯১. অর্থাৎ যেসব জিনিসের উপর হিদায়াত লাভ ও শুমরাহ হওয়া এবং কল্যাণ লাভ ও ভয়াবহ ক্ষতি হওয়া নির্ভর করে সেসব জিনিসের সুস্পষ্ট বিবরণ দেয়া হয়েছে। تَبَيَّنًا থেকে মানুষ মনে করে যে, কুরআনে সবকিছুই বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা তারা কুরআন থেকে বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আশ্চর্য ধরনের তত্ত্ব বের করে নিতে চেষ্টা করে। আসলে এ আয়াতের অর্থ হলো—হিদায়াত লাভ ও শুমরাহ হওয়া যেসব জিনিসের সাথে সংশ্লিষ্ট সেসব জিনিসের বিবরণের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

৯২. অর্থাৎ এ কিতাবকে পুরোপুরি জেনে নিয়ে সে অনুসারে নিজেদের জীবন গড়বে, তাদের জন্য এ কিতাব দিকনির্দেশনা দেবে; এ কিতাব অনুসরণ করার কারণে তাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবে; এ কিতাব তাদের সুসংবাদ দেবে যে, বিচারের দিন তারা আল্লাহর আদালত থেকে ক্ষমা ও পুরস্কার লাভ করবে। অপর দিকে যারা এ কিতাবকে মানবে না, তারা শুধু যে, হিদায়াত লাভ ও রহমত থেকে বঞ্চিত হবে তা-ই নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবী কিয়ামতের দিন যখন সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি এ কিতাব তাদের নিকট পুরোপুরি পৌঁছে দিয়েছেন তখন এ কিতাব তাদের বিরুদ্ধে এক সুস্পষ্ট দলীল ও প্রমাণ হিসেবে দেখা দেবে।

১২ রুকু' (আয়াত ৮৪-৮৯)-এর শিক্ষা

১. কিয়ামতের দিন প্রত্যেক নবী বা নবীর উম্মতের মধ্য থেকে এমন একজনকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো হবে যিনি নবীর দাওয়াতকে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। তখন কোনো মানুষ নবীর দাওয়াত না পাওয়ার অভিযোগ করতে পারবে না।

২. কিয়ামতের দিন কাফিরদের কুফরীর পক্ষে কোনো কৈফিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তারা ক্ষমা চাওয়ার কোনো সুযোগও পাবে না।

৩. কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট আযাব যখন শুরু হবে তখন তা কখনো হালকা করা হবে না এবং সেই নিরবচ্ছিন্ন আযাবে কোনো বিরতিও থাকবে না।

৪. মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক মনে করতো সেসব মিথ্যা শরীকরা নিজেদেরকে মুশরিকদের কাজকর্ম থেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করবে এবং তারা আত্মগোপন করবে।

৫. মুশরিকরা মিথ্যা শরীকদেরকে হারিয়ে চরম অসহায়ত্ব বোধ করবে এবং মহামহিম আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করবে; কিন্তু তখন আর তা কোনো কাজে আসবে না।

৬. যেসব অপশক্তি দুনিয়াতে নিজেদের কুফরীর সাথে সাথে অন্যদেরকেও দীনের পথে চলতে বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে। প্রথমত, নিজেদের কুফরীর জন্য ; দ্বিতীয়ত, অন্যদেরকে বাধা দেয়ার জন্য।

৭. কিয়ামতের দিন সকল নবীর উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী দাঁড় করানোর সাথে সাথে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে এ মর্মে সাক্ষ্য দানের জন্য উপস্থিত করানো হবে যে, তাদের নিকট দীনের দাওয়াত পৌছেছে। সুতরাং তাদের গুমরাহীর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী।

৮. সর্বশেষ আসমানী কিতাবে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত ও গুমরাহী সংক্রান্ত সকল বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং গুমরাহীর জন্য কোনো অজুহাত গৃহীত হবে না।

৯. যারা এ কিতাবকে মেনে নিয়ে এর বিধি-বিধান মতে নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলবে, তাদের জন্য এ কিতাবে রয়েছে হিদায়াতের আলো, আল্লাহর রহমতের নিশ্চয়তা ও আশ্বিরাতে আল্লাহর সন্তোষের বাস্তব রূপ জান্নাত প্রাপ্তির সুখবর।



সূরা হিসেবে রুকু'-১৩

পারা হিসেবে রুক'-১৯

ଆସ୍ଥାତ ସଂଖ୍ୟା-୧୧

﴿٥٥﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

৯০. নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচার করা, দয়া-অনুগ্রহ করা ও নিকটাত্মীরের হক আদায় করার^{৯৩} আদেশ দিচ্ছেন।

(- ب+ال+عدل) -بِالْعَدْلِ -আদেশ দিচ্ছেন ; يَأْمُرُ -আল্লাহ -الله -নিশ্চয়ই ; ⑩
 সুবিচার করা ; وَ-و- (ال+احسان) -الْأَحْسَانَ -ও ; وَ-এবং ; إِنِّتَائِي -হক
 আদায় করার ; ذِي الْقُرْبَى -নিকটাত্মীর ;

৯৩. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন তার উপরই মানব সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। প্রথমত, নির্দেশ দেয়া হয়েছে 'আদল' তথা ইনসাফের। 'আদল' দ্বারা দুই ব্যক্তির মাঝে সকল ব্যাপারে সমতা বিধান করা বুঝায় না; বরং এর দ্বারা দু'ব্যক্তির মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বিধান করাকে বুঝায়। অধিকারকে সমান সমান দু'ভাগে ভাগ করে দেয়া নয়। তবে কোনো কোনো ব্যাপারে সমাজের লোকদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করাও আদল-এর দাবী। যেমন নাগরিক অধিকার। কিন্তু এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলোতে সমান অধিকার কায়ম করা আদল-এর খেলাফ হবে। যেমন পিতামাতা ও সন্তানদের মাঝে সামাজিক ও নৈতিক সমতা এবং উচ্চমানের কোনো কাজ ও নিম্নমানের কোনো কাজের ব্যাপারে সমান পারিশ্রমিক দেয়া। এখানে আল্লাহ তা'আলা এমন সাম্য-নীতি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেননি; বরং এখানে অধিকারের ব্যাপারে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বিধানের নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, নির্দেশ দেয়া হয়েছে ‘ইহসান’-এর। এর অর্থ ভাল ব্যবহার, উদারতা, সহানুভূতিমূলক আচরণ, উত্তম চরিত্র, ক্ষমা, পরস্পরের প্রতি দয়া ও শ্রদ্ধাবোধ এবং একে অপরকে ন্যায্য অধিকারের বেশী দান করা, কম পেয়েও তুষ্ট থাকা। এটা ‘আদল’ বা ইনসাফ-এর অতিরিক্ত জিনিস। সংক্ষেপে ‘আদল’-কে সমাজ জীবনের ভিত্তি ধরে নিলে ‘ইহসান’কে সমাজ জীবনের অলংকার বা পরিপূর্ণতার উপকরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

তৃতীয়ত, নির্দেশ দেয়া হয়েছে নিকটাত্মীয়ের হক আদায় করার। এটা নিকটাত্মীয়দের পরস্পরের প্রতি ইহসান করার এক বিশেষ ব্যবস্থা। এটা শুধু নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভাল ব্যবহার, সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ানো ও একটা নির্দিষ্ট সীমার ভেতরে তাদের সাহায্য করা-ই নয় ; বরং এর মূল উদ্দেশ্য হলো—নিজেদের সম্পদে নিজেদের সন্তান-সন্ততির অধিকার ছাড়াও নিকটাত্মীয়দের অধিকারকে স্বীকার করে নেয়া। পরিবারের উপার্জনের অন্য সদস্যদের অধিকারকে স্বীকার করে নেয়া। এটাও আল্লাহর নির্দেশ। এর বিপরীত করলে অবশ্যই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

এবং বেহায়াপনা, অন্যায়, পাপ ও যুলুম-অত্যাচার করতে নিষেধ করছেন^{৯৪}; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দান করছেন যাতে করে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

﴿٥﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

৯১. আর তোমরা পূরণ করো আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা যখন তোমরা ওয়াদাবদ্ধ হও এবং তোমরা ভেঙ্গে ফেলো না কসম তা পাকা-পোখতভাবে করার পর

وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ○

অথচ তোমরা আল্লাহকে তোমাদের সাক্ষী নিশ্চিত বানিয়ে নিয়েছ ;
তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ জানেন ।

و- (অন্যায়- (অ+ফحشاء)- (ফহশ্বা); থেকে- عَن; নিষেধ- يَنْهَى; এবং- وَ-
 ; যুলুম-অত্যাচার (অ+يَغْي)- (البَغْي); এবং- وَ- ; পাপ- (অ+مَنكَر)- (المَنكَر); ও
 - يَأْتِيكُمْ; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দান করেছেন- (يُعْظُم- (عِظ+كم); যাতে
 তোমরা- تَذَكَّرُونَ- তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পার। ১৩) وَ- আর; আ- তোমরা পূরণ
 করো- عَاهِدْتُمْ; যখন- إِذَا; আল্লাহর- اللَّهُ; ওয়াদা (সাথে কৃত); يَعْهَدُ
 ওয়াদাবদ্ধ হও- (অ+إِيمَان)- (الْإِيمَان); তোমরা ভেঙ্গে ফেলো না- لَا تَنْفُضُوا; এবং- وَ-
 - وَ- ; তা পাকা-পোখতভাবে করার পর- (تَوْكِيد+ها)- (تَوْكِيدُهَا); পর- بَعْدُ; কসম
 - تَوَكَّلْتُمْ; তোমাদের- عَلَيْكُمْ; আল্লাহকে- اللَّهُ; তোমরা বানিয়ে নিয়েছ- قَدْ جَعَلْتُمْ
 উপর- مِمَّا- (জানেন- يَعْلَمُ; আল্লাহ- اللَّهُ, নিশ্চিত- إِنَّ; সাক্ষী- كَفِيلًا; উপর
 - تَفْعَلُونَ- তোমরা করো।

৯৪. অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের নির্দেশ দানের সাথে সাথে তিনটি মন্দ কাজ থেকে নিষেধও করেছেন। কেননা এ তিনটি মন্দ কাজ ব্যক্তিগতভাবে কোনো ব্যক্তিকে এবং সমষ্টিগতভাবে একটি সমাজকেও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আর সেই তিনটি কাজ হলো—‘ফাহশা’ তথা বেহুদা ও লজ্জাকর কাজ। বেহায়াপনা ও ব্যতিচার ইত্যাদি ‘ফাহশা’-এর মধ্যে শামিল। তাছাড়া ‘ফাহশা’ কৃপণতা, নগ্নতা, ডাকাতি, মদ্যপান, গালাগাল, অশ্লীল কথাবার্তা প্রভৃতি মন্দকাজগুলোকে শামিল করে। এসব কাজ করা, এসব কাজের প্রচার-প্রসারে সহায়তা করা, এসব কাজে অর্থ ব্যয় করা, কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করা, মিথ্যা অভিযোগ দেয়া, যেনা-ব্যতিচারে উদ্বুদ্ধকারী নাটক-নভেল, থিয়েটার, ছায়াছবি, নগ্নছবি, নগ্ন ভাস্কর্য ইত্যাদি কর্ম যা যৌনতার দিকে উদ্বুদ্ধ করে এসবই ‘ফাহশা’-এর অন্তর্ভুক্ত।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا^١

৯২. আর তোমরা তার (মহিলার) মতো হয়ো না, যে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে তার সূতো কষ্ট করে কাটার পর^{১৫}

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ^٢

তোমরা তোমাদের কসমকে তোমাদের নিজেদের মধ্যে ধোঁকাবাজির হাতিয়ার বানিয়ে থাকো যাতে একদল একদলের চেয়ে বেশী লাভবান হতে পারে

إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ^٣

আল্লাহতো এসব দ্বারা শুধুমাত্র তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন^{১৬}; আর তিনি অবশ্য অবশ্যই কিয়ামতের দিন তোমাদের সামনে সেসব বিষয় প্রকাশ করে দেবেন যাতে

نَقَضَتْ - (ك+الن) - কা'তী; তার মতো; لا تَكُونُوا - আর; ১৫ - আর; যে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে; غَزْلَهَا - (غزل+ها) - তার সূতো; مِنْ بَعْدِ - পর; أَنْكَأ - (أيمانكم; তোমরা বানিয়ে থাকো; تَتَّخِذُونَ - কষ্ট করে; কাঁটার; قُوَّةٍ - তোমাদের কসমকে; دَخَلًا - ধোঁকাবাজির হাতিয়ার; بَيْنَكُمْ - তোমাদের নিজেদের মধ্যে; أَنْ تَكُونَ - যাতে হতে পার; أُمَّةٌ - একদল; هِيَ - (দল) - সে; أَرْبَى - বেশী লাভবান হতে পার; مِنْ - চেয়ে; أُمَّةٌ - একদলের; إِنَّمَا - শুধুমাত্র; يَبْلُوكُمُ - তোমাদের পরীক্ষা করে থাকেন; اللَّهُ - আল্লাহ; بِهِ - এসব দ্বারা; وَ - আর; لِيُبَيِّنَ - অবশ্যই তিনি প্রকাশ করে দেবেন; يَوْمَ - দিন; الْقِيَمَةِ - কিয়ামতের; كُنْتُمْ فِيهِ - যাতে তোমরা; مَا - সেই বিষয়;

দ্বিতীয়ত, 'মুনকার' যা সাধারণভাবে মন্দকাজ হিসেবে জনসাধারণের নিকট পরিচিত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিষিদ্ধ কাজ।

তৃতীয়ত, 'বাগাওয়াত' তথা স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির অধিকারের সীমালংঘন করা।

৯৫. এখানে ক্রমাগতভাবে গুরুত্ব অনুসারে তিন প্রকারের চুক্তির প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে তা যথাযথভাবে পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রথম প্রকারের চুক্তি হলো—আল্লাহর সাথে মানুষের করা চুক্তি। গুরুত্বের দিক থেকে এটা সর্বোচ্চ।

দ্বিতীয় প্রকারের চুক্তি হলো—মানুষের সাথে মানুষের চুক্তি যাতে আল্লাহর নামে কসম করে বা কোনো না কোনোভাবে তাতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করে চুক্তিকে মজবুত করা হয়। এটা দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি।

تَخْتَلِفُونَ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَفِضْ

তোমরা মতভেদ করছো^{৯৭}। ৯৩. আর আল্লাহ যদি চাইতেন তিনি তোমাদেরকে
অবশ্যই একটি দল বানিয়ে দিতেন^{৯৮} কিন্তু তিনি গুমরাহ করেন

تَخْتَلِفُونَ-মতভেদ করছো। ৯৩-আর ; لَوْ-যদি ; شَاءَ-চাইতেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ;
لَجَعَلَكُمْ-তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে বানিয়ে দিতেন ; أُمَّةً-দল ; وَاحِدَةً-একটি ;
يَفِضْ-তিনি গোমরাহ করেন ;

তৃতীয় প্রকারের চুক্তি হলো—যা আল্লাহর নাম নিয়ে করা হয়। এটা উপরে উল্লেখিত
দু'প্রকারের চুক্তির পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ। এ তিন প্রকারের চুক্তি-প্রতিশ্রুতি সঠিকভাবে পালন
করা একান্তভাবে আবশ্যিক। কোনো অজুহাতেই এগুলোর খেলাপ করা বৈধ নয়।

৯৬. জাতীয় পর্যায়ে কোনো নেতা অপর কোনো জাতির সাথে যেসব ওয়াদা-চুক্তি
করে সেগুলোকে জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে ভঙ্গ করা বর্তমান দুনিয়াতে দক্ষ কূটনীতির
পরিচায়ক মনে করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা এরূপ চুক্তিকারি ব্যক্তি ও জাতির
নৈতিকতার পরীক্ষা এর মাধ্যমে করে থাকেন। অথচ বর্তমান সময়ে এ ধরনের ওয়াদা-
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে কোনো দোষেরতো মনে করা হয়-ই না বরং এ জাতীয় নেতাকে
দক্ষ কূটনীতিক বলে বাহবা দেয়া হয়। আখিরাতে আল্লাহর আদালতে এটা অবশ্যই
শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৯৭. এখানে বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যকার মতভেদের কারণে যে হিন্দু-সংগ্রাম
চলছে তাতে কে সত্যের উপর রয়েছে আর কে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, তার চূড়ান্ত
ফায়সালা কিয়ামতের দিন হবে। তোমরা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং
তোমাদের বিরোধীরা যদি মিথ্যার উপরও প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবুও তাদের সাথে কৃত
ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কোনো মতেই বৈধ হতে পারে না। এখানে তথাকথিত
ধার্মিক লোকদের ধারণা বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা মনে করেন—“আমরা
যেহেতু মু'মিন—আল্লাহর পক্ষের লোক, আর আমাদের বিরোধীরা আল্লাহ বিরোধী ;
সুতরাং তাদের ক্ষতি করার আমাদের অধিকার রয়েছে। তাদের সাথে কৃত ওয়াদা চুক্তি
ভঙ্গ করলে আমাদের কোনো গুনাহ হবে না। তাদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সততা,
আমানতদারী ও ওয়াদা পালন করতে প্রয়োজন নেই।’ যেমন ইয়াহুদীরা আরব
মুশরিকদের ব্যাপারে মনে করতো—“অ-ইয়াহুদীদের ব্যাপারে আমাদের কোনোই দায়-
দায়িত্ব নেই। তাদের সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা যেতে পারে। এর দ্বারা
আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের কল্যাণ হবে। এতে আমাদের কোনো দোষ হবে না।” অত্র
আয়াতে এ ধারণার-ই প্রতিবাদ করা হয়েছে।

৯৮. অর্থাৎ নিজেদেরকে আল্লাহর পক্ষের লোক মনে করে অন্য ধর্মের লোকদের সাথে
ন্যায়-অন্যায় যাচ্ছে তাই আচরণ করে নিজ ধর্মের কল্যাণ সাধন করা এবং অন্য ধর্মকে

مِنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْتَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

যাকে চান এবং যাকে চান হিদায়াত দান করেন^{৯৯}; আর তোমাদেরকে অবশ্যই সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যা যা তোমরা করছিলে।

○ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدًّا بَعْدَ ثُبُوتِهَا

৯৮. আর (হে মু'মিনগণ!) তোমাদের কসমকে পারস্পরিক ধোঁকা-প্রতারণার হাতিয়ার বানিয়ে নিও না, তাহলে কোনো কদম পিছলে যাবে^{১০০} তা দৃঢ় হয়ে বসার পর

وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ

এবং তোমরা ভোগ করবে মন্দ পরিণাম তার বিনিময়ে যেহেতু তোমরা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছ, আর তোমাদের আযাব হবে

- يَشَاءُ ; যাকে ; مَنْ-যাকে ; وَيَهْدِي-হিদায়াত দান করেন ; وَ-এবং ; يَشَاءُ-চান ; عَمَّا-সে সম্পর্কে ; يَشَاءُ-আর ; وَلَتَسْتَلْنَ-তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ; عَمَّا-তোমরা করছিলে ; ○-আর ; وَلَا تَتَّخِذُوا-তোমরা ধোঁকা-প্রতারণার হাতিয়ার বানিয়ে নিও না ; أَيْمَانَكُمْ-(ইমান+কম)-তোমাদের কসমকে ; دَخْلًا-ধোঁকা-প্রতারণার হাতিয়ার ; بَيْنَكُمْ-পারস্পরিক ; فَتَزِلَّ-(ফ+তزل)-তাহলে পিছনে যাবে ; قَدًّا-কদম ; بَعْدَ-পরে ; ثُبُوتِهَا-তা দৃঢ় হয়ে বসার ; وَ-এবং ; وَتَذُوقُوا-তোমরা ভোগ করবে ; السُّوءَ-মন্দ পরিণাম ; بِمَا-তার বিনিময়ে যেহেতু ; صَدَدْتُمْ-তোমরা বাধা সৃষ্টি করেছ ; عَنِ السُّوءِ-আযাব হবে ; وَلَكُمْ-তোমাদের ; عَذَابٌ-আযাব হবে ;

নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেষ্টা করা আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূল নয়। যদি তাই হতো তাহলে আল্লাহতো সৃষ্টি ক্ষমতা বলে সবাইকে মু'মিন হিসেবে সৃষ্টি করতে পারতেন। গুনাহ করা এবং আল্লাহর আনুগত্যহীন জীবনযাপন করার সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সবাইকে অনুগত বান্দায় পরিণত করতে পারতেন। দুনিয়াতে কাফির-মুশরিক হিসেবে কোনো লোকই থাকতো না। মূলত আল্লাহর ইচ্ছা এটা নয়।

৯১. অর্থাৎ বাছাই ও গ্রহণ করার স্বাধীনতা আল্লাহ মানুষকে দিয়ে দিয়েছেন। কেউ যদি হিদায়াতের পথে চলতে চায়, আল্লাহ তাকে হিদায়াতের পথে চলার সুযোগ করে দেন ; আর কেউ যদি গুমরাহীর পথে চলতে চায়, আল্লাহ তাকেও সে পথে চলার সব আয়োজন করে দেন।

১০০. অর্থাৎ কোনো লোক ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস করার পরও শুধুমাত্র তোমাদের চরিত্র ও আচরণ দেখে ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকে এবং দীনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে

عَظِيمٌ ۝ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ

অত্যন্ত কঠোর। ৯৫. আর তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদাকে^{১০১} সামান্য মূল্যে
বিক্রি করে দিও না^{১০২} ; আল্লাহর কাছে যা-কিছু আছে

هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। ৯৬. যা তোমাদের কাছে
আছে তা শেষ হয়ে যাবে আর যা আল্লাহর কাছে আছে (তা-ই) চিরদিন থাকবে ;

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

আর যারা সবর করেছে^{১০৩} আমি অবশ্য-অবশ্যই তাদের বিনিময় দেব তারা যে উত্তম
আমল করতো সে অনুসারেই

بِعَهْدِ-অত্যন্ত কঠোর। ৯৫-আর ; لَا تَشْتَرُوا-তোমরা বিক্রি করে দিও না ; عَظِيمٌ-অত্যন্ত কঠোর ;
اللَّهُ-আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ; ثَمَنًا-মূল্য ; قَلِيلًا-সামান্য ; إِنَّمَا-যা কিছু আছে ;
-ان ; كُنتُمْ-তোমাদের জন্য ; تَعْلَمُونَ-উত্তম ; مَا-তা-ই ; هُوَ-আর ; عِنْدَ-কাজে ;
-যদি ; مَا-যা আছে, তা ; مَا-যা আছে, তা ; عِنْدَ-কাজে ; اللَّهُ-আল্লাহর ;
কাজে ; يَنْفَدُ-শেষ হয়ে ; وَ-আর ; مَا-যা আছে, তা ; عِنْدَ-কাজে ; اللَّهُ-আল্লাহর ;
-তাদের ; الَّذِينَ-আমি অবশ্য-অবশ্যই দেব ; لَنَجْزِيَنَّ-আমি অবশ্য-অবশ্যই দেব ; وَ-আর ;
يَا-যারা ; صَبَرُوا-সবর করেছে ; أَجْرَهُمْ-তাদের বিনিময় ; بِأَحْسَنِ-উত্তম অনুসারেই ; مَا
-যা ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা আমল করতো।

ফেলে, ফলে সে ইসলামী উন্মায়ন শামিল হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। সে
ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাত করে দেখেছে যে, কাফিরদের চরিত্র ও মু'মিনদের চরিত্রে
কোনো তফাৎ নেই। সুতরাং সে দীন গ্রহণ করার জন্য অগ্রসর হয়েও পিছিয়ে গেছে।

১০১. অর্থাৎ সেই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি যা তোমরা আল্লাহর নামে করেছো, অথবা
আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব নিয়ে যে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি তোমরা দিয়েছো।

১০২. এর অর্থ এটা নয় যে, মূল্য তথা স্বার্থ বড় হলে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে স্বার্থ
হাসিল করা যাবে। মূলত আল্লাহর নামে কৃত ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির মূল্য এই নশ্বর দুনিয়া এবং
তার মধ্যকার সকল কিছুর চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং দুনিয়ার স্বার্থে আল্লাহর নামে
কৃত ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা নিতান্ত বোকামী ও লোকসানের ব্যবসা।

১০৩. এখানে সেই লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা দুনিয়ার লোভ-লালসা ও
নফসানী খাহেশাতকে উপেক্ষা করে সত্য-সত্যতার নীতির উপর অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

٥١) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَأَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُكْفِيَنَّهُ

৯৭. যে নেক কাজ করবে পুরুষ হোক বা মহিলা এবং সেই মু'মিন, তাকে আমি
অবশ্যই জীবন-যাপন করাবো^{১০৪}

حَيَوةٌ طَيِّبَةٌ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

পবিত্র জীবন ; আর তারা যে উত্তম আমল করতো অবশ্যই সে অনুসারেই আমি
আখিরাতে তাদের বিনিময় দেব^{১০৫}।

﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

৯৮. অতপর যখন আপনি কুরআন পাঠ শুরু করবেন তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান।^{১০৬}

১৭) أَنْتَى ; বা-ও ; পুরুষ মিন ডকর ; نَك - নেক ; كَاج - কাজ করবে ; مَن - যে ; مَن - মহিলা ;
 -তবে আমি (ف+لنحين) ; مَن - মিন ; مَن - সে-হু ; وَ - এবং ; مَن - মহিলা ;
 -لَنَجْزِيَنَّهُمْ ; وَ - আর ; طِبَّة - পবিত্র ; حَيَوَة - জীবন ; -তাকে জীবনযাপন করাবো ;
 ; -তাদের বিনিময় (اجر+هم) ; -আমি অবশ্যই তাদের দেব (لنجزين+هم) ;
 (ف+) فَإِذَا ১৮) كَانُوا يَعْمَلُونَ ; مَا - যা ; -উত্তম অনুসারে (بِأَحْسَنِ) ;
 -فَاسْتَعِذْ ; الْقُرْآن - কুরআন ; قَرَأَتْ - আপনি পাঠ শুরু করবেন ; (إِذَا) -
 ; مَن - থেকে ; (ب+الله) - بِاللَّهِ ; (ف+استعذ) - তখন আশ্রয় চান ;
 الشَّيْطَان - বিতাড়িত ; الرَّجِيم -

এর ফলে তার যত বড় ক্ষতি-ই হোক না কেন সে সহজে তা সহ্য করে এবং এর শুভ ফল পাওয়ার জন্য মৃত্যুপরবর্তী জীবনের সেই নিশ্চিত দিনের অপেক্ষায় থাকতে প্রস্তুত থাকে।

১০৪. মানব সমাজে কিছু লোক এমন আছে যারা মনে করে যে, সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও পরহেজগারীর ফলে পরকালের যত বড় কল্যাণ লাভ হোক না কেন দুনিয়াতে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। আল্লাহ তাআলা এখানে এ ভুল ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে, তোমাদের এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পন্থা অবলম্বনকারীর শুধু পরকালেই কল্যাণ হয়না, দুনিয়াতেও তারা কল্যাণ লাভ করে। তাদের দুনিয়ার জীবনও বে-ঈমান, চরিত্রহীন ও অসৎলোকদের চেয়ে অনেক উত্তম হয়ে থাকে। নির্মল নৈতিক চরিত্রের কারণে তারা যে প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মান-মর্যাদা লাভ করে থাকে, অপর লোকেরা তা কিছুতেই পেতে পারে না। তারা দরিদ্র হলেও তাদের মনে যে নিশ্চিন্ততা ও ধীরতা-স্থিরতা লাভ করে তার এক-শতাংশও প্রাসাদে

﴿ۙ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝۹ۯ﴾

৯৯. নিশ্চয়ই তার কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি নেই তাদের উপর যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর তারা (সকল অবস্থায়) ভরসা রাখে।

﴿ۙ اِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُّشْرِكُوْنَ ۝۱০০﴾

১০০. তার আধিপত্যতো শুধুমাত্র তাদের উপর (চলে) যারা তাকে অভিভাবক বানায় এবং যারা (তার ধোঁকায় পড়ে) শিরক করে।

﴿ۙ﴾-নিশ্চয়ই ; লَيْسَ-নেই ; لَهُ-তার ; سُلْطٰنٌ-কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি ; عَلَى-উপর ; (رَبِّهِمْ)-রব+হম ; رَبِّهِمْ-ঈমান এনেছে ; وَعَلٰى-এবং ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; يَتَوَكَّلُوْنَ-তারা ভরসা রাখে ; اِنَّمَا-নিশ্চয়ই ; سُلْطٰنُهُ-তার প্রভাব-প্রতিপত্তিতো ; عَلَى-উপর ; الَّذِيْنَ-তাদের (চলে) যারা ; هُمْ-তারা, যারা ; يَتَوَلَّوْنَهٗ-(يتولون+)-তাকে অভিভাবক বানায় ; وَمُشْرِكُوْنَ-শিরক করে ; التَّوَكَّلُ-তার প্রতি ;

বসবাসকারী ফাসেক-ফাজেরদের মনে থাকে না। তারা অন্তরের প্রশান্তি থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়।

১০৫. অর্থাৎ পরকালে তাদের মর্যাদা দান করা হয় তাদের উত্তম আমল-আখলাকের ভিত্তিতে। এর অর্থ যারা দুনিয়াতে ছোট-বড় সকল নেক আমল করেছে, তাদেরকে তাদের বড় বড় আমলের কারণে যে মর্যাদা তারা প্রাপ্য সে মর্যাদা-ই তাদেরকে দেয়া হবে।

১০৬. এখানে কুরআন পাঠকালে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, কুরআন মাজীদকে নাযিল করা হয়েছে তা থেকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য ; আর না বুঝে শুধু মুখে উচ্চারণ করলে তা থেকে সেই পথের সন্ধান পাওয়া যাবে না। কুরআন থেকে পথের সন্ধান পেতে হলে কুরআনকে বুঝে পড়তে হবে। আর সঠিক বুঝ পাওয়ার জন্য পড়া শুরু করার আগেই বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। শয়তান যেন সঠিকভাবে বুঝতে কোনো বাধা সৃষ্টি না করতে পারে অথবা এতে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে। শুধু মুখে আউয়ু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' উচ্চারণ করলেই উল্লিখিত উদ্দেশ্য পূরণ হবে না, মুখের উচ্চারণের সাথে সাথে মনের অনুভূতিতেও আল্লাহর আশ্রয় কামনা করতে হবে। কুরআনকে ভালভাবে বুঝে তার আলোকে নিজের জীবন গড়ার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্যও চাইতে হবে। যে লোক কুরআন থেকে সঠিক পথের সন্ধান পেতে ব্যর্থ হলো পথের সন্ধান লাভের তার আর কোনো রাস্তা নেই।

১৩ রুকু' (আয়াত ৯০-১০০)-এর শিক্ষা

১. আমাদের জীবনের সকল পর্যায়ে তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুবিচার কায়েম করতে হবে।

২. আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শের পূর্ণাংগ অনুসরণ-অনুকরণ ছাড়া সুবিচার কায়েম করার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

৩. সুবিচার কায়েমের পথে যেসব বাধা-প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলো দূর করার জন্য প্রয়োজনে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৪. মানুষের প্রতি মানুষের দয়া-অনুগ্রহ ও সহানুভূতির ভাবধারা সৃষ্টির ভিত্তিতে সমাজ গড়ার সাধনা চালাতে হবে।

৫. নিকটাত্মীয়দের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ সচেতন থেকে যথাযথভাবে তাদের অধিকার প্রদান করতে হবে।

৬. সমাজ ও রাষ্ট্রে নগ্নতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা প্রচার-প্রসারে সহায়ক সকল উৎস ও উপকরণ বন্ধ করার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. অন্যায় ও পাপ থেকে নিজেরা বেঁচে থাকতে হবে এবং সমাজকেও তা থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সমাজকে অন্যায় ও পাপ থেকে বাঁচানো যাবে না।

৮. কারো প্রতি যুলুম-অত্যাচার করা থেকে নিজেরা যেমন বেঁচে থাকতে হবে তেমনি সমাজ থেকেও যুলুম-অত্যাচারকে নির্মূল করতে হবে। এর জন্যও সম্মিলিত প্রচেষ্টা আবশ্যিক।

৯. সকল প্রকার ব্যক্তিগত ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য সদা সচেতন থাকতে হবে। কোনো ওয়েরেই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যাবে না।

১০. সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেও কৃত সকল চুক্তি ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। চুক্তির অপর পক্ষের ধর্মীয় পরিচিতি যা-ই হোক না কেন চুক্তি রক্ষার নির্দেশের কঠোরতাহ্রাসের কোনো প্রকার সুযোগ নেই।

১১. আল্লাহর নামে কসম করে কৃত সকল প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিও যথাযথভাবে পূরো করতে হবে।

১২. ধোঁকাবাজী ও প্রতারণাকে ব্যক্তিগতভাবে যেমন পরিত্যাগ করতে হবে। তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও পরিত্যাগ করতে হবে। কূটনীতি (Diplomacy)-এর আড়ালে ধোঁকাবাজী-প্রতারণাকে বৈধতা দেয়ার কোনো অবকাশ নেই।

১৩. মুসলিম জাতির কল্যাণের দোহাই দিয়েও কোনো চুক্তি-ওয়াদা ভঙ্গ করা বৈধ নয়।

১৪. সৎপথে চলার দৃঢ় ইচ্ছা ও চেষ্টা-সাধনা থাকলে আল্লাহ সে পথে চলাকে সহজ করে দেন। অপর দিকে বিপথে চলার ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে আল্লাহ সে পথে চলারও সুযোগ-সুবিধা করে দেন।

১৫. দুনিয়ার সকল কাজ-কর্মের জন্য অবশ্যই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

১৬. মু'মিনদেরকে অবশ্যই নিজেদের চরিত্র ও কর্মের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষ্য দান করতে হবে।

১৭. মু'মিনদের চরিত্র ও আচরণে অসুগুষ্ঠ হয়ে কোনো মানুষ দীন গ্রহণ থেকে বিরত থাকলে সেজন্য আল্লাহর দরবারে তাদেরকে জবাব দিতে হবে।

১৮. নিজেদের মন্দ কাজ ও মন্দ চরিত্রের মাধ্যমে আল্লাহর পথ থেকে মানুষদেরকে ফিরিয়ে রাখার জন্য আখিরাতে কঠোর আযাব ভোগ করতে হবে।

১৯. আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার মূল্য দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সবকিছুর চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান। সুতরাং দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে তা ভঙ্গ করা যাবে না।

২০. দুনিয়ার লোভ-লালসা ও নফসানী স্বাহেশাতকে উপেক্ষা করে সত্য ও সত্যতার নীতিতে অটল থাকলে তার শুভ প্রতিফল অবশ্যই আখিরাতে পাওয়া যাবে।

২১. সত্য-সত্যতার নীতিতে জীবনযাপন করলে শুধু আখিরাতেই কল্যাণ লাভ হবে না, দুনিয়াতেও তাদের জীবন সম্মান ও শান্তিতে অতিবাহিত হয়।

২২. সখলোকদের যে মানসিক প্রশান্তি থাকে অসৎ ও দুশ্চরিত্র সম্পদশালী লোকেরা তা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

২৩. মু'মিন পুরুষ হোক বা নারী নেক কাজের শুভ প্রতিফল দুনিয়া-আখিরাতে উভয় জাহানেই আল্লাহ দান করবেন, এতে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

২৪. কুরআন অধ্যয়নকালে মৌখিক ও আন্তরিকভাবে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় ও সাহায্য কামনা করতে হবে। তাহলেই কুরআন থেকে সঠিক হিদায়াত লাভ করা যাবে।

২৫. প্রকৃত মু'মিনদেরকে শয়তান কখনো বিপথগামী করতে পারে না। কেননা তারা সকল অবস্থায়ই তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে।

২৬. যারা শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুসারে চলে এবং তাকেই অভিভাবক হিসেবে মানে শয়তান শুধুমাত্র তাদেরকেই বিপথগামী করতে সক্ষম হয়।



সূরা হিসেবে রুকু'-১৪

পারা হিসেবে রুকু'-২০

আয়াত সংখ্যা-১০

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ ۚ قَالُوا ۖ

১০১. আর যখন আমি বদলে দেই এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত—আর আল্লাহ ভাল জানেন যা তিনি নাযিল করেন তখন তারা (কাফিররা) বলে—

إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ قُلْ نَزَّلَهُ

‘তুমিতো নিজেই (এর)-রচনাকারী’^{১০১} ; বরং তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না ।
১০২. (হে নবী !) আপনি বলে দিন, এটাকে নাযিল করেছে

আই-স্থলে ; মَكَانَ-অন্য আয়াত ; آيَةٍ-আমি বদলে দেই ; بَدَّلْنَا-যখন ; إِذَا-আর ; ﴿١٠١﴾-
-এক আয়াতের ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; أَعْلَمُ-ভাল জানেন ; بِمَا-যা ; يُنْزِلُ-তিনি
নাযিল করেন ; قَالُوا-তারা বলে ; أَنْتَ-তুমিতো নিজেই ; مُفْتَرٍ-(এর)
রচনাকারী ; بَلْ-বরং ; أَكْثَرُهُمْ-তাদের অধিকাংশই ; لَا يَعْلَمُونَ-(তা)
জানে না । ﴿١٠٢﴾-আপনি বলে দিন ; نَزَّلَهُ-এটাকে নাযিল করেছে ;

১০১. এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য আয়াত নাযিল করার অর্থ একটি হুকুমের পর অন্য হুকুম নাযিল করাও হতে পারে। যেহেতু কুরআন মাজীদ ক্রমে ক্রমে নাযিল হয়েছে, তাই দেখা যায় একই ব্যাপারে পরপর বেশ কিছু সময়ের ব্যবধানে পরপর দুই বা তিনটি হুকুম দেয়া হয়েছে। আর এ দুই বা তিনটি হুকুমের মাধ্যমেই বিষয়টি সম্পর্কে হুকুমের পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে। শরাব নিষিদ্ধ হওয়া এবং যিনা-ব্যভিচারের শাস্তির ব্যাপারটি এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। কুরআন মাজীদে একটি বিষয়কে কখনো এক রকমের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হয়েছে। আবার সেই বিষয়টিই অন্যত্র অন্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো হয়েছে। একই কাহিনী বারবার বলা হয়েছে কিন্তু বারান্তরে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একটি কথাকে এক জায়গায় মোটামুটিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আবার অন্য জায়গায় তা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। মক্কার কাফিররা এটাকেই দলীল হিসেবে পেশ করে মুহাম্মাদ (স)-কে এ কুরআনের রচয়িতা বলে অভিযোগ করেছে। তাদের বক্তব্য ছিল, “আল্লাহ যেহেতু সর্বজ্ঞ, সুতরাং তাঁর কথা পরিবর্তন হতে পারে না, কথার পরিবর্তন হওয়াতো মানবীয় বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এটা ‘আল্লাহর কালাম’ নয় ; এটা মুহাম্মাদের রচিত।”

رُوحَ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا

পবিত্র আত্মা (জিবরাঈল) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য সহকারে^{১০৮} যেন যারা ঈমান এনেছে তাদের (ঈমান)-কে মজবুত করে দেয়।^{১০৯}

وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ

এবং মুসলিমদের জন্য হিদায়াত^{১১০} ও সুসংবাদরূপে^{১১১}। ১০৩. আর আমি অবশ্যই জানি, তারা নিশ্চিত বলে—

رُوحَ الْقُدُسِ-পবিত্র আত্মা (জিবরাঈল) ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ-(র+ব+ক)-আপনার প্রতিপালকের; بِالْحَقِّ-(ব+আল+হক)-সত্য সহকারে ; لِيُثَبِّتَ-যেন মজবুত করে দেন; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে (তাদের)-কে ; وَ-এবং ; هُدًى-হিদায়াত ; وَ-ও ; ۝-আর ; (ل+আল+মসলিমিন)-মুসলিমদের জন্য ১০৩। وَ-আর ; يَقُولُونَ-বলে ; أَنَّهُمْ-তারা নিশ্চিত ; لَقَدْ-আমি অবশ্যই জানি ; نَعْلَمُ-বলে ;

১০৮. ‘রুহুল কুদুস’ দ্বারা জিবরাঈল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ—‘পবিত্র রুহ’। এটা জিবরাঈল (আ)-এর উপাধি। এখানে তাঁর নামের পরিবর্তে উপাধি ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, এ কালাম এমন এক ‘রুহ’ নিয়ে এসেছেন যিনি অত্যন্ত পবিত্র ; যিনি মানবীয় সকল প্রকার দুর্বলতা থেকে মুক্ত। যাকে কোনো প্রকার ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি-বিদ্রুতি, লোভ-লালসা ইত্যাদি দোষ কখনো স্পর্শ করতে পারে না। তিনি পূর্ণমাত্রায় আমানতদার। সুতরাং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তাতে কোনো প্রকার ভুল নেই, নেই কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ।

১০৯. অর্থাৎ জিবরাঈল (আ) কর্তৃক কুরআন মাজীদে পুরোটা একই সাথে নিয়ে না আসার প্রথম কারণ হলো—মানুষের জ্ঞান ও বোধশক্তি সীমিত থাকার কারণে তারা পুরো কালাম একই সাথে আত্মস্থ করতে সক্ষম নয়, তাই অল্প অল্প করে প্রয়োজন অনুযায়ী কোনো ঘটনা উপলক্ষে সময়ের ব্যবধানে তা তিনি নিয়ে এসেছেন যাতে করে মু’মিনগণ তা ভালভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় এবং আল্লাহর কালাম তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসে যায়, ফলে তাদের ঈমান পোখত হয়ে যায়।

১১০. অল্প অল্প করে নাযিল করার দ্বিতীয় কারণ হলো যেন মু’মিনগণ তাদের প্রয়োজনীয় হিদায়াত যথাসময়ে পেতে পারে। সব দিকনির্দেশনা একই সাথে পাঠিয়ে দিলে তা কখনো সেরূপ কল্যাণকর হতে পারে না। যেক্ষেপ কল্যাণকর হয়েছে প্রয়োজনের সময় হিদায়াত পাওয়াতে।

১১১. কুরআন মাজীদ একই সাথে একবারে নাযিল না করে প্রয়োজন অনুসারে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নাযিল হওয়ার তৃতীয় কারণ হলো—আল্লাহর অনুগত তথা মু’মিন বান্দাহগণ যেসব বাধা-বিপত্তি ও বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হয়ে থাকে এবং যেসব যুল্ম—

إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا

‘তাকে তো শিক্ষা দেয় একটি মানুষ’^{১২}; তারা যার প্রতি ইংগিত করে তার ভাষা
অনারব অথচ এটা (কুরআন)

لِسَانَ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় । ১০৪. নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে না আল্লাহর আয়াতে,

لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ

আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক
আযাব। ১০৫. আসলে মিথ্যাভাে তারাই রচনা করে

ভাষা-لِسَانٌ ; একটি মানুষ-بَشَرٌ ; তাকে তো শিক্ষা দেয় -(انما يعلم+ه)-اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ
-وُ ; অনারব-اَعْجَمِي ; তার-اِلَيْهِ ; ইংগীত করে-يُلْحِدُونَ ; যার, তার-الَّذِي
-ان (১০৪) সুস্পষ্ট-مُبِينٌ ; আরবী-عَرَبِيٌّ ; ভাষায়-لِسَانٌ ; এটা (কুরআন) ; هَذَا
-নিশ্চয়ই ; আত্মাহুত-اللّٰهُ ; আয়াতে-بَايَاتٍ ; ঈমান আনে না-لَا يُؤْمِنُونَ ; যারা-الَّذِينَ
-لَهُمْ ; এবং-وُ ; আত্মাহুত-اللّٰهُ ; হিদায়াত দান করেন না-لَا يَهْدِيهِمْ (লাইহদী+হম)-
-তাদের জন্য রয়েছে ; আযাব-عَذَابٌ ; যন্ত্রণাদায়ক-يُفْتَرِي (১০৫) اِنَّمَا
তারাই রচনা করে ; মিথ্যাতো-(ال+কذب)-الكَذِبُ ;

নির্যাতনের মুকাবিলা তাদেরকে করতে হয় সেই কঠিন সময়ে সুসংবাদ দিয়ে তাদের সাহস-হিম্মতকে বাড়িয়ে তোলা এবং শেষ পরিণতিতে তাদের সফলতার সুসংবাদ দিয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত-আশান্বিত করা, যাতে তারা মনোবল-হারা হয়ে না যায়।

১১২. এখানে ইংগীতকৃত ব্যক্তির বিভিন্ন নাম হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। কেউ বলেছে, তার নাম ‘জবর’ যে আমের ইবনে হাদরামীর ক্রীতদাস ছিল। কেউ বলেছে, তার নাম ‘আয়েশ’ বা ‘আইয়াশ’ যে হুয়াইতিব ইবনে আবদুল উয্যার ক্রীতদাস। আবার কোনো বর্ণনায় এসেছে—উক্ত ব্যক্তি ছিল ‘ইয়াসার’ ওরফে ‘আবু ফুকাইয়া’—এ ব্যক্তি ছিল মক্কার এক মহিলার ক্রীতদাস। অপর এক বর্ণনায় এ ব্যক্তির নাম বলা হয়েছে ‘বালয়ান’ বা ‘বালয়াম’ যে এক রোমীয় ক্রীতদাস ছিল। যাই হোক কাকিররা অভিযোগ করলো যে, মুহাম্মাদ (স)-কে এ লোকটি শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে যায় আর মুহাম্মাদ (স) এটাকে আব্বাহর নামে চালিয়ে দেয়। অথচ তারা এটাও চিন্তা করেনি যে, কুরআন মাজীদে ভাষা হলো বিশুদ্ধ আরবী, আর কথিত ব্যক্তির ভাষা অনারব। তাছাড়া মুহাম্মাদ (স)-এর মত সর্বকালের অনন্য-অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব থেকে একজন ক্রীতদাসকে তারা অধিক যোগ্য মনে করেছে। এতে তাদের বিবেক-বিবেচনার দেউলিয়াপনা সম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝

যারা আল্লাহর আয়াতে ঈমান আনে না^{১১৩}; এবং তারা মিথ্যাবাদী।

۝ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْثَرِ قُلُوبٍ مَطْمَئِنِّ ۝

১০৬. যে কুফরী করে আল্লাহর সাথে, তার ঈমান আনার পর—তবে সে ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় এবং তার অন্তর অবিচলিত থাকে

بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ۝

ঈমানের প্রতি—কিন্তু যারা বক্ষকে কুফরীর জন্য খুলে রাখে তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব পড়বে^{১১৪}

و-এবং; اللَّهُ-আল্লাহর; آيَاتِ-আয়াতে; الَّذِينَ-যারা; لَا يُؤْمِنُونَ-ঈমান আনে না; الْكَافِرُونَ-মিথ্যাবাদী; ۝-যে-মَنْ-কُفِّرَ-কুফরী করে; بِاللَّهِ-আল্লাহর সাথে; مِنْ-পরে; بَعْدِ-তার ঈমান আনার পর; إِلَّا-তবে; أَكْثَرِ-অধিক; قُلُوبٍ-হৃদয়; مَطْمَئِنِّ-অবিচলিত থাকে; وَلَكِنْ-কিন্তু; مَنْ-যারা; شَرَحَ-খুলে রাখে; بِالْكَفْرِ-কুফরীর জন্য; صَدْرًا-বক্ষ; فَعَلَيْهِمْ-তাদের উপর; غَضَبٌ-গযব; مِنَ-পক্ষ থেকে; اللَّهُ-আল্লাহর;

১১৩. অর্থাৎ আল্লাহর কালামে যাদের বিশ্বাস নেই, মিথ্যা রচনা করাই তাদের কাজ। এসব লোককে কখনো বিশ্বাস করা যায় না; কেননা মহাসত্য আল্লাহর কালামে যাদের বিশ্বাস নেই তারা বিশ্বস্ত হতে পারে না।

১১৪. এখানে সেসব মুসলমানের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যাদের উপর তখন অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতন চলছিল এবং অসহনীয় নির্যাতন করে তাদেরকে কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল কিন্তু তাদের অন্তরে কুফরী প্রবেশ করতে পারেনি। তবে যারা আন্তরিকভাবে কুফরীকে গ্রহণ করে নেয় তারা দুনিয়াতে কিছু না হলেও আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে তারা রেহাই পাবে না। এর অর্থ এটা নয় যে, প্রাণ বাঁচানোর জন্য কুফরী কথা বলা উচিত। এটা তো শুধু 'রক্ষসত' তথা অনুমতি। অন্তরে ঈমান মজবুত রেখে যদি বাধ্য হয়ে মুখে কুফরী কথা বলে তবে অবশ্য পাকড়াও থেকে রেহাই পাবে।

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱০৭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। ১০৭. এটা এজন্য যে,
তারা পসন্দ করে নিয়েছে দুনিয়ার জীবনকে

عَلَى الْآخِرَةِ ۚ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۝

আখিরাতের উপর ; আর অবশ্যই আল্লাহ এরূপ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।

۝۱০৮ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَسَمِعَٰهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ ؕ

১০৮. এরাই তারা যাদের দিল ও কান এবং চোখের উপর
আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন।

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝۱০৯ لَا جَرَآءَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

আসলে এরাই গাফিল। ১০৯. অবশ্য অবশ্যই আখিরাতে তারাই ক্ষতিগস্ত ১১৫।

بِأَنَّهُمْ ; এটা-ذٰلِكَ ১০৭। মহা-عَظِيمٌ ; শাস্তি-عَذَابٌ ; তাদের জন্য রয়েছে ; এবং-و-
; জীবনকে-الْحَيٰوةَ ; পসন্দ করে নিয়েছে ; اسْتَحَبُّوا ; তারা ; এজন্য যে (ব+অন+হম)-
- اللّٰهُ ; অবশ্যই-أَنَّ ; উপর-عَلَى ; আখিরাতের-الْآخِرَةِ ; দুনিয়ার-الدُّنْيَا
আল্লাহ ; কাফির-الْكَافِرِيْنَ ; সম্প্রদায়কে-الْقَوْمَ ; হিদায়াত দান করেন না-لَا يَهْدِي ;
আল্লাহ-اللّٰهُ ; মোহর মেরে দিয়েছেন-طَبَعَ ; যাদের-الَّذِيْنَ ; এরাই তারা-اُولٰٓئِكَ ১০৮
-তাদের (সম+হম)-سَمِعَٰهُمْ ; ও-و- ; তাদের দিলের-قُلُوْبِهِمْ (হম+হম)- ; উপর-عَلَى
কানের-و- ; এরাই-اُولٰٓئِكَ هُمْ ; আর-و- ; তাদের চোখের-اَبْصَارُهُمْ (হম+হম)- ; এবং-و-
- فِي الْآخِرَةِ ; অবশ্য তারা (অন+হম)-أَنَّهُمْ ; অবশ্যই-لَا جَرَآءَ ১০৯। গাফিল-الْغٰفِلُوْنَ
আখিরাতে-و- ; এরাই-هُمُ ; ক্ষতিগস্ত-الْخٰسِرُوْنَ ।

আর ঈমানের ‘আযীমাত’ তথা উচ্চমানতো এটাই যে, শরীরের গোশত টুকরো টুকরো করে ফেলা হলেও মুখে তাওহীদের বাণী উচ্চারিত হবে—কুফরী কথা উচ্চারিত হবে না।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে ঈমানের ‘আযীমাত’ ও ‘ক্বখসত’ উভয় প্রকারের উদাহরণ পাওয়া যায়। হযরত খাব্বাব, বেলাল ও হাবীব ইবনে যায়েদ প্রমুখ সাহাবা (রা) নির্ঘাতিত হয়েছেন কিন্তু মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করেননি—‘আযীমাত’-এর উপর আমল করেছেন। আবার হযরত ‘আম্মার ইবনে ইয়াসার অসহনীয় নির্ঘাতনে বাধ্য হয়ে অন্তরে দৃঢ় ঈমান পোষণ সত্ত্বেও জীবন রক্ষার জন্য মুখে ঈমানের বিপরীত কথা উচ্চারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) এটা জানার পর অবস্থানুসারে অনুমতি দান করেছেন।

﴿٥٥﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَهِدُوا

১১০. অতপর আপনার প্রতিপালক নিশ্চিত তাদের জন্য—যাদেরকে নির্যাতন করার পর তারা হিজরত করেছে, তারপর জিহাদ করেছে

وَصَبِرُوا ۖ إِنَّ رَبَّكَ بِمِنِّ الْعَالَمِينَ ۝٢٨

ও সবার করেছে’’—নিশ্চিত আপনার প্রতিপালক তারপরে অত্যন্ত ক্ষমাশীল—
 অশেষ দয়াময় ।

১১০) ثُمَّ-অতপর; اِنْ-নিশ্চিত; رَبِّكَ-(রব+ক)-আপনার প্রতিপালক; لِلَّذِينَ-তাদের জন্য
 যারা; ثُمَّ-তারপর; مَا فُتِنُوا-নির্যাতন করার; مِنْ بَعْدِ-পর; هَاجَرُوا-হিজরত করেছে;
 رَبِّكَ-আপনার; اِنْ-নিশ্চিত; وَ-ও; صَبَرُوا-সবর করেছে; جَاهِدُوا-জিহাদ করেছে;
 ثُمَّ-তারপরে; لَغُفُورٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল; رَحِيمٌ-অশেষ দয়াময়।

১১৫. এখানে সেইসব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা সত্য-দীনের পথে চলা কষ্টকর দেখতে পেয়ে ঈমান ত্যাগ করেছে, অতপর কাফির-মুশরিকদের সমাজে शामिल হয়ে গেছে।

১১৬. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের প্রথম পর্যায়ে অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করে যেসব মুসলমান হাবশা তথা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছে এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে।

১৪ ব্লক' (আয়াত ১০১-১১০)-এর শিক্ষা

১. ঈমান বির রিসালাত তথা রাসূলের রাসূল হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস করা যেমন ঈমানিয়াতের অংশ তেমনি কোনো আয়াতের পরিবর্তনের ব্যাপারেও রাসূলের বাণীর উপর ঈমান রাখাও ঈমানিয়াতের অংশ। সুতরাং কতক আয়াত পরিবর্তনের কথা কুরআন মাজীদ কর্তৃক সত্যায়িত, এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে।

২. আয়াতের পরিবর্তন করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের ঈমানকে দৃঢ় ও মজবুত করে দেন। এর উপর নির্দিধায় বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে আমরাও আমাদের ঈমানকে দৃঢ় ও মজবুত করার জন্য সচেষ্ট হবো।

৩. কুরআন মাজীদ জিবরাঈল (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও আমানতদারীর সাথে মুহাম্মাদ (স)-এর কাছে পৌছে দিয়েছেন। এ কুরআন অধ্যয়নে মু'মিনদের ঈমান মজবুত ও দৃঢ় হয়। সুতরাং আমাদের ঈমানকে মজবুত করার জন্য কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করা উচিত।

৪. কুরআন মাজীদেৱেৰ প্ৰতি বিশ্বাস স্থাপনকাৰীদেৱেৰ জন্ম কুৰআন মাজীদ পথ নিৰ্দেশক ও সুসংবাদ ; আৰ য়াৰা এৰ প্ৰতি বিশ্বাসী নয় তাদেৱেৰ জন্ম এতে কোনো পথনিৰ্দেশনা নেই এবং এতে তাদেৱেৰ জন্ম কোনো সুসংবাদও নেই।

৫. আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাসীদেরকেই আল্লাহ হিদায়াত দান করেন। তাঁর আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে তিনি হিদায়াত দান করেন না। সুতরাং হিদায়াত পেতে হলে আল্লাহর আয়াতে নিঃশর্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

৬. আল্লাহর আয়াত অবিশ্বাসীদের জন্য আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

৭. অবিশ্বাসীরা-ই মিথ্যাবাদী। সুতরাং এদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। যারা তাদেরকে বিশ্বাস করে তাদের সাথে কোনো মুয়ামেলা করে তারা অবশ্যই উভয় জাহানেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৮. অন্তরে ঈমানকে মজবুত রেখে প্রাণ রক্ষার প্রয়োজনে মুখে কুফরী কালাম উচ্চারণ করা হলো 'কুখসত'।

৯. মুখে কুফরী কালাম উচ্চারণের সাথে অন্তরেও তা বিশ্বাস করে নেয়া-ই কুফরী। আর কুফরীর শাস্তি চিরস্থায়ী-জাহান্নাম।

১০. আর প্রাণ গেলেও মুখে কুফরী কালাম উচ্চারণ না করা-ই হলো 'আযীমত'। 'আযীমত'-এর উপর আমল করাই মজবুত ঈমানের লক্ষণ।

১১. আখিরাতে উপর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়া কুফরী। আর কাফিরদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন না। এরা গাফিল, তাই আল্লাহও এদের দিল, কান ও চোখের উপর মোহুর মেরে দিয়েছেন। সুতরাং এরা কখনো হিদায়াত লাভ করবে না।

১২. যারা ঈমান আনার কারণে নির্যাতিত ভোগ করেছে, অতপর হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে, এ অবস্থার উপর ধৈর্যধারণ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের পক্ষেই ছিলেন, আছেন, থাকবেন। এটা আল্লাহর ক্ষমাশীলতা ও দয়ার পরিচায়ক।



সূরা হিসেবে রুক'-১৫

পারা হিসেবে রুক'-২১

আয়াত সংখ্যা-৯

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ﴾

১১১. (স্বরণীয়) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের ব্যাপারে (অপরের সাথে) ঝগড়া করতে আসবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি দেয়া হবে।

﴿مَا عَمِلْتُمْ وَهُمْ لَا يُظَلَّمُونَ﴾ ﴿١١٢﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ

যা সে আমল করেছে এবং তার উপর অবিচার করা হবে না। ১১২. আর আল্লাহ উদাহরণ পেশ করছেন এক জনপদের তা ছিল

أَمِنَةً مَّتَمِّنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ

নিরাপদ-নিশ্চিন্ত, সেখানে পৌছত সব স্থান থেকে তার প্রচুর রিয়ক ;
অতপর তারা না-শোকরী করলো

بِأَنعُمِ اللَّهِ فَإِذَا ذُكِّمَهَا اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا

আল্লাহর নিয়ামতের অতএব আল্লাহ তাদেরকে ক্ষুধা ও ভয়ের
আচ্ছাদনের স্বাদ গ্রহণ করালেন সেজন্য যা

﴿يَوْمَ-সেদিন ; تَأْتِي-আসবে ; كُلُّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তি ; تُجَادِلُ-ঝগড়া করতে ;
- كُلُّ - ব্যাপারে ; عَنْ-তার নিজের ; وَ-এবং ; وَ-পুরোপুরি দেয়া হবে ;
- প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তিকে ; مَا-যা ; عَمِلْتُمْ-সে আমল করেছে ; وَ-এবং ;
-তার উপর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; ضَرَبَ-পেশ করছেন ; وَمَثَلًا-উদাহরণ ; قَرْيَةً-এক জনপদের ;
كَانَتْ-তা ছিল ; أَمِنَةً-নিরাপদ ;
-তার (রজ+হা)-রজ্জু+হা-সেখানে পৌছতো ; يَأْتِيهَا-যা-সেখানে পৌছতো ;
مَّتَمِّنَّةً-নিশ্চিন্ত ; فَكَفَرَتْ-ফ+কফর-অতপর তারা নাশোকরী করল ;
- اللَّهُ - নিয়ামতের ; بِنِعْمِ-নিয়ামতের ; لِبَاسِ-আচ্ছাদনের ; الْجُوعِ-ক্ষুধা ;
- আচ্ছাদনের ; وَالْخَوْفِ-ভয়ের ; بِمَا-সেজন্য যা ;

كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٧﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ

তারা করতো। ১১৩. অথচ নিশ্চিত তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকে এসেছিল
একজন রাসূল কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো

فَاَخَذَ هُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٨﴾ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

ফলে আযাব তাদেরকে পাকড়াও করলো, এমতাবস্থায় তারা ছিল যালেম^{১১৭}।
১১৪. আর তোমরা খাও তা থেকে যে রিযক আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন

حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٩﴾

হালাল ও পবিত্ররূপে এবং তোমরা আল্লাহর নিয়ামতের শোকরগুয়ারী করো^{১১৮} যদি
তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত করে থাক^{১১৯}।

﴿١٢٠﴾ إِنَّهَا حَرَامٌ عَلَيْكُمْ الْمُيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ

১১৫. আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃতজন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস
এবং যা উৎসর্গ করা হয়েছে

নিশ্চিত (ল+قد জা+হম)-লَقَدْ جَاءَهُمْ ; অ-থচ ; ﴿١١٧﴾-তারা করতো।-كَانُوا يَصْنَعُونَ
তাদের নিকট এসেছিল; (من+হম)-مِنْهُمْ ; একজন রাসূল; (ফ+)-فَاَخَذَهُمْ ;
কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো ; (ফ+কذبوا+)-فَكَذَّبُوهُ
- (আল+এযাব)-الْعَذَابُ ; ফলে তাদেরকে পাকড়াও করলো ; (অ+অ+হম)-
- (ফ+কলো)-فَكُلُوا ﴿١١٨﴾ ; আর তোমরা খাও ; (তা-ম)-مِمَّا ; তা থেকে যে ;
- (রিযিক তোমাদেরকে দিয়েছেন) ; (আল্লাহ) ; (শোকর গুয়ারী করো) ;
- (এবং) ; (পবিত্র রূপে) ; (হালাল রূপে) ; (নিয়ামতের) ; (আল্লাহর) ; (যদি) ; (তা-কো) ;
- (ইবাদাত করে থাকো) ; (অবশ্যই) ; (হারাম করেছেন) ; (উৎসর্গ করা হয়েছে) ;
- (মৃত জন্তু) ; (ও) ; (রক্ত) ; (শূকরের মাংস) ; (উৎসর্গ করা হয়েছে) ;
- (আল+মিহ্নে)-الْمَيْتَةُ ; (মৃত জন্তু) ; (ও) ; (রক্ত) ; (শূকরের মাংস) ; (উৎসর্গ করা হয়েছে) ;

১১৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে এখানে উল্লিখিত জনপদটি ছিল মক্কা।
আর সেই জনপদের অধিবাসীরা ছিল মক্কাবাসী কাফির সম্প্রদায়। রাসূল (স)-এর
নবুওয়াত অস্বীকার-এর ফলে তাদের উপর ক্রমাগত কয়েক বছর দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমান
ছিল। আলোচ্য আয়াতে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে ; তবে কেউ নিরুপায় হয়ে পড়লে—প্রয়োজনের সীমা লংঘনকারী না হলে এবং আল্লাহর আইন অমান্যকারী না হলে, তবে আল্লাহ অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু^{১১৯}।

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّتْكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا

১১৬. আর তোমাদের জবান যে মিথ্যা রটায় সেজন্য তোমরা বলোনা ‘এটা হালাল ও এটা

حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ

হারাম’ এতে করে তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করবে^{১২০} ; নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর আরোপ করে

-اضْطُرَّ-ছাড়া অন্যের ; اللَّهُ-আল্লাহ ; بِهِ-জন্যে ; فَمَنْ-(ফ+মন)-তবে কেউ ; غَيْرَ-না হলে ; بَاغٍ-প্রয়োজনের সীমা লংঘনকারী ; وَلَا-এবং ; عَادٍ-(আল্লাহর) আইন অমান্যকারী না হলে ; فَإِنَّ-তবে অবশ্যই ; اللَّهُ-আল্লাহ ; تَقُولُوا-তোমরা বলো না ; السِّتْكُمُ-তোমাদের যবান (সিন্ত+কম)-الْكَذِبُ-মিথ্যা ; هَذَا-এটা ; حَلَلٌ-হালাল ; وَهَذَا-এটা ; حَرَامٌ-হারাম ; لِّتَفْتَرُوا-এতে করে তোমরা আরোপ করবে ; عَلَى-উপর ; اللَّهُ-আল্লাহর ; الْكَذِبَ-মিথ্যা ; الَّذِينَ-যারা ; يَفْتَرُونَ-আরোপ করে ; عَلَى-উপর ; اللَّهُ-আল্লাহর ;

১১৮. এ আয়াতাত্শ থেকে জানা গেল যে, তখন দুর্ভিক্ষাবস্থার পরিবর্তন হয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিকের সরবরাহ হয়েছিল। কেননা রিযিকের ব্যবস্থা করেই আল্লাহ তাদেরকে তা খাওয়ার ও শোকরগুজারী করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১১৯. অর্থাৎ তোমরা যে আল্লাহর ইবাদাতে বিশ্বাসী বলে দাবী করে থাক তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে হালাল-হারামের ব্যাপারেও আল্লাহর নির্দেশ-ই মেনে চলতে হবে। নিজেদের ইচ্ছামাফিক হালাল-হারাম নির্ধারণ করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহর আইনে যা হালাল ও পবিত্র তা-ই বিনা আপত্তিতে খেতে হবে এবং সেই আইনে যা হারাম ও অপবিত্র তা বর্জন করতে হবে।

১২০. নিরুপায় অবস্থায় প্রাণ বাঁচে এ পরিমাণ হারাম খাওয়ার বিধান সূরা বাকারার ১৭৩ আয়াত, সূরা মায়েদার ৩ আয়াত ও সূরা আন’আমের ১৪৫ আয়াতেও দেয়া হয়েছে।

الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٩﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

মিথ্যা তারা সফলকাম হবে না। ১১৭. (তাদের) সুখ-সন্তোষ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী
অতপর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

﴿١٢٠﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ

১১৮. আর যারা ইয়াহুদী হয়ে গেছে তাদের উপর আমি তা-ই হারাম করেছিলাম
যা ইতিপূর্বে আপনার নিকট উল্লেখ করেছি

وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ

আর আমি তাদের প্রতি কোনো যুলুম করিনি বরং তারা নিজেরা-ই নিজেদের উপর
যুলুম করে। ১১৯. অতপর আপনার প্রতিপালক অবশ্যই

الْكَذِبَ-মিথ্যা ; لَا يُفْلِحُونَ-তারা সফলকাম হবে না। ﴿١١٩﴾ مَتَاعٌ-(তাদের) সুখ-সন্তোষ;
عَذَابٌ-আযাব ; وَلَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; اَلَّذِينَ-তাদের যারা ; هَادُوا-ইয়াহুদী
হয়ে গেছে ; قَصَصْنَا-উল্লেখ করেছি; حَرَّمْنَا-আমি হারাম করেছিলাম; مَا-তা-ই যা ;
ظَلَمْنَاهُمْ-(মা-তামরা)-আমি তাদের উপর যুলুম করেছি; اَنْفُسَهُمْ-আমি তাদের উপর
নিজেরা-ই নিজেদের উপর যুলুম করেছি; اِنَّ رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ;

১২১. এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, হালাল-হারাম বা জায়েয-না জায়েয
নির্ধারণ করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। তবে কেউ আল্লাহর আইনকে মূল
উৎস মেনে নিয়ে তার ভিত্তিতে ইজতিহাদ-এর সূত্রে হালাল-হারাম ও জায়েয না জায়েয
ফায়সালা দেবে, তা অবশ্যই গ্রহণীয় হবে। উল্লিখিত অবস্থা ছাড়া কারো স্বাধীনভাবে
হালাল-হারাম ঘোষণা দেয়াকে ‘আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করা’ বলে এ আয়াতে
সাব্যস্ত করা হয়েছে।

১২২. এখানে মক্কার কাফিরদের আপত্তির জওয়াব দেয়া হয়েছে। তাদের প্রথম
আপত্তি ছিল—বনী ইসরাঈলের শরীয়াতে আরো অনেক জিনিস হারাম ছিল, অথচ
আপনি সেগুলো হালাল করে দিয়েছেন। তাদের শরীয়াত ও আপনার শরীয়াত উভয়টাই
যদি আল্লাহর পক্ষ হতে এসে থাকে, তাহলে আপনারা নিজেরা তাদের শরীয়াতের বিরোধিতা
কেন করছেন? এবং উভয় শরীয়াতের মধ্যে এত পার্থক্য কেন?

لِّلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنۢ بَعْدِ ذٰلِكَ

তাদের প্রতি—যারা অজ্ঞাতবশত মন্দ করে ফেলে তার পরপরই তাওবা করে

وَأَصْلَحُوا ۚ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

এবং নিজেদেরকে শুধরে নেয় নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক এসবের পরও অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

(ব+جهالة)-بِجَهَالَةٍ-মন্দ ; السُّوءَ-করে ফেলে ; عَمِلُوا-তাদের প্রতি যারা ; لِّلَّذِينَ-এবং ; وَ-এবং ; ثُمَّ-তারপর ; تَابُوا-তাওবা করে ; مِنۢ بَعْدِ ذٰلِكَ-পরপরই ; أَصْلَحُوا-শুধরে নেয় (নিজেদেরকে) ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; رَّحِيمٌ-পরম দয়ালু ; لَغَفُورٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; عَمِلُوا-এসবের পরও ;

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল—বনী ইসরাঈলের শরীয়াতে শনিবার দিন হারাম হওয়ার আইন ছিল যা আপনি বাতিল করে দিয়েছেন। এ দু'আপত্তির জবাবে এখানে বলা হয়েছে যে, আপনার প্রতি যা হারাম করা হয়েছে ইয়াহুদীদের শরীয়াতেও তা হারাম ছিল ; কিন্তু তারা নিজেরাই এর সাথে যোগ বিয়োগ করে নিজেদের উপর যুলুম করেছে।

১২৩. এখানে 'ইতিপূর্বে উল্লেখ করা' দ্বারা সূরা আন'আমের ১৪৫ আয়াতের দিকে ইশারা করা হয়েছে। ইয়াহুদীদের নাফরমানীর কারণে বিশেষভাবে যেসব জিনিস হারাম করা হয়েছিল তা-ই এ আয়াতে বলা হয়েছে। আবার সূরা আন'আমের ১১৯ আয়াতে সূরা নাহলের এ আয়াতের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, এতে প্রশ্ন দাঁড়ায় সূরা নাহল ও সূরা আন'আমের মধ্যে কোন্টি আগে নাযিল হয়েছে। এর উত্তর হলো, সূরা নাহল আগে নাযিল হয়েছে এবং পরে সূরা আন'আমের ১৪৫ আয়াতে সূরা নাহলের উল্লিখিত আয়াতের দিকে ইংগিত করে বলা হয়েছে যে, 'ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে'। অতপর সূরা আন'আমের ১১৯ আয়াতে যখন বিস্তারিত বিধান নাযিল হয়েছে তখন সূরা নাহল-এর ১১৮ আয়াতের উপর কাফিরদের আপত্তির জবাবে সূরা আন'আমের ১১৯ আয়াতের দিকে ইংগিত করে বলা হয়েছে যে, 'ইতিপূর্বে আপনার নিকট উল্লেখ করা হয়েছে।'

১৫ রুকু' (আয়াত ১১১-১১৯)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে মানুষের সকল কাজকর্মের পুংখানুপুংখ হিসাব আখিরাতে নেয়া হবে এবং তার সঠিক বদলা সেখানে দেয়া হবে। এতে বিন্দুমাত্রও কমবেশী করা হবে না।

২. রাসূল (স)-এর আনিত দীনকে অমান্য করা রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার শামিল, যার পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জাহানেই অত্যন্ত মন্দ। যেমন হয়েছিল মক্কার কাফিরদের পরিণতি।

৩. আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের জন্য শোকর আদায় করা কর্তব্য, তাহলে আল্লাহ নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবেন। আর নাশোকরী করলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

৪. মৃতজন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবাইকৃত পশু সরাসরি হারাম। হারাম খাওয়া থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য।

৫. নিরুপায় অবস্থায় জীবন রক্ষার জন্য ততটুকু হারাম গ্রহণ বৈধ যতটুকু গ্রহণ করলে জীবন রক্ষা হয়। তবে এটা হলো 'রুখসত' তথা ছুড়ান্ত অবস্থায় ছাড়।

৬. মু'মিনের জন্য 'আযীমত' তথা ঈমানের যথার্থ চাহিদা হল জীবন গেলেও বিন্দুপরিমাণ হারাম গ্রহণ না করা। আমাদেরকে 'আযীমত'-এর উপর আমল করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

৭. হালাল ও হারাম করার ইখতিয়ার আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কারো নেই।

৮. যারা নিজেরা হালাল-হারামের বিধান জারী করে, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। তারা অবশ্যই উভয় জাহানে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হবে। মানব-রচিত বিধান কখনো শাস্তি ও সমৃদ্ধি দান করতে পারে না।

৯. নিজেদের রচিত আইন যারা আল্লাহর বাস্বাহদের উপর চাপিয়ে দেয়। তাদের এ ক্ষমতা-কর্তৃত্ব এবং সুখ-সম্ভোগ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। তাদের জন্য তৈরী রয়েছে চিরস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

১০. ইয়াহুদীরা আল্লাহর বিধানকে ত্যাগ করে নিজেরাই হালাল-হারামের বিধান তৈরি করে নিয়েছে। তারা এর দ্বারা নিজেদেরকে আখিরাতে শাস্তির যোগ্য বানিয়ে নিজেদের উপরই যুলুম করেছে। সুতরাং আল্লাহর বিধানে যা হালাল তা-ই হালাল জানতে হবে এবং সেই বিধানে যা হারাম তা-ই হারাম বলে জানতে হবে।

১১. অজ্ঞতাবশত কেউ কোনো গুনাহ করে ফেললে জানার পর তৎক্ষণাত তা থেকে তাওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। আল্লাহ অবশ্যই এ জাতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

১২. মু'মিন কখনো আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা থেকে নিরাশ হতে পারে না। আল্লাহর ক্ষমার আশা থেকে নিরাশ হওয়া শয়তানের স্বভাব। সুতরাং আমাদেরকে সকল অবস্থায় আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের আশায় তাওবা-ইসতিগফার করতে হবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-১৬

পারা হিসেবে রুকু'-২২

আয়াত সংখ্যা-৯

﴿١٢٠﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ

১২০. নিশ্চয়ই ইবরাহীম (নিজে নিজেই) এক উম্মত ছিলেন^{১২০}, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর প্রতি অনুগত ছিলেন ; এবং তিনি ছিলেন না

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢١﴾ شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ ۖ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

মুশরিকদের মধ্যে শামিল। ১২১. তিনি ছিলেন তাঁর (আল্লাহর) নিয়ামতের শোকর আদায়কারী ; তিনি (আল্লাহ) তাঁকে বাছাই করে নিয়েছিলেন এবং পরিচালিত করেছিলেন সরল-সঠিক পথে।

﴿١٢٢﴾ وَاتَّيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٣﴾

১২২. আর আমি তাঁকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করেছিলাম ; আর অবশ্যই তিনি আখিরাতেও নেককারদের মধ্যে গণ্য হবেন।

﴿١٢٤﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ

১২৩. অতপর আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের পথ-পন্থা অনুসরণ করুন ;

﴿١٢০﴾-নিশ্চয়ই ; ইবরাহীম-ইবরাহীম ; كَانَ-ছিলেন ; أُمَّة-এক উম্মত ; قَانِتًا-অনুগত ,
-مِنَ- ; لَمْ-তিনি ছিলেন না ; يَكُ-এবং ; وَ-এবং ; حَنِيفًا-একনিষ্ঠভাবে ; لِلَّهِ-আল্লাহর প্রতি ;
ل-+)-শোকর আদায়কারী ; شَاكِرًا-শোকর আদায়কারী ; اجْتَبَاهُ-তিনি তাকে বাছাই করে নিয়েছিলেন ;
-مُسْتَقِيمٍ-পথে ; إِلَى صِرَاطٍ-পরিচালিত করেছিলেন ; (هَدَى+)-হেদী ; (و-এবং ; وَ-এবং ;
فِي-আমি তাঁকে দান করেছিলাম ; اتَّيْنَاهُ-আমি তাঁকে দান করেছিলাম ; (و-আর ; وَ-আর ;
-فِي الْآخِرَةِ-দুনিয়াতে ; حَسَنَةً-কল্যাণ ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;
-ثُمَّ-অতপর ; (و-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;
-أَوْحَيْنَا-আমি ওহী পাঠিয়েছি ; إِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; أَنْ-যে, اتَّبِعْ-অনুসরণ করুন ;
-مِلَّة-পথ-পন্থা ; حَنِيفًا-একনিষ্ঠভাবে ;

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ

আর তিনি (ইবরাহীম) মুশরিকদের শামিল ছিলেন না^{১২৫}। ১২৪. শনিবারকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল কেবলমাত্র তাদের উপর যারা

اِخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

তাতে মতভেদ করেছিল^{১২৬}, আর নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন।

- إِنَّمَا ১২৪। মুশরিকদের- الْمُشْرِكِينَ ; শামিল- مِنْ ; না ছিলেন- كَانَ ; আর- وَ- কেবলমাত্র ; উপর- عَلَى ; শনিবারকে- السَّبْتُ ; চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল- جُعِلَ ; তাদের যারা- الَّذِينَ ; মতভেদ করেছিল- اِخْتَلَفُوا ; নিশ্চয়ই- إِنَّ ; আর- وَ ; তাতে- فِيهِ ; অবশ্যই ফায়সালা করে দেবেন- لَيَحْكُمُ ; তাদের মধ্যে- بَيْنَهُمْ ; কিয়ামত- الْقِيَمَةِ ; দিন- يَوْمَ ;

১২৪. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) যখন নবুওয়্যাত পান তখন তিনিই একমাত্র মুসলমান ছিলেন, আর সমস্ত জগত ছিল কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। তিনি একাই সেই কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন যা ছিল একটি জাতির করণীয়। ফলে তিনি একাকী একজন মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন গোটা প্রতিষ্ঠান।

১২৫. এখানে মক্কার কাফিরদের আপত্তি ও প্রশ্নের জওয়াব দেয়া হয়েছে। তাদের আপত্তি ছিল যে, মুহাম্মাদী শরীয়াতের সাথে ইয়াহুদীদের শরীয়াতের গরমিল রয়েছে। অথচ উভয়ই আসমানী কিতাবের অধিকারী। এ আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে যে, ইয়াহুদীদের উপর কতিপয় জিনিস হারাম করা হয়েছিল তাদের নাফরমানীর শাস্তি হিসেবে। আসলে ইবরাহীমী শরীয়াতে তা হারাম ছিল না। ইয়াহুদীদের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ যেসব জিনিস থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, অন্যদেরকে সেসব জিনিস থেকে বঞ্চিত করার কোনো কারণ নেই। ইয়াহুদীরা উটের গোশত খায়না অথচ ইবরাহীমী শরীয়াতে তা হালাল ছিল। তা ছাড়া তাদের শরীয়াতে উটপাখি, হাঁস ও খরগোশ প্রভৃতি প্রাণী হারাম; কিন্তু ইবরাহীমী শরীয়াতে তা হালাল ছিল। আর মুহাম্মাদ (স)-এর শরীয়াত তো ইবরাহীমী শরীয়াতের-ই অনুসরণ মাত্র। কাফিরদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমরা না ইবরাহীমী শরীয়াতের অনুসারী আর না ইয়াহুদীদের শরীয়াতের। তবে শিরকের ব্যাপারে তোমাদের সাথে ইয়াহুদীদের মিল রয়েছে। আর মিল্লাতে ইবরাহীমীর প্রকৃত অনুসারীতো মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর সংগী-সাথীরা। কেননা ইবরাহীম (আ)-ও মুশরিক ছিলেন না এবং মুহাম্মাদ (আ) ও তাঁর সংগী-সাথীরাও মুশরিক নন।

১২৬. শনিবার দিনের প্রতি সম্মান দেখানোর যে বিধান ইয়াহুদীদের জন্য ছিল, তা মিল্লাতে ইবরাহীমের তথা ইবরাহীম (আ)-এর শরীয়াতে ছিল না—একথা মক্কার কাফিররা

فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٨﴾ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ

সেই বিষয়ে যাতে তারা মতভেদ করতো। ১২৮. (হে নবী!) আপনি (মানুষকে)

• আপনার প্রতিপালকের পথে ডাকুন হিকমতের সাথে

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ

ও উত্তম নসীহতের সাথে^{১২৯} এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন এমনভাবে যা অতি

উত্তম^{১২৮}; নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক—

আপনি-اُدْعُ ﴿١٢٨﴾-যাতে তারা মতভেদ করতো; فِيهِ يَخْتَلِفُونَ-সেই বিষয়ে;

(ব+অ+হকমে)-بِالْحُكْمَةِ; আপনার প্রতিপালকের-رَبِّكَ; পথে-إِلَى سَبِيلِ; ডাকুন;

অ+)-الْحَسَنَةِ; নসীহতের-(অ+মোয়যা)-الْمَوْعِظَةِ; ও-وَ; হিকমতের সাথে-

(ব+অ+তী)-بِالَّتِي; বিতর্ক করুন-(জাদল+হম)-جَادِلْهُمْ; এবং-وَ; উত্তম-(حسنه)-

এমনভাবে; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালক; إِنَّ-নিশ্চয়ই; اَحْسَنُ-অতি উত্তম; يَا-হী; হিকমতের সাথে;

জানতো, আর সেজন্য তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। তাই এখানে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, শনিবারের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের উপর যে কঠোরতা তা তাদের দুষ্কৃতি ও হঠকারিতার কারণে হয়েছে। প্রথম দিকে এ কঠোরতা ছিল না; তাদের আইন অমান্য করার হঠকারি মনোভাবের কারণে তা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

১২৭. অর্থাৎ মানুষকে দীনের প্রতি দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে দুটো জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে—প্রথমত ‘হিকমত’ দ্বিতীয়ত ‘উত্তম নসীহত’।

‘হিকমত’-এর সাথে দাওয়াত দানের অর্থ হলো—ভালোভাবে জেনে-বুঝে পূর্ণ সজাগ সচেতনতার সাথে লোকদের মানসিক অবস্থা যাচাই-বাছাই করে তাদের গ্রহণ-ক্ষমতা ও ধারণ-ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করে দাওয়াত দেয়া। বিবেক-বিবেচনাহীন লোকের মতো অন্ধ ও দিশেহারা হয়ে দাওয়াত দিতে থাকা হিকমতের খেলাফ।

উত্তম নসীহতের অর্থ হলো—দাওয়াত দিতে গিয়ে লোকদের মনের জিজ্ঞাসাকে শুধুমাত্র যুক্তি প্রমাণের দ্বারা দমন করতে চেষ্টা না করে তাদের মনের আবেগ উচ্ছাসকে প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করা। দোষত্রুটি ও বিভ্রান্তির প্রতি মানুষের মনের গভীরে যে ঘৃণা রয়েছে তাকে তীব্রতর করে তোলা এবং বিভ্রান্তির মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে তাদের মনে ভীতি জাগিয়ে দেয়াও উত্তম নসীহতের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া হিদায়াত ও নেক কাজের সৌন্দর্যকে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে প্রমাণ করার সাথে সাথে তাদের মনে এর প্রতি আগ্রহ-উৎসাহ ও কৌতুহল জাগিয়ে দিতে হবে। নসীহতকারীর মনে যেন লোকদের সংশোধনের জন্য অকৃত্রিম দরদ ও কল্যাণ কামনায় আকুল আবেগ প্রকাশ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। লোকেরা যেন এমন মনে না করে যে, নসীহতকারী তাদেরকে হীন-নগণ্য মনে করে।

هُوَ الْعَلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ الْعَلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○

তিনি-ই অধিক জানেন। তার সম্পর্কে যে বিখ্যাত হয়েছে তাঁর পথ থেকে এবং তিনি হিদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কেও ভাল জানেন। *

﴿١٥٥﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ

১২৬. আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো তবে সেই পরিমাণ-ই গ্রহণ করবে যে পরিমাণ তোমরা নির্যাতিত হয়েছে; আর যদি

صَبْرُكُمْ لَكُمْ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١١١﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

তোমরা সবর কর, তবে সবরকারীদের জন্য অবশ্যই তা অতি উত্তম। ১২৭. আর আপনি সবর করুন এবং আপনার সবরতো আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কিছু নয়।

হু-তিনি-ই ; اَعْلَمُ-অধিক জানেন ; (ب+من)-তার সম্পর্কে যে ; ضَلَّ-বিচ্যুত হয়েছে ; اَعْلَمُ ; هُو-তিনি ; وَ-এবং ; (سَبِيل+ه)-سَبِيلُه-তার পথ থেকে ; عَنْ-থেকে ; ভাল জানেন ; (ب+ال+مُهْتَدِينَ)-بِالْمُهْتَدِينَ-হিদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কেও । ۱۳۵ وَان-আর যদি ; ف-عَاقِبُوا-তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো ; (ب+مثل)-بِمِثْلِ-তোমরা গ্রহণ করবে ; عَاقِبْتُمْ بِهِ-তোমরা এতে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে ; وَ-আর ; لَنْ-যদি ; حَبَرْتُمْ-তোমরা সবর করো ; لَهُوَ-তবে অবশ্যই তা ; اَصْبِرْ-অতি উত্তম ; لِلصَّابِرِينَ-সবরকারীদের জন্য ۱۳۶ وَ-আর ; اَصْبِرْ-আপনি সবর করুন ; وَ-এবং ; مَا-কিছু নয় ; صَبْرُكَ-صَبْرُكَ-আপনার সবরতো ; لَا-ছাড়া ; بِاللَّهِ-بِاللَّهِ-আল্লাহর সাহায্য ;

তারা যেন বুঝতে পারে যে, নসীহতকারীর অন্তরে তাদের সংশোধনের জন্য বেদনা রয়েছে। তারা যেন নসীহতকারীকে তাদের অকৃত্রিম কল্যাণ কামনাকারী হিসেবে অনুভব করে।

১২৮. অর্থাৎ বিতর্ক যেন এমন না হয় যে, এটা শুধুমাত্র বহস-মুনাবারা, বুদ্ধির লড়াই, অর্থহীন তর্ক-বিতর্ক, অন্যায় অভিযোগ আরোপ ও বিদ্রূপ-উপহাস। বিপক্ষকে চূপ করিয়ে দেয়া ও নিজের বাকপটুতাকে প্রকাশ করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা যেন কখনো বিতর্কের উদ্দেশ্য না হয় ; বরং মিষ্ট ভাষা, সৌজন্যমূলক আচরণ, নৈতিকতা ও অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে বিতর্ক করতে হবে। বিপক্ষে লোকদের মনে যেন জিদ, রিয়া ও প্রতিহিংসা জেগে না উঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সহজ ভাষায় ও সহজ ভঙ্গীতে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। বিপক্ষ যদি অন্যায় বিতর্ক করতে চায়, তাহলে কথা না বাড়িয়ে তাকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে যেন সে বিভ্রান্তিতে বেশী দূর চলে না যায়।

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝

আর তাদের কারণে আপনি দুঃখ করবেন না এবং তারা যে চালবাজী করছে সেজন্য সংকীর্ণমনা হবেন না।

۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

১২৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা যথার্থই নেককার ১২৯।

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ - আ-আর ; لَا تَحْزَنْ - আপনি দুঃখ করবেন না ; عَلَيْهِمْ - তাদের কারণে ; وَلَا - এবং ; وَلَا تَكُ - আপনি হবেন না ; فِي ضَيْقٍ - সংকীর্ণমনা ; مِّمَّا - সেজন্য যে ; يَمْكُرُونَ - চালবাজী তারা করছে। ۝ إِنَّ اللَّهَ - নিশ্চয়ই ; مَعَ - সাথে রয়েছে ; الَّذِينَ - তাদের যারা ; اتَّقَوْا - তাকওয়া অবলম্বন করে ; هُمْ - তারা ; الْمُحْسِنُونَ - তঁরাই ; يَمْكُرُونَ - যথার্থই নেককার।

১২৯. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে যাবতীয় মন্দ কাজ ও মন্দ আচরণ করা থেকে বিরত থাকে এবং সদা-সর্বদা ন্যায়ের উপর শক্ত হয়ে থাকে। অন্যেরা তাদের সাথে যত অন্যায় আচরণ ও রুদ্ধ ব্যবহার-ই করুক না কেন জবাবে তারা মন্দ আচরণ ও রুদ্ধ ব্যবহার করে না ; বরং সকল অবস্থাতেই তারা ভাল আচরণ করে।

১৬ রুকু' (আয়াত ১২০-১২৮)-এর শিক্ষা

১. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময়ে তাঁর নবুওয়াতের সূচনাকালে দুনিয়াতে তিনি-ই একমাত্র মুসলিম ছিলেন এবং তিনি শিরক থেকে পবিত্র ছিলেন।

২. মুশরিকরা কখনো মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী হতে পারে না। যারা শিরক-এ লিপ্ত তারা কখনো ইবরাহীম (আ)-এর দীনের উপর রয়েছে বলে বিশ্বাস করা যায় না।

৩. দীনের পথে চললে দুনিয়াতেও কল্যাণ লাভ হয় এবং আখিরাতেও নেক লোকদের মধ্যে গণ্য হওয়া যাবে।

৪. রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি (মুহাম্মাদ) (স) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সার্থক উত্তরাধিকারী।

৫. আল্লাহর দীন পালনের ব্যাপারে নাফরমানী করলে আল্লাহ কঠোরভাবে দুনিয়াতে পাকড়াও করবেন এবং আখিরাতেও কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করবেন। সুতরাং এ থেকে রেহাই পেতে হলে হঠকারী মানসিকতা পরিত্যাগ করে দীনের যথার্থ অনুসরণ করতে হবে।

৬. মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে হিকমত অবলম্বন করতে হবে যাতে করে তারা দাওয়াত দানকারীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে আরও দূরে সরে না যায়।

৭. মানুষকে তিরস্কার করার মানসিকতা ত্যাগ করে দরদী মন নিয়ে তাদের অকৃত্রিম বন্ধুর মতো উত্তম আচরণের মাধ্যমে সদুপদেশ দেয়ার নীতি অবলম্বন করে দাওয়াত দিতে হবে।

৮. ইয়াহুদীরা নিজেরা আল্লাহর দীনের সাথে নাফরমানী করেছে; ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর কঠোর নীতি আরোপ করেছেন।

৯. দীনে ইবরাহীমের অনুসারী হওয়ায় ইয়াহুদীদের মিথ্যা দাবী আখিরাতেই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে।

* ১০. কারো যুলুম-এর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সীমালংঘন করা যাবে না। মাযলুম ব্যক্তি ততটুকু সীমা পর্যন্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে যতটুকু সীমা পর্যন্ত সে নির্ধারিত হয়েছে।

১১. তবে যুলুম-নির্যাতনে সবর করাই অতি উত্তম পন্থা। সবরের ফল দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত ভাল হয়ে থাকে।

১২. সকল ষড়যন্ত্র ও কটকৌশলের পরিস্থিতিতে আল্লাহর উপর দৃঢ় আস্থা রাখতে হবে।

১৩. আল্লাহ সর্বদা মুক্তাকী ও নেককার লোকদের সাথেই থাকেন—এ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে অন্তরে বদ্ধমূল করে নিতে হবে।

৬ষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত

শব্দে শব্দে আল কুরআন

ষষ্ঠ খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান